জ্বিন ও শয়তানের ইতিকথা
এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম

জিন ও শয়তানের ইতিকথা

এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম

বিশ্ব প্রকাশনী

প্রকাশক
এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম

প্রকাশকাল
মে ২০০১
সফর ১৪২১
জ্যৈষ্ঠ ১৪০৭

প্রাপ্তিস্থান
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

বর্ণবিন্যাস
আইডিয়াল কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৫৯৭৬

প্রচ্ছদ
ক্লাসিক প্রডাকট্স
১০৫ ফকিরাপুল
ঢাকা-১০০০

বিনিময় : ১২৫.০০ টাকা

কেন এ বই?

জিন জগত বিরাট রহস্যময়। দিগন্তজোড়া সে রহস্য জানার আগ্রহ প্রতিটি মানুষের। যারা আমাদের সাথেই বাস করে তাদের সম্পর্কে না জেনে পারা যায় কিভাবে? মানুষের মতই বিচিত্র জিন জগত আল্লাহর এক বিরাট কুদরত। তাদের সম্পর্কে অজ্ঞতা ইসলামী আকীদার বিরাট ঘাটতি। সে ঘাটতি পূরণ হওয়া উচিত।

জিন সম্পর্কে রয়েছে আমাদের বিরাট ভীতি। তাদের সম্পর্কে সঠিক তথ্যের অভাবই এর মূল কারণ। আসলে জিন জগতে বহু ভাল ও ইতিবাচক কাজও লক্ষ্য করা যায়।

জিনের ক্ষতিকর অংশের নাম শয়তান। শয়তান মানুষের দুশমন। আমরা এতটুকুই জানি। কিন্তু আমরা তার দুশমনীর অস্ত্র-শস্ত্র, উপায়-উপকরণ ও পদ্ধতি-প্রক্রিয়া সম্পর্কে বহু কিছু জানি না। শয়তানের ওয়াসওয়াসা বিচিত্র যা কল্পনাও করা যায় না। তা না জানলে শয়তান থেকে বাঁচার উপায় নেই।

সমাজের বহু নারী-পুরুষ ও শিশু জিনের আছরের শিকার। এর প্রতিরোধ করা মোমেনের জন্য জেহাদ। সেজন্য জিনগ্রস্ত রোগীর যেমন চিকিৎসা ও প্রতিকার দরকার, তেমনি তা থেকে বাঁচার উপায় ও প্রতিষেধকও দরকার। তা না হলে অগণিত মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করা সম্ভব নয়।

কোরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে সঠিক সমাধানের অভাবে বহু সমস্যাগ্রস্ত লোক কুফরী, শিরক ও অনৈসলামী পদ্ধতি গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। এ সকল বিষয়ের সমাধানের লক্ষ্যে এ বইটি নিবেদিত।

নিবেদক

এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম
বাংলা বিভাগ, রেডিও জেদ্দা
সৌদি আরব
৫ই শাওয়াল ১৪২১ হিঃ
৩১শে ডিসেম্বর ২০০০ খ্রীঃ।

সূচীপত্র

৪র্থ অধ্যায় শয়তান

৫ম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

জিনের সৃষ্টি

জিন ও মানুষ আল্লাহর অনন্য সৃষ্টি। মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে মানুষের কিছু তথ্য জানা আছে। কিন্তু জিন সম্পর্কে বলতে গেলে তেমন কিছু জানা নেই। তাই মানব মনে জিন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্ন উঁকি-ঝুঁকি মারে। জিন কোথা থেকে আসল, কিভাবে আসল, জিনের উপাদান ও বৈশিষ্ট্য কি, তাদের সৃষ্টি ব্যতিক্রমধর্মী কেন? তারা তো অদৃশ্য। তা সত্ত্বেও তাদের আছর ও আক্রমণ দৃশ্যগোচর। তাহলে, জিন কি মানুষের একতরফা ক্ষতি সাধন করবে আর মানুষ তাদের অসহায় শিকারে পরিণত হতে থাকবে? জিনের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য মানুষের কি কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেই? জিন আল্লাহর এক সৃষ্টি রহস্য। এখন আমরা এ সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনা করবো।

আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ মানুষ সৃষ্টির দু'হাজার বছর আগে জিন সৃষ্টি করেছেন। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে বর্ণিত। জমীনের অধিবাসী ছিল জিন। আর আসমানের অধিবাসী ছিল ফেরেশতা। নীচ আসমানের চাইতে উপরের আসমানের ফেরেশতারা অধিকতর ইবাদত, দোআ, নামাজ ও তাসবীহতে ব্যস্ত থাকে।[১]

ইবনে আব্বাস থেকে আরো বর্ণিত। আল্লাহ জিন জাতির আদি পুরুষ সুমিয়াকে আগুনের জ্বলন্ত শিখা থেকে সৃষ্টি করেন। এরপর আল্লাহ বলেন ঃ তুমি ইচ্ছা প্রকাশ কর। তখন সে ইচ্ছা প্রকাশ করে বলল, আমরা যেন দেখি এবং আমাদেরকে যেন কেউ না দেখে। আল্লাহ তার সে ইচ্ছা কবুল করেন। এরপর তার বংশধরকে জমীনে পাঠান। তাদের মধ্যে ইউসুফ নামক এক ফেরেশতা ছিল। তারা তাকে হত্যা করল। তখন আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে মওজুদ ফেরেশতা বাহিনীকে পাঠান। তাদের নাম ছিল জিন। ইবলিশও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফেরেশতা বাহিনীর সংখ্যা ছিল ৪হাজার। তারা জমীনের অধিবাসীদেরকে পরাজিত করল এবং সাগরের দ্বীপসমূহে তাদেরকে নির্বাসিত করল। তখন ইবলিশসহ অন্যান্য ফেরেশতা বাহিনী জমীনে বাস করা শুরু করল। তারা এখানে বাস করা পছন্দ করল।[২]

১. আকামুল মারজান ফি আহকামিল জান্ন-কাজী বদরুদ্দিন শিবলী।

২. ঐ

মোজাহিদ থেকে বর্ণিত। ইবলিশ বলে ঃ জমীন এবং দুনিয়ার আসমানের উপর ছিল আমার কর্তৃত্ব। অপরদিকে আল্লাহর কাছে উর্ধ্বজগতে লেখা ছিল যে, তিনি জমীনে নিজ খলীফা সৃষ্টি করবেন। ইবলিশ তা দেখেছে যা অন্য কোন ফেরেশতার পক্ষে দেখা সম্ভব হয়নি। ইবলিশ তখনই মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, সে কখনও আদমকে সাজদা করবে না। ইবলিশ অন্যান্য ফেরেশতাদেরকে বলেছে যে, এই খলিফারা দুনিয়ায় ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে। তাই আল্লাহ যখন ফেরেশতাদের কাছে মানুষ-খলিফা সৃষ্টির ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন ফেরেশতারা বলে যে, আপনি কি এমন কিছু সৃষ্টি করবেন যারা জমীনে ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে? যেমন জিনেরা ইতিপূর্বে করেছিল, তারা ইতিপূর্বে তাদেরই এক ব্যক্তি ইউসুফকে হত্যা করেছিল।[১]

আল্লাহ তাদের প্রশ্নের জবাবে বলেন ঃ اِنِّى اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

"নিশ্চয়ই আমি যা জানি, তোমরা তা জান না।" এরপর আল্লাহ আদম (আঃ)-কে সকল কিছুর নাম শিক্ষা দেন এবং ফেরেশতাদেরকে সে সকল নাম বলার জন্য পরীক্ষা করেন। ফেরেশতারা অপারগতা প্রকাশ করায় আদম (আঃ)-কে নির্দেশ দেন। তিনি নাম বলতে সক্ষম হন। তাদের উপর আদমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

জিনের অস্তিত্ব

আল্লামা শেখ তকি উদ্দিন ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, মুসলমানের কোন সম্প্রদায় জিনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না। অনুরূপ অমুসলমানরাও তা অবিশ্বাস করেনা। কেননা, জিনের তথ্যাবলী নবীগণ থেকে অব্যাহতভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং সাধারণ ও অসাধারণ সকল লোক সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। অল্প কিছু সংখ্যক দার্শনিক ও গোমরাহ ব্যক্তি ছাড়া কেউ তা অস্বীকার করে না। পৃথিবীর নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক জিনকে স্বীকার করে। ইহুদী এবং খ্রীস্টানরাও জিনকে স্বীকার করে। জোহমিয়া ও মোতাজেলা সম্প্রদায় জিনকে স্বীকার করে না। অন্যান্য সকল কাফের-মোশরেকরাও জিনের অস্তিত্ব স্বীকার করে।

যারা জিনের অস্তিত্ব স্বীকার করে না তারা মুসলমান হতে পারে না। কেননা, জিনের অস্তিত্বের কথা স্বয়ং কোরআন ও হাদীস দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। পবিত্র কোরআনে মহানবী (সঃ)-এর কাছে জিনদের কোরআন শুনার ঘটনা বর্ণিত আছে। জিনেরা আগে আসমান থেকে কর্তব্যরত ফেরেশতাদের কিছু কথাবার্তা চুরি করে শুনতো এবং পৃথিবীতে এসে লোকদেরকে বিভ্রান্ত করত। যখন

১. ঐ

কোরআন নাজিল হল, তখন কোরআনের সর্বাধিক হেফাজতের লক্ষ্যে জিনদের আসমানী কথা চুরি করে শোনা বন্ধ করে দেয়া হল। তারা বুঝতে পারলনা যে, তাদের এ সুযোগ বন্ধের পেছনে কারণ কি? তারা নিজেরা বলাবলি করল ঃ "আমরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করছি, আমরা দেখতে পেয়েছি যে, কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনার জন্য বসতাম। এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডকে ওঁৎ পেতে থাকতে দেখে। আমরা জানি না, পৃথিবীবাসীর অকল্যাণ সাধন করা লক্ষ্য, না তাদের পালনকর্তা তাদের কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা রাখেন।" –(সূরা জিন : ৯-১১)

"আল্লাহ জিনদের কোরআন শোনা সম্পর্কে বলেছেন ঃ "বলুন, আমার প্রতি অহী নাজিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল কোরআন শুনেছে। এরপর তারা বলেছে, আমরা আশ্চর্য কোরআন শুনেছি যা সৎপথ দেখায়। আমরা তা বিশ্বাস করেছি ও ঈমান এনেছি। আমরা আর কখনও আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করবো না।" –(সূরা জিন : ১-৩)

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ আরো বলেন ঃ

"আমি যখন একদল জিনকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম এবং তারা কোরআন শুনছিল। তারা সেখানে উপস্থিত হয়ে পরস্পরকে বলল, চুপ থাক। কোরআন শোনার পর তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল। তারা বলল, হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাব শুনেছি যা মূসার পরে অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা আগের সকল কিতাবের সত্যায়ণ করে, সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। হে আমাদের সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর দিকে আহবানকারীর কথা মেনে নাও এবং তাঁর প্রতি ঈমান আন। আল্লাহ তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন এবং তোমাদেরকে কষ্টদায়ক আজাব থেকে রক্ষা করবেন।" –(সূরা আহকাফ-২৯-৩১)

কোরআনের এ প্রকাশ্য বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও জিনকে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কিভাবে মুসলমান থাকতে পারে?

একদল গোমরাহ লোক কোরআনে বর্ণিত জিনকে জংলী মানুষ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। তাদের দৃষ্টিতে জিন বলতে মূলতঃ অশিক্ষিত বন্য মানুষকে বুঝানো হয়েছে, এর আর কোন অর্থ নেই। অথচ, সূরা জিনের প্রথম তিন আয়াতে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাঁর কাছ থেকে জিনদের কোরআন শোনার ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। জিনরা কখন মহানবীর কাছ থেকে কোরআন শুনেছে তিনি নিজেও তা জানতেন না। যদি তারা বন্য-মানুষ হত, তাহলে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে দেখতেন। এর দ্বারা তাদের ভ্রান্ত চিন্তার খোলস উন্মোচিত হয়ে যায়।

অবশ্য পরবর্তীতে জিনেরা মহানবীর কাছে এসেছে এবং কোরআন শুনেছে। তাদের অনুরোধে তিনি তাদেরকে দীন ও কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন।

জিনকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। জাতি হিসেবে বলা হয় জিন জাতি। ক্ষতিকর জিনকে ভূত-প্রেত বলা হয়। মহিলা জিনকে পরী বলা হয়। অধিক শক্তিধর ও দাপট বিশিষ্ট জিনকে দৈত্য-দানব বলা হয়। নেক কাজ, যেমন–নামাজ, রোজা, হজ্জ ও জিকর-আযকারে বাধাসৃষ্টিকারী জিনকে শয়তান বলা হয়। দুষ্ট জিনকে খান্নাসও বলা হয়। ইবলিশ হচ্ছে জিনের সরদার। নেক্কার জিনের সংখ্যাও প্রচুর। তাদেরকে শয়তান বলা হয় না।

নাফরমান জিনেরা ইবলিশেরই সন্তান। অনুরূপভাবে কট্টর নাফরমান ও বেশী দুষ্ট জিনেরাও ইবলিশের সন্তান। তারাই তার সহযোগী। সকল খারাপ ও মন্দ কাজে তারা তার সাহায্য সহযোগীতা করে। আল্লামা জাওহারী বলেছেন, সকল খোদাদ্রোহী ও নাফরমান এবং ক্ষতিকর মানুষ, জিন ও পশুকে শয়তান বলা হয়। একারণে আরবরা সাপকেও শয়তান বলে থাকে।

ইবনু আবিদ দুনিয়া ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, ইবলিশ যখন ফেরেশতাদের সাথে ছিল তখন তার নাম ছিল আযাযীল। সে ডানা বিশিষ্ট ৪ ফেরেশতার একজন ছিল। আল্লাহর লা'নতের পর সে রহমত থেকে বঞ্চিত হল এবং তার নাম হল ইবলিশ। কেননা, ইবলিশ মানে রহমত থেকে বঞ্চিত।

আবুল মোসান্না থেকে বর্ণিত। ইবলিশের আগের নাম ছিল নায়েল। আল্লাহর গযব নাজিলের পর তার নাম হল শয়তান। ইবনু আব্বাসের এক বর্ণনায় এসেছে, ইবলিশ যখন নাফরমানী করল, তার উপর লা'নত বর্ষিত হল এবং সে শয়তান হয়ে গেল।

আবুশ শেখ তাঁর আ'জামা কিতাবে লিখেছেন ঃ ওহাব, ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ দোজখের আগে বেহেশত, ক্রোধের আগে দয়া, জমীনের আগে আসমান, তারকার আগে চাঁদ– সূর্য, রাতের আগে দিন, স্থলের আগে সাগর, পাহাড়ের আগে জমীন, জিনের আগে ফেরেশতা, মানুষের আগে জিন এবং নারীর আগে পুরুষ সৃষ্টি করেছেন।[১]

জিনের অস্তিত্বের বাস্তব সত্যতার অগণিত নজীর আছে। জিন-ভূত তাড়ানোর কাজে পেশাদার কবিরাজ ও চিকিৎসকদের অধীন জিন থাকে। তারা এই চিকিৎসার কাজে সেগুলোকে ব্যবহার করে। যদিও একাজে জিনের সাহায্যে চাওয়া কোরআন বিরোধী, তথাপি তারা একাজ করে থাকে। যারা তাদের কাছে জিন দেখার আবদার করেছে সে রকম প্রত্যক্ষদর্শীরা আমাকে বলেছেন, তারা

১. লাক্তুল মারজান ফি আহকামিল জান্-জালালুদ্দিন সুয়ূতী।

রাত্রে এক ঘরে বসা। কবিরাজ তার জিনকে ডাকলেন। জিন আসল। কিন্তু ঘরকে ভীষণ এক নাড়া দিল। ঘরের উপর যে গাছটি ছিল তাকে যেন উপড়ে ফেলার মত কঠোর ঝাঁকি দিল। আলো জ্বালানো নিষিদ্ধ করা হল। তারপর জিন ঘরের ভেতর ঢুকল। অন্ধকারের মধ্যে হাত দিয়ে দেখা গেল তার শরীরে বিড়ালের পশমের মত লোম রয়েছে।

ভারতের প্রখ্যাত মাদ্রাসা দেওবন্দ। সে মাদ্রাসায় অধ্যয়নকারী এক জিন ছাত্র মাদ্রাসার ছাত্রাবাসে থাকত। একদিন তাকে উপরতলা থেকে নীচের আঙ্গিনায় শুকানোর জন্য দেয়া কাপড় লম্বা-হাত দিয়ে নিতে অন্যরা দেখল। ঘটনা প্রকাশের পর পরই ছাত্রটি নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

সাদা পোশাক ও পাগড়ী পরিহিত মোসল্লীকে গভীর রাতে মসজিদে নামাজরত দেখা গেল। কিন্তু পরক্ষণেই আর নেই। এছাড়া একদিন জিনেরা দোআ-দরুদ পড়ল এবং মিষ্টি খেল। যে মসজিদে তারা মিলিত হয়েছে, সে মসজিদের ইমাম সাহেবকেও তারা মিষ্টি দিল। সে ইমাম সাহেব আমার আত্মীয়। তাঁর কাছেই আমরা এ দু'টো ঘটনা শুনেছি। এছাড়াও তিনি একদিন সন্ধ্যায় এক বিজন মাঠ অতিক্রমের সময় যেখানে কিছু গাছ-গাছালি ছিল— সেখানে একটা মুরগী অনেকগুলো বাচ্চা নিয়ে তাঁর পথে বসে আওয়াজ দিচ্ছিল। তিনি বিভিন্ন দোআ পড়ার পর সেগুলো চলে গেল।

আমার আরেক নিকটাত্মীয়া জানিয়েছেন, তাঁর বাড়ীতে ভোর বেলায় তিনি বহুদিন বাঁশঝাড়সহ অন্যান্য গাছের মাথায় বেশ কিছু শিয়ালকে চলাচল করতে দেখেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সেগুলো অস্তিত্বহীন হয়ে যায়।

আমার আরেক আত্মীয় সন্ধ্যায় ঘরে ফিরার পথে মাঠে এক গাভী এসে হাঁ করে তাকে বলে, 'আমার পেটে প্রবেশ কর।' তারপর গাভীটি চলে যায়। এতে সে আত্মীয়টি ভয় পেয়ে যায়।

আমার আরেক বন্ধু এক মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতেন। তার কাছে এক জিন ছাত্র পড়ত। তিনি জানেন না যে, কে সে ছাত্র। কিন্তু ছাত্রটির জিন ভাই শিক্ষকের ঘরে এসে অদৃশ্য থেকে বলেছে যে, আমার এক ভাই আপনার ছাত্র। তারপর তাদের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবত নিয়মিত চিঠি বিনিময় হয়। হঠাৎ করে তার সামনে একটি চিঠি পড়ত। তিনি তা পড়তেন। তারপর তিনি একটা চিঠি লিখে ঝুলিয়ে রাখতেন। জিনটি এসে নিয়ে যেত। মূলতঃ জিনটি ঐ শিক্ষককে খুব শ্রদ্ধা করত। শিক্ষক নিজেই আমাকে একথা বলেছেন।

ভূতে ধরেছে এমন রোগীর সংখ্যা মোটেই কম নয়। কম-বেশী প্রত্যেক এলাকায় তার অস্তিত্ব রয়েছে। জিন-ভূত না থাকলে তা কিভাবে মানুষকে ধরে?

ভূতে ধরার পর রোগী বকাবকি করে এবং এমন সব তথ্য প্রকাশ করে যা স্বভাবতই তার পক্ষে প্রকাশ করা অসম্ভব। ছোট বালক-বালিকা জিন-ভূতের প্রভাবে রোগী হলে তারা বয়স্ক লোকদের মত বিজ্ঞ কথা-বার্তা বলে। এগুলো কি জিনের অস্তিত্বের প্রমাণ নয়?

এমনও দেখা গেছে, ভূতগ্রস্তরোগী হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেছে কিংবা ওপরে উঠে গেছে এবং গাছের বা ঘরের ছাদে সিঁড়ি ছাড়াই উঠে গেছে। এটা কিভাবে সম্ভব হয়? জিনের সহযোগীতা ছাড়া তা হতে পারে না।

হযরত সোলায়মান (আঃ) জিনদেরকে দিয়ে মসজিদে আকসা নির্মাণ করেছেন। কোরআনে তার বর্ণনা রয়েছে।

সৌদী আরবের জেনারেল মুফতী শেখ আবদুল আযীয বিন বায (রঃ) এক ভূতগ্রস্ত রোগী থেকে একজন মোশরেক জিনকে তাড়িয়েছেন। জিনটি নিজেই তাঁর কাছে এ স্বীকারোক্তি করেছে। এ জাতীয় আরো অগণিত প্রমাণ রয়েছে।

জিন যে বাস্তব সত্য একথা কোরআন মজীদে একাধিক জায়গায় এসেছে। আল্লাহ বলেছেন ঃ

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ -

"বেহেশতী হুরদেরকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি।"

-(সূরা আর-রাহমান ৫৬)

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ -

"সেদিন মানুষ এবং জিনকে তাদের গুনাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না। কেননা, তাদের আমলনামাই এজন্য যথেষ্ট।" -(সূরা আর-রাহমান-৩৯)

জিন শব্দের অর্থ

জনের অর্থ ঢাকা ও আচ্ছন্ন করা। যেমন বলা হয় جَنَّ اللَّيْلُ النَّهَارَ

'রাত দিনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। যে জিনিস দেখা যায় না বা যা আচ্ছন্ন হয়ে যায় তাকে জিন বলে। আল্লাহ মোমেনদের জন্য যে জান্নাত সৃষ্টি করেছেন, সে জান্নাত শব্দের উৎসও একই। তাও দৃশ্যগোচর নয়। আইয়ামে জাহেলিয়াতের লোকেরা অদৃশ্য হওয়ার কারণে ফেরেশতাকেও জিন বলত।

আল্লামা জাওহারী বলেছেন, জিনের আদি পুরুষ হচ্ছে جَانٌّ। তার থেকে উৎপত্তির কারণে তার বংশধরকে জিন বলা হয়। ইবনু আকীল হাম্বলী বলেছেন ঃ

জিনকে জিন বলার কারণ হল, তা মানুষের চোখ থেকে অদৃশ্য। এর প্রমাণ হিসেবে আল্লাহ বলেছেন ঃ

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ط

"সে এবং তার দলবল (শয়তান) তোমাদেরকে দেখে, কিন্তু তোমরা তাদেরকে দেখ না।" (সূরা আরাফ-২৭)

গর্ভবর্তী মায়ের পেটের ভ্রূণকেও একই কারণে جنين বলা হয়, যা সাধারণতঃ দেখা যায় না। যুদ্ধের সময় যোদ্ধাকে অন্যের আক্রমণের হাত থেকে আড়াল করার জন্য ঢালকে جنة বলে। এসকল শব্দের উৎস এক ও অভিন্ন।

পরিভাষায় জিন বলা হয় এমন সত্বাকে যার বিবেক ও ইচ্ছাশক্তি আছে, মানুষের মতই সে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনের জন্য সৃষ্ট, জড় উপাদানমুক্ত, মানুষের ইন্দ্রিয় শক্তি বহির্ভূত, স্বরূপে তাকে দেখা যায় না, বিভিন্ন আকার-আকৃতি ধারনে সক্ষম, যারা পানাহার করে, বিয়ে-শাদী করে, যাদের সন্তান সন্তুতি রয়েছে এবং যাদেরকে আখেরাতে নিজ নিজ কর্মের হিসেব দিতে হবে।[১]

এ সংজ্ঞার আলোকে জিন জাতি আকৃতি ও মৌল পদার্থের দিক থেকে মানব বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। জিন আগুনের মৌলিক উপাদান থেকে তৈরি হলেও সে বিভিন্ন রূপ ও আকৃতি ধারণ করতে পারে, যা মানুষ পারে না। তারা দ্রুত চলাচলে সক্ষম । এমর্মে আল্লাহ বলেন ঃ

قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ ج
وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ *

"এক দৈত্য-জিন হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে বলল, আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার আগে আমি বিলকিসের সিংহাসন এনে দেব এবং আমি এ কাজে শক্তিবান ও বিশ্বস্ত।" –(সূরা নামল-৩৯)

জিনেরা কঠোর কাজ করতে সক্ষম। আল্লাহ বলেন ঃ "কিছু জিন সোলায়মানের সামনে কাজ করত তার পালনকর্তার আদেশে। তাদের যে কেউ আমার আদেশ অমান্য করবে, আমি তাকে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি ভোগ করাবো। তারা সোলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী দুর্গ, ভাস্কর্য, হাউজের মত বড় বড় পাত্র এবং চুল্লীর উপর স্থাপিত বিশাল ডেগসমূহ তৈরি করত।" –(সূরা সাবা-১২-১৩)

১. আল আকায়েদ আল ইসলামিয়া-সাইয়েদ সাবেক।

জিন সৃষ্টির উপাদান

আল্লাহ জিন সৃষ্টির মূল উপাদান সম্পর্কে বলেছেন ঃ

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُوْمِ۔

"এবং জিনকে আগে লু-এর আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছি।" −(সূরা হিজর-২৭) সামূম (লু) দ্বারা, আগুনের কঠোরতা বুঝানো হয়েছে। তিনি আরো বলেন−

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِّنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ۔

"তিনি জিনকে অগ্নিশিখা থেকে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আর-রাহমান-১৫)

আল্লাহ ইবলিশের বক্তব্য প্রকাশ করে বলেন ঃ

خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ۔

"আপনি আমাকে আগুন থেকে এবং তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন।"
−(সূরা আরাফ-১২)

আবুল ওয়াফা বিন আকীল তাঁর আলফুনুন বইতে লিখেছেন, এক ব্যক্তি জিন সম্পর্কে জানতে চাইল এবং বলল, আল্লাহ বলেছেন, তিনি তাদেরকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং আরো বলেছেন যে, অগ্নিশিখা তাদের ক্ষতি করে ও জ্বালিয়ে দেয়। প্রশ্ন হল, আগুন কি করে আগুনকে জ্বালিয়ে দেয়? এ প্রশ্নের জবাব হল, আল্লাহ শয়তান এবং জিনকে আগুনের প্রতি সম্বোধন করেছেন। যেমন তিনি মানুষকে মাটি, কাদা ও শক্ত মাটির প্রতি সম্বোধন করেছেন। এর অর্থ এ নয় যে, মানুষ বাস্তবে মাটি কিন্তু তার আসল উপাদান হল মাটি। তেমনি জিনের আসল উপাদান আগুন। যদি সে কেবলমাত্র আগুনই হয়, তাহলে নবী (সঃ) শয়তানকে নামাজে গলাটিপে ধরায় তার জিহবার আর্দ্রতা কিভাবে অনুভব করলেন? আগুন হলে তো জিহবায় আর্দ্রতা থাকারও কথা নয়।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিনকে 'নাবাতে'র সাথে তুলনা করেছেন। 'নাবাত' হল বিভিন্ন ধরনের সাধারণ মানুষ। যদি তাদের আকার-আকৃতি না থাকত এবং শুধু আগুন হত, তাহলে, তিনি তাদের স্বরূপ ও আকৃতির কথা উল্লেখ না করে কেবল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও অগ্নিশিখার কথাই উল্লেখ করতেন।

আরেক হাদীসে এসেছে, মহানবী (সঃ) বলেছেন, আমি একদিন শয়তানকে দেখলাম সে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা নিয়ে আমাকে জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য অগ্রসর হচ্ছিল। আমি আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে তিনবার আশ্রয় চাইলাম। এরপর তাকে ধরে

১. আল আকায়েদ আল ইসলামিয়া-সাইয়েদ সাবেক।

ফেলার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর দোআর কথা মনে পড়ায় আমি আর তাকে ধরলাম না। নচেত, আমি তাকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখতাম এবং মদীনার শিশুরা তার সাথে খেলা করত। -(মুসলিম)

যদি শয়তান নিজেই জ্বলন্ত আগুন হয়, তাহলে সে কেন আগুনের শিখা নিয়ে এসেছিল?

কাজী আবু বকর বলেছেন, জিনকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারপর আল্লাহ তাদেরকে বিভিন্ন আকৃতি দিয়েছেন। তাদের শরীর আগুনের তুলনায় ভারী করেছেন এবং আগুনের অতিরিক্ত কিছু উপাদান যোগ করে দিয়েছেন। ফলে, তারা শুধু আর আগুন হিসেবে অবশিষ্ট থাকেনি।[১] জিনের শরীর যেমন সুক্ষ্ম তেমনি ভারীও।

জিনের প্রকারভেদ ও রূপ পরিবর্তন

আবুল কাসেম সোহাইলী বলেছেন ঃ হাদীসে এসেছে, জিন তিন প্রকার।

১. সাপের আকৃতি ২. কাল কুকুরের আকৃতি

৩. প্রবাহমান বাতাসের মত। তাদের পাখা আছে। কোন কোন রাবী বলেছেন, আরেক প্রকার জিন আছে যারা ভ্রাম্যমান! তাদের নাম হচ্ছে সোআলী। সম্ভবতঃ শেষ প্রকারের জিনেরা পানাহার করে না।

ইবনু আবিদ দুনিয়া তার মাকায়েদুশ শায়তান বইতে আবুদ দারদা থেকে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ তিন প্রকার জিন সৃষ্টি করেছেন। এক প্রকার হল ঃ মাটিতে বাসকারী বিষাক্ত সাপ ও বিচ্ছু ইত্যাদি। ২. বাতাসের মত প্রবাহমান এবং ৩. যাদের হিসেব নিকেশ হবে।

(হাদীসটি দুর্বল)

ইবনু আবিদ দুনিয়া আরো লিখেছেন, আরেক প্রকার জিন আছে যাদের শরীর মানবিক কিন্তু আত্মা হচ্ছে শয়তানের। আরো একপ্রকার জিন আছে যারা হাশরের দিন আল্লাহর ছায়ায় থাকবে এবং সেদিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না।

আল্লামা যামাখশারী কিছু আরবকে বলতে শুনেছেন ঃ এক ধরনের জিন আছে যারা অর্ধেক মানববেশি। তাদেরকে শাক্ক বলা হয়। এ জিন মুসাফির একাকী হলে তার ক্ষতি করে এবং কোন সময় তাকে হত্যাও করে। আবু কেলাবা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কুকুর যদি একটি জাতি না হত, তাহলে আমি তাদেরকে হত্যার আদেশ দিতাম। কিন্তু আমার ভয় হল, আমি যেন একটা জাতিকে বিনাশ না করি। তোমরা এদের মধ্যে কাল কুকুরকে হত্যা কর।

(আবু দাউদ, তিরমিযী)

১. ঐ

'রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, নামাজের সামনে দিয়ে কাল কুকুর অতিক্রম করলে নামাজ বাতিল হয়ে যায়। লাল ও সাদা কুকুর ব্যতীত শুধু কাল কুকুর অতিক্রম করলে কেন নামাজ বাতিল হয়, তাঁকে এ প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বলেন, কাল কুকুর হচ্ছে শয়তান। (মোসনাদে আহমদ)

অর্থাৎ শয়তানের মত বেশী ক্ষতিকর। কাল কুকুরের ক্ষতি বেশী এবং উপকার কম। তাই জিন বেশীরভাগ কাল কুকুরের আকৃতি ধারণ করে।

জিন বহু কিছুর বেশ ধরণ করে। তারা মানুষ, পশু, সাপ, বিচ্ছু, উট, গরু, ছাগল, ঘোড়া, গাধা, খচ্চর ও পাখী প্রভৃতির আকার ধারণ করে। জিন কাল বিড়ালের আকৃতিও ধারণ করে।

আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন 'নিশ্চয়ই মদীনাতে মুসলমান জিন আছে। যদি তোমরা সাপ ও বিচ্ছু জাতীয় বিষাক্ত প্রাণী দেখ, তাদেরকে তিনবার চলে যাওয়ার জন্য বল। তারপরও যদি না যায়, তাহলে, তাদেরকে মেরে ফেল। (তিরমিজী, নাসাঈ)

কাজী আবু ইয়ালী বলেছেন, জিনের পক্ষে আপন সত্তার পরিবর্তন করা সম্ভব নয় এবং বিভিন্ন আকার ও রূপ পরিবর্তন করাও সম্ভব নয়। তবে এটা হতে পারে যে, আল্লাহ তাদেরকে এমন কিছু শব্দ ও কাজ শিক্ষা দিয়েছেন, যখন তারা সেটা বলে বা করে, তখন আল্লাহ তাদেরকে এক রূপ থেকে আরেক রূপে পরিবর্তন করেন। তখনই একথা বলা যায় যে, তারা এমন কথা ও কাজ করতে সক্ষম যা করলে ও বললে তারা বিভিন্ন রূপে রূপান্তরিত হতে পারে। তবে তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে রূপ পরিবর্তন সম্ভব নয়। কেননা, রূপ পরিবর্তনের ফলে কাঠামোর ভাঙ্গন, বিভিন্ন অঙ্গের বিচ্ছেদ এবং তাদের জীবনের অবসান বুঝায়। তাই তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে আল্লাহর বিশেষ কোন কুদরত ব্যতীত বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করা সম্ভব নয়।

বদর যুদ্ধে শয়তান কর্তৃক সুরাকা বিন মালেকের বেশ ধারণ এবং জিবরীল (আঃ) কর্তৃক দেহইয়া কালবীর বেশ ধারণকে এ ব্যাখ্যার আলোকে বিচার করতে হবে। মানুষের বেশ ধারণের ব্যাপারে জিবরীল সম্পর্কে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন,

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ـ

"অতঃপর আমি মরিয়মের কাছে আমার ফেরেশতা জিবরীলকে পাঠিয়েছি। তিনি তার কাছে মানুষের বেশে হাজির হয়েছেন।"

উপরোক্ত পরিবর্তন ও রূপান্তর আল্লাহ নিজেই করেছেন। ফেরেশতা ও শয়তান ইচ্ছা করে করতে পারেনি।

ইয়াসির বিন আমার থেকে বর্ণিত। আমরা ওমর (রাঃ)-এর কাছে মরুভূমির বহুরূপী ও বিভিন্ন আকৃতি সম্পন্ন জিন সম্পর্কে আলোচনা করলাম। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ যাকে যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন সে তার পরিবর্তন করতে পারে না। তোমাদের মত তাদের মধ্যেও যাদুকর আছে তোমরা তা দেখলে তাকে চলে যাওয়ার আহবান জানাবে।১.

ওবায়েদ বিন ওমাইর থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে মরুভূমির বহুরূপী ও বিভিন্ন আকৃতি ধারণকারী জিন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এরা হচ্ছে জিনের যাদুকর।২.

সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত। আমরা মরুভূমির বিভিন্ন আকৃতি ধারণকারী জিন দেখলে আমাদেরকে নামাজের আজান দেয়ার নিদেশ দেয়া হয়েছে।৩.

'মোজাহিদ থেকে বর্ণিত। আমি নামাজে দাঁড়ালে শয়তান সর্বদা আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের আকৃতিতে আমার কাছে হাজির হয়। তিনি বলেন এ বিষয়ে ইবনে আব্বাসের একটি কথা আমার মনে পড়ে গেল। আমি আমার কাছে একটি চাকু রাখলাম। যখন সে ঐ বেশ ধারণ করে হাজির হল, তখন আমি তাকে ছুরিকাঘাত করি। এতে করে সে ঠাস করে পড়ে যায়। এরপর আমি আর তাকে কখনও দেখিনি।৪.

আতবী থেকে বর্ণিত। ইবনু জোবায়ের নিজ সওয়ারীর পেছনে এক হাত লম্বা এক ব্যক্তিকে দেখে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে? সে জবাব দেয় ঃ 'এজব'। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ 'এজব' কি? সে বলে ঃ জিনের এক ব্যক্তি। তিনি তাকে লাঠি দিয়ে মারেন। ফলে সে ভেগে যায়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জিনের রূপ পরিবর্তন হয়। অনেকেই বলেছেন ঃ জিন ও ফেরেশতার আকৃতি ধারণ ও রূপ পরিবর্তনের অর্থ হল, তারা দর্শকের কাছে রূপ পরিবর্তনের একটা ধারণা বা কল্পনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। ফলে দর্শক মনে করে যে ঐটা জিন বা ফেরেশতা। অথচ, এটা আল্লাহর এমন কাজ যা দর্শকের চোখের মধ্যে তিনি জিন বা ফেরেশতার রূপ পরিবর্তনের মত ধারণা সৃষ্টি করে দেন। এছাড়া, মূল আকৃতি পরিবর্তন করা কারো পক্ষে এজন্য সম্ভব নয় যে, এটা তার অস্তিত্বহীনতার সমান।

ঈমাম শাফেঈ (রঃ) বলেছেন ঃ কেউ যদি বলে যে, আমি জিন দেখেছি, তাহলে, তার স্বাক্ষ্য বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। কেননা, আল্লাহ কোরআনে বলেছেন ঃ

---

১. মাকায়েদুশ শয়তান-ইবনু আবিদ দুনিয়া।
২. ঐ ৩. ঐ
৪. আকামুল মারজান-কাজী বদরুদ্দিন শিবলী।

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ط

'সে এবং তার সম্প্রদায় তোমাদেরকে দেখে, কিন্তু তোমরা তাদেরকে দেখতে পারনা। (সূরা আরাফ-২৭)

কেননা, সে তার ঐ বক্তব্য দ্বারা আল্লাহর কোরআনের উপরোক্ত আয়াতের পরিপন্থী কথা বলছে। অর্থাৎ জিনকে তার আসল আকৃতিতে দেখা সম্ভব নয়। পরিবর্তিত আকৃতিতে দেখা যেতে পারে।

জিনের বাসস্থান

জিনের বাসস্থান সম্পর্কে আবুল শেখ ইস্পাহানী তাঁর 'আল আজামাহ' বইতে লিখেছেন। বেলাল বিন হারেস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে ছিলাম। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য বেরিয়ে গেলেন। তিনি যখন পেশাব-পায়খানা করতে বের হতেন, তখন একটু দুরে চলে যেতেন। আমি তাঁর জন্য একপাত্র পানি নিয়ে গেলাম। তিনি তা নিয়ে চলে গেলেন। আমি তাঁর কাছে কিছু পুরুষ লোকের দুর্বোধ্য ঝগড়া শুনলাম এবং এরকম বাক্য আর কখনও শুনিনি। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করায় তিনি জবাবে বলেন ঃ আমার কাছে মুসলমান জিন ও মোশরেক জিনরা এসে তাদের বাসস্থান ঠিক করে দেয়ার আহবান জানায়। আমি মুসলমান জিনদেরকে গ্রাম ও পাহাড়ে এবং মোশরেক জিনদেরকে পাহাড় ও সাগরের মাঝে বাস করার নির্দেশ দিয়েছি।

হাদীসের বর্ণনাকারী কাসীর বলেন ঃ আমি কাউকে গ্রাম ও পাহাড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর সুস্থ ও নিরাপদ না হতে দেখিনি; আর পাহাড় ও সাগরের মাঝে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকেও তেমন সুস্থ ও নিরাপদ হতে দেখিনি।

ইমাম মালেক মোআত্তায় বর্ণনা করেছেন, ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) ইরাক সফরের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কা'ব আল আহবার তাঁকে বারণ করে বলেন ঃ হে আমীরুল মোমেনীন আপনি সেখানে যাবেন না। সেখানে ১০ ভাগের ৯ ভাগই যাদু ও মন্দ, এবং সেখানে পাপীজিন বাস করে ও দুরারোগ্য রোগ ব্যাধি রয়েছে।[১]

ইয়াযিদ বিন জাবের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এমন কোন মুসলমান নেই যার ঘরের ছাদে মুসলমান জিন নেই। মুসলমানরা যখন দুপুর ও রাত্রের খাবার তৈরি করে তখন সে মুসলমান জিনেরা ও ছাদ থেকে নেমে এসে যায়। আল্লাহ তাদের মাধ্যমে মুসলমানদের হেফাজত করেন।[২]

১.আকামুল মারজান-কাজী বদরুদ্দীন শিবলী।
২. ঐ

ইবনু আবু দাউদ বলেন ঃ আবু আবদুর রহমান আযরামী হেশাম থেকে, তিনি মুগীরা থেকে এবং তিনি ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবরাহীম বলেছেন, গর্তের মুখে পেশাব করবে না। যদি তা থেকে কোন কিছু বের হয়, তাহলে, এর চিকিৎসা কঠিন হবে।[১] অর্থাৎ গর্তে-গুহায়ও জিন থাকে।

জিন সাধারণতঃ গোসলখানা, উটের আস্তাবল অজুখানা, ডাষ্টবিন ও ময়লা নোংরা জায়গায় বাস করে। কেননা, এগুলো তাদের পছন্দনীয়।

তাই নবী করীম (সঃ) আমাদেরকে এসকল স্থানে জিনের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য কিছু দোআ শিক্ষা দিয়েছেন। যায়েদ বিন আরকাম থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

اِنَّ هٰذِهِ الْحَشُوْشَ مُحْتَضِرَةٌ فَاِذَا اَتٰى اَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ـ

"নিশ্চয়ই অজুখানা ও গোসলখানায় জিনেরা বিদ্যমান থাকে।" তোমরা কেউ টয়লেটে গেলে বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ـ

"হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে নারী ও পুরুষ জিনের ক্ষতি থেকে পানাহ চাই।" (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ)

বনু হিব্বানের বর্ণনায় এভাবে এসেছে,

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ـ

ইবনুস সুন্নী হযরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমরা টয়লেটে বিসমিল্লাহ বলবে। দোআ টয়লেটে ব্যক্তির সতরের জন্য আড়াল হয়ে যায় এবং জিন শয়তানেরা আর তার সতর বা লজ্জাস্থান দেখতে পায় না। তিরমিজী শরীফে আলী বিন আবি তালেব থেকে বর্ণিত। মহানবী (সঃ) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ পেশাবখানা ও পায়খানায় ঢুকে বিসমিল্লাহ বললে তার সতর ও জিনের চোখের মধ্যে আড়াল সৃষ্টি হয়।

জাবের থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ বনি আদমের সতর ও শয়তানের দৃষ্টির মধ্যে পর্দা হচ্ছে, কোন মুসলমান কাপড় খোলার সময় যদি এ দোআ পড়ে بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَااِلٰهَ اِلَّا هُوَ সেই আল্লাহর নামে কাপড় খুলছি যিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। (সুনানে দাইলামী)

১. ঐ

কাতাদাহ আবদুল্লাহ বিন সারজান থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ.

'নবী (সঃ) গর্তে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন (আবু দাউদ) কাতাদাকে জিজ্ঞেস করা হল, গর্তে পেশাব করার ব্যাপারে কি বলা হয়েছে? তিনি বলেন, গর্ত জিনের বাসস্থান।

পানিতে জিন বাস করে। আবদুর রাযেক তাঁর মোসান্নাফ গ্রন্থে আবু জাফর মোহাম্মদ বিন আলী থেকে বর্ণনা করেছেন, 'হাসান ও হোসেন ফোরাত নদীতে নামেন, তাদের পরনে ছিল ইজার বা লুঙ্গি। তাঁরা বলেন, 'পানির রয়েছে বিশেষ অধিবাসী।' অর্থাৎ জিন।

আবু না'মী তার শরহ্ গ্রন্থে লিখেছেন কথিত আছে যে, পানি রাত্রে জিনের জন্য। কেউ যেন পানিতে পেশাব না করে কিংবা গোসল না করে। জিনের পক্ষ থেকে বিপদ নেমে আসার সম্ভাবনা আছে।

ইবনু আদী তাঁর 'কামেল' গ্রন্থে লিখেছেন, আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত। 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফসলের ক্ষেতে পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন। কেননা তা তোমাদের ভাই জিনদের বাসস্থান।

ইবনুর রাফআহ্ তাঁর কেনায়া গ্রন্থে লিখেছেন, জিনের কারণে টয়লেটে খালি মাথায় না যাওয়া উত্তম। মাথা ঢাকার জন্য কিছু না পেলে অন্তত জামার হাত হলেও মাথার উপর দেয়া ভাল।

নাপাক জায়গা শয়তানের আড্ডা। তাই ফেকাহবিদগণ গরু ও ঘোড়ার আস্তাবলে কিংবা টয়লেটে নামাজ পড়াকে নাজায়েয বলেছেন।

কবরস্থানেও শয়তান থাকে। যারা কবরকে কেন্দ্র করে শিরক করে শয়তান তাদেরকে সাহায্য করে। কবরপূজা, কবরে ওরস অনুষ্ঠান, খাওয়া-দাওয়া, বাতি জ্বালানো, ফুল ও আতরদান, কবরে ঘর তৈরি সহ কবর ভিত্তিক যাবতীয় কার্যক্রম শিরক। কবর শিরকের বিরাট মাধ্যম। শয়তান কবরপূজারীদের সাথে কথা বলে, বিভিন্ন ইশারা-ইঙ্গিত দিয়ে বিভ্রান্ত করে, কবরপূজারীরা সেগুলোকে বুজুর্গী ও কারামত মনে করে শরীয়তের শত নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তা থেকে বিরত হয় না। উল্টো বিরোধীদেরকে কম ঈমানদার বলে বিবেচনা করে। অনুরূপভাবে শয়তান গণক, ভবিষ্যদ্বক্তা এবং মুর্তি পূজারীদের সাথেও কথা বলে এবং তথাকথিত বুজুর্গীর আলামত ও নমুনা দেখায়। যাদুকর, সূর্য ও চন্দ্র পুজারী এবং তারকাপুজারীদেরও একই অবস্থা। শয়তান তাদের বিভিন্ন প্রয়োজন ও মতলব পূরণ করে। যেমন, কাউকে হত্যা করা, কাউকে অসুস্থ করে তোলা, কাউকে

অর্থ-সম্পদ দান এবং কাউকে সন্তান ধারণে সাহায্য করে, ইত্যাদি। কেননা, তারা শক্তির মালিক নয়, সকল শক্তির মালিক হলেন আল্লাহ

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল, জিনেরা নীচু ভূমি, পেশাবখানা, পায়খানা, ময়লা আবর্জনার স্থান, গরু, ছাগল, উট, গাধা, ঘোড়া ও হাতীর আস্তাবল, কবরস্থান, ঘর-বাড়ী ও গাছপালা ইত্যাদিতে বাস করে। তাদের বাসের জন্য আলাদা কোন ভূখন্ড নেই। তারা মানব সমাজেই বাস করে।

জিনের পানাহার

কাজী আবু ইয়া'লী বলেছেন ঃ 'জিনেরা আমাদের মতই পানাহার করে ও বিয়ে শাদী করে।' জিনের খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে মোট তিনটি মত আছে।

১. জিনেরা মোটেই পানাহার করে না। এমত বাতিল।

২. এক প্রকার জিন পানাহার করে। অন্য এক প্রকার পানাহার করে না। এমতের সমর্থনে সামনে তাবেঈদের বক্তব্য পেশ করা হবে।

৩. সকল জিন পানাহার করে। এমতের কোন কোন অনুসারী বলেন ঃ জিনের পানাহার হচ্ছে ঘ্রাণ নেয়া ও স্বাদ গ্রহণ করা। তারা চিবিয়ে এবং গিলে খায় না। একথার সমর্থনে কোন প্রমাণ নেই। তবে এদলের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মতে জিন চিবিয়ে ও গিলে খায়। তাদের সমর্থনেই বিশুদ্ধ হাদীস এবং প্রকাশ্য প্রমাণ রয়েছে। আবু দাউদ শরীফ উমাইয়া বিন মাখশীর হাদীস এর প্রমাণ। তাতে উল্লেখ আছে যে, শয়তান এক ব্যক্তির সাথে খানা খাচ্ছিল। যখন তিনি আল্লাহর নাম স্মরণ করলেন, তখন সে যা খেয়েছিল, সব বমি করে দিল।

আবদুস সামাদ বিন মা'কাল বলেন ঃ ওহাব বিন মোনাব্বেহকে জিজ্ঞেস করা হল, জিনেরা কি? তারা কি পানাহার করে? তিনি জবাবে বলেন ঃ জিনেরা বিভিন্ন ধরনের। তাদের মধ্যে আসল জিন হচ্ছে বায়ু; তারা পানাহার করে না এবং বংশ বিস্তারও করে না। আরেক প্রকার জিন আছে যারা পানাহার করে, বিয়ে করে ও বংশ বিস্তার করে। যেমন, সোআ'লী, গাওল, কোতরোব ইত্যাদি।

ইবনু আবিদ দুনিয়া 'মাকায়েদুশ শায়তান' গ্রন্থে এবং আবুশ শেখ 'আজামা' গ্রন্থে ইয়াযিদ বিন জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন, 'এমন কোন মুসলমানের ঘর নেই যাদের ঘরের ছাদে মুসলমান জিন বাস করে না। যখন মুসলমানেরা দুপুরের খাদ্য প্রস্তুত করে তখন মুসলমান জিনেরাও তাদের সাথে শরীক হয়। অনুরূপভাবে, তারা যখন রাত্রের খাবার তৈরি করে, মুসলমান জিনেরাও তাদের সাথে বসে পড়ে। আল্লাহ এই জিনদেরকে দিয়েই মানুষের হেফাজতের ব্যবস্থা করেছেন।

আহমদ, আবুশ শেখ ও তিরমিযী আলকমা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞেস করলাম, জিনের ঘটনার রাতে নবী (সঃ) এর সাথে আপনারা কি কেউ ছিলেন? তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে কেউ তাঁর সাথে ছিল না। কিন্তু একরাতে আমরা তাঁকে মক্কায় খুঁজে পাচ্ছিলামনা। আমাদের ধারণা, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু ভোরে তিনি হেরা পাহাড়ের দিক থেকে আসেন। সাহাবায়ে কেরাম তাদের আশংকা সম্পর্কে তাঁকে বলেন। তখন নবী (সঃ) বলেন ঃ 'আমার কাছে এক জিন এসে আমন্ত্রণ জানায়। আমি তার সাথে যাই এবং তাদের কাছে কোরআন পড়ি।' এরপর তিনি আমাদেরকে নিয়ে গেলেন এবং তাদের ও আগুনের চিহ্ন দেখালেন। আরব দ্বীপের জিনেরা তাঁকে তাদের সম্বল সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'তোমাদের জন্য আল্লাহর নাম উচ্চারিত হাড় নির্দিষ্ট করা হল।'

বোখারী ও মুসলিম শরীফে বার্ণিত হাদীসে এসেছে, জিনেরা নবী (সঃ)-কে তাদের খাবার সম্পর্কে প্রশ্ন করে। তিনি বলেন, যে হাড়ের উপর বিসমিল্লাহ বলা হয়েছে তা যদি তাদের হাতে পড়ে তাহলে তা গোশতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এবং গোবর তাদের পশুদের খাবারে পরিণত হবে।

ইবনু সালাম তাঁর তাফসীরে বলেছেন, গোবর তাদের পশুদের জন্য সবুজ খাবারে পরিণত হয়।

এ বর্ণনাতেই কেবল পশুর বিষ্ঠাকে জিনের পশুর খাবার হিসেবে বলা হয়েছে। অন্যান্য বর্ণনায় হাড় এবং বিষ্ঠা এ দু'টোকেই জিনের খাবার বলা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

فَلَا تَسْتَنْجُوْ بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمُ الْجِنِّ.

'তোমরা ঐ দু'টো জিনিস (হাড় ও গোবর) দিয়ে এস্তেঞ্জা করো না। কেননা, তা তোমাদের ভাই জিনের খাবার।' (মুসলিম)

মুসলিম শরীফে সালমান আল-ফারেসীর বর্ণনায় এসেছে, 'রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে কেবলামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করতে, ডান হাত দিয়ে কিংবা তিনটি পাথরের কমে এস্তেঞ্জা করতে অথবা গোবর ও হাড় দিয়ে এস্তেঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন।'

ইবনুল আচারী জাবের বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে ছিলাম। তখন একটি সাপ আসল, নিজ কোমরের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল এবং নিজ মুখকে কানের কাছে নিয়ে আসল যেন সে মুনাজাত করছে। তখন নবী (সঃ) বলেন, 'হাঁ'। তারপর সে চলে গেল। আমি তাঁকে প্রশ্ন

করায় তিনি বলেন, এটা ছিল এক পুরুষ জিন। সে আবেদন জানাল, আপনি আপনার উম্মতকে হাঁড় ও গোবর দিয়ে এস্তেঞ্জা করতে নিষেধ করুন। কেননা, আল্লাহ তাতে আমাদের জন্য রিজক রেখেছেন।

আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) তাঁকে ইস্তেঞ্জার জন্য পাথর আনার হুকুম করেন এবং বলেন, হাঁড় ও গোবর আনবেনা। আবু হোরায়রা বলেন আমি জিজ্ঞেস করলাম, হাঁড় ও গোবরের ব্যাপারটি কি? নবী (সঃ) উত্তরে বলেন, এ দু'টো হচ্ছে জিনের খাবার, আমার কাছে নাসীবীন এলাকার জিনেরা এসেছিল। তারা খুবই ভাল জিন। তারা আমাকে তাদের খাদ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করায় আমি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোআ করি, তারা যেন এমন কোন হাঁড় ও গোবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম না করে, যাকে তারা খাবার হিসেবে না পায়। (বোখারী) অর্থাৎ আল্লাহ যেন তাদেরকে হাঁড় ও গোবরে খাদ্য দান করেন।

আবু নাঈম তাঁর 'দালায়েলুন্নবুওয়াত' গ্রন্থে ইবনে মাসউদ থেকে উল্লেখ করেছেন, হিজরতের আগে রাসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কার এক প্রান্তের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তিনি আমার জন্য একটা রেখা টানেন এবং বলেন, আমি আসার আগে তুমি কারো সাথে কথা বলবে না। তিনি আরো বলেন, তুমি কোন জিনিস দেখলে ভয় পাবে না এবং এ জায়গা ছেড়ে যাবে না। তারপর তিনি কিছু সামনে এগিয়ে যান এবং বসেন। তখন কিছু কৃষাঙ্গ লোক আসল এবং তাঁর কাছে ভীড় জমাল। পরে তারা চলে গেল। ইবনু মাসউদ বলেন, আমি তাদেরকে বলতে শুনেছি, হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা বহু দূর থেকে এসেছি, আমরা রওনা করলাম, আমাদেরকে সম্বল দিন। তখন নবী (সঃ) বলেন ঃ তোমাদের জন্য গোবর বা পশুর বিষ্ঠা খাদ্য হিসেবে নির্দিষ্ট করলাম। আর তোমরা যদি হাঁড় পাও, তাতে গোশতও পাবে। আর গোবর বা পশুর বিষ্ঠা তোমাদের জন্য খেজুর হবে। তারা চলে যাওয়ার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারা কে? তিনি উত্তরে বলেন, তারা হল, নাসীবী এলাকার জিন।

এতো গেল জিনের খাদ্যের ব্যাপার। অর্থাৎ তারাও খায়। কিন্তু কোন্ হাতে খায়? এমর্মে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে।

মুসলিম, মালেক, আবু দাউদ ও তিরমিজী আবদুল্লাহ বিন জুমার থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "তোমাদের কেউ যেন বাম হাতে না খায় এবং কিছু পান না করে। কেননা, শয়তান বাম হাতে খায় ও পান করে। নাফে' আরো একটু যোগ করেছেন। তিনি বলেছেন, বাম হাতে যেন কিছু না ধরে এবং না দেয়।" মুসলিমের আরেক বর্ণনায় এসেছে, "তোমাদের কেউ খানা খেলে যেন ডান হাতে খায় এবং পান করলেও যেন ডান হাতে পান করে। কেননা, শয়তান বাম হাতে খায় ও পান করে।"

ইবনু আবদুল বার বলেছেন, শয়তান যে পানাহার করে– এ হাদীস তার প্রমাণ। যারা বলেন যে, শয়তান খায় না, তারা এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, বাম হাতে পানাহার করাকে শয়তান পছন্দ করে। যারা বলেন যে, শয়তান পানাহার করে না, সহীহ হাদীসের পরিপন্থী হওয়ায় তাদের কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

অপরদিকে, কাজী আবদুল জাব্বার বলেছেন, সুক্ষ্ম দেহের অধিকারী হওয়াটা পানাহারের পথে কোন বাধা নয়। যেমন করে সুক্ষ্ম হওয়াটাও সুক্ষ্মতার পরিপন্থী নয়। এক্ষেত্রে ফেরেশতারা সুক্ষ্ম সত্তা হওয়ার কারণে পানাহার না করার যুক্তি প্রদর্শন করা যাবে না। তাদের পানাহার না করাটাই আল্লাহর সিদ্ধান্ত।

মুসলিম জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "শয়তান তোমাদের প্রতিটা কাজে হাজির থাকে, এমনকি খানা পরিবেশনের মধ্যেও। যদি তোমাদের কারো হাত থেকে এক লোকমা খাবার পড়ে যায় তাহলে, তার থেকে ময়লা দূর করে তা খেয়ে ফেল। শয়তানের জন্য রেখে দিও না।"

মুসলিম ও আবু দাউদ হোজায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন– "আমরা রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে খাবারে উপস্থিত থাকলে তিনি খানা শুরু না করলে আমরা কেউ খানায় হাত দিতাম না। হঠাৎ এক বেদুইন ছুটে আসল এবং খাদ্যে হাত দিতে উদ্যত হল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার হাত ধরে ফেলেন। তারপর এক বালিকা ছুটে আসল এবং খাদ্যে হাত দিতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার হাতও ধরে ফেলেন। এরপর তিনি বলেন ঃ 'শয়তান বেদুইনের মাধ্যমে খানাকে হালাল করতে চেয়েছিল। আমি তার হাত ধরে ফেললাম। তারপর এ বালিকাটিকে নিয়ে আসল পুনরায় খাদ্যকে বৈধ করার জন্য। এবার আমি তার হাত ধরে ফেললাম। যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, শয়তানের হাত তাদের উভয়ের হাতের সাথে আমার হাতের মধ্যে রয়েছে।"

উমাইয়া বিন মাখশী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বসা ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি খানা খাচ্ছিল। কিন্তু সে বিসমিল্লাহ্ বলেনি। তার খানা মাত্র এক লোকমা বাকী। সে বিসমিল্লাহি আউয়্যালাহু ওয়া আখিরাহু বলে তা মুখে দিল। নবী (সঃ) হাসলেন এবং বললেন ঃ 'শয়তান এতক্ষণ তার সাথে খানা খাচ্ছিল। কিন্তু বিসমিল্লাহ বলায় শয়তান যা খেয়েছিল পেট থেকে তা বমি করে দিল।'–(আবু দাউদ)

আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'শয়তান অত্যন্ত অনুভূতি সম্পন্ন ও সংবেদনশীল। তোমরা তার থেকে নিজেদেরকে সতর্ক রাখ। কেউ রাত্রি যাপন করলে এবং হাতে ঘ্রাণ থাকার কারণে কোন ক্ষতি হলে, নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দোষারোপ করতে পারবে না।' –(তিরমিযী, হাকেম)

এ হাদীসে খাওয়ার পর হাত ধোয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তা না হয় হাতে খাদ্যের ঘ্রাণ থেকে কোন রোগ বা অনিষ্ট হতে পারে। হাত ধোয়া হচ্ছে সে অনিষ্টের প্রতিষেধক।

আ'ম্বাসা বিন সাঈদ কাজী সা'লাবা বিন সোহাইলকে বলেন, আমি এক অদ্ভূত জিনিস দেখেছি। আ'ম্বাসা বলেন, আমি ভোর রাত্রে পান করার জন্য কিছু শরবত রাখতাম। কিন্তু ভোরে রাত্রে উঠে তা পেতাম না, আমি এবার শরবত রাখলাম এবং এর উপর সূরা ইয়াসিন পড়ে ফুঁ দিলাম। ভোরে আমি শরবত হুবহু দেখতে পাই এবং শয়তানকে দেখি সে অন্ধের মত ঘরে ঘুরছে।[১]

মুসলিম, ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'ব্যক্তি ঘরে প্রবেশের সময় এবং খাওয়ার সময় আল্লাহকে স্মরণ করলে শয়তান নিজ সাথীদেরকে বলে ঃ তোমরা এ ঘরে রাত যাপন ও রাতের খানায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। ব্যক্তি প্রবেশের সময় আল্লাহকে স্মরণ না করলে শয়তান নিজ সাথীদেরকে বলে, তোমরা এঘরে রাত যাপনের সুযোগ পেলে। আর খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ না করলে বলে, তোমরা রাত্রি যাপন সহ রাতের খাবারে অংশ নিতে পারবে, এসকল হাদীস প্রমাণ করে যে শয়তান খানা খায়।

জিনের বিয়ে শাদী

জিন জাতির মধ্যে বিয়ে শাদী প্রচলিত আছে। এর পক্ষে কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি উত্তম প্রমাণ। আল্লাহ্ বলেন ঃ

أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ط

'অতঃপর তোমরা কি আমার পরিবর্তে উহাকে (ইবলিশ) এবং তার বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু।' (সূরা কাহফ-৫০)

ইবলিশ সম্পর্কে একই আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, 'সে ছিল জিন। আয়াতটির অর্থ হল ঃ যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম ঃ আদমকে সেজদা কর, তখন সবাই সেজদা করল– ইবলিশ ছাড়া। সে ছিল জিনদের একজন। সে তার পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল।'

বংশধর ও সন্তান সন্তুতির জন্য জিনেরা বিয়ে-শাদী করে। ইবনু আবু হাতেম তাঁর নিজ গ্রন্থে এবং আবুশ শেখ তাঁর গ্রন্থ 'আজামা'য় কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, এই আয়াতে বর্ণিত ইবলিশের বংশধর ও সন্তান সন্তুতি দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা মানব সন্তানের মতই জন্মগ্রহণ করে। বরং তাদের সংখ্যা অনেক বেশী।

১. মাকায়েশ শয়তান আবু বকর বিন দুনিয়া।

ইবনু আবদুল বার, ইবনু জারীর, ইবনুল মোনজের ইবনু আবি হাতেম এবং হাকেম আবদুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ মোট ১০ ভাগ মানুষ ও জিন তৈরি করেছেন। তার মধ্যে ৯ ভাগ জিন আর এক ভাগ হচ্ছে মানুষ।

আল্লামা শাবী বলেন উল্লেখিত আয়াতটি জিনের বংশ বিস্তারের প্রমাণ। তিনি আরো বলেন, এক ব্যক্তি আমাকে ইবলিশের স্ত্রী আছে কিনা জিজ্ঞেস করল। তিনি বলেন, আমি তো ঐ কনে সম্পর্কে কিছু দেখতে পাইনি। তারপর আমার উপরোক্ত আয়াতটি স্মরণ হল। তখন আমি ভাবলাম যে, স্ত্রী ছাড়া সন্তান আসতে পারে না। তখন আমি বললাম যে, হাঁ, ইবলিশের স্ত্রী আছে।[১]

হাদীসের মধ্যে এসেছে, নবী (সঃ) পায়খানায় প্রবেশ করার সময় এ দোআ পড়তেন– اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ 'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে নারী ও পুরুষ শয়তান থেকে আশ্রয় চাই।' (বোখারী) ইবনু হাজার আসকালানী বলেছেন, এখানে 'খুবস' 'খাবীস' এর এবং 'খাবায়েস' 'খাবীসা-এর বহু বচন। খাবীস ও খাবীসাহ অর্থ হল, পুরুষ ও নারী শয়তান। নারী ও পুরুষ শয়তানের অস্তিত্বই তাদের মধ্যে বিয়ে শাদীর উত্তম প্রমাণ।

(ফাতহুল বারী ১ম খন্ড, ২৪২ পৃঃ)

কোরআন ও হাদীসে জিনের মৃত্যুর কথা প্রমাণিত। যদি তাদের বংশ বিস্তার না হয়, তাহলে মৃত্যুর কারণে জিনের অস্তিত্ব বিলোপ হয়ে যাবে। এ বিষয়টিও জিনের মধ্যে বিয়ে-শাদীর প্রমাণ বহন করে।

জিনের বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে কোরআনের আরেকটি আয়াতকেও প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। আয়াতটি হচ্ছে ঃ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ 'কোন মানুষ ও জিন ইতিপূর্বে তাদের (হুরদের) সাথে সহবাস করেনি।' আয়াতে বর্ণিত طَمْثٌ এর অর্থ হল, সহবাস করা কিংবা সতীত্বের পর্দা দূর করা। আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, জিনেরাও সহবাস করে কিংবা সতীত্বের পর্দা দূর করে। অবশ্য কেউ কেউ এই শব্দের অর্থ বলেছেন, স্পর্শ করা। এর দ্বারা তারা যে, বিয়ে শাদী করে তা স্পষ্ট বুঝা যায়।

ইমাম বায়হাকী তাঁর 'শোআবুল ঈমান' গ্রন্থে সাবেত থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইবলিশ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করল, হে রব! আপনি আদমকে তৈরি করে আমার সাথে তার শত্রুতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন; আমাকে তার উপর নিয়ন্ত্রণ শক্তি দান করুন। আল্লাহ বলেন ঃ তাদের বুক হল তোর বাসস্থান। ইবলিশ বলল,

১.তাফসীর, আফওয়া-আল বায়ান-আল্লামা শাওকানী ৪র্থ খন্ড পৃঃ ১২২।

আরো বাড়ান। আল্লাহ বলেন, আদম সন্তান একজন জন্মগ্রহণ করলে তোর সন্তান জন্মগ্রহণ করবে ১০টি। তারপর ইবলিশ আরো বাড়ানোর প্রার্থনা জানায়। আল্লাহ বলেন ঃ

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُوْرًا -

'তুই তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস তাকে নিজ আওয়াজ দ্বারা এবং নিজ অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা আক্রমণ করে সত্যচ্যুত কর, তাদের অর্থ সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতিতে শরীক হয়ে যা এবং তাদেরকে (মিথ্যা) প্রতিশ্রুতি দে। ছলনা ছাড়া শয়তান তাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না।
–(সূরা বনি ইসরাইল-৬৪)

এ আয়াতে ইবলিশের অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর কথা উল্লেখ আছে। তারা তারই সন্তান-সন্তুতি বা বংশধর। বিয়ে ছাড়া বংশধর হতে পারে না।

ইবনুল মোনজের শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁকে প্রশ্ন করা হল, ইবলিশের স্ত্রী আছে কি? তিনি উত্তরে বলেন ঃ এ ব্যাপারে আমি কিছু শুনিনি।

কাজী আব্দুল জাব্বার বলেছেন ঃ আয়াতে বর্ণিত ذرية শব্দ দ্বারা সন্তান ও স্ত্রীকে বুঝানো হয়। তাদের সুক্ষ্মতা সুক্ষ্ম সন্তান উৎপাদনের পথে বাধা নয়। তিনি বলেন, আপনি কি এমন সুক্ষ্ম প্রাণী দেখেন না, যাকে গভীর পর্যবেক্ষণ বা অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া চোখে দেখা যায় না? কিন্তু তাদেরও বংশ আছে। আল্লাহর সৃষ্টিজগতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী রয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ 'তিনি পবিত্র যিনি যমীন থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদ, মানুষ এবং যা তারা জানে না, তার প্রত্যেককে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন। –(সূরা ইয়াসিন-৩৬)

আল্লাহ জিন সহ অন্য যে কোন প্রাণীর বংশবৃদ্ধি এবং সৃষ্টি করতে সক্ষম।

সৃষ্টির জন্য তাঁর শুধু হুকুমই যথেষ্ট। এটাই তিনি কোরআন মজীদে বলেছেন–

اِنَّمَا اَمْرُهٗ اِذَاۤ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ -

"তিনি যখন কোন কিছু করার ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন 'হও' তখনই তা হয়ে যায়।" (সূরা ইয়াসিন-৮২)

জিনের মৃত্যু

জিনেরা মৃত্যু বরণ করে। এমর্মে আল্লাহ পবিত্র কোরআন মজীদে বলেছেন–

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ

"তাদের আগে যেসব জিন ও মানুষ গত হয়েছে, তাদের মধ্যে এ ধরনের লোকদের প্রতিও শাস্তিবাণী অবধারিত হয়ে গেছে।" (সূরা আহকাফ-১৮)

এ আয়াতে, মানুষ ও জিনের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। বর্ণিত আছে, এক সাহাবী এক সাপকে হত্যা করেছিলেন। সাপটি ছিল একটি জিন, সে বিষাক্ত সাপের আকৃতি ধারণ করেছিল।

আবুশ শেখ তাঁরা আজামাহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করল, জিনেরা কি মৃত্যু বরণ করে? তিনি বলেন, 'হাঁ, তবে ইবলিশ ব্যতীত। তারপর জিজ্ঞেস করল, জিন নামক সাপ সম্পর্কে আপনার মত কি? তিনি বলেন, 'তা হচ্ছে ছোট জিন'।

ইবনু শাহীন তাঁর 'গারায়েবুস সুনান' গ্রন্থে ইবনে আব্বাস থেকে উল্লেখ করেছেন, ইবলিশ যুগের আবর্তনে বৃদ্ধ হয়ে যায় তারপর আবার ৩০ বছরের যুবকে পরিণত হয়।

ইবনু আবিদ দুনিয়া আ'সেম আল-আহওয়াল থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রবী' বিন আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম, মানুষের সাথে মওজুদ শয়তানের মৃত্যু সম্পর্কে আপনার রায় কি?

তিনি বলেন, একজন মুসলমানের পেছনে একজন শয়তান লাগা থাকে। সে তাকে বিপদে ফেলার পর চালে যায়।

অর্থাৎ সর্বদাই একজন শয়তান সাথীর মত লাগা থাকে। কাজ শেষ হলে চলে যায়।

ইবনু আবিদ দুনিয়া নিজ গ্রন্থে এবং আবুশ শেখ তাঁর 'আজামাহ' গ্রন্থে আবদুল্লাহ বিন হারেস থেকে বর্ণনা করেছেন, 'জিনেরা মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু শয়তান মৃত্যু বরণ করে না।' অর্থাৎ ইবলিশ মরে না।

আল্লামা জুয়াইবার নিজ তাফসীরে দাহ্হাক থেকে এবং তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, মৃত্যুর ফেরেশতাকে মানুষ ও ফেরেশতার রূহ হরন, জিনের রূহ হরণের জন্য এক ফেরেশতা, শয়তানের রূহ হরণের জন্য এক

ফেরেশতা, পাখী, হিংস্র প্রাণী ও প্রাণীর রূহ হরণের জন্য এক ফেরেশতা এবং মাছের রূহ হরণের জন্য ৪ জন ফেরেশতাকে নিয়োজিত করা হয়েছে। অর্থাৎ জিন যে মরে, এ বক্তব্য তার প্রমাণ।

জিন যখন যে আকৃতি ধারণ করে তখন সে আকৃতিতে তাকে হত্যা করা সম্ভব। অনেকেই বিড়াল ও কাক, কুকুর ও সাপের আকৃতি ধারণকারী জিনকে হত্যা করেছে। জিন হত্যার কারণে বিভিন্ন সময় মানুষ ও জিনের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। মক্কার বনি সাহাম গোত্রের সাথে একবার জিনের যুদ্ধ হয়েছিল।[১] ইবলিশ মরেনা, কিন্তু তার বংশধরগণ মরে।

জিনের উপর শরীয়তের হুকুম প্রযোজ্য

মানুষের মত জিনের উপরও শরীয়তের হুকুম প্রযোজ্য। এজন্য তাদেরকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহী করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম পালন করলে পুরস্কার পাবে এবং অমান্য করলে শাস্তি হবে। ইবনু আবদুল বার বলেছেন, নিম্নোক্ত দু'টো আয়াতে আল্লাহ মানুষের সাথে জিনদেরকেও সম্বোধন করেছেন।

يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ـ

"হে জিন, ও মানুষ সম্প্রদায় তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতটিকে অস্বীকার করবে?" ইমাম রাজী তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেছেন যে, সবাই এ বিষয় একমত যে, সকল জিনের উপর শরীয়তের পাবন্দী জরুরী।

কাজী আবদুল জাব্বার বলেছেন, জিনের জন্য শরীয়তের হুকুম প্রযোজ্য হওয়ার বিষয়ে চিন্তাবিদদের মধ্যে কোন মতভেদ আছে বলে আমরা জানি না। যারকান ও হাসসান উল্লেখ করেছেন যে, জিনেরা নিজ নিজ কাজ করতে বাধ্য, তাদের উপর শরীয়তের হুকুম প্রযোজ্য নয়। পক্ষান্তরে যারা বলেন যে, জিনের জন্য শরীয়তের হুকুম প্রযোজ্য, তাদের প্রমাণ হচ্ছে পবিত্র কোরআন মজীদ শয়তানের মন্দ ও খারাপ কাজের নিন্দা করে অভিশাপের কথা ঘোষণা করেছে এবং তাদের জন্য প্রস্তুত আজাবের কথা জানিয়ে দিয়েছে। যারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ লংঘন করে, গুনাহ্ কবীরা করে এবং নিষিদ্ধ কাজ করে বেড়ায়, অথচ এগুলো না করার শক্তি ও এখতিয়ার রাখে, আল্লাহ কেবল তাদের জন্যই শাস্তি ও অভিশাপের কথা ঘোষণা করে থাকেন। এছাড়াও শয়তানকে অভিশাপ দেয়া তাদের অবস্থা বর্ণনা করা, মন্দ ও গুনাহর কাজের প্রতি তাদের আহবান ও ওয়াসওয়াসার বিষয়ে নবী (সঃ)-এর শরীয়তের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এসব কিছুই জিনের জন্য শরীয়ত প্রযোজ্য হওয়ার প্রমাণ।

---

১. আখবারে মক্কা আল-ফাকেহী

আরো প্রমাণ হল, আল্লাহ পবিত্র কোরআন মজীদে বলেছেন ঃ

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا - يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ط وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا -

"(হে নবী !) আপনি বলুন যে, একদল জিন কোরআন শুনেছে। অতঃপর তারা বলেছে, আমরা আশ্চর্যজনক কোরআন শুনেছি। যা সৎপথ দেখায়। ফলে, আমরা এর উপর ঈমান এনেছি, আমরা কখনও আমাদের প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক করবো না।" (সূরা জিন : ১-২)

এ আয়াতে জিনদের হেদায়েত গ্রহণ এবং শিরক না করার অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। শরীয়তের পাবন্দ না হলে তারা এরকম বলবে কেন?

হাদীসে আরো এসেছে, নবী করীম (সঃ) একবার হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদকে সাথে নিয়ে বের হন। বর্তমানে মক্কায় মসজিদে জিনের কাছে একটি দাগ দিয়ে তিনি তাঁকে সেখানে অপেক্ষা করতে বলেন। সেখানেই জিনেরা এসে তাঁর কাছে দীন শিক্ষা করেছে। তাদের জন্য শরীয়ত প্রযোজ্য না হলে তারা দীন শিখতে আসবে কেন?

আল্লামা, ইজ্জুদিন্ন বিন জামাআ'হ 'বাদউল আমানী'র ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেছেন, শরীয়তের পাবন্দ লোক তিন প্রকার। ১ম প্রকার হচ্ছে, যাদেরকে সৃষ্টির ১ম দিন থেকেই নিশ্চিতভাবে শরীয়তের পাবন্দ বানানো হয়েছে। তারা হলেন, ফেরেশতা এবং আদম ও হাওয়া। ২য় প্রকার হচ্ছে, প্রথমেই শরীয়তের পাবন্দ বানানো হয় না বরং পরে অর্থাৎ বালেগ হলে বানানো হয়। তারা হল, আদম সন্তান। ৩য় প্রকার হল, মতভেদপূর্ণ। তবে এটা সুস্পষ্ট যে, তারা ১ম থেকেই শরীয়তের পাবন্দ। তারা হল জিন।

পরকালে, জিনের ভাল ও মন্দ কাজের হিসেব নেয়া হবে এবং তাদেরকে শাস্তি ও পুরস্কার দেয়া হবে। সেজন্যই জিনদের মধ্যে ভাল ও মুসলমান জিনের অস্তিত্ব রয়েছে। যারা মানুষের কোন ক্ষতি করে না। তারাই হচ্ছে নেক জিন।

ইবনে মোফলেহ হাম্বলী তাঁর কিতাবুল ফরু' গ্রন্থে লিখেছেন, জিনদের উপর শরীয়তের হুকুম প্রযোজ্য। তাদের মধ্যে মোমেন জিনেরা বেহেশতে এবং কাফের জিনেরা দোজখে যাবে। তারা পশুর মত মাটি হয়ে যাবে না। তারা তাদের সওয়াব ও গুনাহ অনুসারে পুরস্কার ও শাস্তি পাবে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন ঃ 'জিন বিভিন্ন সীমারেখা এবং বাস্তব সত্যের ক্ষেত্রে মানুষের মত নয়। তাই আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ পালনের

ক্ষেত্রে জিনেরা কখনও মানুষের সমান হতে পারে না। তবে তারাও শরীয়তের আদেশ নিষেধ এবং হালাল-হারামের অংশীদার। যেমন বিয়ে-শাদী ইত্যাদি। আমাদের কোন কোন সাথীর মতে, সকল বিষয়েই তারা মানুষের সমান। মুগনী কিতাবে উল্লেখ আছে, জিনের জন্য অসিয়ত করা জায়েয নেই। তারা কোন জিনিসের মালিক হতে পারে না। যেমন দান বা হেবা ইত্যাদি।

ইবনে হামেদ এবং আবুল বাকা বলেছেন মানুষের নামাজ সহীহ-শুদ্ধ হওয়ার জন্য যা শর্ত জিনের জন্যও তা শর্ত। ইবনু হামেদের বক্তব্য দ্বারা এটাও বুঝা যায় যে, মানুষের মত জিনের উপরও যাকাত ফরজ। তারা মানুষের মতই অজু, নামাজ, হজ্জ, যাকাত ও রোজার ক্ষেত্রে সমান।

অনুরূপভাবে জুলুম মানুষ এবং জিনের উভয়ের জন্যই হারাম। কেউ যেন কারো উপর জুলুম না করে। মহানবী (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَا عِبَادِيْ إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوْا۔

"হে আমার বান্দাহগণ! আমি আমার নিজের উপর জুলুমকে হারাম করেছি, তোমাদের উপরও তাকে হারাম করলাম। তোমরা কেউ কারো উপর জুলুম করো না।" (মুসলিম ও আহমদ) কেউ জুলুম করলে সাধ্যমত সেই জুলুমের প্রতিরোধ করা জরুরী। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) ভূতে পাওয়া লোকের কাছে এসে তাকে ওয়াজ-নসীহত করতেন এবং সৎকাজের আদেশ করতেন ও মন্দ কাজ থেকে বারণের উপদেশ দিতেন। তাতেই যদি ভূত রোগীকে ছেড়ে চলে যেতে চায়, তিনি তার কাছ থেকে পুনরায় ফিরে না আসার অঙ্গীকার আদায় করতেন। আর ছেড়ে যেতে না চাইলে তাকে মার দিতেন যে পর্যন্ত না ভূত চলে যায়। মার বাহ্যতঃ মানুষের উপর পড়ে। কিন্তু আসলে তা ভূতের উপরই পড়ে। এজন্য সে ব্যথা পায় ও চীৎকার করে। হুঁশ ফিরে এলে ভূত রোগীকে বলে আমি মারের ব্যথা অনুভব করিনি। এটা আসলে মিথ্যা কথা।

আবুল মা'আলী বলেন জিনেরা। শরীয়তের পাবন্দ হওয়ায় তাদের কাছে মানুষের সতর ঢাকা ফরজ। যেহেতু তারা অপরিচিত লোক। কোন জিন কোন মৃত মানুষের গোসল দিলে মুর্দারের গোসলের ফরজ আদায় হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে নিজের জবেহ করা পশু-বিসমিল্লাহ বলে জবেহ করলে খাওয়াও জায়েয হবে।[১]

---

১. আকামুল মারজান–কাজী বদরুদ্দিন শিবলী।

জ্বিনদের বিভিন্ন দল ও আকীদা বিশ্বাস এবং ইবাদত

প্রখ্যাত তাফসীরকার মুজাহিদ বলেছেন, সূরা জিনের ১১নং আয়াতে كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا "আমরা জিনেরা বিভিন্ন মত ও পথের অনুসারী ছিলাম" আয়াতের অর্থ হল, তারা মোমেন, আহলে সুন্নাত, কাফের ও বেদআতপন্থী ছিল। ইমাম আহমদ তাঁর 'আন-নাসেখ আল-মানসুখ' কিতাব এবং আবুশ শেখ তাঁর 'আল-জাজামাহ' কিতাবে লিখেছেন, জিনদের মধ্যে কাদরিয়াহ মোরজেআহ, রাফেজী, শিয়া এবং ইহুদী খৃস্টানও আছে। আল্লাহ জিনদের জবানীতে বলেছেন,

وَاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقَاسِطُوْنَ ط فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ـ وَاَمَّا الْقَاسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ـ

"আমাদের মধ্যে মুসলমান আছে, আর আছে জালেম। যারা মুসলমান হয়েছে, তারাই সত্যের সন্ধান পেয়েছে। আর যারা জালেম, তারা হবে জাহান্নামের ইন্ধন।" (সূরা জিন : ১৪-১৫)

হাতেব বিন আবি বালতাআর বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সঃ) বলেছেন, নিহত জিনটি হচ্ছে আমর বিন জাওমানা যাকে মোহসেন বিন জাওশান নামক খ্রিস্টান জিন হত্যা করেছে।

আবু নসর আশ শে'রী 'এবানা' গ্রন্থে হাম্মাদ বিন শোআইব থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি জিনের সাথে আলোচনাকারী এক ব্যক্তির বরাত দিয়ে লিখেছেন। জিনেরা তাকে বলেছে, আমাদের মধ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী কোন ব্যক্তি নেই।

জিনদের ইবাদত সম্পর্কে বহু বর্ণনা এবং প্রমাণ আছে। ইবনু আবিদ দুনিয়া উল্লেখ করেছেন যে, সাফওয়ান বিন মোহরেজ আল মাজেনী রাত্রে যখন তাহাজ্জুদের নামাজের জন্য দাঁড়াতেন, তাঁর সাথে তাঁর ঘরের বাসিন্দা জিনেরাও নামাজে দাঁড়িয়ে যেত। তারা জামাতে নামাজ পড়ত এবং কোরআন তেলাওয়াত শুনত। বর্ণনাকারী সেররী অপর বর্ণনাকারী ইয়াযীদকে প্রশ্ন করেন, তিনি কিভাবে তাদের উপস্থিতি টের পেতেন? ইয়াযীদ বলেন, তিনি নামাজে দাঁড়ালে তাদের শব্দ ও আওয়াজ শুনতেন এবং ভয় পেয়ে যেতেন। তাঁকে আওয়াজ দিয়ে বলা হল, হে আবদাল্লাহ, ভয় পাবেন না, আমরা আপনার ভাই, আপনার সাথে তাহাজ্জুদের নামাজে শরীক হই। আপনি আপনার নামাজ পড়ুন। এরপর থেকে তিনি তাদের নড়াচড়ার ভয় থেকে নিরাপদ হয়ে যান।[১]

১. ঐ

মুআ'জ বিন জাবাল থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ 'তোমাদের কেউ রাত্রে নামাজ পড়লে সে যেন প্রকাশ্যে কেরাত পড়ে। ফেরেশতারা তার সাথে নামাজে শরীক হয় এবং কেরাত শুনে। অনুরূপভাবে বাতাসে বিচরণকারী জিন এবং তার নিজ ঘরে বসবাসকারী মোমেন জিনেরাও তার সাথে নামাজ পড়ে এবং কোরআনের কেরাত শুনে। কোরআনের কেরাত তার নিজ ঘর ও পার্শ্ববর্তী ঘরসমূহের ফাসেক ও আল্লাহদ্রোহী জিনগুলোকে তাড়িয়ে দেয়। (বাজ্জার)

ইবনুস সালাহকে এক ব্যক্তির নিম্নোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হল ঃ শয়তান কি কোরআন এবং নিজ বাহিনী নিয়ে নামাজ পড়তে পারে? তিনি জবাব দেন ঃ বর্ণিত রেওয়াতের বাহ্যিক অর্থ অনুসারে বাস্তবে তাদের কোরআন পড়া প্রমাণিত নয়। তাই নামাজ পড়াও সম্ভব নয়। কেননা, নামাজে কোরআন পড়তে হয়। বর্ণিত আছে যে, ফেরেশতাদেরকে কোরআন তেলাওয়াত করার মর্যাদা দেয়া হয়নি। তাই তারা সর্বদা মানুষের কাছে কোরআন শুনতে আগ্রহী। ফলে, কোরআন এমন এক সম্মানের বিষয় যা দ্বারা আল্লাহ শুধু মানুষকেই সম্মানিত করেছেন। তবে মোমেন জিনেরা কোরআন পড়ে বলে আমরা জানতে পেরেছি।

আল্লামা সুফিয়ান সাওরী নিজ তাফসীরে সাঈদ বিন জোবায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, জিনেরা নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, আমরা কি দূর থেকে এসে আপনার সাথে মসজিদে নামাজ পড়তে পারি? এ প্রশ্নের উত্তরে কোরআনের এ আয়াতটি নাজিল হয় ঃ

وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا۔

"মসজিদসমূহ কেবল আল্লাহর জন্য, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।" (সূরা জিন-১৮)

আবুজ যোবায়ের থেকে বর্ণিত। একবার আবদুল্লাহ বিন সাফওয়ান কা'বা শরীফের নিকটে বসা ছিলেন। তখন বাবে ইরাকী দিয়ে একটি সাপ ঢুকল এবং কা'বা শরীফের চারদিকে সাত চক্কর তওয়াফ করল। তারপর হাজারে আসওয়াদের কাছে এসে তাকে চুমু দিল। আবদুল্লাহ বিন সাফওয়ান সাপটিকে দেখে বলল, হে জিন! তুমি ওমরাহ শেষ করেছ। আমাদের আশংকা হয় যে, বালকেরা তোমার ক্ষতি করতে পারে। তুমি চলে যাও। সাপটি যে পথ দিয়ে এসেছিল সে পথ ধরে চলে গেল।[১]

তালাক বিন হাবিব থেকে বর্ণিত। আমরা আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস সহ কা'বা শরীফের পাশে বসা ছিলাম। কা'বার ছায়া ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হয়ে আসল

১. ঐ

এবং মজলিশ সমূহ বসল। বাবে বনি শায়বা দিয়ে একটি পুরুষ সাপ ঢুকল। সাপটি নিজ গর্দান লম্বা করে এবং মাথা উঁচু করে দেখল। তার চোখ ছিল মানুষের মত। সে কা'বা শরীফের সাত চক্কর তওয়াফ করল এবং মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দু'রাকাত নামাজ পড়ল। আমরা তার কাছে গেলাম এবং বললাম ঃ হে ওমরাহকারী! আল্লাহ তোমার ওমরাহ পূর্ণ করেছেন। আমাদের এ জায়গায় কিছু বোকা কাল বালক আছে। আমাদের আশংকা তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারে। সাপটি মাথা ও লেজ দিয়ে একটি কুণ্ডলী পাকাল এবং আকাশে এতদূরে অদৃশ্য হয়ে গেল যে, আমরা তাকে আর দেখতে পেলাম না।[১]

আল্লামা আযরাকীর ছেলে, আবুত্ তোফায়েল থেকে বর্ণনা করেছেন। জাহেলিয়াতের যুগে এক পরী-জিন মক্কার জু-তওয়ায় বাস করত। তার একটি মাত্র ছেলে ছিল। সে ছেলেটিকে অত্যধিক ভালবাসত। ছেলেটি অত্যন্ত ভদ্র ছিল এবং বিয়ে করেছিল। বিয়ের ৭ম দিনে সে তার মাকে বলল, সে দিনে সাতচক্কর কা'বার তওয়াফ করতে চায়। মা বলল, হে বালক, আমি তোমার উপর কোরাইশ বংশের নির্বোধ লোকদের ক্ষতির আশংকা করছি। ছেলে বলল, ইনশাআল্লাহ, আমি নিরাপদ থাকবো। মা তাকে অনুমতি দিল। সে এক সাপের আকৃতিতে কা'বা শরীফে গেল, সাত চক্কর তওয়াফ করল এবং মাকামে ইবরাহীমের পেছনে নামাজ পড়ল। নামাজ শেষ হলে বনি সাহাম গোত্রের এক যুবক সাপটিকে হত্যা করে ফেলল। ফলে জিনদের সাথে বনি সাহাম গোত্রের যুদ্ধ শুরু হল এবং ধূলা-বালুতে মক্কার পাহাড়সমূহ দেখা গেল না। আবুত্ তোফায়েল বলেন, কোন বড় জিনের মৃত্যুতেই কেবল এরকম ধুলা-বালি উড়তে পারে। বনি সাহাম গোত্রের লোকেরা জিনদের তুলনায় বেশী মারা গেল এবং যুবকদের ছাড়াই কেবলমাত্র ৭০জন বয়স্ক লোক নিহত হল।[২]

দাইনুরী তাঁর 'মোজালাসা' বইতে লিখেছেন ইবনে এমরান বলেন ঃ আমি একদিন ভোর রাত সোবহে সাদেকের আগে হাসান বসরীর মজলিশে গিয়ে দেখি মসজিদের দরজা বন্ধ। মসজিদের ভেতর ঢুকে দেখি, একজন লোক দোআ করছেন, অন্যরা তাঁর সাথে 'আমীন' বলছেন। আমি মসজিদের বাইরে বসে অপেক্ষা করলাম। মোয়াজ্জিন এসে আজান দিল এবং মসজিদের দরজা খুলল। আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম। দেখি হাসান বসরী কেবলামুখী হয়ে একা বসে আছেন। আমি তাঁকে বললাম, আমি ভোর রাত্রে এসে দেখি, আপনি দোআ করছেন এবং একদল লোক আপনার সাথে 'আমীন' বলছে। তারপর প্রবেশ করে দেখি আপনি ছাড়া আর কেউ নেই। তিনি বলেন ঃ তারা ছিল নাসীবীন এলাকার

---

১. লাকতুল মারজান ফি আহকামিল জান– হাফেজ জালালুদ্দিন সুয়ূতী।
২. ঐ

জিন। তারা প্রত্যেক জুমআর রাতে আমার সাথে খতমে কোরআনে অংশগ্রহণ করে এবং পরে চলে যায়।[১]

খতীব বাগদাদী মালেকের এক রেওয়ায়েতে জাবের থেকে বর্ণনা করেন। আমরা একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে চলার সময় একটি কাল কোবরা সাপকে নবী করীম (সঃ)-এর কানে নিজ মাথা এবং সাপের কানে নবী (সঃ) এর মুখ রাখতে দেখলাম। তিনি সাপটির সাথে গোপনে কথা বললেন। সাপটি যেন মাটি গিলল। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার জীবনের আশংকা করেছিলাম। তিনি বলেন ঃ এ হচ্ছে জিনের এক প্রতিনিধি। তারা কোরআনের একটি সূরা ভুলে গিয়েছিল। আমি তাদের কাছে কোরআন পড়ে শুনালাম।

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার থেকে এক ব্যক্তি রওনা হল। অন্য দু'জন তাকে অনুসরণ করল। তৃতীয় আরেক ব্যক্তি ঐ দু'জনের পেছনে আসল এবং তাদেরকে থামতে বলল। তিনি ঐ দু'ব্যক্তিকে ফেরত পাঠালেন এবং প্রথম ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়ে তাকে বললেন ঃ ঐ দু'জন ছিল আপনার পেছনে লাগা শয়তান। আমি তাদেরকে দূর করে দিয়েছি।

আপনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গেলে তাঁকে আমার সালাম দেবেন এবং বলবেন, আমরা আমাদের যাকাত সংগ্রহ করছি। তিনি চাইলে আমরা যাকাত তাঁর কাছে পাঠাতে পারি। লোকটি মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করে ঘটনাটি বলেন। তখন তিনি একা চলতে নিষেধ করেন।

(মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী)

এ বর্ণনায় শয়তান দূরকারী ব্যক্তি হচ্ছে মোমেন জিন। ইবনু আবিদ দুনিয়া ওহাব বিন মোনাব্বেহ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি প্রত্যেক হজ্জ মওসুমে মিনার মসজিদে খায়েফে হাসান বসরীর সাথে সাক্ষাত করেন। লোকেরা ঘুমিয়ে পড়েছে, চারদিকে শান্তভাব বিরাজ করছে। কিন্তু তাদের দু'জনের রয়েছে মজলিশের সাথী এবং তাঁরা তাঁদের সাথে কথা বলছেন। এক রাতে মজলিশে আলোচনার সময় ওহাবের পাশে একটি পাখী এসে পড়ল এবং সালাম দিল। ওহাব সালামের জবাব দেন। তিনি বুঝতে পারেন যে এটি জিন। পাখীটি ওহাবের কাছে এগিয়ে গিয়ে আলাপ করল। ওহাব জিজ্ঞেস করল আপনি কে? সে উত্তরে বলে আমি মুসলমান জিন। সে বলল, আপনার কি প্রয়োজন? সে বলে ঃ আপনি কি আপনার মজলিশে আমাদের বসা এবং এলেম অর্জন করাকে অপছন্দ করেন? আমাদের মধ্যে আপনাদের কাছ থেকে এলেম সংগ্রহকারী বহু বর্ণনাকারী আছে। আমরা আপনাদের মজলিশ থেকে নামাজ, জেহাদ, রোগী দেখা, জানাযায়

১. ঐ

অংশগ্রহণ, হজ্জ এবং ওমরাহ সহ বহু বিষয়ে এলেম অর্জন করি এবং কোরআন শুনি। ওহাব জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনাদের কোন্ বর্ণনাকারীরা শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত? সে বলে ঃ ঐ শেখ অর্থাৎ হাসান বসরীর কাছ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত বর্ণনাকারীগণ। হাসান ওহাবকে অবসর দেখে জিজ্ঞেস করেন, হে আবু আবদুল্লাহ, আপনি কার সাথে কথা বলছেন? তিনি বলেন ঃ মজলিশের এক সাথীর সাথে। উভয়ে মজলিশ শেষে উঠে পড়লে হাসান আবারও ওহাবকে একই বিষয়ে প্রশ্ন করেন। ওহাব তাঁকে জিনের আগমন ও প্রশ্ন সম্পর্কে অবগত করান। ওহাব বলেন ঃ প্রত্যেক বছর হজ্জের সময় এ জিনটির সাথে আমার দেখা হয়। সে আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে, আমি উত্তর দেই। একবার আমি তাকে তওয়াফের সময় দেখতে পাই। তওয়াফ শেষে সে এবং আমি মসজিদে হারামের এক প্রান্তে বসি। আমি তাকে বলি, আমার দিকে তোমার হাত বাড়াও। হাতের পাঞ্জা ছিল সদ্য প্রসূত ঘোড়ার বা গৃহপালিত গাধার বাচ্চার মত কচি এবং তাতে ছিল পশম। তারপর আমি তার কাঁধ পর্যন্ত হাত দিয়ে বাহু দেখি এবং হাত দিয়ে একটা খোঁচা মারি। তারপর কিছুক্ষণ পর্যন্ত কথা বলি। এবার সে বলে ঃ আবু আবদুল্লাহ! আমি যেরূপ আপনাকে হাত দেখিয়েছি, সেরূপ আপনিও আমাকে আপনার হাত দেখান। আমি দু'হাত বাড়ালাম। সে আমার হাতে এমন জোরে চাপ দিল, যেন আমাকে ভীষণ কষ্ট দিতে চায়। তারপর হেসে দিল। আমি প্রত্যেক হজ্জে তার সাথে সাক্ষাত করি। তারপর আর তাকে পাইনি। আমি মনে করেছিলাম যে, হয়তো সে মরে গেছে। ওহাব জিনটিকে জিজ্ঞেস করেন, আপনাদের মধ্যে কোন জেহাদ উত্তম? সে বললঃ আমাদের নিজেদের মধ্যকার অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে জেহাদ।

ইমাম বায়হাকী এক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। সাহাবী বলেন ঃ আমি একবার এক অন্ধকার রাতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে পথ চলছিলাম। তখন তিনি এক ব্যক্তিকে সূরা কাফিরূন পড়তে শুনে বললেন ঃ এ ব্যক্তিটি শিরক থেকে মুক্ত। তারপর আমরা চলতে থাকলাম। এবার আমরা আরেক ব্যক্তিকে সূরা এখলাস পড়তে শুনলাম। তিনি বলেন ঃ এ ব্যক্তি ক্ষমাপ্রাপ্ত। আমি সওয়ারী থামিয়ে ঐ ব্যক্তিদ্বয়কে দেখার জন্য ডানে ও বাঁয়ে তাকালাম কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলাম না।[১] এর দ্বারা বুঝা যায় যে তারা ছিল জিন।

ইবনু জারীর সা'দ বিন হাবীব থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন ইবরাহীম (আঃ) কা'বা শরীফ নির্মাণ শেষ করেন, তখন আল্লাহ তাঁর কাছে এ মর্মে অহী পাঠান যে, আপনি লোকদেরকে হজ্জের জন্য আহবান জানান। তিনি বের হলেন এবং আওয়াজ দিলেন। হে লোকেরা! তোমাদের রবের একটি ঘর তৈরি হয়েছে

১. দালায়েল আন-নবুআহ– বায়হাকী।

তোমরা এ ঘরকে কেন্দ্র করে হজ্জ কর। সেদিন এমন কোন মানুষ ও জিন ছিল না যে, এ আওয়াজ শুনে একথা বলেনি ঃ লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাইব্বাইক।

ইবনু আকীল তাঁর, ফুনুন কিতাবে' লিখেছেন বাগদাদের জাফরিয়া এলাকায়, আমাদের একটি ঘর ছিল। কেউ সে ঘরে বাস করলে মারা যেত। একবার মরক্কোর এক লোক ঘরটি ক্রয় করে রাত যাপন করে এবং সকালে নিরাপদ অবস্থায় জাগে। প্রতিবেশীরা তা দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। লোকটি বেশ কিছুদিন বাস করার পর সেখান থেকে সরে যান। তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি এক রাত্রে এশার নামাজ পড়ার পর কোরআন তেলাওয়াত করি। একটি যুবক কূপ বেয়ে উপরে উঠে আসল এবং আমাকে সালাম দিল। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। সে আমাকে অভয় দিয়ে বললঃ আমাকে কিছু কোরআন শিক্ষা দিন। আমি তাকে কোরআন শিক্ষা দেয়া শুরু করলাম। তারপর আমি তাকে এঘরের রহস্য সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম সে বললঃ আমরা মুসলমান জিন, কোরআন তেলাওয়াত করি এবং নামাজ পড়ি। এঘরটি কেবল পাপী ফাসেকরাই ভাড়া নিত। তারা সম্মিলিতভাবে মদপান করত। আমরা তাদেরকে গলা টিপে হত্যা করতাম। আমি বললাম আমি রাত্রে আপনাকে দেখে ভয় পাচ্ছি, আপনি দিনে আসুন। সে বললঃ ঠিক আছে। সে দিনে কূপ বেয়ে উপরে আসল। এবার আমি ভয় পেলাম না। তার কোরআন পাঠের সময় রাস্তায় একজন ঝাড় ফুঁক কারীর আওয়াজ শুনতে পেলাম। সে বলল ঃ আমি চোখ লাগা, জিন এবং সাপ-বিচ্ছুর দংশনের জন্য ঝাড়- ফুঁক করি। যুবকটি বলল ঃ একি আবু শিমা? আমি বললামঃ সে ঝাড়-ফুঁককারী, সে বলল ঃ তাকে ডাকুন। আমি তখন ঐ ঝাড়-ফুঁককারীকে ভেতরে নিয়ে আসলাম। এমন সময় হঠাৎ করে জিনটি সাপ হয়ে ছাদে উঠে গেল। লোকটি ঝাড়-ফুঁক করল। সাপটি ছাদে ঝুলন্ত ছিল এবং সেখান থেকে ঘরের মাঝখানে পড়ে গেল। লোকটি সাপটিকে নিজ ব্যাগে ঢুকাতে চাইল। আমি নিষেধ করলাম। সে প্রশ্ন করল আপনি কি আমার শিকারে বাধা দিচ্ছেন? আমি তাকে একটি দীনার দিয়ে বিদায় করলাম। সাপটি এবার নড়াচড়া করল কিন্তু খুব দুর্বল ও ফ্যাকাশে রং ধারণ করল, এবং বেরিয়ে যেতে লাগল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কি হয়েছে? সে বলল, ঝাড়-ফুঁককারী আমাকে এসকল নাম দিয়ে হত্যা করেছে। আমি বাঁচবো বলে মনে হয় না। আপনি কূপে কোন আওয়াজ শুনলে মনে করবেন যে, আমি শেষ। লোকটি বললঃ আমি রাত্রে কূপে মৃত্যুর ঘোষণা শুনলাম। ইবনু আকীল বলেন ঃ এরপর থেকে আর কেউ ঐ ঘরে বাস করেনি।

ইবনুস সাইরাফী আল হাররানী হাম্বলী তাঁর 'ফাওয়ায়েদ' গ্রন্থে লিখেছেন, তাঁর শেখ আবুল বাকা হাম্বলীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, জিনের পেছনে তাদের

ইমামতিতে নামাজ পড়া জায়েয আছে কিনা। তিনি জবাবে বলেছেন ঃ হ্যাঁ কেননা, শরীয়তের হুকুম তাদের জন্যও প্রযোজ্য এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাদের প্রতিও নবী হিসেবে পাঠানো হয়েছে।

জিনের সাথে নামাজের জামাআত অনুষ্ঠানের বিষয়ে ইবনু মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, মক্কার উঁচু স্থানে রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিনদের সাথে আলাপ করেন। ফজরের সময় তিনি ফিরে এসে আমার কাছে পানি চান। পানি নিয়ে অজু করে নামাজে দাঁড়ান। এ সময় (জিনদের) দু'ব্যক্তি থেকে যায় ও তাঁর পেছনে জামাআতে নামাজ পড়তে চায়। নবী (সঃ) তাদের ইমামতি করেন।

(তাবরানী, আবু নাঈম)

বোখারী আবু সা'সা থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) তাঁকে বলেন ঃ আমি আপনাকে বকরী, দুম্বা এবং গ্রামীন জীবন ভালবাসতে দেখতে পাই। আপনি যখন আপনার বকরী পালে কিংবা গ্রামে থাকেন এবং নামাজের জন্য আজান দেন, তখন জোরে আজান দেবেন। কোন মানুষ, জিন ও জিনিস মোয়াজ্জিনের আজান শুনলে তারা এর পক্ষে কেয়ামতের দিন সাক্ষ্য দেবে। আবু সাঈদ বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে এরূপ কথা শুনেছি।

–(বোখারী– আজান অধ্যায়)

নেক ও পাপের জন্য জিনের সওয়াব ও শাস্তি লাভ

ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে, কাফের জিনদের জন্য পরকালে শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ বলেছেন ঃ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ 'তিনি বলেন, দোজখই তোমাদের ঠিকানা।' –(সূরা আন 'আম ১২৮)

এখানে আল্লাহ কাফের জিনদেরকে লক্ষ্য করে একথা বলেছেন।

তিনি আরো বলেন ঃ وَأَمَّا الْقَاسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ـ

'আর পাপী জিনেরা জাহান্নামের ইন্ধন। –(সূরা জিন-১৫)

এ মর্মে আল্লাহ আরো বলেন ঃ

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ز لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ أٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ط أُولٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ط أُولٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ ـ

"আর আমরা সৃষ্টি করেছি দোজখের জন্য বহু জিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, এর দ্বারা তা বুঝে না এবং চিন্তা ভাবনা করে না; তাদের চোখ রয়েছে,

এর দ্বারা তারা দেখে না; আর তাদের কান রয়েছে, এর দ্বারা তারা শুনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তাদের চাইতেও নিকৃষ্ট। তারাই হল উদাসীন এবং শৈথিল্যপরায়ণ। (সূরা আরাফ-১৭৯).

এ আয়াতে দোজখের জন্য বহু সংখ্যক জিন ও মানুষ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে।

এতো গেল কাফের জিনের কথা। মোমেন জিনের ব্যাপারে কয়েকটি মত রয়েছে।

(১) তাদের কোন সওয়াব নেই। শুধুমাত্র দোজখ থেকে মুক্তি পাবে। তারপর তাদেরকে বলা হবে তোমরা পশুদের ন্যায় মাটি হয়ে যাও। এটা হচ্ছে ইমাম আবু হানিফার মত। ইবনু হেজাম তা উল্লেখ করেছেন।

ইবনে আবিদ দুনিয়া মাইস বিন সালেম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জিনদের সওয়াব হল দোজখ থেকে মুক্তি পাওয়া। তারপর তাদেরকে মাটি হয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হবে।

ইবনু হোমাইদ, ইবনুল মোন্জের এবং ইবনু শাহীন তাঁর 'কিতাবুল আজায়েব ওয়ালগারায়েব'-এ আবুয যেনাদ থেকে লিখেছেন যে, তিনি বলেছেন যখন বেহেশতবাসীরা বেহেশতের এবং দোজখবাসীরা দোজখে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ মোমেন জিন ও অন্যান্য সকল জাতিকে বলবেন ঃ তোমরা মাটি হয়ে যাও তারা সবাই মাটি হয়ে যাবে। তখন কাফেরগণ বলবে يَالَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا 'হায়, আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম। (সূরা নাবা-৪০)

২. তাদেরকে নেক কাজের সওয়াব এবং পাপ কাজের আজাব দেয়া হবে। এটা হচ্ছে, ইবনু আবি লায়লা, মালেক, আওযাঈ, শাফেঈ, আহমদ, তাঁদের সাথীগণ ইমাম আবু হানিফা এবং তাঁর দুই সাথীর মত। ইবনু হাজম তাঁর 'আল-মেলাল ওয়ান নেহাল' গ্রন্থে লিখেছেন, অধিকাংশ লোকের মতে, তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে।

ইবনু আবু হাতেম ইয়াকুব থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আবি লায়লা বলেছেন, জিনেরা নেক কাজের সওয়াব পাবে। কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত একথার সত্যতা প্রমাণ করে।

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ط

"তারা যে যা আমল করেছে সে অনুযায়ী প্রত্যেকের জন্য মর্যাদা নির্ধারিত হবে।" -(সূরা আন'আম-১৩৩)

আবুশ শেখ তাঁর 'আজামা' গ্রন্থে খোযাইমা থেকে লিখেছেন, ইবনু ওহাবকে যখন জিনদের সওয়াব ও শাস্তির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হল, তখন আমি তা শুনছিলাম। তিনি জবাবে বলেন ঃ আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا خَاسِرِيْنَ ـ

"তাদের ব্যাপারেও শাস্তির আদেশ বাস্তবায়িত হল, যা বাস্তবায়িত হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী জিন ও মানুষের ব্যাপারে। নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত।"

–(সূরা হা-মীম সাজদাহ-২৫)

আল্লাহ আরো বলেন ঃ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا

'প্রত্যেকের জন্য তাদের কর্মের আনুপাতিক মর্যাদা রয়েছে।'–(সূরা আনআম-১৩৩)

১ম আয়াতে মানুষ ও জিনের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। গুনাহর শাস্তিই হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ। ২য় আয়াতে জিন ও মানুষের প্রত্যেকের আমলের মর্যাদার কথা উল্লেখ আছে। অর্থাৎ তারা সওয়াব লাভ করবে।

আবুশ শেখ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। ৪ প্রকারের সৃষ্টি আছে। ১ম প্রকার, সৃষ্টির সকলেই বেহেশতে যাবে। ২য় প্রকার, সৃষ্টির সকলেই দোজখে যাবে। আর অন্য দু'প্রকার সৃষ্টি বেহেশত ও দোজখ উভয়টিতে যাবে। যাদের সকলেই বেহেশতে যাবে তারা হল, ফেরেশতা, যাদের সকলেই দোজখে যাবে তারা হল শয়তান আর যারা বেহেশত ও দোজখে যাবে তারা হল মানুষ ও জিন। তাদের জন্য রয়েছে সওয়াব ও শাস্তি।[১] ইবনু আবু হাতেম ও আবুশ শেখ হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ জিনেরা হচ্ছে, ইবলিশের সন্তান আর মানুষ হচ্ছে, আদমের সন্তান। তাদের মধ্যে রয়েছে মোমেন মুসলমান।

মোমেন জিনের বেহেশতে প্রবেশ

মোমেন জিনের বেহেশতে প্রবেশের বিষয়ে চারটি মত রয়েছে।

(১) তারা বেহেশতে যাবে। অধিকাংশ আলেমের মত তাই। ইবনে হাজম তাঁর 'আল মেলাল' গ্রন্থে আবু লায়লা ও আবু ইউসুফ এর বরাত দিয়ে একথা উল্লেখ করেছেন। মোমেন জিনদের বেহেশতে প্রবেশের পর পানাহার সম্পর্কে তাদের মতভেদ আছে।

ইবনু আবিদ দুনিয়া উল্লেখ করেছেন যে, মুজাহিদকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, মোমেন জিনেরা কি বেহেশতে যাবে? তিনি বলেন, তারা বেহেশতে যাবে কিন্তু

১. লাকুতুল মারজান ফি আহকামিল জিন– জালালুদ্দিন সুয়ুতী।

পানাহার করবে না। বেহেশতী মানুষ খানা-পিনার যে নেয়ামত ভোগ করবে, তারা তা করবে না। হারেস আল-মোহাসেবী বলেছেন, জিনেরা কেয়ামতের দিন বেহেশতে প্রবেশের পর আমরা তাদেরকে দেখবো, কিন্তু তারা আমাদেরকে দেখবে না। অর্থাৎ দুনিয়ার বিপরীত অবস্থা হবে।

(২) জিনেরা বেহেশতে প্রবেশ করবে না, বরং তারা বেহেশতের উপকণ্ঠে থাকবে। মানুষ তাদেরকে দেখবে, কিন্তু তারা মানুষদেরকে দেখবেনা। এটা হচ্ছে, ইমাম মালেক, শাফেঈ, আহমদ, আবু ইউসুফ ও মোহাম্মদের মত। ইবনে তাইমিয়া ইবনে মোরাইহর জবাবে একথা বলেন। এটা ইবনে হাজমের বর্ণনার বিপরীত। আবুশ শেখ বলেন ঃ লাইস বিন আবু সলিম বলেছেন ঃ মুসলমান জিনেরা না বেহেশতে, না দোজখে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তাদের পিতা ইবলিশকে বেহেশত থেকে বের করে দিয়েছেন। তাই তাকে এবং তার সন্তানদেরকে আবারো বেহেশতে প্রবেশ করাবেন না।

(৩) জিনেরা আরাফে থাকবে। আবুশ শেখ এবং বায়হাকী তাঁর البعث কিতাবে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মোমেন জিনদের জন্য সওয়াব ও শাস্তি উভয়টাই রয়েছে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, তাদের সওয়াবের বিনিময় কি হবে? তিনি বলেন ঃ তারা আরাফে যাবে, উম্মতে মোহাম্মদীর সাথে বেহেশতে যাবে না। আমরা জিজ্ঞেস করলাম আরাফ কি? তিনি উত্তরে বলেন ঃ আরাফ হচ্ছে বেহেশতের দেয়াল যার নীচ দিয়ে ঝর্নাধারা প্রবাহিত হয় এবং তাতে গাছ ও ফল-ফলাদি উৎপন্ন হয়।

আল্লামা হাফেজ আজ-জাহাবী এটাকে মোনকার হাদীস বলেছেন।

(৪) জিনদের বেহেশতে যাওয়ার বিষয়ে চুপচাপ থাকা।

এখন আমরা ১ম মতের পক্ষের যুক্তিগুলো আলোচনা করবো।

১. বেহেশত লাভের যোগ্যতা সম্পর্কে বর্ণিত আয়াতগুলো এর প্রমাণ। আল্লাহ বলেন ঃ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ

'বেহেশতকে আল্লাহভীরুদের অদূরে উপস্থিত করা হবে।' (সূরা ক্বাফ ৩১)

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ لا أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.

"তোমরা বেহেশতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরি করা হয়েছে মোত্তাকীদের জন্য।" (সূরা আলে-ইমরান-১৩৩)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

مَنْ شَهِدَ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ خَالِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

'যে ব্যক্তি খালেস নিয়তে স্বাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (বাজ্জার এবং জামে' আস-সুয়ুতী)

আল্লাহ কোরআন মজীদে আরো বলেছেন ঃ

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ـ

"যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে হাজির হওয়ার ভয় করে তার জন্য রয়েছে দু'টো বাগান। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে।" (সূরা আর রাহমান-৪৬-৪৭)

এ আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ জিন ও মানুষ উভয়কে সম্বোধন করেছেন এবং তাদেরকে বিনিময় হিসেবে জান্নাত দানের কথা উল্লেখ করে বেহেশতের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে চেয়েছেন। তারা সত্যিকার ঈমান আনলে আল্লাহ তাদেরকে অনুগ্রহ দান করবেন বলে জানিয়েছেন। এক হাদীসে এসেছে নবী করীম (সঃ) সাহবাদের কাছে এ সূরা পাঠ করে বলেন, জিনেরা তোমাদের তুলনায় উত্তম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। আমি যখনই তাদের কাছে সূরা আর-রাহমানের একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি তখনই তারা বলেছে,

وَلَا بِشَيْءٍ مِّنْ اٰلَائِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ ـ

'হে প্রভু, আমরা তোমার কোন নেয়ামতকেই অস্বীকার করিনা।' (তিরমিযী)

(২) ইবনু হাজম নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা মোমেন জিনদের বেহেশতী হওয়ার প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন ঃ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ "মোমেনদের জন্য বেহেশত তৈরি করা হয়েছে।" -(সূরা আল ইমরান-১৩৩)

জিনেরা ঈমান এনেছে মর্মে সূরা জিনের ১নং আয়াত অর্থাৎ তারা মোমেন হয়েছে। আর মোমেনদের জন্য পুরস্কার হল, এমন বেহেশত যার পাশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়েছে। -(সূরা বাইয়েনা ৭-৮)

ইবনু হাজম বলেছেন ঃ বেহেশতে প্রবেশের গুণ জিন ও মানুষ সবার জন্যই সমান। তাই দুই জাতির মধ্যে এক জাতিকে জান্নাত থেকে বাদ রাখা যায় না। আল্লাহ উভয় জাতির বিষয়ে বেহেশত সম্পর্কে একটি সাধারণ ঘোষণা দেয়ার পর পরবর্তীতে এ সম্পর্কে আর কোন বক্তব্য প্রদান না করে এক জাতিকে তা থেকে বঞ্চিত রাখবেন এ চিন্তা মোটেই করা যায় না। বরং এটা তাঁর ঘোষিত বর্ণনার পরিপন্থী। অর্থাৎ মোমেন হলে জিন হোক, আর মানুষ হোক-সবাই জান্নাতে যাবে।

(৩) মোনজের ও ইবনু আবি হাতেম নিজ নিজ তাফসীরে মোবাশ্বের বিন ইসমাইল থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমরা হামজা বিন হাবিবের সাথে আলোচনার সময় জিজ্ঞেস করলাম, জিনেরা কি জান্নাতে যাবে? তিনি বলেন ঃ 'হ্যাঁ। কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত এ বিষয়টির সত্যতা প্রমাণ করে,

وَلَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ـ

'ইতিপূর্বে হুরদেরকে কোন মানুষ ও জিন স্পর্শ করেনি।' –(সূরা আর রাহমান-৫৬)

এ আয়াতটি জিনের হুর স্পর্শ ও ব্যবহার করার প্রমাণ বহন করে। কেননা, কেবলমাত্র বেহেশতেই হুর ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। জিন বেহেশতী না হলে তাদের ব্যাপারে এ আয়াত কিভাবে প্রযোজ্য হবে?

(৪) আবুশ শেখ বলেছেন, ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। সৃষ্টি ৪ প্রকার। এক প্রকারের সৃষ্টি সবাই বেহেশতে যাবে। আর এক প্রকারের সৃষ্টি সবাই দোজখে যাবে। অন্য এক প্রকারের সৃষ্টি বেহেশত ও দোজখে যাবে। যে সৃষ্টির সবাই বেহেশতে যাবে তারা হলেন ফেরেশতা। আর যে সৃষ্টির সবাই দোজখে যাবে তারা হল শয়তান। আর যে সৃষ্টি বেহেশত ও দোজখে যাবে তারা হল, মানুষ ও জিন। তাদের জন্য রয়েছে সওয়াব ও আজাব। ওলামায়ে কেরামের বিশুদ্ধ মত হল, ফেরেশতারা বেহেশত পাবে না, তবে তারা তাদের উপযোগী নেয়ামত লাভ করবে।

(৫) বিবেক বুদ্ধিও জিনদের বেহেশতে যাওয়ার ধারণাকে জোরদার করে। অবশ্য বিবেক বুদ্ধি কোন জিনিসকে জরুরী বা বাধ্যতামূলক করতে পারে না। সেটা একমাত্র আল্লাহর কাজ। বিবেকের দাবী হল আল্লাহ তাঁর নাফরমান বান্দাহদেরকে দোজখের অঙ্গীকার করেছেন। অথচ যে তাঁর আনুগত্য করবে সে কি করে বেহেশতে যাবে না? তিনি তো মহান ন্যায় বিচারক এবং সম্মানিত।

বেহেশতে প্রবেশের পর জিনেরা কি আল্লাহকে দেখবে?

এজ্জুদিন ইবনু আবদুস সালাম তাঁর 'আল কাওয়ায়েদ আস-সোগরা' বইতে লিখেছেন ঃ মোমেন জিনেরা বেহেশতে প্রবেশ করলে আল্লাহকে দেখতে পাবে না। মানুষের মধ্যে যারা মোমেন কেবলমাত্র তারাই বেহেশতী হলে আল্লাহকে দেখতে পাবে। তিনি বলেছেন, ফেরেশতারা বেহেশতে আল্লাহকে দেখতে পাবেনা। তাই জিনদেরও আল্লাহকে দেখার কথা নয়।

এদিকে ইমাম বায়হাকী 'কিতাব-আর রুইয়াহ' বইতে 'আল্লাহকে দেখা' নামক অধ্যায়ে জিনেরা আল্লাহকে দেখতে পাবে এ বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন। অপরদিকে কাজী জালালুদ্দিন বালকিনী বলেছেন, সাধারণ প্রমাণাদির

ভিত্তিতে বলা যায় যে, জিনেরা আল্লাহকে দেখবে। কিন্তু 'আসয়েলাতুস সাফা' বইতে উল্লেখ আছে যে হানাফী ইমামদের মতে জিনেরা আল্লাহকে দেখতে পাবে না।

এ আলোচনায় দেখা যায় যে, জিনদের আল্লাহকে দেখার বিষয়টি মতভেদপূর্ণ। শক্তিশালী মত হচ্ছে, জিনেরা বেহেশতে আল্লাহকে দেখবে। তবে মূল বিষয়টি আল্লাহর উপরই নির্ভরশীল।

জিন কি গায়েব জানে?

গায়েব বা অদৃশ্য আল্লাহর সৃষ্টি। এর জ্ঞান তিনি নিজের কাছে রেখেছেন। কাউকে কাউকে তিনি কিছু কিছু গায়েবী জ্ঞান দান করেছেন। যাকে যতটুকু জ্ঞান দেয়া হয়েছে তিনি তা অপেক্ষা বেশী জানেন না। আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ *

"মহান আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি অত্যন্ত দয়াবান ও মেহেরবান।" (সূরা হাশর-২২)

জিন জাতি মানুষ থেকে অদৃশ্য। অনেক মানুষের ধারণা জিনেরা গায়েব জানে। সেজন্য জিনের সমর্থনপুষ্ট গণক, যাদুকর ও দরবেশের কাছে মানুষের ভীড়। জিনকে সন্তুষ্ট করার জন্য কুফরী, শিরক ও বেদআত করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। অথচ জিন মানুষের মতই আল্লাহর আরেকটি সৃষ্টি। মানুষ যেমন গায়েব জানে না, তেমনি জিনেরাও গায়েব জানে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ ভাগ্য অন্বেষণ, ভবিষ্যতের কল্যাণ ও নিরাপত্তা লাভের উদ্দেশ্যে এ গোলক ধাঁধার পেছনে ঘুরছে। যে মহান আল্লাহ গায়েব জানেন তাঁর দরবারে না গিয়ে এবং তাঁর কাছে না চেয়ে তাঁর সমান আরেক অসহায় অক্ষম সৃষ্টির কাছে চাওয়া-পাওয়ার নজরানা পেশ করে।

নিজেরা গায়েব জানেনা আল্লাহ একটি প্রামাণ্য ঘটনার মাধ্যমে তা বর্ণনা করেছেন। হযরত দাউদ (আঃ) যখন বায়তুল মাকদেস মসজিদ তৈরি শুরু করেন। সোলায়মান (আঃ) তা শেষ করেন, তিনি জিন শ্রমিককেও কাজে লাগান। মসজিদ তৈরির কাজ শুরু হলে তাঁর মৃত্যু উপস্থিত হয়। তিনি আল্লাহর কাছে দোআ করেন, হে আল্লাহ, কাজ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত জিনেরা যেন আমার মৃত্যু সম্পর্কে জানতে না পারে। তাই হল, মসজিদ তৈরিতে আরো এক বছর সময় লাগল। হাতের লাঠি ভর দেয়া অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হল। কিন্তু জিনেরা তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে টের পেল না। মসজিদ নির্মাণ শেষ হলে, উইপোকা সে লাঠি খেয়ে ফেলল। তখন লাঠিটি ভেঙ্গে পড়ে গেল। সাথে সাথে সোলায়মান (আঃ)

এর মৃতদেহ মাটিতে ঢলে পড়ল। তখন জিনেরা দেখল যে, সোলায়মান (আঃ) ইন্তেকাল করেছেন। তারপর জিনেরা যে কথা বলল সেটাই কোরআন আমাদেরকে জানিয়েছে।

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖٓ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ ج فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَالَبِثُوْا فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ *

"যখন আমি সোলায়মানের মৃত্যু দিলাম। তখন ঘুন পোকাই জিনদেরকে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল। সোলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, গায়েবী জ্ঞান জানা থাকলে তারা এ লাঞ্ছনাপূর্ণ শাস্তিতে আবদ্ধ থাকত না। −(সূরা সাবা-১৪)

মৃত্যু উপস্থিত হলে কারো নিস্তার নেই। স্বয়ং মসজিদ নির্মাণ অসমাপ্ত অবস্থায় নবী সোলায়মানও তা থেকে রক্ষা পাননি। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে কিছু কাজ বাকী ছিল। কাজটি জিনদের উপর ন্যস্ত ছিল। তারা তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানতে পারলে কাজ ছেড়ে দিত। তাই আল্লাহর নির্দেশে সোলায়মান (আঃ) মৃত্যুর আগ দিয়ে মৃত্যুর জন্য তৈরি হয়ে তাঁর মেহ্‌রাবে প্রবেশ করেন। মেহ্‌রাবটি স্বচ্ছ কাঁচের নির্মিত ছিল। বাইর থেকে ভেতরের সব কিছু দেখা যেত। তিনি নিয়ম অনুযায়ী ইবাদতের উদ্দেশ্যে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। ফলে আত্মা বের হয়ে যাওয়ার পরও দেহ লাঠির সাহায্যে অনড় থাকল। বাইর থেকে মনে হত যে তিনি ইবাদতে মশগুল আছেন। তারা তাঁকে জীবিত মনে করে দিনের পর দিন কাজ করতে থাকে। অবশেষে এক বছর পর মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। উঁইপোকা লাঠি খেয়ে ফেলে। তখন তিনি মাটিতে পড়ে যান। তখন থেকেই জিনেরা উই পোকাকে ভালবাসা শুরু করে। জিনেরা উই পোকাকে বলেছে, যদি আমরা জানতাম যে, তুমি খাও, ও পান কর, তাহলে যে কোন জায়গায় আমরা তোমার জন্য খাদ্য ও পানীয় পৌঁছে দিতাম।[১]

সোলায়মান (আঃ)-এর এ পদক্ষেপের দু'টো লক্ষ্য ছিল। এক মসজিদ নির্মাণ সমাপ্ত করণ, দুই জিনেরা গায়েব জানে না, এ বিষয়টি সবাইকে জানিয়ে দেয়া, যেন কেউ তাদেরকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ না করে।

অতীত ঘটনা জানা জায়েয, তবে জিনের কাছে অতীতের খবর জিজ্ঞেস করা যায়। আবদুল্লাহ্ বিন আহমদ বিন হাম্বল সাহাবায়ে কেরামের ফযীলতের ব্যাপারে বলেন ঃ বসরার গভর্নর আবু মূসা আশআরীর কাছে খলীফা ওমর বিন খাত্তাবের

১. দৈনিক আল-মদীনা, জেদ্দা, ৫ই রবিউস সানী, ১৪২০ হিঃ (১৯৯৯ খৃঃ)

খবর পৌঁছতে বিলম্ব হচ্ছিল। শহরে এক মহিলা ছিল যার কাছে একটি জিন শয়তান ছিল। তিনি মহিলাটিকে বলেন ঃ তুমি তোমার সাথীকে বল আমাকে যেন আমীরুল মোমেনীনের খবর এনে দেয়। শয়তানটি বলল ঃ বর্তমানে খলীফা ইয়েমেন আছেন। সহসাই তিনি চলে আসবেন। তিনি বেশী দিন আপেক্ষা না করে আবার জিনের মাধ্যমে খলীফার খবর আনার জন্য মহিলার কাছে আবেদন জানান। তখন জিন শয়তান বলে, খলীফা ওমর এমন এক ব্যক্তি যার কাছে যাওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। তার দু'চোখের মাঝখানে আছে জিরবীল, যে কোন শয়তান তার শব্দ শুনলে বেহুশ হয়ে পড়ে যায়। এ কথার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ জিনকে বিরাট দূরত্ব অল্প সময়ে পাড়ি দেয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন। একথা কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ج

"এক দৈত্য জিন বলল ঃ আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার আগেই আমি তা (বিলকিসের সিংহাসন) হাজির করবো।" (সূরা নামল ৩৯)

দূরবর্তী কোন জায়গায় কোন ঘটনা ঘটলে জিন আল্লাহ প্রদত্ত দ্রুততা সহকারে সে খবর সংগ্রহ করে দিতে পারে। কেউ জিনের মাধ্যমে সে খবর সংগ্রহ করতে চাইলে তা নাজায়েয হবে না। নাজায়েয হল, ভবিষ্যতের গায়েবী খবর জানার চেষ্টা করা যেটা জিনের সাধ্যের বাইরে। এক্ষেত্রে জিন ও মানুষ উভয়েই সমান।

জিনেরা অতীত বহু ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। অগ্নিপুজারী পারস্যবাহিনীর সাথে কাদেসিয়ার ময়দানে মুসলমান বাহিনীর যুদ্ধের খবর জিনেরা দিয়েছে। সে যুদ্ধে নাখয় নামক একজন মুসলিম, সৈন্যের শাহাদতের খবর দিয়েছে জিনেরা ইয়েমেনে।[১]

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আমরা মক্কার মোহাসসাব উপত্যকায় ছিলাম, তখন একজন লোক হযরত ওমর (রাঃ) এর ছুরিকাহত হবার খবর দিল। এরপর আর তাকে দেখা গেল না। আমরা মদীনায় পৌঁছে তা সত্যই দেখতে পাই। তিনি তখন শহীদ।[২]

জিনেরা হযরত ওসমান (রাঃ) এর শাহাদতের খবরও দিয়েছে। মদীনার হাররায় সহস্রাধিক লোকের হত্যাকান্ড সম্পর্কে মক্কায় জিনেরা খবর দিয়েছে।[৩] এছাড়াও আরো বহু ঘটনা এমন আছে যে, জিনেরা সংঘটিত ঘটনার খবর দিয়েছে।[৪]

---

১. ঐ
২. ঐ
৩. ঐ
৪. ঐ

২য় অধ্যায়

জিনের মধ্যে কোন নবী-রাসূল ছিল কি ?

আগের ও পরের অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, জিনদের মধ্যে কোন নবী-রাসূল আসেনি। একমাত্র মানবজাতির মধ্য থেকেই রাসূলের আগমন ঘটেছে। এটাই ইবনে আব্বাস, ইবনু জোরাইজ, মোজাহিদ, কালবী, আবু ওবায়েদ এবং ওয়াহেদী থেকে বর্ণিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে, আমরা জিন সৃষ্টির অধ্যায়ে জোয়াইবার এবং দাহ্হাকের বরাত দিয়ে ইবনে আব্বাস থেকে একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছি। সে বর্ণনায় আছে ঃ জিনেরা আদম (আঃ)-এর আগে জমীনে ইউসুফ নামক তাদের এক নবীকে হত্যা করেছে। তারপর আল্লাহ তাদের কাছে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন এবং তাঁর আনুগত্য করার জন্য জিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তাদেরকে শির্ক না করা এবং পরস্পর লড়াই না করার আদেশও দিয়েছেন।

ইবনু জরীর আত্তাবারী লিখেছেন, ইবনে হোমাইদ ইয়াহইয়া বিন ওয়াদেহ থেকে এবং তিনি ওবায়েদ বিন সোলায়মান থেকে বর্ণনা করেছেন যে, দাহ্হাককে প্রশ্ন করা হয়েছিল, মোহাম্মদ (সঃ)-এর আগে কি জিনদের মধ্যে কোন নবী ছিল ? তখন তিনি উত্তরে বলেন ঃ আপনি কি আল্লাহর এই বাণীটি শুনেন নি ?

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيَاتِىْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ط

"হে জিন ও মানব সম্প্রদায়, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আগমন করেন নি, যাঁরা তোমাদের কাছে আমার নির্দেশাবলী বর্ণনা করতেন এবং তোমাদেরকে আজকের এ দিনের সাক্ষাতের ভয় প্রদর্শন করতেন।" (সূরা আন'আম-১৩৯)

এ আয়াতে মানব ও জিন উভয় জাতির মধ্যে রাসূল আসার কথা উল্লেখ আছে। ইবনু হাজম বলেছেন, মোহাম্মদ (সঃ)-এর আগে জিনের কাছে কখনও কোন মানব নবীকে পাঠানো হয় নি। জিন মানব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। নবী (সঃ) বলেছেন, وَكَانَ النَّبِىُّ يُبْعَثُ إِلٰى قَوْمِهٖ خَاصَّةً 'নবীদেরকে তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছেই পাঠানো হয়।' (বোখারী, মুসলিম) অথচ,

আমরা নিশ্চিত যে, জিনদেরকে আল্লাহর আজাবের ভয় দেখানো হয়েছিল। অর্থাৎ তাদের কাছে নবী এসেছিল। ওলামায়ে কেরাম এ প্রশ্নের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন যে, মানব রাসূলই জিনদেরও রাসূল। জিনেরা মানব রাসূলদের কাছে দীন শিক্ষা করে জিনদের কাছে গিয়ে আল্লাহর ভয় প্রদর্শন করেছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে জিনদের মধ্যে রাসূলের পক্ষ থেকে نذير এসেছে যারা নিজ সম্প্রদায়কে ভয় দেখায়। তারা এ ব্যাখ্যার সমর্থনে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِيْنَ 'যখন নবী (সঃ) কর্তৃক কুরআন পাঠ সমাপ্ত হল, তখন তারা নিজ সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল।' (সূরা আহকাফ-২৯)

দাহ্‌হাকের বর্ণনায়, যে 'রাসূল' শব্দের উল্লেখ হয়েছে তা হচ্ছে رُسُل الرُّسُلُ অর্থাৎ রাসূলের প্রতিনিধি বা রাসূল। কিন্তু দাহ্‌হাক বলেন, আয়াতে রাসূল মানে আল্লাহর রাসূল একথা সুস্পষ্ট।

আল্লামা সাব্‌কী তাঁর ফতোয়ায় বলেছেন এবং যামাখশারী কালবীর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, মোহাম্মদ (সঃ)-এর আগে শুধুমাত্র মানুষের প্রতি রাসূল পাঠানো হত। কিন্তু হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-কে জিন এবং মানুষ উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিই রাসূল করে পাঠানো হয়েছে। এজন্যই তিনি জিনদেরকে কোরআন পড়ে শুনিয়েছেন।

দাহ্‌হাক যা বলেছেন, সেটা কোরআনের আয়াতের বাহ্যিক অর্থ। পক্ষান্তরে, যারা ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তারা কুরআনের অন্য আয়াতের কারণেই এরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

অপরদিকে, মহানবীর কাছে কুরআন শুনে জিনেরা বলেছিল ঃ

اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى

'নিশ্চয়ই আমরা এমন এক কিতাব শুনেছি যা হযরত মূসা (আঃ)-এর পর অবতীর্ণ হয়েছে।' (সূরা আহকাফ-৩০) এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ঐ জিনেরা হযরত মূসা (আঃ)-এর শরীয়তের অনুসারী ছিল। এছাড়া আল্লাহ যে সকল জিনকে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছিলেন তারাও তাঁর শরীয়তেরই অনুসারী ছিল।

ইবনু আবু হাতেম কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, গোটা জিন জাতি সোলায়মান (আঃ)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল না। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهِ ـ

'কতিপয় জিন তাঁর সামনে কাজ করত তাঁর পালনকর্তার আদেশে।'
(সূরা সাবা-১২)

কিন্তু মূল সমস্যা থেকেই যাচ্ছে যে, জিন জাতির কাছে কোন জিন নবী পাঠানো হয়েছে কি না? কেননা, আল্লাহ কুরআন মজীদে বলেছেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ ـ

'আমি জিন ও মানবজাতিকে কেবলমাত্র আমারই ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।'

নবীগণই ইবাদতের পদ্ধতি বাতলান। মানবজাতিকে আল্লাহ মানব-নবী পাঠিয়ে ইবাদতের পদ্ধতি শিক্ষা ও হেদায়াত দিয়েছেন। কিন্তু জিন জাতি কার কাছ থেকে ঐ হেদায়াত লাভ করেছে! মানুষের বহু আগে জিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি ধরে নেয়া যায় যে, মানব নবী থেকে জিন জাতি হেদায়েত লাভ করেছে তাহলে মানব সৃষ্টির আগে জিনেরা কার কাছ থেকে হেদায়েত লাভ করেছে? পক্ষান্তরে, অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, জিনেরা তাদের ইউসুফ নামক একজন নবীকে হত্যা করেছে। আর এটা ঘটেছে, মানব সৃষ্টির আগে।

আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস বলেছেন, আল্লাহ জিন জাতিকে আদম সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, জিন জাতি মানুষের আগে দুই হাজার বছর পর্যন্ত পৃথিবী আবাদ করেছে। আবার কারো মতে, জিন জাতির আদি পিতা সুমিয়া। অন্যদের মতে, ইবলিশ হচ্ছে, আদি পিতা, তবে সর্বসম্মত মত হচ্ছে, জিন শয়তান ও মানুষ শয়তানের নেতা হচ্ছে ইবলিশ।

উল্লেখিত মতভেদের আলোকে এ উপসংহারে আসা যায় যে,

১. আদম সৃষ্টির আগে জিনদের মধ্যে জিন নবী প্রেরিত হয়েছেন।

২. জিনদের মধ্যে কোন সময়ই জিন নবী আসেনি। এটা দুর্বল মত।

৩. হযরত মোহাম্মদ (সঃ) থেকে কেয়ামত পর্যন্ত তিনিই মানুষ ও জিনের নবী। মানুষ ও জিনের জন্য আর কোন নবী আসবে না।

মোহাম্মদ (সঃ) জিনেরও নবী

মুসলমানের কোন দল ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই যে, মোহাম্মদ (সঃ) মানুষ ও জিন উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিই প্রেরিত নবী।

জাবের বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ اَحَدٌ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ قَبْلِيْ ...

وَكَانَ النَّبِىُّ يُبْعَثُ اِلٰى قَوْمِهٖ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً۔

'আমাকে এমন পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে আর কোন নবীকে দান করা হয় নি, অন্যান্য নবীরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন, আর আমি প্রেরিত হয়েছি সকল মানুষের প্রতি।' (বোখারী ও মুসলিম)

ইবনু আকীল বলেছেন, আভিধানিকভাবে এ হাদীসে نَاسٌ বা 'মানুষ' শব্দের ভেতর জিনেরাও শামিল আছে। কেননা, অভিধানে 'নাস' মানে 'চলাচলকারী'। আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী বলেছেন, 'নাস' হল চিন্তা ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী জীব। এ অর্থে জিনেরাও 'নাস' শব্দের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লামা জাওহারী বলেছেন, 'নাস' কখনও মানুষ এবং কখনও জিনের জন্য ব্যবহার হয়।

আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ بُعِثْتُ اِلَى الْاَحْمَرِ وَالْاَسْوَدِ 'আমি সকল লাল ও কাল সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।' (বোখারী-মুসলিম)

এ হাদীসে লাল ও কাল সম্প্রদায় বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে তা নিয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। কারো মতে তাতে আরব ও অনারব সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। কেননা, সাধারণত আরবদের মধ্যে লালবর্ণ এবং অনারবদের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন। এর অর্থ হল, জিন ও মানুষ সম্প্রদায়। এখানে 'লাল' শব্দকে মানুষের জন্য এবং 'কাল' শব্দকে জিনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। জিনকে 'কাল' শব্দ দিয়ে প্রকাশের অর্থ হল, রূহ বা আত্মার সাথে জিনের সাদৃশ্য রয়েছে। মে'রাজের হাদীসে এসেছে,

اَنَّهٗ رَأٰى اٰدَمَ وَعَنْ يَمِيْنِهٖ اَسْوِدَةٌ وَعَنْ شِمَالِهٖ اَسْوِدَةٌ۔

'নবী (সঃ) আদমকে দেখেন, তাঁর ডানে রয়েছে রূহ এবং বামেও রয়েছে রূহ।'

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের হাদীসেও একই অর্থ প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেন–

لَيْلَةَ الْجِنِّ فَغَشِيَتْهُ اَسْوِدَةٌ حَالَتْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ۔

'জিনের রাতের ঘটনায় নবী (সঃ)-কে অনেক জিন ঢেকে ফেলেছে। ফলে আমার ও তাঁর মধ্যে আড়াল সৃষ্টি হয়ে গেছে।' এখানেও أَسْوِدَةٌ বা 'কাল' শব্দ দ্বারা জিনকে বুঝানো হয়েছে।

ওয়াসমা বিন মূসা বিন ফোরাত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

أُرْسِلْتُ إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَإِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ.

'আমি জিন, মানুষ এবং সকল লাল ও কাল সম্প্রদায়ের প্রতি রাসূল প্রেরিত হয়েছি।'

ইবনু আবদুল বার বলেছেন ঃ এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই যে, মহানবী (সঃ) সকল মানুষ ও জিনের প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরিত হয়েছেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে অন্য সকল নবীর উপর বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। অন্য কোন নবীকে সকল মানুষ ও জিনের প্রতি পাঠানো হয় নি। ইবনু হাজম বিভিন্ন গ্রন্থরাজির বরাত দিয়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেছেন, আল্লাহ হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-কে সকল মানুষ ও জিনের প্রতি রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। মানুষ ও জিনের মধ্যে কারো কাছে হযরত মোহাম্মদের নবুওয়াতের খবর পৌঁছার পর তাঁর উপর ঈমান না আনলে সে আল্লাহর শাস্তির যোগ্য হবে। যেমন অন্যান্য নবীদের উপর ঈমান না আনার কারণে কাফেররা শাস্তির যোগ্য হয়। তিনি বলেন, এ বিষয়ে সকল সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ, মুসলমানদের ইমামগণ এবং আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অনুসারীরা একমত।

আল্লাহ কোরআনে তো এ বিষয়ে জানিয়েই দিয়েছেন যে,

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ....

أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.

'যখন আমি একদল জিনকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম, তারা কুরআন পাঠ শুনছিল। তারা যখন কুরআন পাঠের জায়গায় উপস্থিত হল, তখন পরস্পর বলল, চুপ থাক। অতঃপর যখন পাঠ শেষ হল তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল। তারা বলল, হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাব শুনেছি, যা মূসার উপর অবতীর্ণ হয়েছে। এ কিতাব পূর্ববর্তী সব কিতাবের সত্যায়ন করে, সত্যধর্ম ও সরলপথের দিকে পরিচালিত করে। হে আমাদের সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর কথা মান্য কর এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন এবং

তোমাদেরকে বেদনাদায়ক আজাব থেকে রক্ষা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর কথা মানবে না, সে পৃথিবীতে আল্লাহকে অপারগ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না। এ ধরনের লোকই প্রকাশ্য গোমরাহীতে লিপ্ত।' (সূরা আহকাফ-২৯-৩২)

তারপর আল্লাহ মহানবীকে তার কাছে জিনদের কুরআন শুনার ঘটনা প্রকাশ করার নির্দেশ দেন। আল্লাহ বলেন,

قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ -

'আপনি বলুন, আমার কাছে অহী এসেছে যে, একদল জিন কুরআন শুনেছে।' (সূরা জিন-১)

সূরা জ্বিনের মধ্যে আল্লাহ মানুষকে জিনদের সম্পর্কে অনেক খবর জানিয়েছেন।। তিনি আরো জানিয়েছেন যে, মহানবী (সঃ) মানুষ ও জিন উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিই রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। জিনের সাথে শিরক না করারও নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

وَاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا -

'অনেক মানুষ অনেক জিনের আশ্রয় নিত, ফলে তারা জিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত।' (সূরা জিন-৬)

ঘটনা এরূপ ছিল যে, কোন ব্যক্তি উপত্যকায় যায় এবং সেটাকে জিনদের থাকার জায়গা মনে করে বলে ঃ আমি এই উপত্যকার প্রধানের কাছে এখানকার বোকাদের কাছ থেকে পানাহ চাই। এর ফলে জিনদের দেমাগ ও আত্মম্ভরিতা বেড়ে যায়। ফলে, তাদের নামে তন্ত্র-মন্ত্র পড়ে ঝাড়-ফুঁক করলে তারা মানুষের চাওয়া-পাওয়া কিছুটা পূরণ করে দেয়।

তাদের এই কথোপকথন থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মোহাম্মদ (সঃ) তাদের প্রতি রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ তাদের কথোপকথন এভাবে উল্লেখ করেছেন,

"হে আমাদের সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর কথা মান্য কর এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন এবং তোমাদেরকে বেদনাদায়ক আজাব থেকে রক্ষা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর কথা মানবে না, সে পৃথিবীতে আল্লাহকে অপারগ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতিত তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না। এ ধরনের লোকই প্রকাশ্য গোমরাহীতে লিপ্ত।" -(সূরা আহকাফ ৩১-৩২)

নবী (সঃ)-এর কাছে জিনের আগমন ও কুরআন শ্রবণ

ইবনে এসহাক বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাকীফ গোত্রের মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে নৈরাশ হয়ে গেলেন এবং তায়েফ থেকে মক্কা ফিরে আসার পথে নাখলায় অবস্থান করেন। তিনি সেখানে রাতের শেষাংশে নামাজ পড়েন। জিনেরা তা শুনেছে বলে আল্লাহ উল্লেখ করেন। তারা মোট সাতজন ছিল। তিনজন হাররান এলাকার এবং চার জন ছিল নাসিবীন এলাকার। তাদের নাম হল, হাসা, মাসা, শাছের, মাছের, আরব, নায়ান এবং আহকাব। সাওরী আসেম থেকে এবং তিনি যার থেকে জিনের সংখ্যা ৯ এবং একরামার বর্ণনায় ১২ হাজারের কথা উল্লেখ আছে। সূরা আহকাফে আল্লাহ জিনদের এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন। সূরা জিনেও এই ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

এদিকে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের বরাত দিয়ে বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, নবী (সঃ) জিনদের কাছে কুরআন পড়েন নি এবং তিনি তাদেরকে দেখেনও নি। বরং তিনি তাঁর একদল সাহাবী সহকারে ওকায বাজারে যান। ইতিমধ্যে আসমানী খবরও জিন শয়তানদের মধ্যে বাধার প্রাচীর তৈরি হয়। তাদের উপর জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হয়। তারা নিজ সম্প্রদায়ের কাছে এ খবর জানায়। সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যের সর্বত্র ঘুরে এর কারণ খুঁজে বের করা হবে। ফলে, তিহামা আগমনকারী জিনেরা ওকায বাজারের উদ্দেশ্যে রওনাকারী মহানবী (সঃ) ও তাঁর সাথীদেরকে নাখলায় ফজরের নামাজ পড়তে এবং কুরআন শুনে বলল, এটাই সে জিনিস– যার ফলে আমরা আসমান থেকে খবর সংগ্রহে বাধার সম্মুখীন হই। পরবর্তীতে নবী (সঃ) তাদেরকে নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে সতর্ককারীরূপে পাঠান।

ইবনু আব্বাসের বর্ণনা ফজরের নামাজের ঐ ঘটনার মধ্যেই সীমিত। অর্থাৎ নবী (সঃ) তখন তাদেরকে আলাদা করে কুরআন শুনাননি এবং দেখেনও নি। এ বর্ণনা দ্বারা পরের ঘটনাবলীর অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয় না। নবী (সঃ) পরে তাদের সাথে কথা বলেছেন এবং তাদেরকে নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছেন। কথা না বললে তিনি তাদেরকে কিভাবে তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি হেদায়েতকারী হিসেবে পাঠান?

পরবর্তীতে লাইলাতুল জিনে অর্থাৎ জিনদের সাথে সাক্ষাতের রাতের ঘটনায় হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) আমাকে সাথে নিয়ে যান এবং একটি রেখা টেনে বলেন, আমি না আসা পর্যন্ত এখান থেকে সরবে না। তারপর তিনি তাদের কাছে যান এবং তাদেরকে কুরআন পড়ে শুনান। নাখলার ঘটনাটি আগে ঘটেছিল বলে ইবনে আব্বাস অনুরূপ বলেছিলেন। ইবনু

মাসউদের বর্ণিত ঘটনা পরে সংঘটিত হয়েছে। ইবনু মাসউদ বলেন, এরপর নবী (সঃ) আমাকে তাদের এবং আগুনের নিদর্শন দেখান।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, ইবনু আব্বাস শুধু কুরআনে বর্ণিত ঘটনাই জানেন। তিনি নবী (সঃ)-এর কাছে জিনদের আগমন ও ভাষণ শুনার বিষয়ে ইবনু মাসউদ ও আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে জানেন না। সে বর্ণনায় এসেছে, নবী (সঃ) জিনের কাছে সূরা রাহমান পড়েন। যখনই তিনি বলতেন ঃ

فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ـ

'তোমরা উভয় সম্প্রদায়, আল্লাহর কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার কর ?' তারা তখন বলত,

وَلَا بِشَيْءٍ مِّنْ اٰلَاۤءِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ ـ

'আমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকেই আমরা অস্বীকার করি না, সকল প্রশংসা প্রভু তোমারই জন্য।'

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন, আমি জিনের বিষয়ে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস অপেক্ষা বেশি অবগত। ইবনে মাসউদ জিনের ঘটনায় স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। আর ইবনু আব্বাস ছিলেন তখন দুগ্ধপোষ্য শিশু। জিনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল হিজরতের তিন বছর পূর্বে। পক্ষান্তরে ১০ম হিজরী সনে বিদায় হজ্জের সময় ইবনু আব্বাস সবে মাত্র সাবালক হন।

আবু আলী গাস্সানী 'ফাদায়েল ওমার বিন আবদুল আযীয' গ্রন্থে লিখেছেন, একবার খলীফা ওমার বিন আব্দুল আযীয মক্কায় এক মাঠে হাঁটার সময় একটি মৃত সাপ দেখতে পান। তিনি তাকে নিজ চাদরের এক অংশ দিয়ে দাফন-কাফন করে দেন। তখন এক আওয়াজদানকারী আওয়াজ দিয়ে উঠল, হে সোর্রাক, তুমি স্বাক্ষী থাক, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তোমার ব্যাপারে বলতে শুনেছি, তুমি এক মাঠে মারা যাবে এবং তোমাকে এক নেক ব্যক্তি দাফন করবে। ওমার বিন আবদুল আযীয জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ তোমাকে রহম করুন, তুমি কে ? তখন আওয়াজদানকারী বলে, আমি সেই জিনদের অন্তর্ভুক্ত যারা নবী (সঃ)-এর কাছে কোরআন শুনেছিল, আমি এবং সোর্রাক ছাড়া ঐ দলের আর কেউ জীবিত নেই।

আজ সেই সোর্রাক মৃত্যুবরণ করেছে। ইবনু আবিদ দুনিয়ার বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সোর্রাককে বলেছেন, 'তুমি এক মাঠে মারা যাবে এবং তোমাকে সে সময়কার দুনিয়ার সর্বোত্তম ব্যক্তি দাফন করবে।'[১]

১. দালায়েলুন নবুওয়াহ-বায়হাকী।

ইবনু আবিদ দুনিয়া আবু এসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদল সাহাবায়ে কেরাম সফরে বের হন। দু'টো সাপ পরস্পর লড়াই করে এবং একটি আরেকটিকে হত্যা করে। তাঁরা তাঁর সুঘ্রাণ ও সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে যান। তাঁদের একজন একটা ন্যাকড়ায় সাপটিকে পেঁচিয়ে দাফন করেন। তখন এক অদৃশ্য সম্প্রদায় বলতে লাগল ঃ আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম। তারা আরো বলল, আপনারা আমরকে দাফন করেছেন। আমাদের মধ্যকার মুসলমান ও কাফের জিনদের মধ্যে লড়াইতে নিহত মুসলমান জিনটিকে আপনারা দাফন করলেন। তিনি নবী (সঃ)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

ইবনু সালাম আবু এসহাক সোবাইয়ী, তিনি তাঁর ওস্তাদের বরাতে ইবনু মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একদল সাহাবায়ে কেরামের সাথে সফরে পথ চলার সময় একটি ঘূর্ণিবায়ুর সম্মুখীন হন। তারপর আরেকটি বৃহত্তর ঘূর্ণিবায়ু আসে। কিছুক্ষণ পর ঘূর্ণিবায়ু দু'টো শেষ হয়ে যায়। হঠাৎ একটা নিহত সাপ দেখা গেল। তিনি বলেন, তখন আমাদের এক ব্যক্তি নিজ চাদর ছিঁড়ে এক অংশ দিয়ে সাপটিকে কাফন-দাফন করে। রাত হলে দুই স্ত্রীলোক জিজ্ঞেস করে, আপনাদের মধ্যে কে আমর বিন জাবেরকে দাফন করেছে ? আমরা জবাব দিলাম, আমর বিন জাবের কে আমরা তাকে চিনি না। স্ত্রীলোক দু'টো আরো বলল, আপনারা যদি এর পুরস্কার চান তাহলে, আপনারা তা পেয়েও গেছেন। আমাদের মধ্যকার ফাসেক জিনেরা মোমেন জিনদের সাথে লড়াই করেছে। সেই লড়াইতে আমর নিহত হয়েছে। আপনারা যে সাপটিকে দেখেছেন সেই হচ্ছে আমর। আমর মহানবীর কাছে কোরআন শ্রবণকারী জিনদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যারা নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিল।

ইবনু আবিদ দুনিয়া আবু জাহাম বিন হোজায়ফা আল-আদাওয়ী থেকে বর্ণনা করেছেন। হাতেব বিন আবি বালতাআহ্ কেরান নামক একটি দেয়াল ঘেরা স্থান থেকে বের হলেন। তিনি নবী করীম (সঃ)-এর কাছে রওনা হয়েছিলেন। তিনি ছোট পাথরকুচি বিশিষ্ট সমতল ভূমিতে পৌছার পর হঠাৎ ধূঁয়া ও বালু উড়তে দেখেন।পরে তা সরে যায়। তাতে মসৃণ চামড়া বিশিষ্ট একটি মরা সাপ ছিল। তিনি সওয়ারী থেকে নামেন এবং নিজ ধনুকের দুই পাশ দিয়ে তা উল্টিয়ে দেখেন। পরে তাকে মাটি দিয়ে ঢেকে ফেলেন। রাত হলে এক অদৃশ্য আওয়াজদানকারী আওয়াজ দিয়ে বলে ঃ 'হে চতুষ্পদ জন্তুর উপর সওয়ার, বিনিময় প্রাপ্ত ব্যক্তি, আপনার উপর অমুখাপেক্ষী আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক ঃ

আপনি আমরকে মাটি চাপা দিয়েছেন, যাকে তার দলীয় লোকেরা নিজ গোত্রের সামনে মেরে ফেলে দিয়েছিল।'

হাতেব নবী করীম (সঃ)-কে বিষয়টি জানান। তিনি শুনে বলেন, সে হচ্ছে নাসীবীনের প্রতিনিধি আমর বিন হাওমায়াহ। তাকে খ্রিষ্টান জিন- মাহাস বিন জাওশান হত্যা করেছে। আমি নাসীবীন এলাকা দেখেছি যাকে জিবরীলের কাছে উপরে উত্তোলন করা হয়েছিল। আমি আল্লাহর কাছে সে এলাকার পানিকে মিষ্ট এবং ফলের প্রাচুর্যের জন্য দো'আ করেছি।[১]

ইবনু আবিদ দুনিয়া বর্ণনা করেছেন এবং আবু নাঈম ও তাঁর 'আদ্‌দালায়েল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে কাসীর বিন আবদুল্লাহ নাজী বলেন, আমরা আবু রাজা আতারেদীর কাছে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে বায়আত গ্রহণকারী জিনদের সম্পর্কে আপনার কি কিছু জানা আছে? তিনি মুচকী হেসে বলেন, আমি নিজে যা দেখেছি ও শুনেছি সে রকম একটি ঘটনাই এখন বলব। "আমরা এক সফরে একটি পানির কূপের কাছে তাঁবু খাটালাম। আমি দুপুরে খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নেয়ার জন্য গেলাম। তখন একটি সাপ আমার তাঁবুতে অসহায় ভঙ্গীতে প্রবেশ করল। আমি পাত্র থেকে এর উপর কিছু পানি ছিটিয়ে দিলাম। তাতে সে শান্ত হয়ে পড়ল, আসর পড়ার পর দেখলাম সাপটি মরে গেছে। আমি আমার কাপড়ের পুটলী থেকে এক টুকরা সাদা কাপড় বের করে তাতে সাপটিকে মুড়িয়ে গর্ত করে দাফন করলাম। তারপর আমরা বিকেল থেকে সারারাত ভোর পর্যন্ত চলতে থাকলাম। ভোরে আমরা একটি পানির কূপের কাছে অবতরণ করি এবং সেখানে তাঁবু খাটাই। আমি দুপুরে খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নেয়ার জন্য গেলে নিম্নোক্ত অদৃশ্য আওয়াজগুলো দু'বার শুনতে পাই ঃ 'আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক' একবার নয়, ১০ বার নয়, ১০০ বা এক হাজার বারও নয়, বরং আরো অধিক।' 'আমি প্রশ্ন করলাম, আপনারা কে?' তারা উত্তরে বলল, 'আমরা জিন। আপনি আমাদের যে উপকার করেছেন, সেজন্য আল্লাহ আপনাকে বরকত দান করুন, আমরা এর কোন বিনিময় দিতে সক্ষম নই।' আমি আবারও প্রশ্ন করলাম, 'আমি আপনাদের কি উপকার করেছি?' তারা উত্তর দিল, 'আপনার কাছে যে সাপটি মারা গেছে, সেটি ছিল নবী করীম (সঃ)-এর হাতে বাইআত গ্রহণকারী দলের সর্বশেষ জিন।"[২]

উপরের বর্ণনাগুলোতে নিহত জিনের ব্যাপারে বলা হয়েছে, সোরুরাক নবী (সঃ)-এর কাছে কোরআন শুনেছিল। আরেক বর্ণনায় বলা হয়েছে, আমর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং কোরআন শুনেছিল। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, তারা তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণকারী সর্বশেষ জিন ছিল। এ সকল বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, একাধিকবার রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে জিনদের আগমন ঘটেছিল।

---

১. লাকতুল মারজান ফি আহকামিল জান-আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী।
২. ঐ

আবু নাঈম তাঁর 'দালায়েল' গ্রন্থে ইবরাহীম নাখঈ' থেকে বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহর একদল সঙ্গী হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন। তাঁরা কিছু পথ অতিক্রম করার পর রাস্তার উপর একটি সাদা সাপ দেখতে পান। সাপের শরীর থেকে খুব সুঘ্রাণ বের হচ্ছিল। আমি আমার সাথীদেরকে বললাম, তোমরা যাও, আমি সাপটির শেষ অবস্থা দেখার আগ পর্যন্ত এ জায়গা ত্যাগ করব না। কিছুক্ষণ পরেই সাপটি মারা গেল। আমি এক টুকরো সাদা কাপড় দিয়ে সাপটিকে পেঁচিয়ে রাস্তা থেকে সরিয়ে মাটির নিচে পুঁতে রাখলাম। তারপর আমার সঙ্গীদেরকে গিয়ে ধরলাম। আল্লাহর শপথ, আমরা এক জায়গায় বসা ছিলাম। পশ্চিম দিক থেকে চার জন মহিলা আসল। তাদের একজন জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের মধ্যে কে আমরকে দাফন করেছে?' আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'আমর কে?' মহিলাটি প্রশ্ন করল, 'তোমাদের কোন্ ব্যক্তি সাপটিকে মাটির নিচে পুঁতেছে?' আমি জবাব দিলাম, 'আমি।' মহিলাটি বলল, আল্লাহর কসম, তুমি অত্যধিক রোজাদার, নামাজী এবং আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীর আদেশ দানকারীকেই দাফন করেছ। সে তোমাদের নবীর উপর ঈমান এনেছিল এবং মোহাম্মদ (সঃ)-এর নবুওয়াতের চার'শ বছর আগে আসমানে তাঁর গুণাবলী শুনেছিল।' আমরা একথা শুনে আল্লাহর প্রশংসা করলাম এবং হজ্জ শেষ করলাম। মদীনা ফিরে এসে হযরত ওমর বিন খাত্তাবকে বিষয়টি জানালাম। তিনি বলেন, মহিলাটি সত্য বলেছে। আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ 'আমর আমার নবুওয়াতের চারশ বছর আগে আমার উপর ঈমান এনেছে।'

হাফেজ আবু নাঈম' ইবনে এসহাকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। জিনের প্রতিনিধি দলে অংশগ্রহণকারীদের নাম হল, ১. হাচ্চা ২. মাচ্চা ৩. শাচের ৪. মাচের ৫. ইবনুল আযব ৬. আনীন ৭. আখচাম। এছাড়াও নবী করীম (সঃ) হাতেব বিন আবি বালতাআহ কর্তৃক দাফনকৃত জিনের নাম ৮. আমর বিন জাওমানা বলে উল্লেখ করেছেন। ওমর বিন আব্দুল আযীয কর্তৃক দাফনকৃত জিনের নাম হচ্ছে, ৯. সোর্‌রাক, ১০. এছাড়াও রয়েছে যোবেআহ ১১. এবং আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের হাদীসে উল্লেখিত জিনের নাম হচ্ছে, আমর বিন জাবের।[১]

অন্যদিকে, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস সূরা আহকাফের ৯০ নং আয়াতের তাফসীরে ('যখন আমি একদল জিনকে আপনার কাছে হাজির করালাম') বলেছেন, সেই দলের মধ্যে ৯ জন জিন ছিল। তাদের নাম হচ্ছে, ১. শালিজ ২. সাহের ৩. মাহের ৪. হাচ্চা ৫. মাচ্চা ৬. গোনাইম ৭. আরকাম ৮. আদরাস ৯. হাচের।[২]

উপরোক্ত বর্ণনায় কিছু সংখ্যক মুসলিম জিনের নাম পাওয়া যায়, যারা স্বজাতির পক্ষে মহানবী (সঃ)-এর কাছে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

---

১. গারায়েব ওয়া আজায়েবুল জিন-কাজী বদরুদ্দিন শিবলী।
২. লাকতুল মারজান ফি আহকামিল জান-জালালুদ্দিন সুয়ুতী।

মক্কা ও মদীনায় জিনদের সাথে নবী (সঃ)-এর সাক্ষাত ও কোরআন পাঠ

জিনের বিভিন্ন প্রতিনিধি দল নবী করীম (সঃ)-এর কাছে বিভিন্ন সময় আগমন করেছিল। মুসলিম ও আবু দাউদ আলকামা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের কেউ কি জিনের রাতে নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলেন? তিনি বলেন, আমরা কেউ তাঁর সাথে ছিলাম না। কিন্তু এক রাতে আমরা তাঁকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমরা তাঁকে বিভিন্ন উপত্যকা ও পর্বতের পাদদেশে খুঁজলাম। না পেয়ে আমরা বললাম, তিনি হয়তো কোন আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন। এভাবে আমরা খুবই একটি নিকৃষ্ট রাত অতিবাহিত করলাম। ভোরে আমরা তাঁকে হেরা পাহাড়ের দিক থেকে আসতে দেখে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে না পেয়ে খুঁজলাম। খুঁজে না পেয়ে খুবই একটি মন্দ রাত অতিবাহিত করলাম। তিনি বলেন, আমার কাছে জিনের পক্ষ থেকে একজন আহ্বানকারী এসেছিল। আমি তাদের কাছে কোরআন পাঠ করেছি। তারপর তিনি আমাদেরকে তাঁর সাথে নিয়ে যান এবং তাদের আগুনের চিহ্নসহ অন্যান্য চিহ্ন দেখান। তারা তাঁর কাছে তাদের খাবার নির্দিষ্ট করার আহ্বান জানায়। তিনি বলেন, তোমাদের জন্য সেই হাড় নির্দিষ্ট করা হল, যা বিসমিল্লাহ পড়ে খাওয়া হয়েছে এবং তা তোমাদের হাতে পড়ামাত্র গোশতে পূর্ণ হয়ে যাবে। আরও নির্দিষ্ট করা হল, তোমাদের পশুর খাবার থেকে সৃষ্ট বিষ্ঠা বা গোবর। এটা দ্বারা এস্তেঞ্জা করবে না। এ দু'টো তোমাদের ভাইদের খাবার।

ইমাম আহমদ এ হাদীসটি বর্ণনা করে আরো কিছু বেশি যোগ করে বলেছেন, 'জিনেরা মক্কায় নবী (সঃ)-কে তাদের খাদ্য– খাবার নির্দিষ্ট করার আবেদন জানায়। তারা ছিল আরব দ্বীপের অধিবাসী।'

এ হাদীসে বর্ণিত ঘটনা প্রমাণ করে যে, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ এ রাতে জিনদের কাছে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে যান নি। তিনি যে রাতে তাঁর সাথে জিনদের কাছে গিয়েছিলেন সেটি ভিন্ন রাতের ঘটনা। সে ঘটনাটি ইমাম বায়হাকী তাঁর دلائل النبوة গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন, একদিন নবী (সঃ) মক্কায় তাঁর সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ 'তোমাদের যে ব্যক্তি আমার সাথে রাত্রে জিনদের সাথে সাক্ষাতের ঘটনায় হাজির হতে চায়, সে যেন হাজির হয়। তিনি বলেন, আমি ছাড়া আর কেউ হাজির হয় নি। আমরা উভয়ে মক্কার উপরিভাগে (হুজুনে) পৌঁছলাম। তিনি নিজ পা দ্বারা একটা রেখা

টেনে দিয়ে বলেন, এখানে বস। তারপর তিনি অগ্রসর হলেন এবং দাঁড়িয়ে কুরআন পাঠ শুরু করলেন। জিনেরা চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে ফেলেছে এবং আমার ও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মাঝে আড়াল সৃষ্টি হয়ে গেছে। ফলে, আমি তাঁর শব্দ পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছিলাম না। তারপর তারা যেন বিদায়ী মেঘের বিক্ষিপ্ত টুকরার মত বিদায় নিল। কিন্তু একদল অবশিষ্ট ছিল। ভোর রাত- সোবহে সাদেকের সময় তিনি অবসর হন। তিনি এবার দৃষ্টিগোচর হন এবং আমার কাছে আসেন ও জিজ্ঞেস করেন, জিনের দলটি কি করেছে ? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ঐতো তারা। তারপর তিনি হাড় ও গোবর নিলেন এবং তা তাদেরকে খাবার হিসেবে দিলেন। তিনি বললেন, কেউ যেন হাড় ও গোবর দিয়ে এস্তেঞ্জা না করে।

অন্যান্য বর্ণনায় আরো এসেছে যে, ইবনু মাসউদ বলেন, আমি নবী (সঃ)-এর কাছে জিনদেরকে বলতে শুনেছি, 'আপনি যে আল্লাহর রাসূল এর স্বাক্ষী কে ? তিনি অবশ্য তখন একটি গাছের কাছে দাঁড়ানো ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, যদি গাছটি স্বাক্ষ্য দেয় তাহলে কি তোমরা ঈমান আনবে ? জিনেরা বলল, 'হাঁ।' এবার নবী করীম (সঃ) আমাকে ডাকলেন, আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং গাছটিকে নিজ শাখা টানতে দেখলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, আমি যে আল্লাহর রাসূল তুমি কি একথার স্বাক্ষ্য দেবে ? গাছটি উত্তর দিল, আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল।

উপরোক্ত ঘটনা দু'টো মক্কায় ঘটেছে। এবার আমরা মদীনায় সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করব। এ ঘটনায়ও হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলেন। আমর বিন গালান সাকাফী বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের কাছে আসলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, জিনদের প্রতিনিধিরা যে রাতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসেছিল সে রাতে আপনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ছিলেন বলে আলোচনা করেছেন, এটা কি সত্য ? তিনি বলেন ঃ 'হাঁ।' আমি বললাম, সে ঘটনাটি আমাকে বলুন। তিনি বলেন, একরাতে প্রত্যেক আহলে সুফফাকে এক একজন মেজবান রাত্রের মেহমানদারীর জন্য নিয়ে গেল। আমি বাকি থাকলাম। আমাকে কেউ নিল না। তখন নবী (সঃ) আমার পাশ দিয়ে যান এবং জিজ্ঞেস করেন, কে এ ব্যক্তি ? আমি জবাব দিলাম, 'আমি ইবনে মাসউদ।' তিনি প্রশ্ন করেন, তোমাকে কি কেউ রাত্রের খাবারের জন্য নিয়ে যায় নি ? আমি জবাব দিলাম, 'না'। তিনি বললেন, চল, দেখি তোমার জন্য কোন কিছু পাই কি না। ইবনে মাসউদ বলেন, আমরা হযরত উম্মে সালামার কক্ষ পর্যন্ত পৌঁছলে, তিনি আমাকে দাঁড়াতে বলে নিজ স্ত্রীর কাছে যান। তারপর একটি বালিকা বেরিয়ে

এসে বলে, হে ইবনু মাসউদ! রাসূলুল্লাহ (সঃ) আপনার জন্য কোন খাবার পান নি, আপনি আপনার শয়নগাহে ফিরে যান। আমি মসজিদে ফিরে আসলাম। কঙ্কর যোগাড় করে বালিশের মত উঁচু করলাম এবং কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলাম। একটু পরেই বালিকাটি এসে বলল, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আপনাকে ডাকছেন, আসুন। আমি রাত্রের খাবারের আশায় বালিকাটির পেছনে চললাম। আমি ঐ স্থানে পৌছামাত্রই রাসূলুল্লাহ (সঃ) বের হলেন। তাঁর হাতে ছিল একটি খেজুরের ডাল। তিনি এটা দিয়ে আমার বুকে খোঁচা লাগিয়ে বললেন, আমি যে পর্যন্ত যাই, সে পর্যন্ত আমার সাথে সাথে চল। আমি বললাম, মাশাআল্লাহ। তিনি তিনবার ঐ কথা বললেন। আমি প্রত্যেকবারেই মাশাআল্লাহ বললাম। আমরা 'বাকি' কবরস্থান পর্যন্ত আসলাম। তিনি নিজ লাঠি দিয়ে একটা রেখা এঁকে বললেন ঃ 'এখানে বস এবং আমি না আসা পর্যন্ত এ স্থান ত্যাগ করবে না।' তিনি অগ্রসর হতে থাকলেন। আমি খেজুর গাছের মধ্য দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। আমার মনে হল যেন কাল ধূঁয়া ছেয়ে গেছে এবং পরে তা দূরও হয়ে গেছে। আমি মনে মনে ভাবলাম, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হই। আমার আশঙ্কা হয়েছিল যে, হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা তাঁকে হত্যা করার কোন চক্রান্ত করেছে। আমি আরও ভাবলাম, আমি দ্রুত ঘরে যাইএবং লোকদের সাহায্য কামনা করি। কিন্তু আমার মনে পড়ে গেল যে, তিনি আমাকে এই স্থান ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন। তারপর শুনতে পেলাম, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে লাঠি দিয়ে ধমক দিচ্ছেন এবং বলছেন, তোমরা বসে পড়। তারা বসে পড়ল। আকাশে ভোরের লালিমা ফুটে উঠার সময় হয়ে এল। তারপর তারা গমগম করে উঠল এবং চলে গেল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার কাছে আসেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আমি চলে যাওয়ার পর তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলে ? আমি বললাম ঃ 'না',। কিন্তু আমি প্রথমে ভয় পেয়ে গেলাম এবং ভাবলাম যে, ঘরে ফিরে আসি এবং লোকদেরকে ডেকে নিয়ে যাই। সে মুহূর্তেই আমি শুনতে পেলাম, আপনি লাঠি দিয়ে তাদেরকে ধমক দিচ্ছেন। আমার আশঙ্কা হয়েছিল যে, হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা আপনাকে হত্যা করার কোন ষড়যন্ত্র করেছিল। তিনি বলেন, তুমি যদি ঐ রেখাবৃত্ত থেকে বের হতে, তাহলে আমি তোমাকে কোন নিরাপত্তা দিতে পারতাম না এবং কোন জিন হয়তো তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেত। তিনি আরো জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি কিছু দেখেছ ? আমি বললাম, আমি সাদা কাপড় পরা কতগুলো কাল লোক দেখেছি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তারা হল, নাসিবীন এলাকার জিনদের প্রতিনিধি দল। তারা আমার কাছে তাদের খাদ্য সম্ভারের আবেদন জানায়। আমি হাড় ও গোবরকে তাদের খাদ্য হিসেবে নির্দিষ্ট করেছি। আমি প্রশ্ন করলাম, এর দ্বারা তাদের কি ফায়দা হবে ? তিনি বলেন ঃ

তারা যখন কোন হাড়-হাড্ডি পাবে, তাতে খাওয়ার সময়কার প্রথম গোশতসহ পাবে এবং যখন কোন গোবর ও বিষ্ঠা পাবে তাতে প্রথমে খাওয়ার সময় যে দানা বা বীজ ছিল তা সহ পাবে। তোমাদের কেউ যেন হাড় ও গোবর দিয়ে এস্তেঞ্জা না করে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে জিনের। মদীনায় আরেক দফা এসেছিল। সে দফায় তাঁর সাথে ছিলেন হযরত যোবায়ের বিন আ'ওয়াম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামাজ পড়েন। নামাজ শেষে বলেন ঃ আজ রাতে জিনের প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাতের সময় আমার সাথে তোমাদের মধ্য থেকে কে যাবে ? কেউ কথা বলল না। তিনি একথা তিনবার বললেন। তারপর (রাত্রে) আমার কাছ দিয়ে অতিক্রমের সময় আমাকে নিয়ে চললেন। আমি তাঁর সাথে চলতে থাকলাম। মনে হল যেন, মদীনার সকল পাহাড়কে আমাদের জন্য গায়েব করা হয়েছে। আমরা এক খালি মাঠে উপস্থিত হলাম। সেখানে তীরের মত লম্বা লম্বা লোকদেরকে দেখতে পেলাম। তারা পা পর্যন্ত সাদা কাপড় পরিহিত ছিল। তাদেরকে দেখামাত্র আমার মনে কঠিন ভয় জাগল। এমনকি ভয়ে আমার দু'পা ঠক্ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। আমরা তাদের নিকটবর্তী হওয়ার পর নবী করীম (সঃ) নিজ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে আমার জন্য একটা রেখা টেনে বললেন ঃ "এ রেখার মধ্যখানে বস।" সেখানে বসার পর আমার মনের সকল ভয়-ভীতি দূর হয়ে গেল। নবী (সঃ) আমার কাছ থেকে তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন, তাদের কাছে কোরআন তেলাওয়াত করেন এবং সোবহে সাদেক পর্যন্ত তাদের কাছে অবস্থান করেন। তারপর তিনি এগিয়ে আসেন এবং কাছে এসে বলেন, আমার সাথে চল। আমি তাঁর সাথে চললাম। সামান্য পথ অতিক্রম করার পর তিনি আমাকে বলেন ঃ "দেখ, ওখানে কি কেউ আছে ?" আমি বললাম, আমি সেখানে এক বিরাট দল দেখছি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) মাথা মোবারক নিচু করেন এবং গোবরসহ একটি হাড় যোগাড় করে তাদের দিকে নিক্ষেপ করেন। তিনি বলেন, তারা হল নাসীবীন এলাকার জিনদের প্রতিনিধি দল। তারা আমার কাছে তাদের খাদ্যসম্ভার দাবী করেছে। আমি তাদের জন্য হাড় এবং গোবরকে খাদ্য হিসেবে নির্দিষ্ট করলাম। যোবায়ের (রাঃ) বলেন– তাই হাড় ও গোবর দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা নাজায়েয। (তাবরানী)

যোবায়ের (রাঃ)-এর বর্ণিত এ ঘটনাটি ঘটেছিল মদীনার পাহাড়সমূহ থেকে দূরবর্তী খোলা ময়দানে। আর আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের ঘটনা ঘটেছিল মদীনার 'বাকী' গোরস্থানে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চাচা আবু তালেবের মৃত্যুর পর তিনি তাঁর সর্বশেষ আশ্রয়স্থল হারিয়ে ফেলেন। মক্কার কাফের কোরাইশদের কাছে তাঁর দাওয়াত ও আশ্রয় প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর তিনি তায়েফে যান। কিন্তু সেখানেও তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যাত হয়। তিনি দুঃখ ভরা হৃদয়ে ফিরে আসেন। আল্লাহ জিবরীল (আঃ) -এর সাথে পাহাড়ের ফেরেশতাকে তাঁর সাহায্যার্থে পাঠান। পাহাড়ের ফেরেশতা পাহাড় চাপিয়ে তায়েফবাসীকে ধ্বংস করার জন্য নবী (সঃ)-এর অনুমতি চান। কিন্তু নির্যাতিত অথচ দয়ালু নবী তাদের ধ্বংসের পরিবর্তে হেদায়েত ও রহমতের দোআ করেন। সে কঠিন মুহূর্তেই আল্লাহ একদল জিনকে তাঁর কাছে কোরআন শুনার জন্য পাঠান। একটি গাছ নবী (সঃ)-এর আনুগত্য স্বীকারের নিমিত্ত জিনদের আগমনের বার্তা ঘোষণা করে। আল্লাহ জিনের কোরআন শুনা ও গাছের ঘোষণার মাধ্যমে নবী (সঃ)-কে জানিয়ে দেন যে, বিজয় তাঁর সুনিশ্চিত। লোকেরা তাঁর দাওয়াত কবুল করবে এবং মানুষ ও জিন তাঁর মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ ঘটনাটি তায়েফ থেকে মক্কা ফিরার পথে 'নাখলায়' সংঘটিত হয়। জিনদের আসমানী কথাবার্তা চুরি করে শুনার বিরুদ্ধে কঠোর প্রহরার কারণে তারা এর রহস্য জানার জন্য বিশ্বব্যাপী অভিযানে বের হয়। 'তেহামা' অভিযানে আগমনকারী জিনের এই প্রতিনিধি দলটি নাখলায় নবী (সঃ)-এর কাছে নামাজে কোরআন শুনার পর মুসলমান হয়ে যায়। আল্লাহ এই ঘটনার মাধ্যমে বিরোধী কাফেরদের অত্যাচার নির্যাতনের মোকাবিলায় ধৈর্য্য ধারনের আহ্বান জানান। মানুষের মন যেহেতু আশঙ্কাপূর্ণ, তাই আল্লাহ তাঁর মনের মজবুতির জন্য জিনদেরকে দিয়ে কোরআন শুনার ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ বলেন ঃ

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ـ

"আমি আপনার কাছে নবীগণের কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে আপনার মনকে দৃঢ় করি।"

এই প্রতিনিধি দলে তিনশত জিন ছিল বলে এক বর্ণনায় এসেছে। তারা নিজ সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছে। তিন মাস পর তারা এক রাতে পুনরায় মক্কায় তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য আসে। তিনি পুরো রাত তাদের কাছে কোরআন তেলাওয়াত করেন। এছাড়াও তাদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব সৃষ্টির জন্য তিনি একই রাতে তাদের বহু বিবাদ– বিসম্বাদ মিটমাট করে দেন।

এরপর বিভিন্ন সময় মক্কা ও মদীনায় জিনদের বিভিন্ন দল নবী (সঃ)-এর কাছে আসতে থাকে। তিনি প্রত্যেক গোত্রের জিনদের কাছে কোরআন

তেলাওয়াত করে শুনান। তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কিছু জিন কাফের থেকে যায়। যেমন, মানুষের মধ্যেও কাফের রয়েছে। একদিন এক দৈত্য জিন নবী (সঃ)-এর নামাজের সামনে দিয়ে অতিক্রমের সময় তিনি তাকে ধরে ফেলেন। সে তাঁর নামাজ নষ্ট করতে এসেছিল। হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর দোআর কথা মনে পড়ায় তিনি সে কাফের জিনটাকে অপমানিত অবস্থায় ছেড়ে দেন।

হাফেজ আবু নাঈম তাঁর গ্রন্থে বেলাল বিন হারেস থেকে বর্ণনা করেছেন। বেলাল বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে এক সফরে বের হলাম। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য রওনা হলেন। তাঁর নিয়ম ছিল, প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য তিনি দূরে যেতেন। আমি একটি পাত্রে করে তাঁর এস্তেঞ্জার পানি নিয়ে গেলাম, তিনি দূরে চলে গেলেন। আমি তাঁর কাছে লোকদের দুর্বোধ্য কথাবার্তার জটলা শুনতে পেলাম। ইতিপূর্বে কখনও এরূপ আর শুনিনি। এরপর তিনি আসেন এবং বলেন ঃ বেলাল, তোমার কাছে কি পানি আছে ? আমি বললাম, জ্বি, আছে। তিনি মন্তব্য করলেন, ঠিক কাজ করেছ। তিনি আমার কাছ থেকে পানি নিয়ে গেলেন এবং অজু করলেন। আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর নবী! আমি আপনার কাছে লোকদের দুর্বোধ্য কথাবার্তার জটলা শুনলাম। তিনি উত্তরে বলেন, আমার কাছে মুসলমান জিন ও কাফের জিনরা এসেছিল। তারা আমার কাছে তাদের বাসস্থান নির্ধারণের আহ্বান জানায়। আমি মুসলমান জিনদেরকে সমতলভূমি এবং মোশরেক জিনদেরকে নিম্নভূমিতে বাস করার নির্দেশ দিয়েছি। হাফেজ আবু নাঈম তাঁর গ্রন্থে এবং তাবরানী উল্লেখ করেছেন যে, ইবনে মাসউদ মক্কার হুজন ছাড়াও আরেক রাতে জিনদের ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে উপস্থিত ছিলেন। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ এক রাতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে তাঁর সাথে জিনদের কাছে নিয়ে গেলেন। আমি তাঁর সাথে চলতে থাকলাম। যখন আমরা মক্কার উঁচু ভাগে পৌছলাম, তখন নবী (সঃ) আমার জন্য একটা রেখা টেনে বললেন ঃ 'এখান থেকে সরবে না।' তারপর তিনি পাহাড়ের ভেতরে কিছুটা দূরে চলে গেলেন। আমি দেখলাম যে, লোকেরা পাহাড়ের উপর থেকে নামছে এবং আমার ও তাঁর মধ্যে আড়াল সৃষ্টি করেছে। ভোর রাত সোবহে সাদেক পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত ছিল। পরে নবী (সঃ) আসলেন এবং বললেন ঃ 'আমাকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যে, জিন ও মানুষ আমার উপর ঈমান আনবে। মানুষতো ঈমান এনেছে। জিনদেরকে আমি দেখলাম।'

বায়হাকী ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি জিনের সাথে সাক্ষাতের রাত্রে নবী (সঃ)-এর সাথে 'হুজুন' পর্যন্ত আসি। তিনি আমার

জন্য রেখা টানেন। তারপর তিনি জিনদের দিকে এগিয়ে যান। তারা তাঁর কাছে এসে ভীড় জমায়। তাদের নেতা ওয়ারদান বলেন, তাদেরকে আপনার কাছ থেকে বিদায় দিচ্ছি। আল্লাহর কাছ থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

বায়হাকী ও আবু নাঈম, ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে সাথে নিলেন এবং বললেন, বনি ইখওয়াহ গোত্র ও বনি আ'ম গোত্রের ১৫ জন জিন আজ রাতে আমার কাছে আসবে। আমি তাদেরকে কোরআন শুনাব। ইবনে মাসউদ বলেন, আমি তাঁর সাথে ইঙ্গিত স্থানে গেলাম। তিনি আমার জন্য একটি দাগ টেনে তার ভেতর বসতে বললেন। তিনি আরো বললেন, তুমি এখান থেকে বের হবে না। আমি সেখানেই রাত কাটিয়ে দিলাম। ভোরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার কাছে ফিরে আসলেন। সকাল হলে আমি ৬০টি উটের বসার স্থান ও চিহ্ন দেখতে পেলাম।

তিরমিজী, হাকেম ও বায়হাকী জাবের বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবায়ে কেরামের কাছে সূরা আর-রাহমান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েন। সাহাবায়ে কেরাম চুপ রইলেন। তা দেখে তিনি প্রশ্ন করেন ঃ তোমাদের কি হল, তোমাদেরকে চুপচাপ দেখছি ? আমি জিনদের সাথে রাত্রে যখন সাক্ষাত করি তখন তারা তোমাদের চাইতে উত্তম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। আমি যখনই فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (তোমরা উভয় সম্প্রদায় জিন ও মানুষ, তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতটিকে অস্বীকার করতে পার ?) পড়েছি, তখনই তারা জবাবে বলেছে ঃ

وَلَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعْمَةِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، فَلَكَ الْحَمْدُ ـ

"আমরা আমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করি না, হে রব! সকল প্রশংসা আপনারই।"

উল্লেখিত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, নবী করীম (সঃ)-এর কাছে ৬ বার জিনদের প্রতিনিধিরা এসেছিল। ১. যখন সন্দেহ করা হল যে, তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন এবং যখন তাঁর সন্ধান করা হয়েছিল। সে রাতে তিনি ছিলেন একাকী, কেউ তাঁর সাথে ছিল না। ২. হুজুনে ৩. মক্কার উঁচু অংশে পাহাড়ের ভেতর। ৪. মদীনার বাকী গারকাদ কবরস্থানে। এই তিন রাত হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) নবী (সঃ)-এর সাথে উপস্থিত ছিলেন। ৫. মদীনার বাইরে– যাতে হযরত যোবায়ের বিন আওয়াম উপস্থিত ছিলেন। ৬. এক সফরে সংঘটিত ঘটনায় বেলাল বিন হারেস উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও বিক্ষিপ্তভাবে তাঁর সাথে জিনদের আরো তিনবার সাক্ষাত হয়েছিল। একবার এক দৈত্য জিন তাঁর নামাজের সামনে দিয়ে যেতে চেয়েছিল। তিনি তাকে ধরে ফেলেন। ২য় বার, এক জিন তাঁর মুখে অগ্নিশিখা নিক্ষেপ করে তাঁকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। তিনি আল্লাহর কাছে তিনবার আশ্রয় চান ও তাকে তিনবার অভিশাপ দেন। তারপর তাকে ধরার ইচ্ছা করেন। হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ব্যাপক সাম্রাজ্যের দোআর কথা মনে পড়ায় তাকে ধরার ইচ্ছা ত্যাগ করেন। ৩য় বারের ঘটনাটি আবু নাঈম ও বায়হাকী হযরত ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা একবার 'তেহামা' অঞ্চলের একটি পাহাড়ের ওপর নবী করীম (সঃ)-এর সাথে বসা ছিলাম। তখন এক বৃদ্ধ শেখ আসলে। তার হাতে ছিল একটা ছড়ি। তিনি নবী (সঃ)-কে সালাম দেন। তিনি (সঃ) সালামের জবাব দেন। শেখ বলল ঃ জিনেরা তাঁর জন্য পেরেশান। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ তুমি কে ? শেখ উত্তর দিল, আমি হাম্মাহ বিন আল-ওহাইম বিন আল-আকইয়াস বিন ইবলিশ। নবী (সঃ) বললেন ঃ তোমার ও ইবলিশের মধ্যে মাত্র দুই পূর্ব-পুরুষের ব্যবধান। তোমার বয়স কত ? শেখ বলল ঃ দুনিয়ার বয়স আর বেশি বাকি নেই। আদম-সন্তান কাবীল যে রাতে হাবীলকে হত্যা করেছিল, তখন আমি মাত্র কয়েক বছরের বালক, লোকদের কথা বুঝতাম, পাহাড়ে থাকতাম, খাদ্য নষ্ট এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার হুকুম দিতাম। তখন নবী করীম (সঃ) বলেন ঃ কল্যাণ সমৃদ্ধ বৃদ্ধ এবং ভাল যুবকের জন্য এটি অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ। শেখ বলল, আমাকে আরো কিছু বলুন। আমি আল্লাহর কাছে তাওবাকারী। শেখ আরো বলল, আমি হযরত নূহ (আঃ)-এর মসজিদে তাঁর কাওমের মুমিন ব্যক্তিদের সাথে উপস্থিত ছিলাম। আমি তাঁকে তাঁর কওমের প্রতি দাওয়াতের ব্যাপারে বহু গঠনমূলক সমালোচনা করেছি। তিনি কেঁদেছেন, আমিও কেঁদেছি। আমি আমার কাজের জন্য লজ্জিত এবং আল্লাহর কাছে অজ্ঞ লোকদের মধ্যে শামিল হওয়ার কারণে পানাহ চাই। আমি নূহ (আঃ)-কে বললাম, আমি আদম সন্তান শহীদ হাবিলের রক্তে অংশগ্রহণ করেছি। আপনার রবের কাছে কি আমার তওবার কোন সুযোগ আছে ? নূহ বলেন ঃ হে হাম্মাহ! ভাল কাজের ইচ্ছা কর এবং আফসোস ও লজ্জিত হওয়ার আগেই তা কর। আল্লাহ আমার কাছে যা নাযিল করেছেন, তাতে আমি পড়েছি, বান্দাহর গুনাহ যত বেশিই হোক না কেন, সে যদি আল্লাহর কাছে তওবা করে, আল্লাহ তার তওবাহ কবুল করেন। তাই তুমি উঠ, অজু কর এবং দু'টো সাজদা দাও। আমি সাথে সাথেই তা করি। তিনি আমাকে ডাক দিয়ে বলেন, তোমার মাথা তোল, আসমান থেকে তোমার তওবা কবুল হয়েছে। আমি আল্লাহর কাছে এক বছর সাজদায় পড়ে রইলাম।

আমি হযরত হূদ (আঃ)-এর সাথে তাঁর মসজিদে, তাঁর কওমের ঈমানদার ব্যক্তিদের সাথে উপস্থিত ছিলাম। আমি তাঁকে তাঁর কওমের প্রতি দাওয়াতের ব্যাপারে গঠনমূলক সমালোচনা করতে থাকি, যে পর্যন্ত না তিনি এবং আমি কেঁদেছি।

শেখ বলল, আমি হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর সাক্ষাত পেয়েছি এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথেও নিরাপদ জায়গায় অবস্থান করেছি। আমি হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর সাথে উপত্যকাসমূহে সাক্ষাত করেছি এবং এখনও করছি। আমি হযরত মূসা বিন এমরানের সাক্ষাতও পেয়েছি। তিনি আমাকে তাওরাত শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি আমাকে বলেছেন, হযরত ঈসা বিন মরিয়মের সাক্ষাত পেলে তাঁকে আমার সালাম পৌছাবে। আমি তাঁকে মূসা (আঃ)-এর সালাম পৌছিয়েছি। হযরত ঈসা (আঃ) আমাকে বলেছেন ঃ তুমি হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর দেখা পেলে তাঁর কাছে আমার সালাম পৌছাবে। একথা শুনে নবী করীম (সঃ) দু'চোখ মেলে কাঁদতে লাগলেন। তারপর সালামের উত্তরে বলেন ঃ

وَعَلٰى عِيْسٰى السَّلَامُ مَادَامَتِ الدُّنْيَا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَاهَامَةُ بِاَدَائِكَ الْاَمَانَةَ -

"যতদিন পর্যন্ত দুনিয়া অবশিষ্ট আছে ততদিন পর্যন্ত হযরত ঈসার উপর সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক। হে হাম্মাহ, আমানত আদায়ের কারণে তোমার উপরও আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।" শেখ বলল, হে আল্লাহর রাসূল! হযরত মূসা যা করেছেন, আপনিও আমার সাথে সেরূপ করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে সূরা ওয়াকেআ, সূরা মুরসালাত, সূরা নাবা, সূরা তাকবীর, সূরা মোআওযেজাতাইন এবং সূরা এখলাস শিক্ষা দেন। তিনি আরো বলেন! হে হাম্মা, আমাদের কাছে তোমার প্রয়োজন তুলে ধর এবং আমাদের সাক্ষাত ত্যাগ করোনা। হযরত ওমর বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তেকাল হয়েছে কিন্তু তার মৃত্যুর খবর আমরা পাইনি। আমি জানিনা যে সে এখন জীবিত আছে না মরে গেছে।[১] এই হাদীসটি আব্দুল্লাহ বিন আহমদ তাঁর 'যোহদ' গ্রন্থে, শিরাজী তাঁর 'আলকাব' গ্রন্থে, আবু নাঈম, ইবনু মারদুইয়া এবং ফাকেহী তাঁর 'আখবার মক্কা' গ্রন্থে ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় হাদীসটির মর্যাদা হাসানের রূপ নিয়েছে।

১. ঐ

আবু আলী বিন আশআস তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

اِنَّ هَامَةَ بْنَ الْاَقْيَسِ فِى الْجَنَّةِ

'নিশ্চয়ই হাম্মাহ বিন আকইয়াস বেহেশতী।'

ইবনুল জাওযী তাঁর 'সফওয়াতুস সফওয়াহ' গ্রন্থে সহল বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। সহল বলেন ঃ আমি 'কওমে আদের' এলাকার এক প্রান্তে একটি পাথর খোদাই করা শহর দেখতে পাই। এর মাঝখানে রয়েছে পাথরের তৈরি এক বালাখানা। তাতে জিনেরা বাস করে। আমি তাতে প্রবেশ করে দেখি, এক বিরাট বৃদ্ধ শেখ কেবলামুখী হয়ে নামাজ পড়ছেন। তার গায়ে রয়েছে ভীষণ সুন্দর এক জুববা। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি সালামের জবাব দিলেন। শেখ বললেন, হে সহল! দেহ কাপড়কে পুরাতন করে না, বরং গুনাহর দুর্গন্ধ এবং হারাম খাদ্যই তাকে পুরাতন করে। আমার গায়ে এ জুব্বা দীর্ঘ সাতশ' বছর ব্যাপী বিদ্যমান রয়েছে। এ জুব্বা পরেই আমি হযরত ঈসা এবং হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর সাথে মিলিত হয়েছি এবং তাঁদের দু'জনের উপর ঈমান এনেছি। সহল বলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে? শেখ উত্তর দেন ঃ আমি তাদের মধ্যকার একজন যাদের ব্যাপারে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাজিল হয়েছে ঃ

قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ ....

"আপনি বলুন, আমার কাছে এ মর্মে অহী নাজিল হয়েছে যে, একদল জিন কোরআন শুনেছে।" (সূরা জিন-১)

মহানবী (সঃ) জিনদেরও নবী হওয়ায় দীন শিক্ষার জন্য তাদেরকে তাঁর কাছে আসতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, পরবর্তী যুগে দেখা গেছে, বহু জিন ছাত্র বহু দীনি প্রতিষ্ঠানে ছাত্র হিসেবেও লেখাপড়া শিখেছে। অনেক বুজুর্গ লোকের দরসের অনুষ্ঠানেও জিনদের আগমন ঘটেছে। দ্বীনদার জিনেরা সর্বদাই দীন শিখে তা নিজ সম্প্রদায়ের কাছে প্রচার প্রসারের দায়িত্ব পালন করে। মানব সমাজের মত ফাসেক ও গুনাহগার জিনেরাই কেবল দীনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকে।

জিনের আসমানী কথা চুরি

মুসলিম শরীফে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একজন আনসার সাহাবী আমাকে বলেছেন, তাঁরা এক রাতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে বসা ছিলেন। তখন একটি উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হয়ে

আলোকিত হয়ে উঠল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে প্রশ্ন করেন, জাহেলিয়াত যুগে এ জাতীয় উল্কাপিণ্ড খসে পড়লে তোমরা কি বলতে? তাঁরা উত্তর দেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক জ্ঞাত আছেন। তবে আমরা বলতাম, 'আজ রাতে কোন মহান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছে কিংবা মৃত্যুবরণ করেছে।' তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ এটা কোন ব্যক্তির জন্ম ও মৃত্যুর জন্য ঘটে না। বরং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন আরশ বহনকারী ফেরেশতারা তাসবীহ্ পাঠ করেন। তারপর আরশের নিকটবর্তী আসমানের বাসিন্দারা তাসবীহ্ পাঠ করেন। এভাবে দুনিয়ার আসমানের বাসিন্দারা পর্যন্ত তাসবীহ্ পাঠ করেন। তারপর আরশের নিকটবর্তী আসমানের বাসিন্দারা আরশ বহনকারী ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করেন। আপনাদের রব কি বলেছেন? তারা তখন আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দেন। এরপর বিভিন্ন আসমানের অধিবাসীরা পরস্পরকে এভাবে জিজ্ঞেস করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত দুনিয়ার আসমানের বাসিন্দাদের কাছে খবরটি পৌঁছে যায়। তখন জিনেরা ঐ খবর ছোঁ মেরে শুনে ফেলে এবং তাদের অনুসারীদের কাছে তা পৌঁছে দেয়। তারা যা বহন করে নিয়ে এসেছে তা সত্য। কিন্তু তারা তাতে বহু মিথ্যা যোগ করে প্রকাশ করে।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, গণকেরা যেসব কথা বলে আমরা সেগুলোকে সত্য দেখতে পাই। তিনি উত্তরে বলেন, ঐ বাণী তো সত্য। জিন সেটাকে সংরক্ষণ করে এবং তার অনুসারীদের কানে তা ঢেলে দেয়। সাথে আরো এক'শ মিথ্যা যোগ করে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নবুওয়াত লাভের পর শয়তানের আসমানী কথা চুরি বাধাগ্রস্ত হয়। আল্লাহ কোরআন মজীদে জিনদের জবানীতে একথা প্রকাশ করেছেন যে,

وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا * وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ط فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا *

(জিনেরা বলেছে) "আমরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করেছি এবং দেখতে পেয়েছি যে, কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনার জন্য বসতাম। এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডকে ওঁৎপেতে থাকতে দেখবে।" (সূরা জিন-৮-৯)

শয়তান যেন অহী চুরি করতে না পারে সেজন্য এ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যোবায়ের বিন বাককার এবং ইবনু আসাকের মা'রুফ বিন খাররাবুজ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবলিশ সাত আসমান পর্যন্ত বিচরণ করত। হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মের পর তিন আসমানে তার বিচরণ বন্ধ হয়ে যায় এবং অবশিষ্ট চার আসমানে বিচরণ অব্যাহত থাকে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্মের পর সাত আসমানেই তার বিচরণ বন্ধ হয়ে যায়। ইবনু আব্দুল বার, আবু দাউদে বর্ণিত সনদ দ্বারা শাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে যখন নবী করে পাঠানো হল, তখন শয়তানকে উল্কাপিণ্ড দ্বারা তাড়ানো শুরু হল, ইতিপূর্বে কখনও এরূপ করা হত না। লোকেরা আবদু ইয়ালিল বিন আমর সাকাফীর কাছে এসে বলল ঃ জনগণ উল্কাপিণ্ডের খসে পড়া দেখে ভয় পেয়ে গেছে, নিজ নিজ দাসদেরকে মুক্ত করে দিয়েছে এবং পশুদেরকে ছেড়ে দিয়েছে। আবদু বলল, তড়িঘড়ি করনা বরং অপেক্ষা কর। যদি উল্কাপিণ্ড আকাশের পরিচিত কোন তারকা হয় তাহলে তা মানুষ ধ্বংসের লক্ষণ। আর যদি অপরিচিত হয় তাহলে তা কোন ঘটনার ইঙ্গিতবাহী। তারা লক্ষ্য করে দেখল সেটা ছিল অপরিচিত। তাই তারা বলল, এটা কোন ঘটনার ইঙ্গিতবাহী। তাদের আর বেশি অপেক্ষা করতে হয় নি। অল্প পরেই তারা মহানবী (সঃ)-এর নবুওয়াতের খবর পেল।

আবুদ দুনিয়া তাঁর 'কিতাবুল আশরাফ' এবং আবু আবদুর রহমান হারাওয়ী তাঁর 'আল-আকায়েব' বইতে লিখেছেন, জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালী বলেন, একদিন আমি গোপনে রাস্তায় চলার সময় বললাম ঃ

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ مَاشَاءَ اللّٰهُ كَانَ۔

একথাটি হারবাজ নামক একজন জিন শুনে বলল ঃ "আমি আসমান থেকে একথা শুনার পর আজ পর্যন্ত কারো মুখে তা শুনতে পাইনি।" বাজালী বলেন, আমি রোম ও পারস্য সম্রাট কাইজার ও কেসরাসহ বিভিন্ন রাজা বাদশাহর দরবারে হাজির হয়েছি। একবার আমি পারস্য সম্রাট কেসরার দরবারে হাজির হই। শয়তান আমার পরিবারে আমার স্থলাভিষিক্ত হয়। সে আমার বেশ ধারণ করেই আমার পরিবারে আগমন করে। আমি সফর থেকে ফিরে আসলে আমার পরিবার আমার প্রতি মুসাফির সফর থেকে ফিরে আসলে যেরূপ ঔৎসুক্য প্রকাশ করে সেরূপ ঔৎসুক্য প্রকাশ না করায় আমি প্রশ্ন করি, তোমাদের কি হয়েছে? পরিবারের সদস্যরা জবাবে বলে ঃ আপনি তো আমাদের কাছ থেকে দূরে ছিলেন না। আমি বললাম, এটা কেমন কথা? তখন শয়তান আমার কাছে হাজির হল। সে প্রস্তাব করল, তোমার স্ত্রীর কাছে আমি একদিন এবং তুমি একদিন থাকবে।

সে আরো বলল, সে আসমানী কথা চুরি করে। আসমানী কথা চুরির ব্যাপারে তার পালা রাত্রে পড়েছে। সে বলল, তুমি আসমানী কথা চুরি দেখতে চাইলে আমার সাথে চল। আমি রাজী হলে এক সন্ধ্যায় সে আমার কাছে আসল। আমাকে তার পিঠে তুলে চলল। তার ঘাড়ে শূকরের পশমের মত পশম রয়েছে। সে বলল, আমাকে ভাল করে ধর। তুমি অনেক জিনিস এবং বহু ভয়াল বিষয় দেখবে। কিন্তু আমাকে ছাড়বে না। তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা উপরে উঠে গেল এবং একেবারে আসমান স্পর্শ করল। তখন আমি একজনকে নিম্নোক্ত জিকর করতে শুনলাম ঃ

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ مَاشَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَالَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ *

তখন আকাশ থেকে আগুন নিক্ষেপ করা হল। জিনটি এক বন-জঙ্গলে এসে পড়ল। আমি উপরোক্ত জিকরটি মনে রাখলাম। সকালে আমি আমার পরিবারে ফিরে আসি। যখন জিনটি আসত তখন আমি উপরোক্ত জিকরটি উচ্চারণ করতাম। সে তখন অস্বস্তি বোধ করত এবং ঘর থেকে বেরিয়ে যেত। আমি তা পড়া অব্যাহত রাখলাম যে পর্যন্ত না সে আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেল।

বায়হাকী তাঁর 'দালায়েল আন নবুয়াহ' গ্রন্থে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, শয়তান আসমানী কথা চুরি করত। অহীর একটি বাণীর সাথে আরো ৯টি কথা যোগ করত। জমীনের অধিবাসীরা এর মধ্যে একটিকে সত্য এবং অবশিষ্ট ৯ টাকে মিথ্যা দেখতে পেত। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নবুওয়াতের আগ পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। তারপর তাদেরকে সে সকল আসনে বসে আসমানী কথা চুরির সুযোগ বন্ধ করে দেয়া হল। তারা ইবলিশের কাছে এ বিষয়টি উল্লেখ করায় সে বলল, জমীনে হয়তো কোন ঘটনা ঘটেছে। সে তাদেরকে বিশ্বব্যাপী তদন্ত মিশনে পাঠাল। একটি তদন্তকারী দল নাখলায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে কোরআন শুনে বলল, আসলে এটাই সে ঘটনা যে কারণে তাদের প্রতি আগুন নিক্ষিপ্ত হয়। উল্কাপিণ্ড যদি তোমাদের দৃষ্টিগোচর না হয় তাহলে তা শয়তানের উপর পড়ে এবং তা কখনও লক্ষ্যচ্যুত হয় না। কিন্তু উল্কাপিণ্ড শয়তানকে হত্যা করে না বরং তার মুখ, হাত ও পার্শ্বদেশ জ্বালিয়ে দেয়।

আবু নাঈম ও বায়হাকী ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, প্রত্যেক জিন গোত্রের আসমানী কথা চুরির জন্য আসমানে একটি আসন ছিল। তারা সেখান থেকে অহী চুরি করে গণকের কাছে এসে বর্ণনা করে। কিন্তু হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-কে নবী করে পাঠানোর পর তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়।

বায়হাকী ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত ঈসা ও মোহাম্মদ (সঃ)-এর মধ্যবর্তী সময় আসমানে কোন পাহারা ছিল না। শয়তানেরা সেখানে নিজ নিজ আসনে বসে কথা চুরি করত। কিন্তু মোহাম্মদ (সঃ)-কে নবুওয়াত দানের পর আসমানে কঠোর প্রহরা নিয়োজিত করা হয় এবং শয়তানকে লক্ষ্য করে উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হয়।

আবু নাঈম উবাই বিন কা'ব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ঈসা (আঃ)-কে আসমানে তুলে নেয়ার পর থেকে মোহাম্মদ (সঃ)-এর নবুওয়াতের আগ পর্যন্ত উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হত না। পরে তা শুরু হল।

জিনের হাদীস বর্ণনা

আবু নাঈম তাঁর 'দালায়েল আন নবুয়াহ' গ্রন্থে হযরত উবাই বিন কা'ব থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ একদল লোক মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা করার পর রাস্তা ভুলে গেছে। তারা মৃত্যু অনিবার্য দেখে কিংবা শীঘ্রই মরে যাওয়ার মত পরিস্থিতি বুঝতে পেরে কাফন পরে মৃত্যুর জন্য শুয়ে পড়েছে। গাছ থেকে এক জিন বেরিয়ে এসে বলল ঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে কোরআন শ্রবণকারী জিনদের মধ্যে আমি 'অবশিষ্ট আছি।' আমি মহানবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি,

اَلْمُؤْمِنُ اَخُوا الْمُؤْمِنِ وَدَلِيْلُهُ لَايَخْذِلُهُ ـ

'এক মুমিন অপর মুমিনের ভাই, তার পথ প্রদর্শক তাকে লজ্জিত করে না।'

সামনে পানি আছে। আর ঐদিকে যাওয়ার পথ হল এটা। জিনটি তাদেরকে পথের সন্ধান দিল।[১]

ইবনু আবিদ দুনিয়া আবদুর রহমান বিন বিশরের গোলাম থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেলাফতের আমলে, একদল হাজী হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হন। পথে তারা তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন। তারা লবণাক্ত পানির কাছে গিয়ে পৌছাল। একজন বলল, অগ্রসর হোন ; আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে পানিই আমাদের ধ্বংসের কারণ হবে। আপনাদের সামনে পানি রয়েছে। চলতে চলতে সন্ধ্যা হল। কিন্তু তারা পানি পেলেন না। এরপর তারা পরস্পর বলাবলি করতে থাকলেন যে, যদি আপনারা ঐ পানির কাছে আবার ফিরে যেতেন, তাহলে ভাল হত। তারা শেষ রাত্রে পথ চলা শুরু করলেন এবং একটি খেজুর গাছের কাছে এসে পৌছান। তাদের কাছে ভীষণ কাল এক মোটা লোক উপস্থিত হল এবং

১. লাকতুল মারজান ফি আহকামিল জান-হাফেজ জালালুদ্দিন সুয়ুতী

বলল ঃ হে কাফেলা! আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতকে ভালবাসে, সে যেন অপরের জন্য তাই পসন্দ করে যা নিজের জন্য পসন্দ করে এবং নিজের জন্য যা অপসন্দ করে তা যেন অপরের জন্যও অপসন্দ করে।" আপনারা পাহাড় পর্যন্ত এগিয়ে যান। তারপর বামদিকে ফিরলেই পানি পাবেন। কেউ কেউ বলল ঃ আল্লাহর কসম, আমার মতে সে শয়তান। অন্যরা বলল ঃ শয়তান এভাবে কথা বলে না, সে যেভাবে কথা বলল। সে মুমিন জিন। তারা তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী রওনা হলেন এবং পানি পেলেন।[১]

আল্লামা খারায়েতী তাঁর 'মাকারেমুল আখলাক' বইতে লিখেছেন, ইবনে হিব্বান নিজ পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। ইয়েমেনের একদল লোক কোন জায়গায় যান এবং তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন। তারা একজন আওয়াজ দানকারীকে বলতে শুনলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই এবং সাহায্যকারী, অমুক জায়গায় কিছু পানি জমা আছে। তারা তার কথামত সেখানে গেলেন এবং পানি পেলেন।[২]

ইবনু আবিদ দুনিয়া লিখেছেন, একদিন ওমার বিন আব্দুল আযীয (রঃ) খচ্চরের উপর আরোহণ করে নিজ সাথীদেরকে নিয়ে রওনা করেন। তিনি রাস্তার পাশে একটি মৃত জিন দেখতে পান। তিনি খচ্চর থেকে নামেন, জিনটিকে রাস্তা থেকে সরান এবং একটি গর্ত করে তাকে মাটি চাপা দেন। এবার তিনি রওনা দেন। তিনি উঁচু স্বরে একটি আওয়াজ শুনেন। কিন্তু কাউকে দেখেন না। আওয়াজদানকারী বলল ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি যার লাশ দাফন করলেন তিনি সে সকল জিনের অন্তর্ভুক্ত যাদের সম্পর্কে আল্লাহ কোরআন শুনার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। আমরা যখন ঈমান আনলাম ও মুসলমান হলাম, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার এই সাথীকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ তুমি প্রবাসে মৃত্যুবরণ করবে এবং তোমাকে পৃথিবীর তখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি দাফন করবে। অন্য আরেক বর্ণনায় এসেছে। ওমার বিন আব্দুল আযীয জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি নিজে রাসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে তা শুনেছ ? সে বলে, 'হাঁ'। তখন ওমারের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠে এবং তারা সেখান থেকে বিদায় নেন।

আল্লামা ফাকেহী তাঁর 'আখবারে মক্কা' বইতে লিখেছেন ঃ আমের বিন রাবীআ, ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, আমরা ইসলামের প্রথমদিকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে মক্কায় ছিলাম। তখন মক্কার এক পাহাড় থেকে এক অদৃশ্য আওয়াজদানকারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য

১. ঐ
২. ঐ

অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করল। তখন নবী (সঃ) বলেন ঃ এটা হল শয়তান। কোন শয়তান আল্লাহর কোন নবীর বিরুদ্ধে কাউকে ক্ষেপিয়ে তুললে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন। পরে একদিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) জানান যে, আল্লাহ্ সামহাজ নামক এক জিন দৈত্যের হাতে ঐ শয়তানটিকে হত্যা করিয়েছেন। আমি দৈত্যটির নাম রেখেছি আব্দুল্লাহ। সন্ধ্যায় আমরা ঐ জায়গায় এক অদৃশ্য আওয়াজদানকারীর নিম্নোক্ত আওয়াজ শুনতে পেলাম।

'মোসয়ের গর্ব-অহংকার ও সীমা লঙ্ঘন করায় আমরা তাকে হত্যা করেছি। সে সত্যকে খাট করে দেখেছিল এবং আমাদের বিজয়ী নবীকে গাল দিয়ে অত্যন্ত মন্দ কাজ করেছিল।'

মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুর রহমান বিন আউফ নিজ পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) নবুওয়াত প্রাপ্তির পর মোসয়ের নামক এক জিন অদৃশ্য আওয়াজের মাধ্যমে তাঁর বিরুদ্ধে লোকদেরকে উত্তেজিত করল। তখন কোরাইশ কাফেররা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিরুদ্ধে নিপীড়ণ বাড়িয়ে দিল। পরের রাতে একই জায়গায় সামহাজ নামক এক দৈত্য জিন সম্পর্কে আগের ঘটনার অনুরূপ তথ্য বর্ণনা করল।[১]

তাবরানী তাঁর 'আল-কবীর' গ্রন্থে লিখেছেন। আব্দুল্লাহ বিন হোসেন বলেন, আমি সিরিয়ার তারসুস শহরে গেলাম। আমাকে বলা হল যে, এখানে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে জিনদের প্রতিনিধি দলকে দেখার মত একজন মহিলা আছেন। আমি তার কাছে গেলাম। একজন মহিলাকে পিঠের উপর চিত হয়ে শুয়ে থাকতে দেখলাম। তার চারপাশে আছে একদল লোক। আমি তাকে তার নাম জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল, তার নাম মানুষ। আমি তাকে বললাম, হে মানুষ! তুমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গমনকারী জিনের প্রতিনিধি দলের কাউকে দেখেছ ? সে বলল, 'হাঁ'। সামহাজ আমাকে বলেছে, নবী (সঃ) তার নাম রেখেছেন 'আব্দুল্লাহ'। সামহাজ বলেছে, আমি নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, আসমান সৃষ্টির আগে আমাদের রব কোথায় ছিলেন ? তিনি উত্তরে বলেন ঃ আল্লাহ নূরের টাওয়ারে নূরের মধ্যে দেদীপ্যমান ছিলেন।

মহিলাটি আরো বলল ঃ আব্দুল্লাহ বিন সামহাজ আমার কাছে বলেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এশরাকের নামাজ পড়ত কিন্তু পরে তা ছেড়ে দিল, সে ব্যক্তিকে আল্লাহর কাছে নেয়া হলে এশরাকের নামাজ বলবে, হে আল্লাহ! আমাকে যে হেফাজত করেছে, তুমি তার হেফাজত কর, আর অমুক আমাকে ছেড়ে দিয়েছে, তুমিও তাকে ছেড়ে দাও।[২]

১. ঐ

২. মোসনাদ আল ফেরদাউস– দাইলামী।

তাবরানী বর্ণনা করেছেন, ইবনে সালেহ বর্ণনা করেছেন যে, আমর নামক জিন আমার কাছে বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-এর কাছে ছিলাম। তিনি সূরা নাজম পড়ে সাজদা করেন। আমিও তাঁর সাথে সাজদা করি।

ইবনে উদয় 'আল-কামেল' গ্রন্থে লিখেছেন, ওসমান বিন সালেহ বলেছেন, আমি আমর বিন তলক নামক জিনকে দেখেছি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখেছেন ? তিনি বলেন, 'হাঁ'। আমি তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছি, মুসলমান হয়েছি এবং তাঁর পেছনে ফজরের নামাজ পড়েছি। তিনি সূরা হজ্জ পড়েছেন এবং তাতে দু'টো তেলাওয়াতে সাজদা করেছেন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর 'এসাবা' গ্রন্থে নূরুদ্দিন আলী বিন মোহাম্মদ সম্পর্কে মোহাম্মদ বিন নোমান আনসারীর বর্ণনার উল্লেখ করে লিখেছেন, নূরুদ্দিন একবার নিজ ঘরে একটি ভয়ানক সাপ দেখে ভয় পেয়ে যান। তিনি সাপটিকে মেরে ফেলেন। সাথে সাথে তাঁকে সেখান থেকে তুলে নেয়া হয়। তিনি নিজ পরিবার থেকে নিখোঁজ হন। জিনেরা তাঁকে তাদের বিচারকের কাছে বিচারের জন্য পেশ করে। নিহত জিনের একজন অভিভাবক বিচার প্রার্থনা করে। কিন্তু নূরুদ্দিন জিন হত্যার অভিযোগ অস্বীকার করেন। বিচারক জিজ্ঞেস করেন, নিহত প্রাণীটি কোন্ আকৃতিসম্পন্ন ছিল ? বলা হল, সাপের আকৃতি। বিচারক তাঁর পাশে যে বসা ছিল তার দিকে তাকান এবং বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ 'তোমাদের কাছে এরকম কোন প্রাণী উপস্থিত হলে তাকে হত্যা কর।' তখন বিচারক তাঁকে মুক্তির আদেশ দেন। তিনি তাঁর পরিবারে ফিরে আসেন।

ইবনে আসাকের উল্লেখ করেছেন, আবু মোহাম্মদ হাসান বিন আহমদ বিন মোহাম্মদ হেমস বলেছেন, আমাদের এক শিক্ষক তাঁর এক শেখের বরাত দিয়ে বলেছেন, তিনি তাঁর এক সাথীসহ ভ্রমণে বের হলেন। তিনি তাকে এক কাজে পাঠালেন। আসতে তার অনেক দেরী হল। পরের দিন পর্যন্ত সে আর আসল না। এরপরে সে জ্ঞানহীন অবস্থায় ফিরে আসল। সবাই তার সাথে আলাপ করল। কিন্তু সে কিছুক্ষণ পর কথা বলতে পারল। তারা তার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইল। সে বলল, আমি পুরাতন ধ্বংসপ্রাপ্ত এক ঘরে পেশাব করার জন্য প্রবেশ করলাম। আমি সেখানে একটি সাপ দেখলাম এবং তাকে মেরে ফেললাম। তারপর আমাকে যেন একটি জিনিস ধরল, এক জমীনে আমাকে অবতরণ করাল এবং একদল লোক আমাকে ঘিরে ফেলল। তারা বলল, এ ব্যক্তি অমুকের

হত্যাকারী। আমরা কি তাকে হত্যা করবো ? তাদের কেউ কেউ বলল, তাকে আমাদের শেখের কাছে নিয়ে চল। তারা আমাকে নিয়ে চলল। সেই শেখের চেহারা খুবই সুন্দর ও বড় এবং দাঁড়ি সাদা। আমি যখন তার সামনে দাঁড়ালাম, তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের ঘটনা কি ? তারা ঘটনা বলল। শেখ জিজ্ঞেস করলেন, জিনটি কিসের আকৃতি ধারণ করেছিল ? তারা বলল ঃ সাপের আকৃতি। তখন তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি জিনদের সাথে যে রাত্রে কথা বলেছেন, সে রাত্রে তিনি বলেছেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিজ আকৃতির পরিবর্তে অন্য আকার ধারণ করে এবং নিহত হয়, তাহলে হত্যাকারীর বিরুদ্ধে কোন শাস্তি নেই। তাকে তোমরা ছেড়ে দাও এবং আমাকেও ছেড়ে যাও।

তাবরানী আব্দুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ শীঘ্রই তোমাদের মধ্যে সেই শয়তানগুলো বেরিয়ে আসবে যাদেরকে হযরত সোলায়মান (আঃ) সাগরে বেঁধে রেখেছিলেন। তারা মসজিদে তোমাদের সাথে নামাজ পড়বে এবং কোরআন পড়বে, আর দীনের বিষয়ে তোমাদের সাথে ঝগড়া করবে। তারা মানুষের আকৃতি ধারণকারী শয়তান।

শিরাজী তাঁর 'আলকাব' গ্রন্থে আব্দুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ সোলায়মান বিন দাউদ অনেক শয়তানকে সাগরে বেঁধে রেখেছেন। ১৩৫ হিজরীতে, তারা মানুষের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করবে। তারা মুসলমানদের মসজিদ ও মজলিশে বসবে এবং তাদের সাথে কোরআন ও হাদীস নিয়ে ঝগড়া করবে।

অর্থাৎ তারা কুরআন ও হাদীসের উল্টো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে মুসলমানদেরকে গোমরাহ করার চেষ্টা করবে। বায়হাকী তাঁর 'দালায়েল-আন-নবুয়াহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান বলেন, এক ব্যক্তি আমাকে বলল যে, সে মিনার মসজিদে খায়ফে এক ব্যক্তিকে কিসসা বর্ণনা করতে দেখেছে। সুফিয়ান বলেন, আমি তার সন্ধান নিয়ে দেখি যে, সে ছিল শয়তান।

শয়তান মানুষকে ইসলামের নামে গোমরাহ করার প্রয়াস চালায়। ইবনে আদী বলেন, ইবনে ইয়ামান সুফিয়ান সাওরীর কাছে শুনেছেন যে, এক ব্যক্তি তাঁকে জিন দেখেছে বলে জানাল। তিনি বলেন, শয়তান আমার বেশে মসজিদে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীস বর্ণনা করছে এবং লোকেরা তা লিখে নিচ্ছে।

শয়তান এভাবেও হাদীসের সাথে দুশমনী করে থাকে। এ দুশমনী বুঝার উপায় হল, যখনই হাদীসের বর্ণনা সহীহ হাদীসের কিংবা কোরআনের পরিপন্থী হবে তখনই তাকে শয়তানের কারসাজী ধরে নিতে হবে।

বায়হাকী 'দালায়েল আন নবুয়াহ' গ্রন্থে আরো উল্লেখ করেছেন, ঈসা বিন আবু ফাতেমা আল-ফোজারী বলেন, আমি মসজিদে হারামে এক শেখের কাছে বসা। তার কাছ থেকে যা শুনছি তা লিখছি। শেখ বলেন, শায়বানী বলেছেন। অন্য একজন বলল, শায়বানী আমার কাছেও বলেছেন। শেখ বলল, ইমাম শাবী থেকে বর্ণিত। লোকটি বলল, শাবী আমাকেও বলেছেন। শেখ বলল, জিন থেকে বর্ণিত। লোকটি বলল, আল্লাহর কসম, আমি ঘটনা দেখেছি এবং তার কাছ থেকে শুনেছি। শেখ বলল, আলী থেকে বর্ণিত। লোকটি বলল ঃ আল্লাহর কসম, আমি আলীকে দেখেছি এবং সিফফীন যুদ্ধে তাঁর সাথে শরীক ছিলাম। ঈসা বিন আবু ফাতেমা ফোজারী বলেন, আমি সব কাণ্ড দেখে আয়াতুল কুরসী পড়লাম। আমি যখন وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا পর্যন্ত পৌছলাম, তখন তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে তাদের কেউ নেই।

আয়াতুল কুরসী পড়লে শয়তান থাকতে পারে না। তারা ছিল শয়তান। তাই ভেগে গেছে।

৩য় অধ্যায়

মানুষের সাথে জিনের সম্পর্ক

মানুষ ও জিনের মধ্যে বিয়ে-শাদী

আমরা আগের অধ্যায়ে জিনে জিনে বিয়ে-শাদী অনুষ্ঠানের বিষয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা মানুষ ও জিনের মধ্যে কিংবা জিন ও মানুষের মধ্যে বিয়ে-শাদীর বিষয়ে আলোচনা করবো।

বিষয়টি দু'ভাগে বিভক্ত।

১. জিন ও মানুষের মধ্যে বিয়ে-শাদী সম্ভব কিনা এবং এরূপ বিয়ে সংঘটিত হয়েছে কিনা।

২. জিন ও মানুষের মধ্যে বিয়ে-শাদী অনুষ্ঠিত হওয়া জায়েয কি-না। এখন আমরা জিন কর্তৃক মানুষ কিংবা মানুষ কর্তৃক জিনের বিয়ে সম্ভব কি-না- এ বিষয়ে আলোচনা করবো।

জিনের সাথে মানুষের বিয়ে-শাদী সম্ভব।

আল্লামা সাআ'লেবী বলেছেন, লোকদের মতে, মানুষ ও জিনের মধ্যে বিয়ে ও সন্তান প্রজননের কাজ হয়ে থাকে। আল্লাহ্ কোরআন মজীদে বলেছেন ঃ

وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ.

আল্লাহ্ শয়তানকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ "শরীক হয়ে যা তাদের (মানুষের) ধন-সম্পদ ও সন্তান -সন্ততিতে।" -(সূরা বনী ইসরাঈল-৬৪)

এ আয়াতে আল্লাহ্ ইবলিশকে মানুষের সন্তান-সন্ততিতে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছেন। অর্থাৎ জিন ও মানুষের মধ্যে সন্তান প্রজননের সুযোগ রয়েছে।

এছাড়াও নবী (সঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে ঃ

اِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ اَهْلَهٗ وَلَمْ يُسَمِّ اِنْطَوَى الْجَانُّ عَلٰى اِحْلِيْلِهٖ فَجَامَعَ مَعَهٗ.

'কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাসের সময় বিসমিল্লাহ্ না বললে, শয়তান তার পুরুষাঙ্গে আশ্রয় নেয় এবং একইসাথে সহবাস করে।' (তিরমিজী, ইবনে জরীর)

আল্লামা তারতুসী তাঁর 'তাহরীমুল ফাওয়াহেশ' গ্রন্থে 'কিভাবে হিজড়া সন্তান জন্ম হয়। এ অধ্যায়ে ইয়াহইয়া বিন জোরাইজ থেকে, তিনি আতা থেকে এবং

তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস বলেন, হিজড়ারা জিনের সন্তান। ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করা হল, সেটা কিভাবে? তিনি জবাবে বলেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল হায়েজ বা মাসিক অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে নিষেধ করেছেন।

কেউ যদি মাসিক অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তখন শয়তান এ কাজে অগ্রগামী হয়। তার ফলে স্ত্রী গভধারণ করলে সে সন্তান হিজড়া হয়।

আল্লামা আস-সা'আলেবী তাঁর 'ফেকহুল লোগাহ' গ্রন্থে লিখেছেন, পুরুষ মানুষ এবং মহিলা জিনের (পরী) মাধ্যমে সন্তান জন্ম নিলে তাকে خنس বলে।

এখন একটি প্রশ্ন হল, নবী (সঃ) জিনের সাথে বিয়ে-শাদী নিষেধ করেছেন। অপরদিকে, ফেকাহবিদগণও মানুষ এবং জিনের বিয়েকে নাজায়েয বলেন। কিছু সংখ্যক তাবেঈও এ জাতীয় বিয়েকে অপছন্দ করেছেন। তাহলে জিন ও মানুষের মধ্যে বিয়ে কিভাবে হতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর হল, উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞাগুলোই জিন ও মানুষের মধ্যে বিয়ে অনুষ্ঠানের সম্ভাবনার প্রমাণ। অসম্ভব জিনিসের উপর জায়েয-নাজায়েয ফতোয়া কার্যকর হয় না।

আরেকটি প্রশ্ন হল, জিনের মূল উপাদান আগুন। আর মানুষের মূল উপাদান হল ৪টি জিনিস। একারণেই কোন মানুষের শুক্র কোন পরীর জরায়ুতে প্রবেশ করতে পারে না। তরল মানবীয় শুক্র পরীর তীব্র দাহিকা শক্তির কারণে নষ্ট হয়ে যেতে বাধ্য। কেননা, পানি আগুনের বিপরীত হওয়ায় একে অপরকে গ্রহণ করতে অক্ষম। পরস্পরের মধ্যে বিয়ে সম্ভব হলেও তা ভেঙ্গে যেতে বাধ্য। এ প্রশ্নের একাধিক জবাব আছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. জিনেরা আগুনের তৈরি হলেও তারা তাদের সেই মৌলিক উপাদানের উপর আর অবশিষ্ট নেই। বরং পানাহার, সন্তান প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের রূপান্তর ঘটেছে। অনুরূপভাবে মানুষও তার মূল উপাদান মাটি থেকে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে আরো উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, জিনের প্রথম পুরুষ তথা ইবলিশকেই কেবল আগুন থেকে তৈরি করা হয়েছে। তেমনি প্রথম মানব– আদমকেও কেবল মাটি থেকেই তৈরি করা হয়েছে। তাদের প্রথম পুরুষ ছাড়া অবশিষ্ট সকল জিন আগুন থেকে তৈরি নয়। অনুরূপ, অন্য কোন আদম সন্তানও আর মাটি থেকে সৃষ্টি নয়। প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, শয়তান যখন নবী (সঃ)-এর নামাজ নষ্ট করার জন্য এসেছিল তখন তিনি তাকে গলাটিপে ধরেন এবং নিজ হাত মোবারকে শয়তানের জিহ্বার আর্দ্রতা অনুভব করেন।

শয়তানের মুখের লালা প্রমাণ করে যে, সে তার মূল উপাদান আগুন থেকে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। যদি রূপান্তরিত না হত তাহলে, লালা কোথা থেকে আসল?

তদ্রূপ জিন আশ্রিত ব্যক্তির শরীরে জিন প্রবেশ করে এবং তার শিরা-উপশিরায় চলাচল করে। যদি সে আগুনের মূল উপাদানে অবশিষ্ট থাকত তাহলে, জিন-আশ্রিত ব্যক্তি জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যেত।

ইমাম মালেক বিন আনাসকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, একজন আমাদের এক বাঁদীর প্রতি বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়ে বলেছে, সে একটি হালাল মেয়ে চায়। এ ব্যাপারে তিনি উত্তর দেন, আমি দীনের মধ্যে তাতে ক্ষতির কোন কিছু দেখি না। কিন্তু আমার অপসন্দের কারণ হল, যদি মহিলাটি গর্ভবতী হয় এবং তাকে তার স্বামী কে এ প্রশ্ন করা হয় তখন সে কি জবাব দেবে? সে যদি বলে, আমার স্বামী হচ্ছে, জিন, তাহলে, এর ফলে ইসলামে বিরাট বিপর্যয় দেখা যাবে।

২. আমরা যদি ধরে নেই যে, জিন ও মানুষের যৌন মিলনের ফলে শুক্র ও ডিম্ব মিলিত হয়ে রক্ত পিণ্ড তৈরি করতে পারবেনা যা সন্তান তৈরির জন্য পরবর্তী প্রয়োজনীয় স্তর। তাহলে, তা কিন্তু উভয়ের মধ্যে যৌন মিলনের প্রতিবন্ধক হতে পারে না। ফলে, তা উভয়ের মধ্যে বিয়েরও প্রতিবন্ধক নয়। বিশেষ করে নাবালেগ মেয়ে, বয়োবৃদ্ধা মহিলা এবং বন্ধা মহিলার ক্ষেত্রে জমাট রক্তপিন্ডের চিন্তা অবান্তর। অথবা, বন্ধা পুরুষের কারণেও তো জমা রক্ত পিন্ডের চিন্তা করা যায় না। এসব ক্ষেত্রে তো বিয়ে-শাদী হতে পারে। বিয়ের মূল লক্ষ্য যদিও বংশবৃদ্ধি এবং উম্মতের আধিক্যের গর্বের প্রকাশ, কিন্তু এক্ষেত্রে তা কার্যকর হচ্ছে না।

৩. বিয়ে সম্ভব হলেও বিয়ে ভেঙ্গে যেতে বাধ্য বলে যারা বলেন, তাদের প্রতি জওয়াব হল, বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়া জরুরী নয়। কোন সময় কোন জিনিস সম্ভব হলেও বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে তা বাস্তবায়িত হয় না। যেমন ঃ আগুন ও দেবতার পুজারীদের মধ্যে জমাট রক্ত পিন্ডের সম্ভাবনা থাকা সত্বেও তাদেরকে বিয়ে করা জায়েয নেই। অনুরূপভাবে মহরম এবং দুধপান করার কারণেও অনেক মহিলাকে বিয়ে করা যায় না।

মানুষের সাথে জিনের বিয়ে-শাদীর প্রতিবন্ধকতাগুলো হচ্ছে, জাতিসত্বার বিভিন্নতা, বিয়ের মূল লক্ষ্য অর্জন না হওয়া কিংবা শরীয়তে এর অনুমতি না থাকা। জাতিসত্তার বিভিন্নতা তো সুস্পষ্ট। এক্ষেত্রে যৌন মিলন বা জমাট রক্ত পিন্ড হবে কিনা তা দেখারও প্রয়োজন নেই।

বিয়ের লক্ষ্য অর্জিত না হওয়ার ব্যাপারটি হল, আল্লাহ আমাদের উপর দয়াপরবশ হয়ে আমাদের সত্ত্বা থেকে স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন– যেন আমরা তাদের কাছে শান্তি লাভ করি। তিনি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা ও দয়া-মায়া সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ـ

"হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চল, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন ঃ আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী।" (সূরা নিসা-১)

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ـ

"তিনিই সে সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্ত্বা থেকে; আর তার থেকেই তৈরি করেছেন তার সঙ্গীনীকে যাতে তার কাছে শান্তি ও স্বস্তি পেতে পারে।" (সূরা আরাফ-১৮৯)

আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمِنْ اٰيَاتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ـ

"আর তাঁর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গীনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি ও স্বস্তি লাভ কর এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা এবং দয়া-মায়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।" (সূরা রূম-২১)

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا ـ

"তিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, যিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা শূরা-১১)

জিনেরা আমাদের মধ্যকার লোক নয়। তাই তাদের মধ্য থেকে আমাদের কোন জোড়া হতে পারে না। হলে বিয়ের মূল লক্ষ্যই নষ্ট হয়ে যাবে। বিয়ের অন্যতম লক্ষ্য হল, স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের কাছে স্বস্তি লাভ করবে ও শান্তিতে বাস করবে। এক্ষেত্রে শান্তির অনুপস্থিতিই শরীয়তের দৃষ্টিতে বিয়ের পথে বাধা। শুধুমাত্র জিন ও মানুষের মধ্যে ভালবাসা ও প্রবৃত্তির চাহিদা তা থেকে ব্যতিক্রম হবে। তখন কোন মানুষ নিজের নফসের উপর ভয় ভীতি ও আশংকার কারণেই কেবল কোন পরীকে বিয়ে করতে অগ্রসর হবে। নচেত, তাকে কষ্ট দেয়া বা হত্যার সম্ভাবনা থাকতে পারে।

পরীকে বিয়ে করলে মানুষ সর্বদা দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীতে থাকবে। আর এটা বিয়ের মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। মানুষ ও জিনের মধ্যে ভালবাসা ও মায়া-দয়া থাকতে পারে না। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔

"আর আমি বললাম, নীচে অবতরণ কর, তোমরা একে অপরের শত্রু।"

(সূরা বাকারা-৩৬)

বোখারী ও মুসলিম, শরীফে আবু মূসা থেকে বর্ণিত। এক রাতে মদীনায় একটি ঘরে আগুন লেগেছিল, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ ব্যাপারে কথা বলেন। তিনি বলেন ঃ এটা হচ্ছে আগুন যা তোমাদের শত্রু। তোমরা যখন ঘুমাবে তখন আগুন নিভিয়ে ফেলবে।

আগুন যেহেতু আমাদের শত্রু। তাই তা থেকে সৃষ্ট প্রাণ আমাদের শত্রুতার ব্যাপারে তার মূলের অনুসারী। বিয়ের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ায় সে বিয়েও অর্থহীন হয়ে পড়ে। অপরদিকে, শরীয়ত এ বিয়ের অনুমতি দেয় না। আল্লাহ বলেন,

فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ۔

"তোমরা তোমাদের ইচ্ছামত মহিলাদেরকে বিয়ে কর।" (সূরা নিসা-৩)

আয়াতে উল্লেখত نساء শব্দটির অর্থ হচ্ছে বনি আদমের কন্যা সন্তান। তাই আদম সন্তানের কন্যা ছাড়া অন্য কোন মহিলাকে বিয়ে করা যায় না। অবশ্য رجال বা পুরুষ শব্দটি মানুষের পাশাপাশি জিনের জন্যও ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ۔

"নিশ্চয়ই মানবজাতির পুরুষেরা জিনজাতির পুরুষদের কাছে আশ্রয় চায়।"

আল্লাহ বলেন ঃ قَدْعَلِمْنَا مَافَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِىْٓ اَزْوَاجِهِمْ۔

'আমরা তাদের উপর তাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে কি ফরজ করেছি, তা জানি।'

তিনি আরো বলেন ঃ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ 'এতদ্ব্যতীত তাদের স্ত্রীদের উপর।'

আদম সন্তানের স্ত্রীরাও মানব সন্তানই। তাদেরকেই বিয়ে করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তারা ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টি তাদের স্ত্রী হতে পারে না।

তবে জিনের সাথে যে মানুষের বিয়ে হয়, তার প্রমাণ হিসেবে আবু সাঈদ ওসমান বিন সাঈদ দারেমী তাঁর 'এত্তেবা' আস্-সুনান, ওয়াল আখবার গ্রন্থে লিখেছেন, আমাস-শেখ থেকে এবং তিনি বোজাইল থেকে উল্লেখ করেছেন ঃ

এক জিন আমাদের এক মেয়েকে আটকিয়ে রেখেছে এবং আমাদের কাছে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠিয়েছে। সে আরো বলেছে, আমি তাকে হারামভাবে ভোগ করতে অপসন্দ করি। বোজাইল বলেন, আমরা মেয়েটিকে সে জিনের সাথে বিয়ে দিলাম। জিনটি পরে আমাদের কাছে এসে আলাপ করল। আমরা তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলাম সে উত্তরে বলল ঃ আপনাদের মতই এক সম্প্রদায়। আপনাদের মত আমাদেরও বিভিন্ন গোত্র রয়েছে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম তোমাদের মধ্যে কি আত্মপূজারী দলগুলো আছে? সে বলল, 'হাঁ, আমাদের মধ্যে কাদরিয়া, শিয়া ও মোরজেআ সম্প্রদায় রয়েছে। আমরা প্রশ্ন করলাম, তুমি কোন্ সম্প্রদায়ের লোক? সে জবাবে বলে ঃ 'মোরজেআ সম্প্রদায়ের।

আহমদ বিন সোলায়মান আন-নাজ্জাদ তাঁর 'আমালী' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ আলী বিন হাসান বিন সোলায়মান আবিশ শা'না আল্ হাদ্রামী (ইমাম মোসলেমের শিক্ষক) বলেছেন, আবু মোআওইয়া আমাসকে বলতে শুনেছেন, আমাদের এক লোক এক পরীকে বিয়ে করেছে। আমি, তাকে প্রশ্ন করলাম। তোমাদের প্রিয় খাবার কি? সে বলল, ভাত। আমি তার জন্য ভাত আনলাম। আমি ভাতের লোকমা উঠতে দেখলাম কিন্তু কোন লোক দেখলাম না। তখন আমি প্রশ্ন করলাম. আমাদের মধ্যে যে রকম প্রবৃত্তির পূজারী আছে, তোমাদের মধ্যেও কি সে রকম আছে? সে বলে ঃ 'হাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের কাছে রাফেজী সম্প্রদায় কিভাবে বিবেচিত? সে উত্তর দিল ঃ তারা খুবই খারাপ।

আবু ইউসুফ আস-সুরুজী বলেছেন, মদীনার এক পুরুষের কাছে এক মহিলা এসে বলল ঃ আমরা মুসাফির, আপনাদের কাছেই অবতরণ করেছি। আমাকে বিয়ে করুন। লোকটি তাকে বিয়ে করল। রাত্রে সে তার কাছে এক মেয়ে লোকের আকৃতিতে আসত। একদিন মহিলাটি তার কাছে এসে বলল, আমাদের বিদায়ের সময় হয়েছে, আমাকে তালাক দিন। পরে একদিন সে মহিলাটিকে মদীনার এক রাস্তায় পড়ে থাকা গম কুড়াতে দেখে জিজ্ঞেস করল, এগুলো কি তোমার জন্য? মহিলাটি মাথায় হাত দিয়ে তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বলল, আপনি কোন্ চোখে আমাকে দেখেছেন? লোকটি আঙ্গুল দিয়ে নিজ চোখটি দেখাল। তারপর চোখ থেকে পানি পড়তে লাগল।

কাজী জালালুদ্দিন আহমদ বিন কাজী হোসামুদ্দিন রাযী হানাফী বলেছেন ঃ আমার আব্বা মধ্য এশিয়াভুক্ত আমাদের পূর্বাঞ্চল থেকে নিজ পরিবারে আসার লক্ষ্যে সফরে বেরিয়েছেন। বিরা এলাকা অতিক্রম করার পর বৃষ্টি শুরু হলে আমরা একটি গর্তে আশ্রয় নিলাম। সেখানে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। আমরা ছিলাম একদল লোক। আমি যখন ঘুমে তখন কে যেন আমাকে জাগাল। আমি জেগে দেখি, অনেক মেয়েলোকের সমভিব্যাহারে এমন এক স্ত্রী লোক যার চোখের ফাটল লম্বা। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। স্ত্রী লোকটি বলল, আপনার কোন ভয় নেই। আমি চাঁদের মত সুন্দরী আমার এক মেয়েকে আপনার সাথে বিয়ে দিতে এসেছি। আমি তার ভয়ে বললাম, ঠিক আছে আল্লাহর মঙ্গলের উপর ভরসা। তারপর আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, অনেক পুরুষ, যাদের চোখ স্ত্রীলোকটির চোখের মতই লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত। তাদের কেউ বিচারক এবং কেউ স্বাক্ষী। কাজী বিয়ের প্রস্তাব দিল এবং বিয়ে পড়াল। আমি কবুল করলাম। তারপর তারা চলে গেল। স্ত্রী লোকটি অত্যন্ত সুন্দরী এক কন্যা নিয়ে আসল। তার চোখ ও তার মায়ের চোখের মতই। আমার কাছে তাকে রেখে সে চলে গেল। আমার ভয় আরও বেড়ে গেল। আমার কাছে আমার দলের ঘুমন্ত সদস্যদের প্রতি আমি পাথরকুচি নিক্ষেপের মাধ্যমে জাগানোর চেষ্টা করি। কিন্তু কেউ জাগল না। তারপর আমি আল্লাহর কাছে দোআ'ও কান্নাকাটি শুরু করি। আমরা গর্ত থেকে যখন রওনা করলাম। যুবতীটি আমার সাথে লেগেই রইল। এভাবে তিনদিন চলল। চতুর্থ দিন মা-স্ত্রী লোকটি এসে আমাকে বলল মনে হয় তুমি যুবতীকে পসন্দ করছনা এবং তাকে বিদায় করতে চাচ্ছ? আমি বললাম, আল্লাহর কসম, ব্যাপারটি তাই। সে বলল, ঠিক আছে, তাকে তালাক দিয়ে দাও। আমি তালাক দিলাম। সে চলে গেল। আমি আর ঐ দু'জনকে কখনও দেখিনি।[১]

---

১. মাসালেকুল আবসার কাজী শাহাবুদ্দিন (আজায়েব ও গারায়েব গ্রন্থের সৌজন্যে)।

জিন ও মানুষের মধ্যে বিয়ের আরেকটি প্রমাণ হল, বিলকিস। একমত অনুযায়ী, বিলকিসের মাতা-পিতার মধ্যে একজন ছিল জিন। কোরআনের সূরা সাবায় বিলকিসের কাহিনী বর্ণিত আছে।

আল্লামা কালবী বলেছেন, তার বাপ ছিল শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তার সন্তানেরা ছিল সমস্ত ইয়েমেনের সম্রাট। তিনি বলতেন, বিশ্বে কোন সম্রাট আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ নেই। তিনি রায়হানা বিনতে সাকান নামক এক পরীকে বিয়ে করেন। সেই ঘরেই বিলকিসের জন্ম। বর্ণিত আছে, তাঁর দু'পায়ের নিম্নাংশ পশুর ক্ষুরের মত ছিল। আর এজন্যই হযরত সোলায়মান (আঃ) তাঁর জন্য স্বচ্ছ-স্ফটিক প্রাসাদ নির্মাণ করলেন। এটা মূলতঃ আয়নার তৈরি বালাখানা ছিল। কিন্তু দর্শক প্রথম দর্শনেই বিভ্রান্ত হয়ে যেত। বিলকিস এটাকে জলাশয় মনে করে নিজ পায়ের গোছার কাপড় খুলল। তখন তার পায়ে খুবই হালকা পশম দেখা গিয়েছিল। তার জ্ঞান পরীক্ষা করার জন্য হযরত সোলায়মান তার সিংহাসন আনার হুকুম দিলেন। তারপর সে মুসলমান হল।

জিন ও মানুষের মধ্যে বিয়ের আরেকটি প্রমাণ হল, আবু মনসুর আস-সাআ'লেবী তাঁর ' ফেকহুল লোগাহ্ গ্রন্থে লিখেছেন, মানুষ ও জিনের মাধ্যমে জন্ম নেয়া সন্তানকে 'খুন্নাস' বলে। যদি বিয়েই না হবে তাহলে, সন্তান কোথা থেকে আসবে এবং এই নামকরণ কিভাবে হবে?

আবুল মাআ'লী বিন আল-মানজা হাম্বলী 'হেদায়া' কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থে এক মেয়ে লোক সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। মেয়েলোকটি বলে, আমার সাথে এক জিন, পুরুষের মতই এসে যৌন মিলন করে। তিনি লিখেছেন, এজন্য তার উপর গোসল ফরজ নয়। কোন কোন হানাফী আলেমও একই মত প্রকাশ করেছেন। গোসল ফরজ হওয়ার জন্য যৌনাঙ্গ প্রবেশ ও বীর্যপাত হওয়া জরুরী। এক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত।

হাকিম তিরমিজী 'নাওয়াদের-উসুল' কিতাবে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, اِنَّ مِنْكُمْ مُغَرَّبِيْنَ 'তোমাদের মধ্যে 'মোগরাব' লোক আছে। তাঁকে প্রশ্ন করা হল, 'মোগরাব' কারা? তিনি উত্তরে বলেন : اَلَّذِيْنَ يَشْتَرِكُ فِيْهِمُ الْجِنُّ 'যাদের জন্মে জিন শরীক আছে।' ইবনু কাসীর তাঁর আল নেহায়া গ্রন্থে লিখেছেন : তাদেরকে ' মোগরাব' বলার কারণ হল, তাদের মধ্যে অপরিচিত রক্ত প্রবেশ করেছে কিংবা তারা দূরবর্তী

বংশোদ্ভূত। কেউ কেউ বলেছেন, তাদের মধ্যে জিনের অশংগ্রহণ রয়েছে। তাদের এ বিষয়টি যেনা-ব্যভিচারের পর্যায়ে পড়ে। আল্লাহ কোরাআনে বলেছেন ঃ

وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔

"তুই (শয়তান) তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে শরীক হয়ে যা।"
–(সূরা বনী ইসরাঈল-৪৬)

নোযহাতুল মোজাকেরা কিতাবে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আলীর সাথে নাহরাওয়ানের হারুরিয়ায় সংঘটিত যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। হযরত আলী জুল ইয়াদাইনকে খুঁজতে লাগলেন। লোকেরা বলল, সে ভেগে গেছে। তিনি বলেন, তাকে খুঁজে বের কর। পরে তাকে পাওয়া গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন। তাকে কে চেনে? সম্প্রদায়ের এক লোক বলল, আমরা তাকে চিনি। তার মা ওখানে আছে। আলী (রাঃ) তার মায়ের কাছে একজনকে এই প্রশ্ন করে পাঠালেন যে, তার বাপকে? মা উত্তর দিল, আমি জানি না। আমি জাহেলিয়াত যুগে মদীনায় দুম্বা-বকরী চরাচ্ছিলাম। হঠাৎ করে একটি অন্ধকার ছায়া আমাকে ছেয়ে গেল। আমি তাতে গর্ভ ধারণ করি এবং পরে এ সন্তান জন্মলাভ করে।

দক্ষিণ মরক্কোর এক ব্যক্তি তার জিন স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে জিন সমাজে পুরো বাস করে যাচ্ছে।[১] সে ইতিপূর্বে এক নিকটাত্মীয়াকে বিয়ে করেছিল। সে ঘরে তার সন্তানও রয়েছে। তারা নিঃসন্দেহে জিনের সাথে নিজ পিতার বিয়ে-শাদী, সন্তান সন্ততি ও মেলা-মেশার কথা বর্ণনা করেছে। প্রমাণ হিসেবে তারা উল্লেখ করেছে যে, অন্য গোত্রের লোকদের সাথে ঝগড়া-বিবাদের সময় তাদের জিন ভাইয়েরা তাদেরকে সাহায্য করেছে। পুরুষটি পরীটিকে তার সতীনের সাথে পালা বন্টনে রাজী করেছে। আশ্চর্যের বিষয় হল, পরীর সাথে পালার দিন সে মরুভূমির রোদে পানিবিহীন অবস্থায় কাটায় ও বসে থাকে। তার মতে এটাই তার পরী-স্ত্রীর দাম্পত্য ঘর। তার মৃত্যুর পর জিন সন্তানেরা তাদের মানব সন্তান ভাইদের প্রতি বিশ্বস্ততা ও সহযোগীতা অব্যাহত রেখেছে। ঐ এলাকার লোকজনের কাছে এঘটনা সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে।

মরক্কোর ফেজ শহরের নিকটে মেকনাস শহরের উপকণ্ঠে বসবাসকারী এক ব্যক্তির সন্তান সোলায়মান বর্ণনা করেছে।[২] তার বাপের অবস্থা অস্বাভাবিক হয়ে গেছে। তিনি কম কথা বলা শুরু করেছেন। ঘরের কোণে একাকী বসে থাকাকে পসন্দ করেন এবং নিজ স্ত্রীকে বয়কট করেন। তিনি বলেছেন যে, তিনি এক

১. সাপ্তাহিক আল মোসলেমুন– ৯ই মে, ১৯৯৭ ইং।
২. ঐ

পরীকে বিয়ে করেছেন এবং তিনি তার পরী-স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে কথা বলেন বলে জানান। তিনি আমাদের সাথে কেবল শারিরিকভাবেই আছেন। এক পর্যায়ে তিনি আমাদের থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নেন এবং পরী-স্ত্রীর উৎসাহে আমার মায়ের সাথে হিংসা শুরু করেন। তিনি আলাদা ঘরে বাস করা শুরু করেন। আশ্চর্যের বিষয় হল, আমার পিতা যখন ঘর থেকে বের হন তখন তার কাছে একদিনের খাবারও থাকে না। পরী-স্ত্রী তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে। আমার পিতা আমাদের নিকটবর্তী এলাকায় একখণ্ড জমীন ক্রয় করেন। এরপর আর আমাদের সাথে কথা বলেন না, সাক্ষাত করেন না এবং কোন সম্পর্কও রাখেন না। ইতিমধ্যে তিনি এক বিরাট বকরী পালের মালিক হয়ে গেছেন। তিনি আমাদেরকে বলেছেন, তিনি তার পরী-স্ত্রীর সাথে সুখী জীবন-যাপন করছেন এবং ঐ ঘরে তার সন্তান রয়েছে। কিন্তু তাদেরকে কেউ দেখে না। তার উপর থেকে জিন তাড়ানোর চিকিৎসা করে কোন লাভ হয়নি।

মানুষ ও জিনের মধ্যে বিয়ে-শাদীর আরো বহু ঘটনা জানা যায়। অনেক সময় জিন কোন মানুষকে অপহরণ করে বিয়ে করে। এসকল ঘটনা প্রমাণ করে যে, মানুষের সাথে জিনের বিয়ে হয়, যদিও তার সংখ্যা খুবই সামান্য।

এ বিয়ে থেকে সন্তান উৎপাদনের বিষয়ে ভিন্নমতও রয়েছে। একদলের মতে জিন ও মানুষের বিয়ের মাধ্যমে সন্তান জন্ম হতে পারে না। কেননা, দু'টো দু'প্রকার সৃষ্টি। সন্তান জন্ম হলে সে-টা কি মানুষ হবে, না জিন হবে? আর ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে সৃষ্টি বলে সন্তান উৎপাদনের প্রশ্নই উঠতে পারে না।

তাদের মতে যারা জিনের সাথে বিয়ের পর সন্তান হয়েছে বলে দাবী করেছেন, তার ভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। অর্থাৎ সে অলীক স্বপ্ন দেখে যে তার সন্তান আছে কিংবা জিনেরা তার সামনে সন্তানের আকৃতিতে হাজির হয়ে বলে, আমরা আপনার সন্তান। পরী-স্ত্রীর সন্তান ধারনের আগে আরো প্রশ্ন দেখা দেয়। তাহলে, কি যৌন মিলনের সময় উভয়ের বীর্যপাত হয়? মানুষের মত জিনের তো একই ধরনের শুক্র ও ডিম্ব থাকার কথা নয়। শুধু কি তাই? জিনের সাথে সম্পর্ক বিশিষ্ট ব্যক্তির সকল সন্তানাদি জিনের প্রভাব দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বরং শয়তান বা জিন তার চোখ-কান ও সমস্ত শরীরের উপর মালিকানা অর্জন করে এবং তার চোখ-কান ও নাককে কথা বলার জন্য ব্যবহার করে।

কোরআন, হাদীস, ইমাম ও ফকীহদের উল্লেখিত মতামতের ভিত্তিতে, জিন ও মানুষের মধ্যে যৌন মিলন হতে পারে। এতটুকুই গ্রহণযোগ্য। যদিও তা মানুষে মানুষে যৌন মিলনের মত নয়, বরং তা অপেক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির। সন্তান

উৎপাদনের বিষয়টি কোরআন ও হাদীস দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয়। বরং এ বিষয়ে অনেক বর্ণনা এবং ব্যাখ্যাই দুর্বল। কোন সময় কোন পরী কোন পুরুষের উপর কিংবা কোন পুরুষ জিন কোন মানব-মহিলার উপর আসক্ত হতে পারে। যেহেতু, মানুষের শরীরের ধমনীতে চলার শক্তি জিনের আছে। সে কারণে শরীরের যৌন মিলনের সাথে বিচরণ ও যৌন মিলন করা তাদের পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু যৌন মিলন হলেই যে সন্তান উৎপাদিত হবে এটা মোটেও জরুরী নয়। যেমন পশুর সাথে মানুষের সঙ্গমে সন্তান জন্মাতে পারে না। পশুর সাথে মানুষের সঙ্গম করা হারাম।

জিনের সাথে মানুষের বিয়ের হুকুম

রাসূলুল্লাহ (স) জিনের সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে জিনের বিয়ে-শাদীকে নিষিদ্ধ করেছেন। একদল তাবেঈ এ জাতীয় বিয়েকে মাকরূহ বলেছেন। হারব আল-কারমানী তাঁর 'মাসায়েল' গ্রন্থে ইমাম আহমদ ও এসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মোহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া আল কোতাইয়ী বিশর বিন ওমর থেকে, তিনি ইবনে লোহাইআ' থেকে এবং তিনি ইউসুফ বিন ইয়াযীদ যোহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিনকে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন। হাদীসটি মোরসাল এবং তাতে ইবনে লোহাইআ' নামক বর্ণনাকারী দুর্বল। ইমাম মালেক বলেছেন, বিয়ে জায়েয হওয়া সত্ত্বেও আমি জিন কর্তৃক কোন মহিলার গর্ভ ধারণের কথা শুনতে অপছন্দ করি। কেননা এর ফলে ইসলামে বিরাট ফেতনা ও বিপর্যয় দেখা দেবে। মুআওইয়া হাজ্জাজ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হাকাম বিন ওতাইবা জিনের সাথে বিয়েকে মাকরূহ বলেছেন। ওকবা রোমানী বলেছেন, আমি প্রখ্যাত আলেম কাতাদাহকে জিন বিয়ের বিষয়ে জিজ্ঞেস করায় তিনি এটাকে মাকরূহ বলেছেন। ওকবা আরো বলেন আমি হাসানকে জিন বিয়ের বিষয়ে জিজ্ঞেস করায় তিনিও এটাকে মাকরূহ বলেছেন।

ইবনু আবিদ দুনিয়া তাঁর 'আল-হাওয়াতেফ' গ্রন্থে লিখেছেন, এক ব্যক্তি হাসান বিন হাসান বসরীর কাছে এসে বলল, হে আবু সাঈদ! জিনের এক পুরুষ আমাদের এক যুবতীর জন্য বিয়ের পায়গাম দিয়েছে। তিনি বলেন, তার কাছে বিয়ে দেবে না। তারপর সে কাতাদার কাছে এসে বলে, হে আবুল খাত্তাব! জিনের এক পুরুষ আমাদের এক যুবতীর জন্য বিয়ের পয়গাম দিয়েছে। তিনি বলেন, তার কাছে বিয়ে দেবে না। সে যখন আসবে তখন তাকে বলবে, 'তুমি যদি মুসলমান হও এবং ফিরে যাও আমাদেরকে কষ্ট না দাও, তাহলে আমরা তোমার কাছে আসতে পারি।'

রাত হলে জিন আসল এবং দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, তোমরা হাসানের কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেছ। তিনি উত্তরে বলেছেন, তার কাছে বিয়ে দিওনা। তারপর কাতাদার কাছে গিয়েছ এবং তাকেও জিজ্ঞেস করেছ। তিনি বলেছেন, তার কাছে বিয়ে দেবেনা এবং তাকে একথা বল ঃ 'তুমি যদি মুসলমান হও এবং ফিরে যাও এবং আমাদেরকে কষ্ট না দাও তাহলে, আমরা তোমার কাছে আসতে পারি।'

তারা একথা স্বীকার করল। তারপর জিনটি চলে গেল এবং তাদের কোন ক্ষতি করলনা।

হারব বলেন, আমি ইসহাককে প্রশ্ন করলাম এক ব্যক্তি সাগর পথে রওনা হল এবং নৌকা ভেঙ্গে যাওয়ায় দুর্ঘটনার শিকার হয়ে এক পরীকে বিয়ে করল। তখন তিনি বলেন জিনের সাথে বিয়ে-শাদী মাকরূহ।

ইবনু আবিদ দুনিয়া ফজল বিন ইসহাক থেকে, তিনি আবু কোতাইবা থেকে এবং তিনি ওকবা আল-আসম এবং কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে তাঁদের উভয়ের কাছে জিনকে বিয়ের ব্যাপারে প্রশ্ন করায় তাঁরা এটাকে মাকরূহ বলেছেন।

ইবনু আবিদ দুনিয়া আরো উল্লেখ করেছেন যে, হাসান বলেছেন জিনেরা তাঁর কাছে আসার পর উপস্থিত লোকেরা বলল যে, আমরাও তোমাদের কাছে বেরিয়ে আসব যদি তোমরা আমাদেরকে তোমাদের শব্দ শুনাও কিংবা তোমাদের আকৃতি দেখাও। তারা এরূপ বলায় জিনেরা চলে গেল।

জামালুদ্দিন সাজিস্তানী হানাফী মাজহাবের একজন ইমাম ছিলেন। তিনি তার 'মনিয়্যাতুল মুফতী' গ্রন্থে ফাতাওয়া সিরাজিয়ার বরাত দিয়ে লিখেছেন যে, মানুষ ও জিনের মধ্যে বিয়ে-শাদী নাজায়েয। কেননা, মানুষ ও জিনের মধ্যকার সৃষ্টি ও উপাদানগত পার্থক্যের কারণে তা হতে পারে না।

নাজমুদ্দিন আল-যাহেদী তাঁর 'কানিয়্যাতুল মানিয়্যাহ' গ্রন্থে লিখেছেন। জিনের সাথে বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে হাসান বসরীকে জিজ্ঞেস করায় তিনি জবাবে বলেন ঃ দুই পুরুষ ব্যক্তি স্বাক্ষী হলে জায়েয আছে এবং দুই পুরুষ স্বাক্ষী ছাড়া জায়েয হবে না। গ্রন্থকার বলেন, এর মাধ্যমে প্রশ্নকর্তাকে তার বোকামীর জন্য উপযুক্ত থাপ্পড় লাগানো বা শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

মিসরের শেখ জামালুদ্দিন ইস্‌নুওয়ী শাফেঈ তাঁর 'জুমলাতুল মাসায়েল' গ্রন্থে প্রধান বিচারপতি শারফুদ্দিন আল বাজরীকে যে সকল মাসলা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল সেগুলো উল্লেখ করে বলেছেন, তাঁকে প্রশ্ন করা হল, কোন মানুষ-পুরুষ

যদি কোন মহিলা জিনকে বিয়ে করতে চায়-এশর্তে যে তা সম্ভব- তাহলে, কি তা জায়েয? প্রশ্নে আরো উল্লেখ করা হয়- আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمِنْ اٰيَاتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا ـ

"আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন হল, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ কর।"

(সূরা রূম-২১)

প্রশ্নে আরো বলা হয়, আল্লাহ এ আয়াতে একই মানব সত্তা থেকে তাদের স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করার দয়ার কথা উল্লেখ করেছেন যা তাদের পরিচিত ও ভালবাসার পাত্র। জিনের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়। কেননা তারা ভিন্নজাতি। আমরা যদি ইবনু ইউনুসের রচিত 'শারহুল ওয়াজিজ' গ্রন্থে প্রদত্ত জায়েয ফতোয়ার আলোকে এটাকে জায়েযই বলি। তাহলে আরো কতগুলো প্রশ্ন দেখা দেয়। সেগুলো হল, মেয়ে-জিন বা পরীকে কি মানব-স্বামীর সাথে একত্রে থাকাকে বাধ্যতামূলক করা হবে? মানব-স্বামী কি সক্ষম হলে পরীর জন্য মানুষ ছাড়া অন্য কোন কিছুর আকৃতি ধারণ করতে পারবে? এক্ষেত্রেও কি বিয়ে বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী পালন করতে হবে? যেমন অভিভাবকের মতামত, বিয়ের পথে প্রতিবন্ধকতা অনুপস্থিত থাকা, কাজীর এ বিয়ে গ্রহণ করা উচিত কিনা, সে যদি পরী-স্ত্রীকে অন্য কোন অপরিচিত আকৃতিতে দেখে এবং স্ত্রী যদি বলে যে, সে তারই স্ত্রী তাহলে কি এর উপর নির্ভর করে তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা জায়েয হবে কিনা এবং বিকল্প খাদ্যের ব্যবস্থা থাকলে হাড় ও গোবরসহ তাদের খাদ্য সংগ্রহ করা কি তার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত হবে?

আল বাজরী উত্তরে বলেন, নিম্নোক্ত দু'টো আয়াতের কারণে কোন পরীকে বিয়ে করা জায়েয নেই। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا ـ

"আল্লাহ তোমাদের নফস থেকেই স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন।"-(সূরা নহল-৭২)

তিনি আরো বলেন ঃ আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন হল, তিনি তোমাদের নফস থেকে তোমাদের স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা রূম-২১)

তাফসীরকারকগণ এ দু'আয়াতে স্ত্রী বলতে মানব স্ত্রী বুঝিয়েছেন। আয়াতে مِنْ اَنْفُسِكُمْ বলতে স্বজাতি, আপন সম্প্রদায় ও নিজ দলকে বুঝানো হয়েছে।

যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ـ

'তোমাদের কাছে তোমাদের স্বজাতির রাসূল এসেছে।' (সূরা তাওবা-১২৮)

অর্থাৎ মানুষের মধ্য থেকেই রাসূল এসেছে। বিয়ের মধ্যে রক্ত ও বংশের সম্পর্কের ধারা কার্যকর। সেজন্য ফুফাত ও চাচাত বোন এবং খালাত ও মামাত বোনকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَبَنَاتَ عَمِّكَ وَبَنَاتَ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتَ خَالِكَ وَبَنَاتَ خَالَاتِكَ ـ

'তোমার চাচাত ও ফুফাত বোন এবং মামাত ও খালাত বোনকে বিয়ে কর।'
—(সূরা আহযাব-৫০)

এছাড়াও অন্যান্য রক্তের সম্পর্কীয় আত্মীয়দেরকে বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। সূরা নেসায় বংশ ও রক্তের সম্পর্কের অন্য কিছু মহিলাকে মহরম ঘোষণা করা হয়েছে। এসবই বিয়ের সাথে রক্ত ও বংশের সম্পর্ককে স্বীকার করে। কিন্তু জিনের সাথে মানুষের এরূপ কোন বংশ ধারা ও রক্তের সম্পর্ক নেই।

প্রখ্যাত ফেকাহবিদ আবু বকর বিন আরবী মানুষের সাথে জিনের বিয়ে শাদীকে নাজায়েয বলেছেন। তিনি বলেছেন, জিনেরা হচ্ছে সূক্ষ্ম শরীর আর মানুষের হচ্ছে ভারী শরীর। ফলে এ দু'ধরনের সত্ত্বা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। শেখ ইজ্জুদ্দিন আবদুস সালাম বলেছেন, তিনি এক পরীকে বিয়ে করেছেন। তিনি তার সাথে বেশ কিছু দিন কাটান। একদিন পরীটি তাঁকে উটের হাড় দিয়ে মেরে জখম করে ভেগে যায়। তিনি আমাদেরকে তার মুখের আঘাত দেখান।[১]

পরী বিয়ের ব্যাপারে পরবর্তী যুগের আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। একদল আলেম তাকে নাজায়েয বলেছেন এবং অন্য একদল জায়েজ বলেছেন। যারা জায়েয বলেছেন, তাদের মতে, বিয়ে জায়েয হওয়ার জন্য যা দরকার তা জিনের মধ্যে আছে।

তারা আমাদের ভাই। সালাহ সাফেদী তাঁর তাওকীকুল আহকাম আলা গাওয়ামেদিল আহকাম' বইতে লিখেছেন, জিনকে আরবীতে 'নাস' ও রিজাল' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ এ শব্দদ্বয় তাদের জন্য ব্যবহার করা এদু'টোর অর্থ হল যথাক্রমে মানুষ ও পুরুষ। এজন্য মানুষের সাথে তাদের বিয়ের বিষয়ে ঐক্য পাওয়া যায়। তারা আরো বলেছেন, যদি জিন আসে ও কথা বলে, কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ না করে এবং আমরা তাকে না চিনি তাহলে, তার

১. সাপ্তাহিক আল মোসলেমুন– ৯ই মে, ১৯৯৭ইং।

সাথে বিয়ে জায়েয হবে না। যদি জিন তার ব্যক্তি সত্ত্বা প্রকাশ করে আমরা দেখি এবং তার ঈমানদার হওয়ার বিষয়ে আমরা জানতে পারি তাহলে বিয়ে জায়েয হবে কিনা এ ব্যাপারে তিনি ইতস্ততঃভাব প্রকাশ করেন।

জিনের সাথে যৌন মিলনের পর গোসলের হুকুম

ফতওয়া জোহাইরিয়াতে উল্লেখ আছে, এক মহিলা বলে, আমার কাছে এক জিন দিনে কয়েকবার আসে। সে আমার সাথে আমার স্বামীর মত মিলিত হয়। ফতোয়ায় বলা হয়েছে, তার উপর গোসল ফরজ হবে না।

আবুল মাআ'লী বিন মোনজ্জী হাম্বলী বলেছেন, ইবনুল হাম্বল খাত্তাবী শরহুল হেদায়া গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, এক মহিলা বলল, 'আমার কাছে এক জিন আসে, যেমন কোন স্বামী তার স্ত্রীর কাছে যায়– প্রশ্ন হল, তার উপর কি গোসল ফরজ? এক হানাফী আলেম বলেছেন, তার গোসলের দরকার নেই। আবুল মা'আলী বলেছেন, কোন মহিলা যদি বলে যে, আমার সাথে স্বামীর মত এক জিন আছে তাহলে তার উপরও গোসল ফরজ হবে না। কেননা, গোসল ফরজ হওয়ার শর্ত এখানে অনুপস্থিত। এটা হল বীর্যপাতহীন স্বপ্নদোষের মত।

তারপরও বিষয়টির জটিলতা অবশিষ্ট থেকেই যায়।

জিন কর্তৃক স্বামীকে অপহরণের পর স্ত্রীর হুকুম

আবু বকর ইবনু আবিদ দুনিয়া উল্লেখ করেছেন যে, আবদুর রহমান বিনাবি লায়লা বলেন ঃ এক ব্যক্তি নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে এশার নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে বের হল। এরপর সে নিখোঁজ হয়ে গেল। তার স্ত্রী খলীফা ওমর বিন খাত্তাবের নিকট বিষয়টি উত্থাপন করল। খলীফা তার সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করায় তারা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করল। খলীফা স্ত্রীকে ৪ বছর অপেক্ষার আদেশ দেন। চার বছর পর স্ত্রীলোকটি পুনরায় খলিফার কাছে এসে বলেন, তার স্বামী ফিরেনি। খলীফা তার সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করায় তারা এর সত্যতার স্বাক্ষ্য দেয়। খলিফা স্ত্রী লোকটিকে অন্যত্র বিয়ের অনুমতি দেন। তারপর স্ত্রীলোকটির ১ম স্বামী ফিরে আসে। ঘটনাটি হযরত ওমরের কাছে পুনরায় উত্থাপন করায় বলেন তোমরা কেন দীর্ঘদিন ব্যাপী নিজ স্ত্রীদের কাছ থেকে দূরে থাক এবং তারা তোমাদের কোন খবর জানে না? লোকটি বলল, আমার ওজর ছিল। ওমর বলেন ঃ তোমার কি ওজর? সে বলল, আমি আমার সম্প্রদায়ের সাথে এশার নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে বের হলে জিন আমাকে ধরে বসে। আমি জিনদের কাছে দীর্ঘদিন ছিলাম। তারপর মোমেন জিনেরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়লাভ করে এবং কিছু যুদ্ধবন্দীকে নিয়ে

আসে। আমিও সে যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে ছিলাম। মোমেন জিনেরা আমাকে আমার দীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। আমি বললাম, আমি মুসলমান। তারা বলল, তুমি আমাদের একই দলের অনুসারী হওয়ায় আমাদের দীনি ভাই। তাই তোমাকে দাস হিসেবে রাখা জায়েয নেই। তারা আমাকে তাদের কাছে থাকা কিংবা নিজ পরিবারে প্রত্যাবর্তনের এখতিয়ার দেয়। আমি নিজ পরিবারে ফিরে আসার প্রস্তাব গ্রহণ করি। তারা রাত্রে আমার সাথে মানুষের মত কথা বলতে বলতে আসতে থাকে এবং দিনে ঝড়ের রূপ ধারণ করে এগুতে থাকে। আমি তাদেরকে অনুসরণ করি। এভাবে আমি নিজ পরিবারে পৌছি। তাতে তার খাবার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। সে বলল ঃ সেগুলোই ছিল আমার খাবার যে গুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় না। এর পর তার পানীয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বলে ঃ নেশা সৃষ্টিকারী নয় এমন পানীয় পান করেছি। যাক, এরপর হযরত ওমর (রাঃ) তাকে স্ত্রী ও দেন-মোহর এ দু'টোর যে কোন একটা ফেরত পাবার এখতিয়ার দেন।

হাদীসে উল্লেখ আছে, পানাহারের সময় বিসমিল্লাহ বলে না খেলে শয়তান তা খায় এবং রাত্রে ঘরে প্রবেশের সময় বিসমিল্লাহ বলে প্রবেশ না করলে শয়তান ঘরে রাত্রি জাগরণ করে।

জিনের জন্য বা নামে জবাই করা প্রাণী খাওয়া নিষেধ

ওহাব বিন মোনাব্বেহ বলেছেন ঃ এক খলীফা একটা পানির ঝর্ণা প্রবাহিত করার উদ্যোগ নেয়। তিনি এজন্য জিনের উদ্দেশ্যে পশু জবাই করে লোকদেরকে খাওয়ান যেন জিনেরা ঝর্ণার পানি প্রবাহে বাধা না দেয়। ইবনে শিহাব তা জানতে পেরে বলেন, এই জবাই ও মেহমানদারী কোনটাই হালাল নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) জিনের জন্য জবাই করা পশুর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

শামসুদ্দিন ইবনুল কাইয়েম হাম্বলী লিখেছেন ঃ কূপ থেকে পানির নহর মক্কায় প্রবাহিত করার সময় ঐ ঘটনাই ঘটেছিল। হাম্বলী মাযহাবের অন্যতম ইমাম নাজমুদ্দিন খলিফা বিন মাহমুদ কিলানী আমাকে বলেন ঃ আমরা যখন খনন কাজ এক জায়গা পর্যন্ত পৌছলাম তখন একজন শ্রমিক হঠাৎ করে নির্বাক হয়ে গেল। সে কোন কথা বলে না। এভাবে দীর্ঘ সময় রইল। তারপর আমরা তারমুখে জিনের কথা শুনতে পেলাম। হে মুসলমানগণ! আমাদের উপর আপনাদের জুলুম জায়েয নেই। আমি বললাম আমরা কি জুলুম করেছি? সে বললঃ আমরা এ ভূমির বাসিন্দা। আল্লাহর কসম, আমি ছাড়া এখানে আর কোন মুসলমান নেই। আমি অন্য জিনকে শিকলে বেঁধে রেখে এসেছি। তা নাহয়,

তারা আপনাদের ক্ষতি করত। তারা আমাকে আপনাদের প্রতি এ বাণী দিয়ে পাঠিয়েছে, তারা তাদের অধিকার পূরণ করা ব্যতীত আপনাদেরকে এ ভূমির উপর দিয়ে পানি নিতে দেবে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম তাদের অধিকার কি? সে বলল, একটা বলদ কিনে সেটাকে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে পরিয়ে, মক্কা থেকে এ পর্যন্ত আনতে হবে। তারা এভাবে বলদটাকে এনে জবেহ্ করল এবং নিকটবর্তী আবদুস সামাদ কূপে বলদের রক্ত, পা ও মাথা নিক্ষেপ করল। জিনটি বলল, বলদ গরুর বাকী গোশত আপনাদের। এরপর ভূতে পাওয়া লোকটির হুশ ফিরে এল। কিলানী বলেন, আমরা সে জায়গায় গিয়ে দেখি নহরে পানি গড়াচ্ছে। আমরা জানিনা, পানি কোথায় যাচ্ছে এবং আমরা সেখানে কূপ বা কূপের কোন নিদর্শন দেখতে পেলাম না। হঠাৎ করে অনুভব করলাম, কে যেন আমার হাত ধরে একটি জায়গায় নিয়ে দাঁড় করিয়ে বলল, আপনারা এখানে আসুন। আমরা ঐ জায়গায় খনন শুরু করায় পানি উথলে উঠল। সে পানি মক্কায় আনা হল।

আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিনের উদ্দেশ্যে পশু জবেহ্ করতে নিষেধ করেছেন। (ইবনে হাইয়ান– তারীখ আদ দো'আফা)

মানুষ থেকে জিনের শিক্ষা ও মানুষের উদ্দেশ্যে জিনের ফতোয়া

আবু বকর কোরাইশী ওহাব বিন মোনাববেহ্ থেকে বর্ণনা পরম্পরায় উল্লেখ করেছেন। ওহাব বলেন : তিনি ও হাসান বসরী প্রত্যেক হজ্জ মওসুমে মিনার মসজিদে খায়েফে মিলিত হতেন। যখন লোকেরা শান্ত হত এবং ঘুমিয়ে পড়ত তখন তাদের সাথে কিছু সঙ্গী বসে বসে আলাপ করতেন। এক রাতে তাঁরা দু'জন মজলিশের লোকদের সাথে কথা বলার সময় একটি পাখি মজলিশে ওহাবের কাছে এসে বসল। পাখীটি সালাম দিল। ওহাব সালামের জবাব দিলেন তিনি জানতেন যে এটা ছিল জিন। পাখিটি তার কাছে এসে কথা বলা শুরু করল। ওহাব জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে? পাখিটি বলল, আমি একজন মুসলমান জিন। ওহাব জিজ্ঞেস করেন, তোমার প্রয়োজন কি? সে উত্তর দিল। আপনারা কি চাননা যে আমরা আপনাদের মজলিশে বসি এবং আপনাদের কাছ থেকে এলেম শিক্ষা করি? আমাদের মধ্যে আপনাদের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণকারী অনেক বর্ণনাকারী আছে। আমরা আপনাদের সাথে নামাজ, জেহাদ, রোগী দেখা, জানাযায় উপস্থিত হওয়া, হজ্জ ও ওমরাসহ আরো বহু কাজে শরীক হই। শুধু তাই নয়, আমরা আপনাদের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করি ও কোরআন শুনি। ওহাব প্রশ্ন

করেন, তোমাদের মধ্যে কোন্ শিক্ষক উত্তম বলে বিবেচিত? পাখিটি উত্তর দিল, এই শেখ অর্থাৎ হাসান বসরী। হাসান বসরী ওহাবকে তার থেকে বিরত দেখে জিজ্ঞেস করেন, হে আবু আবদুল্লাহ! আপনি কার সাথে কথা বলছেন? তিনি জওয়াব দেন মজলিশের এক সাথীর সাথে। তারপর দু'জন মজলিশ থেকে উঠে দাঁড়ান। তখন হাসান ওহাবকে পুনরায় জিজ্ঞেস করেন। ওহাব তাকে জিনের খবর দেন এবং বলেন, জিনেরা হাসানের কাছ থেকে অর্জিত এলেমের চর্চা বেশী করে। হাসান বলেন ঃ আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি। আপনি একথা কারো কাছে বলবেন না। আমি কাউকে এমন মর্যাদা দেয়ার ব্যাপরটি নিরাপদ বোধ করি না। ওহাব বলেন, আমি প্রতি হজ্জ মওসুমে এ জিনটির সাথে মিলিত হই। সে আমার খোঁজ খবর নেয়। আমি তাকে আমার খোঁজ খবর দেই। একবার তওয়াফে তার সাথে আমার সাক্ষাত হয়। আমাদের তওয়াফ শেষ হলে আমি এবং সে মসজিদের পার্শ্বে বসে আলাপ করি। আমি তাকে তার হাত বাড়ানোর অনুরোধ করি। হাত ধরে দেখি তা বিড়ালের পাঞ্জা এবং তাতে রয়েছে লোম। তারপর আমি তার কাঁধ পর্যন্ত হাত বাড়ালাম এবং বাহুর গোড়া অনুভব করলাম। আমি তার হাতে খোঁচা দিলাম। এরপর আমরা কিছুক্ষণ আলাপ করলাম। তারপর সে বলল, হে আবু আবদুল্লাহ! আমি যেরূপ আমার হাত বাড়িয়েছি, আপনিও আপনার হাত বাড়ান। আল্লাহর কসম, সে আমার হাতে এমন জোরে খোঁচা দিল যে, আমি প্রায় চীৎকার দেই। এরপর সে হেসে দিল। ওহাব বলল ঃ আমি প্রত্যেক হজ্জে তার সাক্ষাত পাই। কিন্তু এরপর আর পেলামনা। আমার আশংকা হল যে, হয় সে মৃত্যু বরণ করেছে কিংবা নিহত হয়েছে। ওহাব তাকে জিনদের মধ্যে উত্তম জিহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। সে বলল 'আমাদের উত্তম জেহাদ হল, অন্যায়ের বিরুদ্ধে পরস্পরের সাথে পরস্পরের জেহাদ।[১]

ইয়াহইয়া বিন সাবেত বলেন ঃ আমি তায়েফের হাফসের সাথে মিনায় ছিলাম। সাদা দাঁড়িবিশিষ্ট এক শেখকে লোকদের উদ্দেশ্যে ফতোয়া দিতে দেখলাম। হাফস আমাকে বলেন ঃ হে আবু আইউব! এই যে ফতোয়াদানকারী শেখ, সে হল দৈত্য। এরপর হাফস এবং আমি শেখের নিকটবর্তী হলাম। দৈত্যটি হাফসকে দেখে হাতে জুতা নিয়ে জোরে চলে গেল। লোকেরা তার পিছে পিছে চলতে লাগল। হাফস বলতে লাগলেন ঃ হে লোকেরা! এ হচ্ছে দৈত্য।[২]

---

১. গারায়েব ওয়া আজায়েবুল জিন– কাযী বদরুদ্দিন শিবলী।
২. ঐ

ইবনু আবিদ দুনিয়া আবু খোলাইফা আবদী থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদী বলেন ঃ আমার একটি শিশু সন্তান মারা যাওয়ায় আমি খুব শোকাভিভূত হলাম। ফলে আমার ঘুম-নিদ্রা দূর হয়ে গেল। এক রাত আমি খাটের উপর শুয়ে আছি। ঘরে কেউ নেই। আমি আমার ছেলের বিষয়ে চিন্তা করছি। ঘরের পাশ থেকে কে যেন বলল ঃ হে আবু খোলাইফা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমি তার সালামের জবাব দিলাম। সে সূরা আলে ইমরানের শেষ কয়েকটি আয়াত পড়ল। সে শেষ আয়াতটি ছিল ঃ

وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ـ

"আল্লাহর কাছে যা আছে নেক লোকদের জন্য তা উত্তম।"

–(সূরা আল-ইমরান ১৯৮)

তারপর বললঃ হে আবু খোলাইফা! আমি বললাম, হাজির, বলুন। সে বলল ঃ তুমি কি চাও? তুমি কি অন্যান্য সকল লোক বাদ দিয়ে কেবলমাত্র তোমার সন্তানকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে চাও? আল্লাহর কাছে কে অধিকতর মর্যাদাবান তুমি, না হযরত মোহাম্মদ? তাঁর ছেলে ইবরাহীমও মারা গেছে। তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়েছে, মন পেরেশান হয়েছে। আমরা এমন কোন কথা বলবোনা যার দ্বারা আল্লাহ অসন্তুষ্ট হতে পারেন। তুমি কি তোমার ছেলের মৃত্যু ঠেকাতে চাও অথচ, সকল সৃষ্টির জন্য মৃত্যু নির্ধারিত? নাকি তুমি আল্লাহর উপর অসন্তুষ্ট এবং তার সৃষ্টি পরিকল্পনা বাতিল করতে চাও? আল্লাহর কসম, মৃত্যু না হলে জমীনে মানুষের জায়গা হত না এবং দুঃখ না থাকলে মানুষ জীবন দ্বারা উপকৃত হতে পারতনা। তারপর সে জিজ্ঞেস করল, তোমার কোন প্রয়োজন আছে? খোলাইফা বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন, তুমি কে? সে উত্তরে বলল– আমি তোমার প্রতিবেশী জিন।[১] এ বর্ণনায় মানুষের প্রতি জিনের ওয়াজ নসীহত ও উপদেশ ফুটে উঠেছে।

মহিলাদের কাছে খারাপ জিনের আগমন ও ভাল জিনের বাধা প্রদান

ইবনু আবিদ দুনিয়া সা'দ বিন আবি আককাস থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আমার বাড়ীর আঙ্গিনায় ছিলাম। এমন সময় আমার স্ত্রীর দূত এসে বলল, আপনার স্ত্রীর কাছে যান। আমি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কে এসেছে? স্ত্রী বলল, আমি যখন মরু গ্রামে নির্জন স্থানে যেতাম তখন এ সাপটাকে দেখতাম। এরপর অনেকদিন পর্যন্ত আর আমি তাকে দেখিনি। এখন আবার

১. ঐ

তাকে দেখছি। এটা সে সাপই। আমি তার চোখ দেখেই চিনতে পেরেছি। একথা শুনে সা'দ আল্লাহর প্রশংসার পর সাপের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ তুই আমাকে কষ্ট দিয়েছিস। আল্লাহর কসম, আমি যদি এরপর তোকে দেখি, অবশ্যই তোকে মেরে ফেলবো। সাপটি বেরিয়ে গেল এবং মসজিদে নবওয়ীতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মিম্বারের কাছে এসে আকাশে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল। আল্লামা বায়হাকী তাঁর দালায়েল আন নবুয়াহ্ গ্রন্থে রবী' বিনতে মোআওয়াজ বিন আফরার সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

ইবনু আবিদ দুনিয়া তাঁর 'মাকায়েদুশ শয়তান' গ্রন্থে হাসান বিন হোসেন থেকে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আমি রবী বিনতে মোআওয়াজ বিন আফরার ঘরে প্রবেশ করে তার কাছে একটা জিনিস চাই। তিনি তখন একটা ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমি আমার মজলিশে বসা। তখন আমার ঘরের ছাদ ফেটে উট বা গাধার মত কাল একটা প্রাণী অবতরণ করল। আমি, কখনও এরূপ কাল ও ভয়াবহ প্রাণী দেখিনি। সে আমার কাছে খারাপ উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসল। তখন তার কাছে একটি ছোট চিঠি এসে পড়ল। সে চিঠিটা খুলে পড়ল। তাতে লেখা আছে, 'কাবের রবের পক্ষ থেকে কা'বের প্রতি' বাদ সমাচার এই যে, নেক পুরুষের নেক মেয়ের উপর তোমার কোন অধিকার নেই। মোআওয়াজ কন্যা রবি বলেন, তারপর সে যেপথ দিয়ে আসল সে পথ দিয়ে পুনরায় চলে গেল। আমি তাকিয়ে থাকলাম। হাসান বিন হোসাইন বলেন ঃ তিনি আমাকে চিঠিটা দেখিয়েছেন এবং পরবর্তীতে এটা তাদের কাছেই সংরক্ষিত ছিল।

ইবনু আবিদ দুনিয়া তাঁর নিজ গ্রন্থে এবং বায়হাকী তাঁর দালায়েল আন নবুয়াহ গ্রন্থে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন। ওমরাহ্ বিনতে আবদুর রহমানের মৃত্যু উপস্থিত হলে তাঁর কাছে কয়েকজন তাবেঈ হাজির হন। তাদের মধ্যে ওরওয়াহ্ বিন যোবায়ের, কাসেম বিন মোহাম্মদ এবং আবু সালামা বিন আবদুর রহমান অন্যতম। ঐ সময় ওমরাহ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তারা তখন ছাদে একটি আওয়াজ শুনতে পান। হঠাৎ করে এক কাল সাপ নীচে পড়ল। যেন এটি গাছের বিরাট কাণ্ড। সাপটি ওমরার দিকে অগ্রসর হল। তখন একটি সাদা কাগজ এসে পড়ল। তাতে লেখা ছিল ঃ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম কা'বের রবের পক্ষ থেকে কা'বের প্রতি। নেককারদের কন্যা সন্তানের উপর তোমার কোন অধিকার নেই। চিঠিটি পড়ে সাপটি উপরে উঠল এবং একই পথে বিদায় নিল।

ইবনু আবিদ দুনিয়া তাঁর নিজ গ্রন্থে এবং বায়হাকী 'দালায়েল আন নবুয়াহ' গ্রন্থে আনাস বিন মালেক থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আওফ বিন

আফরার কন্যা বিছানায় চিত হয়ে শুয়েছিলেন। তিনি হঠাৎ করে মাথায় জটচুল বিশিষ্ট এক কৃষ্ণাঙ্গকে তার বুকের উপর লাফিয়ে পড়তে দেখলেন। সে হাত দিয়ে তার গলা চেপে ধরল। হঠাৎ করে উপর থেকে তার বুকের উপর একটি হলুদ কাগজ পড়ল। কৃষ্ণাঙ্গ লোকটি চিঠিটি। পড়ল চিঠিতে লেখা আছে ঃ লাকিনের রবের পক্ষ থেকে লাকিনের প্রতি। নেক্কার লোকের কন্যাকে ছেড়ে দাও; তার উপর তোমার কোন অধিকার নেই।' এরপর সে উঠে দাঁড়াল এবং আমার গলা থেকে তার হাত সরিয়ে নিল। সে আমার দুই হাঁটুতে এমন জোরে হাত দিয়ে থাপ্পড় মারল যে, তা ছাগলের মাথার মত ফুলে কাল হয়ে গেল।

পরে আওফ বিন আফরার কন্যা হযরত আয়েশা (রাঃ) এর কাছে এসে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। হযরত আয়েশা বলেন ঃ হে ভাতিজী। তোমার মাসিক হলে শরীর কাপড় দ্বারা আবৃত করে রাখবে। ইনশাআল্লাহ্ তোমার কোন ক্ষতি হবে না। আল্লাহ্ তাঁকে হেফাজত করুন। তাঁর পিতা বদর যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। অন্য এক বর্ণনায় মাসিকের পরিবর্তে ভয়ের কথা উল্লেখ আছে। অর্থাৎ তোমার ভয় লাগলে শরীর কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখবে।

সাপের আকৃতিতে ঘরে জিনের উপস্থিতি

ইমাম মুসলিম ও আবু দাউদ হেশাম বিন জোহরার গোলাম আবুস সায়েব থেকে বর্ণনা করেছেন। আবুস সায়েব হযরত আবু সাঈদ খুদরীর (রাঃ) ঘরে প্রবেশ করেন। এবং তাঁকে নামাজ পড়তে দেখেন। নামাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করেন এবং ঘরের এক পাশে ছাদের কাঠে শব্দ শুনতে পান। সে দিকে তাকিয়ে একটি সাপ দেখতে পান। তিনি বলেন, আমি সাপটিকে হত্যা করতে উদ্যত হলাম। এমন সময় আবু সাঈদ হাত দিয়ে ইশারা করে আমাকে বসতে বলেন। নামাজ শেষ করে ঐ বাড়ীতে আরেকটি ঘর দেখান এবং জিজ্ঞেস করেন। এটা কার ঘর জান? আমি বললাম, হাঁ, আমাদেরই সদ্য বিবাহিত এক যুবকের ঘর। খন্দক যুদ্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে বের হই। সে যুবকটি রাসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে দুপুরে ঘরে আসার অনুমতি নিয়ে ঘরে আসে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ তুমি সাথে করে তোমার হাতিয়ার নিয়ে যাও। আমি তোমার উপর ইহুদী বনি কোরাইজার আক্রমণের আশংকা করছি। যুবকটি অস্ত্র নিয়ে ঘরে এসে দেখে তার স্ত্রী ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। এতে তার আত্মসম্মানবোধে আঘাত লাগল। সে স্ত্রীর প্রতি তীর নিক্ষেপের প্রস্তুতি নিল। স্ত্রী বলল ঃ তীর সামলাও। ঘরে এসে দেখ আমি কেন বাইরে আসতে বাধ্য হলাম। যুবকটি ঘরে গিয়ে দেখে এক বিরাট সাপ বিছানায় নিজেকে পেঁচিয়ে বসে আছে। সে সাপের প্রতি লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ল। তীরবিদ্ধ অবস্থায় সে এটাকে ঘরে রেখে

বেরিয়ে আসল। সাপটি তাকে আক্রমণ করল। এরপর সাপ ও যুবকটির মধ্যে কে আগে মারা গেল তা জানা যায়নি। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে ঘটনাটি খুলে বললাম এবং তার পুনর্জীবনের জন্য আল্লাহর কাছে দোআর অনুরোধ জানালাম।

তিনি বলেন ঃ তোমাদের বন্ধুর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। মদীনার কিছু জিন মুসলমান হয়েছে। তোমরা এ জাতীয় কিছু দেখলে অর্থাৎ সাপ দেখলে তিনদিন পর্যন্ত তাকে চলে যাওয়ার অনুরোধ জানাবে। এরপর যদি দেখতে পাও তাহলে তাকে হত্যা করবে। সে হল শয়তান।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, ঘরের আবাদকারী সাপ আছে। তোমরা তা দেখলে তাকে তিনবার চলে যাওয়ার জন্য বলবে। চলে গেলে তো ভাল। না হয় তাকে হত্যা করবে, কেননা, সে কাফের জিন।

ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, অন্যায়ভাবে জিন হত্যা করা জায়েয নেই। যেমন করে অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যাও জায়েয নেই। সকল অবস্থায় জুলুম হারাম। তাই কারো উপর জুলুম করা নাজায়েয। এমন কি কাফেরের উপরও না। জিন বিভিন্ন জিনিসের আকৃতি ধারণ করে। ঘরে সাপ দেখলে তাকে তিনবার চলে যাওয়ার অনুরোধ করতে হবে। চলে গেলে তো গেল, না হয় তাকে হত্যা করতে হবে। আসল সাপ হলে তাকে হত্যা করতে হবে। আর যদি জিন হয় এবং শত্রুতার লক্ষ্যে নিজেকে সাপের আকৃতিতে প্রকাশ করে মানুষকে ভয় দেখানোর ইচ্ছা করে তাকেও হত্যা করতে হবে।

আবুশ শেখ 'আজামাহ' গ্রন্থে ইবনু আবু মোলায়কা থেকে বর্ণনা করেছেন। এক সাপ হযরত আয়েশার (রাঃ) ঘরে আসত। তিনি তাকে হত্যার আদেশ দেন। সাপটাকে হত্যা করা হল। হযরত আয়েশাকে স্বপ্নে বলা হল। আপনি আল্লাহর একজন মুসলমান বান্দাহকে হত্যা করেছেন। তিনি বলেন ঃ সে মুসলমান হলে নবী পত্নীদের ঘরে আসতনা। তাঁকে বলা হল। আপনি কাপড় পরার আগে সে আপনার ঘরে আসতনা।সে কোরআন শুনার জন্য আসত। সকাল বেলায় ঘুম থেকে জেগে তিনি ১২ হাজার দেরহাম গরীবদের মধ্যে দান করেন।

ইবনু আবিদ দুনিয়া হাবিব থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ হযরত আয়েশা নিজ ঘরে একটি সাপ দেখতে পান। তিনি এটাকে হত্যার আদেশ দেন। সাপটিকে হত্যা করা হল। রাত্রে তাঁকে স্বপ্নে দেখানো হল, নিহত সাপটি সেই জিনদলের অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে কোরআন শুনেছিল। তিনি এক ব্যক্তিকে ইয়েমেন পাঠান এবং ৪০টি দাস কিনে তাদেরকে মুক্ত করে দেন।

ইমাম মুসলিম নাফে' থেকে এবং নাফে' নিজ পিতা থেকে বর্ণনা করেন, একদিন আবদুল্লাহ বিন ওমার (রাঃ) পুরাতন খড়-কুটা কিংবা শুকনো ঝোঁপ ঝাড়ের কাছে একটি উজ্জল সাপ দেখে তাকে মেরে ফেলার আদেশ দেন। তখন আবু লোবাবাহ আনসারী (রাঃ) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি ঘরে ছোট লেজবিশিষ্ট সাপ এবং যে সাপের পিঠে দুই ডোরা আছে সে সাপ ব্যতীত অন্য সাপ মরতে নিষেধ করেছেন। এ দু'প্রকারের সাপ চোখ নষ্ট এবং গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত ঘটায়।

অর্থাৎ গর্ভবতী মহিলা সে সাপের দিকে তাকালে কিংবা কোন মানুষ ঐ সাপের দিকে তাকালে কিংবা সাপ তাদের চোখ ও পেটের দিকে তাকালে তার বিষাক্ত দৃষ্টি চোখ ও গর্ভের ক্ষতি সাধন করে।

আবু দাউদ আবুলায়লা থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ঘরের সাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি উত্তর দেন ঃ তোমরা ঘরের সাপ দেখলে বলবে ঃ আমি তোমাদেরকে হযরত নূহ (আঃ) এবং হযরত সোলায়মান (আঃ) এর গৃহীত অঙ্গীকারের দোহাই দিয়ে বলছি। তোমরা আমাদের ক্ষতি করো না। এরপর যদি আবার আসে তাহলে মেরে ফেল।

জিন মানুষকে ভয় পায়

আবু বকর ইবনু আবিদ দুনিয়া বর্ণনাকারীদের সূত্র পরম্পরায় মোজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন। মোজাহিদ বলেন একরাতে আমি নামাজ পড়ছি। আমার সামনে একটি বালক দাঁড়িয়ে গেল। আমি তাকে শক্তভাবে ধরার জন্য তৈরি হলাম। সে লাফ দিয়ে দেয়ালের ঐ পার্শ্বে পড়ে গেল। আমি তার পড়ার শব্দ শুনেছি। এরপর সে আর কখনও আসেনি। এটি ছিল জিন। মোজাহিদ বলেন তারা তোমাদেরকে সেরূপ ভয় পায় তোমরা তাদেরকে যে রূপ ভয় পাও।

ইবনু আবিদ দুনিয়া মোআসসার বিন কাদ্দাম এবং তিনি আবু শারাআহ নামক এক বৃদ্ধ লোক থেকে বর্ণনা করেন যে, ইয়াহইয়া বিন হাজ্জার আমাকে দেখলেন। আমি রাত্রে অলি-গলিতে ভয় পেতাম। তিনি বলেন ঃ তুমি যাকে ভয় কর সে তোমাকে দেখে আরো কঠোর ভয় পায়। মোজাহিদ বলেন ঃ শয়তান তোমাদেরকে দেখে ভীষণ ভয় পায়। সে তোমাদের কাছে আসলে তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তাহলে সে তোমাদের উপর সওয়ার হবে। বরং তোমরা শক্ত হও, সে ভেগে যাবে।

জিন যে আকৃতি ধারণ করে তার মধ্যে সে পরিমাণ শক্তিই থাকে। আর এখানেই তার দুর্বলতা এবং এ কারণেই সে মানুষকে ভয় পায়।

এছাড়াও আল্লাহ কোরআন মজীদে বলেছেন ঃ

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِيْ شَكٍّ -

"তাদের উপর শয়তানের কোন শক্তি নেই। কিন্তু আমরা শয়তানকে তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ দিয়ে সন্দেহবাদী থেকে সত্যিকার মোমেন কে তা জেনে নেই।" মানুষ নিজেই নিজের কামনা-বাসনার কাছে দুর্বল হয়ে যায়। তখন শয়তান বিজয়ী হয়। ইবলিশ মানুষের কাছে নিজ ধারণাকে সত্য প্রমাণিত করে দেখায়। তখন শক্তিশালী মানুষ শয়তানের কাছে নিজশক্তি সত্ত্বেও দুর্বল হয়ে যায়। আসলে মানুষই শক্তিশালী। সে ইচ্ছা করলে শয়তানের কথা নাও শুনতে পারে। বরং শয়তানকেই সে দূরে সরিয়ে দিতে সক্ষম। কিন্তু ভোগ-বিলাস ও কামনা বাসনার কারণে মানুষের বিবেক লোপ পায়। আর এভাবেই গোমরাহী তাকে হাতছানি দেয়।

বহু নেক ও বুজুর্গ মানুষ দুনিয়ায় আছে যারা শয়তানের আনুগত্য ও ওয়াসওয়াসা থেকে বহু দূরে। এলেম ও আমলের কারণে তারা শয়তানী ওয়াসওয়াসা বুঝতে পারে এবং তা থেকে দূরেও থাকতে পারে। সকল মোমেনের এরূপ হওয়াই কাম্য।

জিন মানুষের অনুগত হয়

জিন মানুষের অনুগত ও বাধ্য হয়। এ মর্মে কোরআনে প্রমাণ আছে, আল্লাহ বলেন ঃ

وَمِنَ الشَّيَاطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهُ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلاً دُوْنَ ذٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِيْنَ -

"আর হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর অধীন করেছি কিছু জিন শয়তানকে যারা তাঁর জন্য ডুবুরীর কাজ করত এবং এছাড়া আরও অনেকে অন্য কাজ করত। আমি তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখতাম।" (সূরা আম্বিয়া-৮২)

আল্লাহ বলেন ঃ

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُوْدُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ -

"সোলায়মানের সামনে তার সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হল। জিন, মানুষ ও পক্ষীকূলকে, তারপর তাদেরকে বিভিন্ন ব্যূহে বিভক্ত করা হল।" (সূরা নামল-১৭)

এ আয়াতে জিন সৈন্যরা হযরত সোলায়মানের নেতৃত্বাধীন ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ـ يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَايَشَاءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رَّاسِيَاتٍ ـ

"কিছু জিন তার সামনে কাজ করত তার পালনকর্তার আদেশে। তাদের যে কেউ আমার আদেশ অমান্য করবে, আমি তাকে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির স্বাদগ্রহণ করাবো। তারা সোলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী দুর্গ, ভাস্কর্য, হাউজের মতবৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লীর উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত।" (সূরা সাবা-১২)

এ আয়াতে, জিনেরা আল্লাহর আদেশে হযরত সোলায়মান (আঃ) এর জন্য কাজ করত এবং তারা তার আদেশ মেনে চলত বলে স্পষ্ট হয়েছে।

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

وَالشَّيَاطِيْنَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَّغَوَّاصٍ * وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ ـ

"আর শয়তানগুলোকে তার (সোলায়মানের) অনুগত করে দিলাম অর্থাৎ যারা ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী এবং অন্য আরো অনেককে অধীন করে দিলাম যারা শিকলে বাঁধা থাকত।" (সূরা ছোয়াদ : ৩৭-৩৮)

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ـ

"একজন জিন দৈত্য বলল ঃ আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার আগেই আমি বিলকিসের সিংহাসন হাজির করবো।" (সূরা-নামল-৩৯)

এ আয়াতেও জিন হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ইচ্ছা পূরণে অনুগত্যের মনোভাব প্রকাশ করল।

শাকের তাঁর আজায়েব কিতাবের মধ্যে লিখেছেন। মূসা বিন নোসাইর ইহুদী ছিলেন। তিনি মুসলমান হন। তাঁকে মরক্কোর আমীর বানানো হয়। একবার তিনি

যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সাগর পথে রওনা হন। তিনি যখন অন্ধকার সাগরে পৌছান তখন জাহাজ গন্তব্যপথে চলতে থাকে। তিনি জাহাজে আওয়াজ শুনতে পান। হঠাৎ করে দেখেন যে, মোহর অংকিত কতগুলো সবুজ কলসী। তিনি এগুলোর মুখ খোলার ইচ্ছায় একটি কলসী নেন। আবারও ভাল করে দেখেন যে তা ছিল মোহর অংকিত। তিনি তার কিছু সাথীকে বলেন ঃ কলসীটির তলা খুলে দেখ। তলা খুললে এক আওয়াজদানকারী আওয়াজ দিয়ে বলল ঃ হে আল্লাহর নবী! আমি আর আসবোনা। মূসা বলেন। এটা হযরত সোলায়মান (আঃ) কর্তৃক বন্দী শয়তান। কলসীর তলা বন্ধ করতে গিয়ে দেখেন জাহাজের পায়ের মধ্যে এক ব্যক্তি বসা। ব্যক্তিটি তাদেরকে লক্ষ্য করে বলল ঃ আপনারা; আমার উপর যদি আপনাদের অনুগ্রহ না থাকত তাহলে আমি আপনাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দিতাম। কলসী খোলার সাথে সাথে বন্দী শয়তানটি বের হয়ে গেছে। তাকে পুনরায় কলসীতে বন্দী করা যায়নি। কিন্তু অন্যান্য কলসীগুলোতেও অন্যান্য বন্দী শয়তানরা রয়ে গেছে।

মূসা বিন নোসাইর হযরত মোআওইয়ার আমলে স্পেন জয় করেন এবং অনেক বিস্ময়কর ঘটনার সম্মুখীন হন।

এক বর্ণনায় এসেছে, মূসা বিন মুসাইর ১৭টি সবুজ কলসি দেখতে পান। এগুলোর উপর হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর মোহর অংকিত ছিল। একটি কলসীর ঢাকনা খোলার পর শয়তান বলে ঃ যে আল্লাহ্ আপনাকে নবুওয়াত দান করেছেন। তাঁর শপথ করে বলছি, আমি আর কখনও ফিরে আসবো না এবং ফেতনা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবো না। তারপর সে লক্ষ্য করে দেখে যে, সে তো সোলায়মান (আঃ) এবং তাঁর রাজত্ব দেখতে পাচ্ছে না। তারপর সে জমীনে ছড়িয়ে পড়ল।

এ ঘটনা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, জিনেরা হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর কাছে কি রূপ বশ্যতা স্বীকার করেছিল।

নবীগণ ছাড়াও জিনেরা অন্যান্য মানুষেরও বশ্যতা স্বীকার করে। যাদুকর গণক, ভণ্ডপীর ফকির ইত্যাদির সাথে জিনের সম্পর্ক আছে। তাদের শিরক ও কুফরী কাজ ও কথা-বার্তা দ্বারা শয়তানকে খুশী করা হয়। শয়তান খুশী হয়ে তাদেরকে তাদের বশ্যতা স্বীকার করে। এতে করে শয়তানের কাজ ও দায়িত্ব উত্তমরূপে আঞ্জাম দেয়া হয়।

মানুষের জিন হত্যার হুকুম

মানুষ মানুষকে হত্যা করলে তার কেসাস হয়। অর্থাৎ জানের বদলে জান কিংবা বিচ্ছিন্ন অঙ্গের বদলে অঙ্গ কাটতে হয়। কিন্তু কোন মানুষ যদি জিন কিংবা কোন প্রাণীর আকৃতিধারী কোন জিনকে হত্যা করে তাহলে তার শাস্তি কি হবে? আবুশ শেখ তাঁর নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইবনু আবি মোলাইকা বলেছেন, এক জিন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে প্রবেশ করত। তিনি তাকে হত্যার আদেশ দেন। জিনটাকে হত্যা করা হল। হযরত আয়েশা স্বপ্নে দেখেন যে, তাকে কেউ বলছে, আপনি আবদুল্লাহ্ নামক এক মুসলমান জিনকে হত্যা করেছেন। তিনি উত্তরে বলেন। সে মুসলমান হলে, নবী পত্নীদের ঘরে প্রবেশ করতনা। তাঁকে তখন বলা হল, আপনি শরীরে কাপড় পরিধানের আগে সে ঘরে প্রবেশ করত না। সে শুধু আপনার কোরআন শুনার জন্য আসত। ভোর হলে, আয়েশা (রাঃ) ১২ হাজার দেরহাম রক্তপণ হিসেবে গরীবদের মধ্যে বন্টনের আদেশ দেন।

আবু বকর বিন আবি শায়বা তাঁর মোসান্নাফ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আয়েশা বিনতে সালেহা হযরত আয়েশা থেকে এরূপ একটি বর্ণনা দিয়েছেন।

আবু বকর বিন আবদুল্লাহ্ বিন মোহাম্মদ হাবীব থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন হযরত আয়েশা নিজ ঘরে একটি সাপ দেখতে পান। তিনি এটাকে হত্যার আদেশ দেন। সাপটিকে মেরে ফেলার পর সে রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে কেউ তাঁকে বলছে, নিহত সাপটি জিনদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যারা নবী করীম (সঃ)-এর কাছে এসে কোরআন শুনেছে। হযরত আয়েশা ইয়েমেনে লোক পাঠান এবং ৪০টি দাস কিনে তা আজাদ করে দেন।

তিরমিজী ও নাসাঈ আবুস সায়েবের দাস সাইফী থেকে এবং তিনি আবু সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন ঃ মদীনাতে ইসলাম গ্রহণকারী কিছু জিন আছে। তোমরা যদি সাপ-বিচ্ছু জাতীয় কোন প্রাণী দেখ, তাদেরকে চলে যাওয়ার জন্য তিনবার আহবান জানাবে। এরপরও যদি না যায়, তাহলে তাদেরকে মেরে ফেলবে।

মুসলিম শরীফে হেশামের গোলাম আবুস সায়েব আবু সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন। আমরাসহ এক নব বিবাহিত যুবক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে খন্দকের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম.যুবকটি একদিন দুপুরে নিজ ঘরে যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে অনুমতি নিল। রাসূল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেন ঃ তুমি তোমার অস্ত্র সাথে নাও। আমি তোমার ব্যাপারে বনি কোরায়জার শত্রুতার

আশংকা করছি। যুবকটি নিজ অস্ত্র সহ ঘরে ফিরে আসল। সে ঘরের দরজায় তার স্ত্রীকে দেখে রাগ ও অভিমানে তার দিকে লক্ষ্য করে তীর প্রস্তুত করল এবং তাকে হত্যার ইচ্ছা করল। স্ত্রী বলল, তীর বন্ধ কর এবং ঘরে এসে দেখ কোন্ জিনিস আমাকে ঘর থেকে বের করেছে। যুবকটি ভেতরে প্রবেশ করে বিছানায় এক বিরাট সাপকে দণ্ডায়মান দেখল। সে সাপের দিকে তীর ছুঁড়ল এবং ঘর থেকে বেরিয়ে আসল। এবার সাপটি তাকে জড়িয়ে ধরল। আমরা জানিনা, সাপ ও যুবকের মধ্যে কে আগে মরেছে।

অন্যায়ভাবে কোন কাফেরকেও হত্যা করা যায় না। এমর্মে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى -

"কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায় বিচার ত্যাগ করো না। সুবিচার ও ইনসাফ কর। ইনসাফ তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী জিনিস।"

(সূরা মায়েদা-৮)

জিনেরা বিভিন্ন আকার আকৃতি ধারণ করে। ঘরের সাপ কখনও জিন হতে পারে। তাই তাদেরকে তিনবার চলে যাওয়ার কথা বলতে হবে। না গেলে হত্যা করতে হবে আসল সাপ হলে তাকে হত্যা করা হল। আর জিন হলে আক্রমনের জন্য সে থেকে যেতে চাইল এবং সাপের আকৃতিতে মানুষকে ভয়-ভীতি দেখাতে ইচ্ছা করল। এক্ষেত্রে নীতি হল, ক্ষতিকর প্রাণীর ক্ষতির আগেই তার ক্ষতি প্রতিরোধ করা। তা হত্যা করেই হোকনা কেন।

৪র্থ অধ্যায়

জিন-শয়তানের সূচনা

জিন আল্লাহর অন্যতম সৃষ্টিজগত। ইবনে আব্বাসের মতে, মানুষ সৃষ্টির আগে আল্লাহ্ জিন সৃষ্টি করেছেন। তারা এ পৃথিবী আবাদ করেছিল এবং তারা ছিল ফেরেশতাদের একটি শাখা। তারা পৃথিবীতে বহু অন্যায়-অত্যাচার করে এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও রক্ত প্রবাহিত করে। এর শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ্ জমীনে তাদের কর্তৃত্ব খতম করে দেন এবং তাদেরকে পরাভূত করেন। মানুষ সৃষ্টির পর তারা পৃথিবীতে বাস করছে। তবে খলীফার ভূমিকায় নয়। অন্যান্য সাধারণ সৃষ্টির মত। তাদের মর্যাদা মানুষ অপেক্ষা নিম্নতর। জিন ও মানুষকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

আল্লাহ্ পরে পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির পরিকল্পনা করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন ঃ

"আর ঐ সময়টি স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ আমি অবশ্যই পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি বা খলীফা পাঠাব। ফেরেশতারা বলল ঃ আপনি কি পৃথিবীতে এমন জীব পাঠাবেন যারা সেখানে ফেতনা-ফাসাদ ও গোলযোগ সৃষ্টি করবে এবং খুন-খারাবী করবে ? আর আমরা আপনার প্রশংসাসহকারে তসবীহ্ পাঠ করি ও পবিত্রতা বর্ণনা করি। আল্লাহ্ বলেন– নিশ্চয়ই আমি যা জানি তোমরা তা জান না।" (সূরা বাকারা-৩০)

আল্লাহ্ আদম (আঃ)-কে সকল কিছুর নাম শিক্ষা দিয়ে মানুষ ও ফেরেশতার মধ্যে জ্ঞানের প্রতিযোগীতা করেন। ফেরেশতারা প্রতিযোগীতায় হার মানে। আদম জিতে যায়। এর মাধ্যমে ফেরেশতার উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ফেরেশতারা জিন জাতির অতীত নাফরমানী ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার অভিজ্ঞতার আলোকে মানব খলীফা সৃষ্টির বিরোধীতা করে। যাহোক, আল্লাহ্ সৃষ্টির সেরা মানুষের মর্যাদার স্বীকৃতিস্বরূপ সেজদা করার জন্য ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন ঃ

"অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম ঃ তোমরা সকলেই আদমকে সাজদা কর। তখন ইবলিশ ছাড়া সকলেই আদমকে সাজদা করে। সে সাজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হল না। আল্লাহ্ প্রশ্ন করেন, যখন আমি তোমাকে সাজদা করার হুকুম দিলাম তখন কোন্ জিনিস তোমাকে এ থেকে বিরত

রেখেছে ? সে বলল ঃ আমি আদম হতে উত্তম। আমাকে আপনি আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা। আল্লাহ বলেন ঃ তুই এখান থেকে নেমে যা। এখানে তোর অহঙ্কার করার কোন অধিকার নেই। বের হয়ে যা এখান থেকে। তুই নিকৃষ্টদের অন্যতম। সে বলল ঃ আমাকে হাশরের দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকার অবকাশ দিন। আল্লাহ্ বলেন ঃ তোকে অবকাশ দেয়া হল। সে বলল ঃ যেহেতু আপনি আমাকে গোমরাহ্ ও বিভ্রান্ত করেছেন, সেহেতু আমি অবশ্যই আপনার সহজ-সরল পথ সিরাতুল মোস্তাকীমের উপর আপনার বান্দাহদের বিরুদ্ধে বাধাদানকারী হয়ে বসব। আর আমি তাদেরকে সামনে ও পেছন থেকে এবং ডান ও বাম থেকে ধোঁকা দেব। ফলে, তাদের অধিকাংশকেই আপনার কৃতজ্ঞ বান্দাহ হিসেবে পাবেন না। আল্লাহ বললেন ঃ এখান থেকে বের হয়ে যা লাঞ্ছিত-অপমানিত হয়ে। আর তাদের মধ্য থেকে যে তোর অনুসরণ করবে আমি অবশ্যই তাদের সকলকে দিয়ে জাহান্নাম পূরণ করব।'

(সূরা আরাফ : ১১-১৮)

উপরোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত ঘটনাই শয়তানের সূচনা। একজন বিশিষ্ট নেক ও অনুগত বান্দাহ, যে অন্যান্য সকল নেক বান্দাহর নেতা ছিল, সেই হচ্ছে, আলোচ্য শয়তান। মাত্র একটি আদেশ অমান্য করার ফলে, তার অতীতের সকল নেক ইবাদত বরবাদ হয়ে গেল। আমরা যারা অহরহ আল্লাহর বহু আদেশ অমান্য করে চলেছি, আমাদের কি উপায় হবে ? কোরআনের ভাষায় আমরা হলাম মানুষ শয়তান। আল্লাহ বলেন ঃ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ 'জিন ও মানুষ শয়তান থেকে'

−(সূরা নাস)

অহঙ্কার ও আল্লাহর আদেশ না মানার কারণে আল্লাহ্ শয়তানকে অভিশপ্ত করেন। অথচ, সে আদেশ অমান্য করার পর তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারত। কিন্তু তা করেনি যা মুমিনগণ করে থাকেন। বরং সে আরো একধাপ অগ্রসর হয়ে মানুষ খলীফার বিরুদ্ধে শত্রুতার অগ্নিশপথ গ্রহণ করল। এ কাজের জন্য সে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করল এবং আদম সন্তান ও তাদের নেক কাজের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অঙ্গীকার করল। এভাবে একদিনের অত্যন্ত নেক বান্দা সর্বনিকৃষ্ট পর্যায়ে পৌঁছে গেল এবং বেহেশতের পরিবর্তে দোজখে নিজের ও অনুসারীদের ঠিকানা নির্দিষ্ট করে নিল। এদিকে আল্লাহ নেক বান্দাহদের হেফাজতের দায়িত্ব ঘোষণা করে বলেন ঃ

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ -

"নিশ্চয়ই আমার (খাঁটি) বান্দাহদের উপর তোর কোন কর্তৃত্ব খাটবে না কেবলমাত্র গোমরাহ অনুসারী ছাড়া।" (সূরা হিজর-৪২)

নেক বান্দাহদের কোন দুশ্চিন্তা নেই। শয়তান যতই শপথ নিক না কেন, কেউ আল্লাহর পথে টিকে থাকতে চাইলে সে টিকে থাকতে পারবে। আল্লাহ বলেন ঃ

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ -

"নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুদের না কোন ভয় আছে, আর না তারা পেরেশান হবে।"

শয়তানের পরিচয় স্বয়ং আল্লাহই দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ - اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ

"যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সাজদা কর, তখন সবাই সাজদা করল, ইবলিশ ব্যতীত। সে ছিল জিন। সে তার পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল। অতএব তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু।' (সূরা কাহাফ-৫০)

এ আয়াতে শয়তানের পরিচয় প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন, সে ছিল জিন। প্রশ্ন হল জিন কি করে ফেরেশতাদের সারিতে স্থান পেল? আল্লাহ তো কেবল ফেরেশতাদেরকেই সাজদার নির্দেশ দিয়েছেন।

এ প্রশ্নের এক উত্তর আগেই আলোচনা করা হয়েছে। আর তাহল, ইবনে আব্বাসের মতে[১], জিন জাতি ফেরেশতাদের একটি শাখা ছিল যাদরেকে আগে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছিল। ফলে ইবলিশও ঐ আদেশের আওতায় ফেরেশতাদের দলভুক্ত ছিল। আমরা এ বক্তব্যের সমর্থনে বলতে পারি যে, ফেরেশতার মত জিনও অদৃশ্য।

তাউস ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন, ইবলিশ আল্লাহর নাফরমানীর আগে ফেরেশতা ছিল। তার নাম ছিল আযাযীল। সে দুনিয়ার 'জিন্না' নামক স্থানে বাস করত। সে ছিল ফেরেশতাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ও আবেদ।

১. লাকতুল মারজান ফি আহকামিল জান্ন-জালালুদ্দিন সুয়ুতী।
১ ঐ

আল্লাহ যখন ফেরেশতাদেরকে আদমকে সাজদা করার নির্দেশ দেন, তখন ইবলিশ ফেরেশতাদের দলভুক্ত ছিল এবং সে আল্লাহর আদেশ অমান্য করল।[২]

কোরআনের বক্তব্য অনুযায়ী, ইবলিশ ছিল জিন। الا ابليس বলে যে ব্যতিক্রম করা হয়েছে তাকে যদি এক ধর্মী জিনিস থেকে ব্যতিক্রম ধরতে হয় তাহলে, বলতে হয়, জিন ছিল অন্য এক ধরনের ফেরেশতা। ফলে, ব্যাকরণগত আর কোন সমস্যা থাকছে না।[১] ইবনু আব্বাস বলতেন, ইবলিশ ফেরেশতা না হলে, আদমকে সাজদা করার জন্য তাকে বলা হত না।[২] আরেক দল আলেমের মতে হল, ইবলিশ ফেরেশতা ছিল না[৩] ইবনে জারীর ও আবুশ শেখ হাসান বসরী থেকে বর্ণনা করেছেন, ইবলিশ এক মুহূর্তের জন্যও ফেরেশতা ছিল না। বরং সে হচ্ছে, জিনের আদি পিতা বা প্রথম পুরুষ। যেমন আদম (আঃ) মানুষের আদি পিতা ও প্রথম মানুষ।

ইবনু জরীর ও ইবনু আবু হাতেম শাহর বিন হাওশাব থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ ইবলিশ ছিল জিন, যাকে ফেরেশতারা তাড়িয়ে দিয়েছিল। অন্য কিছু ফেরেশতা তাকে আটক করে আসমানে নিয়ে যায়। আর সেখানেই আদমকে সাজদার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়।

ইবনু জরীর ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, ইবলিশকে ইবলিশ নামকরণের কারণ হল, 'আবলাসা' অর্থ বঞ্চিত হওয়া। অর্থাৎ তাকে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

শয়তান শব্দের মূল হল شطن। অর্থ দূরে অবস্থান করা। অর্থাৎ সে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে অবস্থান করে। মোটকথা, ইবলিশ শয়তান সকল কল্যাণ, সওয়াব ও রহমত থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

শয়তানের অনুসারীদেরও একই অবস্থা। তারাও সকল কল্যাণ ও রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। মানুষের গুনাহর কাজকে শয়তানী ওয়াসওয়াসা বলা হয়েছে। তাই মুমিনদের উচিত, শয়তানের অনুসরণ ও অনুকরণ থেকে দূরে থাকা।

ইবলিশের অহঙ্কারের কারণ

ইবনে জরীর বলেছেন, সাহাবা ও তাবেঈনদের মধ্যে ইবলিশের অহঙ্কারের কারণের বিষয়ে মতভেদ আছে। এ বিষয়ে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে কয়েকটি বর্ণনা আছে।

(১) দাহহাক বর্ণনা করেছেন। ইবলিশ যখন যমীনে ফেতনা সৃষ্টিকারী ও আল্লাহর নাফরমান জিনদেরকে হত্যা করল এবং তাদেরকে বিক্ষিপ্ত করে দিল,

১. ঐ
২. ঐ
৩. ঐ

তখন সে মনে মনে গর্ববোধ করল এবং ভাবল, তার এমন মর্যাদা রয়েছে যা আর কারো নেই।

(২) ইবলিশ ছিল আসমানের ফেরেশতা, আসমান এবং আসমান ও জমীনের মাঝের নেতা এবং বেহেশতের কোষাগারের রক্ষক। অধিক ইবাদতের কারণে সে এ মর্যাদা লাভ করেছে। কিন্তু এ মর্যাদার কারণে তার মনে অহঙ্কার এসে যায় এবং নিজেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করতে থাকে। তাই সে আল্লাহর কাছেও নিজ গর্ব প্রকাশ করে বসেছে এবং আদমকে সাজদা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

ইবনে মাসউদসহ আরো কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত। আল্লাহ নিজ পছন্দমত সৃষ্টি শেষে আরশে সমাসীন হন এবং ইবলিশকে দুনিয়ার আসমানের ফেরেশতা নিযুক্ত করেন। ইবলিশ ছিল জিন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। জান্নাতের কোষাগারের রক্ষক হিসেবে জিনের নামকরণ করা হয়েছে। আরবীতে বেহেশতকে জান্নাত বলে। এ দু'শব্দের অর্থাৎ জান্নাত ও জিনের মূল এক ও অভিন্ন। তার অন্তরে এ মর্মে অহঙ্কার জাগে যে, বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছাড়া আল্লাহ আমাকে সকল ফেরেশতার উপর এ মর্যাদা দেননি। তার এ মনোভাব জানতে পেরে আল্লাহ ফেরেশতাদের কাছে মানুষ প্রতিনিধি পাঠানোর প্রস্তাব করেন।

(৩) ইবলিশ হচ্ছে সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট ব্যক্তি যারা আল্লাহর আনুগত্য করতে অস্বীকার করায় আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহ একদলকে সৃষ্টি করে আদমকে সাজদা করার আদেশ দেন। তারা সাজদা করতে অস্বীকার করায় আল্লাহ তাদেরকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে ফেলেন। তারপর তিনি আরেক দলকে সৃষ্টি করে বলেন। আমি মাটি থেকে আদম সৃষ্টি করেছি। তাকে সাজদা কর। তারা সাজদা করতে অস্বীকার করে। আল্লাহ আগুন পাঠিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। তারপর আরেক দলকে সৃষ্টি করে আদমকে সাজদা করার নির্দেশ দেন। তখন তারা সাজদা করতে ইতিবাচক জবাব দেয়। কিন্তু ইবলিশ আদমকে সাজদা করতে অস্বীকারকারী দলের অবশিষ্ট ব্যক্তি ছিল। সে আদমকে সেজদা করেনি। ইবনু কাসীর এ বর্ণনাটিকে গরীব এবং প্রমাণের অযোগ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১]

অন্যদের মতে, ইবলিশ জমীনে বসবাসকারী জিনদের মধ্যেকার অবশিষ্ট ব্যক্তি। জিনেরা জমীনে খুন-খারাবী ও ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর নাফরমানী করে। তখন ফেরেশতারা তাদের সাথে যুদ্ধ করে। শাহর বিন হাওশাব

১. গারায়েব ও আজায়েবুল জিন-কাজী বদরুদ্দিন শিবলী।

বলেন, আল্লাহ ইবলিশ সম্পর্কে বলেছেন ঃ كَانَ مِنَ الْجِنِّ 'সে জিনদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।' ইবলিশ ফেরেশতাগণ কর্তৃক বিতাড়িত ছিল। কিছু ফেরেশতারা পরে তাকে আটক করে আসমানে নিয়ে যায়। সা'দ বিন মাসউদ বলেন, ফেরেশতারা জিনদের সাথে লড়াই করে ইবলিশকে বন্দী করে নিয়ে যায়। তখন ইবলিশ বয়সে ছোট ছিল। সে ফেরেশতাদের সাথে থেকে আল্লাহর ইবাদত করতে থাকে। যখন ফেরেশতাদেরকে আদমকে সাজদা করার নির্দেশ দেয়া হল, ফেরেশতারা আদমকে সাজদা করে, কিন্তু ইবলিশ সাজদা করতে অস্বীকার করে নাফরমানী করে।

জিন হওয়ার কারণেও সে আল্লাহর এ আদেশ অমান্য কিংবা কঠোর ইবাদত ও অধিক জ্ঞানের কারণেও সে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে থাকতে পারে। তাকে দুনিয়ার আসমানের ও জমীনের কর্তৃত্ব এবং জান্নাতের কোষাগারের রক্ষকের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।

আরেক বর্ণনায় এসেছে, আদম ও মানবজাতির আগে পৃথিবীতে জিন সম্প্রদায় বাস করত। আল্লাহ ইবলিশকে বিচারক হিসেবে পৃথিবীতে পাঠান। সে দীর্ঘ ১ হাজার বছর পর্যন্ত ইনসাফ সহকারে বিচার করে। আল্লাহ এ নামে তার নামকরণ করে তার কাছে অহী পাঠান। তখনই তার মধ্যে অহঙ্কার দানা বেঁধে উঠে। তখন সে জিনদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও লড়াই-ঝগড়া লাগায়। দু'হাজার বছর এভাবে লড়াই ঝগড়ার মধ্যে কেটে যায়। এমনকি তাদের যুদ্ধের ঘোড়া তাদের রক্তের মধ্যে চলাচল করতে থাকে। এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ কোরআনে মানব সৃষ্টির ব্যাপারে ফেরেশতাদের বাণী উদ্ধৃত করে বলেন ঃ

اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔

"আপনি কি জমিনে এমন লোক সৃষ্টি করবেন যারা ফেতনা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে ও রক্তপ্রবাহ করবে ?"–তখন আল্লাহ আগুন পাঠান। এ আগুন তাদেরকে জ্বালিয়ে দেয়। ইবলিশ এ শাস্তি দেখে আসমানে চলে যায় এবং ফেরেশতাদের কাছে থেকে গভীর ইবাদতে মনোনিবেশ করে যা আর কোন সৃষ্টি করতে পারে নি। আদম সৃষ্টি পর্যন্ত সে এভাবে গভীর ইবাদত করতে থাকে। কিন্তু আদমকে সাজদার ব্যাপারে সে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে।

ইবনে আব্বাস বলেন, ফেরেশতারা জমীনে জিনদের ফেতনা-ফ্যাসাদ, লড়াই ও রক্তপাত দেখেই মানব সৃষ্টির বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছিল যে, আবার সে লড়াই ও রক্তপাতের দরকার কি ? আমরাই তো আপনার তাসবীহ-তাহলীল ও পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তখন আল্লাহ বলেন, আমি যা জানি, তোমরা তা জান না।

জিন শয়তানের বিভ্রান্তি সম্পর্কে কোরআন

অভিশপ্ত শয়তান মানবজাতিকে বিভ্রান্ত করার শপথ গ্রহণ করেছে। সে মানুষের শরীরের শিরা-উপশিরায় ও রক্তে-মজ্জায় প্রবেশাধিকার লাভ করেছে। আর মানুষকে গোমরাহ করে যাচ্ছে। নিজ অভিশপ্ত হওয়া প্রতিশোধের লক্ষ্যে সে মানবজাতিকেও ধ্বংস করার দৃঢ় শপথ নিয়েছে। আল্লাহ শয়তানের ঐ শপথ ও তৎপরতা সম্পর্কে বলেছেন ঃ

اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اِنٰثًا ج وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا * لَّعَنَهُ اللّٰهُ م وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا * وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ط وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا * يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ـ

"তারা (শিরককারীরা) আল্লাহকে ত্যাগ করে শুধু নারীর উপাসনা করে এবং শুধু অবাধ্য শয়তানের পূজা করে যার প্রতি আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন। শয়তান বলল ঃ আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট অংশগ্রহণ করব, তাদেরকে পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব, তাদেরকে পশুদের কান ছেদ করতে বলব এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব। যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়। সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং আশ্বাস দেয়। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা সব প্রতারণা বৈ নয়।"

(সূরা নেসা-১১৭-১২০)

আল্লাহদ্রোহীদের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে নারী পূজা। শয়তান এ হাতিয়ারসহ মিথ্যা আশ্বাস, পশুদের কান ছেদন এবং আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষকে গোমরাহ করা অগ্নিশপথ গ্রহণ করেছে। এছাড়াও তার আরো অনেক উপায় রয়েছে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতিকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন ঃ

اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ـ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ـ

"নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন, তাকে তোমরা দুশমন হিসেবে গ্রহণ কর।" -(সূরা ফাতের-৬)

আল্লাহ্ যদি আমাদেরকে শয়তানের কারসাজি ও দুশমনী সম্পর্কে না জানাতেন, তাহ্লে আমাদের পক্ষে হয়তো কোনদিন হেদায়েত লাভ করা সম্ভব হত না। দুশমন সম্পর্কে সতর্ক না হওয়া যুক্তিবিরোধী কাজ।

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَابَنِىْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّاتَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ج اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝ وَاَنِ اعْبُدُوْنِىْ ط هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝ وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ۝

"হে বনি আদম! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু এবং আমার ইবাদত কর। এটাই সরল পথ!' শয়তান তোমাদের অনেক দলকে পথভ্রষ্ট করেছে। তবুও কি তোমরা বুঝ না?" -(সূরা ইয়াসিন : ৬০-৬২)

আল্লাহ্ বলেছেন, وَيُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلَالًاۢ بَعِيْدًا

"শয়তান মানুষকে সুদূরপ্রসারী গোমরাহ করতে চায়।" (সূরা নেসা) সে মানুষকে দোজখ পর্যন্ত নিয়ে ছাড়বে।

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطَانُ قَرِيْنًا فَسَاۤءَ قَرِيْنًا

"শয়তানকে সে সাথী বানায়, তা কতই না নিকৃষ্ট সাথী।" (সূরা নেসা) শয়তানকে সাথী বানিয়ে তার বিভ্রান্তি থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে?

আল্লাহ্ আদম সন্তানকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন ঃ

يَابَنِىْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ ـ

"হে আদম সন্তান! শয়তান তোমাদের যেন এমন পরীক্ষায় না ফেলে যেমন করে তোমাদের পিতা-মাতাকে বেহেশত থেকে বের করে দিয়েছিল।"

-(সূরা আরাফ-২৭)

মূলত আমরা অহরহ শয়তানের পরীক্ষার সম্মুখীন। শুধু তাই নয়, হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) শুধুমাত্র শয়তানের একটি প্ররোচনায় একটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। তাদেরকে বেহেশত থেকে দুনিয়ায় বের হয়ে আসতে হল। আর আমরা প্রতিনিয়ত কত পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছি এবং আল্লাহর কত অগণিত আদেশ-নিষেধ লজ্ঘন করে চলেছি!' একটি মাত্র আদেশ লজ্ঘন করে যদি বেহেশত চ্যুত হতে হয়, তাহলে, এত অগণিত আদেশ লজ্ঘন করে আমরা কিভাবে বেহেশতে যাব? আল্লাহ শয়তানের শত্রুতা সম্পর্কে আরো বলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ -

"অনুরূপভাবে আমরা সকল নবীর জন্য মানুষ ও জিন শয়তানকে শত্রু বানিয়েছি।" -(সূরা আল-আন'আম-১১৩)

আর এটা পরিষ্কার যে, শত্রু সর্বদা ক্ষতি সাধন করে থাকে। শয়তানের প্রধান কাজ হল, নাফরমানী ও গুনাহর কাজগুলোকে মানুষের সামনে কৃত্রিমভাবে সুন্দর করে তুলে ধরা। যদিও এর পরিণতি ভয়াবহ। কিন্তু মানুষ পরিণতির কথা চিন্তা করার সুযোগ পায় না। এর আগেই শয়তানের জালে আটকা পড়ে এবং গুনাহ করে বসে। আল্লাহ বলেন ঃ وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ -

"স্মরণ কর, যখন শয়তান মানুষের মন্দ আমলকে সুন্দর করে দেখায়।"
-(সূরা আনফাল-৪৮)

وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

"শয়তান তাদের মন্দ আমলকে সুন্দর করে দেখিয়েছে।" -(সূরা ঃ আল-আনআ'ম)

মূলতঃ মন্দ মন্দই, তা কোনদিন সুন্দর হয় না।

আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ -

"যে ব্যক্তি দয়ালু আল্লাহর স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য শয়তান নিয়োজিত করে দেই, তারপর সে হয় তার সঙ্গী।" (সূরা যুখরুফ-৩৬)

মানুষ আল্লাহর স্মরণ এবং ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে সে একাকী থাকবে না। শয়তান তার সঙ্গী হবে। তাই আল্লাহর স্মরণ ও জিকর থেকে উদাসীন হওয়া সমূহ বিপদের কারণ। শয়তানের সঙ্গদানকারীকে শয়তানের সাথী

ছাড়া আর কি বলা যাবে ? নিঃসন্দেহে শয়তানের ধোঁকাবাজি, হীন ও ঘৃণিত। আল্লাহ্ বলেন ঃ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا ـ

"নিঃসন্দেহে, শয়তানের ষড়যন্ত্র দুর্বল।" (সূরা ঃ নেসা-৭৬)

শয়তানী তৎপরতা বাহ্যিকভাবে জোরদার মনে হলেও আসলে তা দুর্বল। শয়তান কোন মুমিনের বন্ধু হতে পারে না। সে হল কাফেরের বন্ধু। শয়তানের কাজ হল, মুমিনদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন–

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ـ

'শয়তান তোমাদের মধ্যে কেবলমাত্র শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।'

(সূরা আল-মায়েদাহ-৯১)

শয়তান মানুষকে অভাব-অনটনের ভয় দেখায় এবং মন্দ ও অশ্লীল কাজের আদেশ দেয়। সে কিছুতেই কোন মুমিনের কল্যাণকামী হতে পারে না। আল্লাহ বলেন ঃ اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ

"শয়তান তোমাদেরকে অভাব ও দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং তোমাদেরকে অশ্লীল কাজের আদেশ দেয়।" (সূরা বাকারা-২৬৮)

দুনিয়ার সকল অশ্লীল ও বেহায়পনার পেছনে শয়তানের শক্তিশালী হাত রয়েছে। শয়তানের দেখানো প্রাচুর্য আসলেই দারিদ্র্য। এটা মুমিনকে বুঝতে হবে।

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ـ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে ব্যক্তি শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিঃসন্দেহে শয়তান তাকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজের আদশে দেয়।" –(সূরা নূর-২১)

মন্দ ও খারাপ কাজের জন্য কানা-ঘুষা এক বড় হাতিয়ার। আল্লাহ্ এটাকে শয়তানের অস্ত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ *

"কানা-ঘুষা শয়তানের কাজ। মুমিনদেরকে কষ্ট দেয়ার জন্য তা করা হয়। তবে আল্লাহর হুকুম ছাড়া সে তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। মুমিনদের উচিত, আল্লাহর উপর ভরসা করা।" -(সূরা মোজাদালা-১০)

এ আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে, আল্লাহর হুকুম ছাড়া শয়তান কারো ক্ষতি করতে পারে না। তাই মুমিনদেরকে আল্লাহর উপর নির্ভর করতে বলা হয়েছে। আল্লাহর উপর নির্ভরকারী মুমিন শয়তান দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। যার তাওয়াক্কুলের পরিমাণ যতবেশি সে শয়তান দ্বারা তত কম ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আল্লাহ বলেছেন,

اُدْخُلُوا فِى السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ـ

"তোমরা ইসলামে পূর্ণ প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করনা।"
-(সূরা বাকারা-২০৮)

আল্লাহ আরো বলেন ঃ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُوْرًا ـ

"তাদের প্রতি শয়তানের ওয়াদা প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়।"
-(সূরা বনি ইসরাঈল)

আল্লাহ বলেন ঃ

اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّا اِنَاثًا وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيْدًا لَّعَنَهُ اللّٰهُ ـ

"তারা আল্লাহ ব্যতীত নারীদের কাছে প্রার্থনা করে। মূলতঃ তারা বিদ্রোহী। শয়তানের কাছে দোআ করে। তার উপর আল্লাহর অভিশাপ।" -(সূরা নেসা)

শয়তান মানুষকে ভুলায়। ফলে, মানুষ ভুল করে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন করে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ

"যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, তাহলে তা স্মরণ হওয়ার পর তুমি পুনরায় জালেম সম্প্রদায়ের সাথে উঠা-বসা করনা।" -(সূরা আনআম)

তাই একই ভুলের যেন পুনরাবৃত্তি না হয় সেটা দেখা দরকার। শয়তানের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে সময় লাগে না। মুমিনের জোরদার ঈমান ও তাওয়াক্কুলের কাছে সে হেরে যায়। আল্লাহ সূরা ইবরাহীমে বলেছেন ঃ

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ.

"ফয়সালা কার্যকর হবার পর শয়তান বলে ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সাথে সত্য ওয়াদা করেছেন। আমিও তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছি, কিন্তু আমি তা ভঙ্গ করেছি।" আল্লাহর ফয়সালার মোকাবিলা করা শয়তানের সাধ্যাতীত ব্যাপার। সে কারণে তার ঐ ফয়সালা পরিবর্তনের ওয়াদা অর্থহীন।

শয়তানের কাজ হচ্ছে মানুষের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্য উস্কানী দেয়া। এর ফলে, মানব সমাজে বিভিন্ন বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ * إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا.

"নিশ্চয়ই শয়তান তাদের মধ্যে উস্কিয়ে দেয়। নিঃসন্দেহে সে মানুষের প্রকাশ্য দুশমন।" –(সূরা বনি ইসরাঈল)

এ উস্কানীর ফলেই ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি তাঁর ভাইদের বিদ্বেষভাব সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সূরা ইউসুফে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর জবানীতে বর্ণনা করেছেন ঃ

مِنْ بَعْدِ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي.

"আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে শয়তানের উস্কানীর পর।"

সেজন্য আল্লাহ কোরআন মজীদে উস্কানীর চিকিৎসা হিসেবে বলেছেন ঃ

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ.

"যখন শয়তান তোমাকে উস্কায় বা ফুঁসলায়। তখন আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও।" –(সূরা আরাফ-২০০)

শয়তানের উস্কানী ও খোঁচাদান থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হচ্ছে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া। পানাহ চাইলে শয়তান কাবু হয়ে যায়। সে আর মানুষের ক্ষতি করতে পারে না।

আল্লাহ বলেন ঃ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ.

"আমরা একে সকল অভিশপ্ত শয়তান থেকে হেফাজত করেছি।"–(সূরা হিজর)

শয়তান আল্লাহর চিরন্তন নাফরমান। কোরআন মজীদে নিজ বাপ আজরের প্রতি ইবরাহীম (আঃ)-এর জবানীতে উপদেশমূলক এ সত্য বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

يَا اَبَتِ لَاتَعْبُدِ الشَّيْطَانَ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عِصِيًّا .

"হে পিতা! আপনি শয়তানের পূজা করবেন না। নিশ্চয়ই শয়তান দয়াবান আল্লাহর নাফরমান।" (সূরা মরিয়ম)

তিনি আরো বলেন, শয়তানের পূজা মানুষকে শয়তানের বন্ধু বানিয়ে দেয়।

يَا اَبَتِ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا .

"হে পিতা! অবশ্যই আমি ভয় করি যে, দয়াবান আল্লাহর শাস্তি আপনাকে পেয়ে বসবে। তখন আপনি শয়তানের বন্ধুতে পরিণত হবেন।" –(সূরা মরিয়ম)

আল্লাহ সে মানুষের জন্য আফসোস করেন, যারা শয়তানের কুমন্ত্রণায় অজ্ঞের মত বিতর্ক করে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيْدٍ .

"এমন লোকও আছে যারা জ্ঞান বর্জিত উপায়ে আল্লাহর বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয় এবং সকল বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ করে।" (সূরা-হজ্জ)

শয়তানের অনুসরণ– জ্ঞানী লোকের জন্য পরিষ্কার পদস্খলন। এ মর্মে আল্লাহ বলেন ঃ

وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ .

'শয়তান তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখিয়েছি এবং তাদেরকে সঠিক পথ থেকে বাধা দিয়েছে। অথচ তারা ছিল আলোর সন্ধানী।' (সূরা আনকাবুত-)

অর্থাৎ যুক্তিবাদী জ্ঞানী মানুষ ও শয়তানের কারণে সত্যের অনুসন্ধান ও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়। তাই দেখা যায়, বহু জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিরাও বিভ্রান্ত।

আল্লাহ শয়তানের ভয়-ভীতিকে তোয়াক্কা না করার জন্য মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন ঃ

اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهُ فَلاَ تَخَافُوْهُمْ ـ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ـ

"এরা যে রয়েছে, এরাই হল শয়তান, এরা নিজেদের বন্ধুদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না। আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তবে আমাকে ভয় কর।" (সূরা আল-এমরান-১৭৫)

আল্লাহ শয়তানের গোমরাহী ও অপকর্ম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তাই তিনি মুমিনদেরকে আল্লাহর বিধান ও আদেশ-নিষেধ মেনে চলার হুকুম করেছেন। এতে করেই তারা শয়তানের বেড়াজাল থেকে মুক্তি পাবে। আল্লাহ বলেন ঃ

فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ

"যখন তোমাদের প্রতি আমার হেদায়েত আসবে এবং যে তা অনুসরণ করবে, তাদের না কোন ভয় আছে, আর না তারা পেরেশান হবে।"

–(সূরা বাকারা-৩৮)

তারপরও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কিছু কিছু শয়তানী নিদর্শন উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ـ

"নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক তীরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কাজ।" –(সূরা মায়েদাহ-৯০)

আল্লাহ অপচয়কেও শয়তানের কাজ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন–

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْآ اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ ـ

"নিঃসন্দেহে অপচয়কারী শয়তানের ভাই।" (সূরা বনি ইসরাঈল-২৭)

আল্লাহ শয়তানের গোমরাহী ও ক্ষতিসাধন থেকে বাঁচার জন্য আমাদেরকে তার কাছে আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন ঃ وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ

"বলুন ঃ হে আমার পালনকর্তা! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।" (সূরা মুমিনূন-৯৭)

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ

"তুমি যখন কুরআন পড়, তখন শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।"
-(সূরা নহল)

আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে মুক্তির জন্য সর্বদা পানাহ্ চাওয়া মুমিনের জন্য জরুরী।

আল্লাহ শয়তানের অনুসারীকে শয়তানের দল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বিপরীত দিকে, তিনি নিজের অনুসারীদেরকে আল্লাহর দল হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহর দলভুক্ত হওয়াই কল্যাণকর ও যুক্তিসঙ্গত।

এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন ঃ

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَاَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ط اُولٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ط اَلَاۤ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ ـ

"শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নিয়েছে, অতঃপর আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত।"
-(সূরা মোজাদালা-১৯)

একই সূরার ২২নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ "যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, ভাই অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ্ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।"

اُولٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ـ اَلَاۤ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ

"তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।"

শয়তানের অনুসারীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِيْنُ - تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ * يُلْقُوْنَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كَاذِبُوْنَ -

"আমি কি তোমাদেরকে, যাদের কাছে শয়তান অবতীর্ণ হয় তাদের সম্পর্কে বলব না? শয়তান সকল মিথ্যুক-পাপীর কাছে অবতীর্ণ হয়, তাদের কাছে কান কথা বলে এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যুক।"

এ আয়াতের প্রেক্ষিতে ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, শয়তানের অনুসারীদের মধ্যে মিথ্যা হচ্ছে প্রধান উপাদান। তারা শরীয়তের পরিপন্থী লোক। তারা গুনাহ ও প্রতারনার মধ্যে ডুবে আছে। তারা যে পরিমাণ আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ থেকে দূরে অবস্থান করছে, সে পরিমাণেই গুনাহ করছে। গোমরাহী, শিরক, বেদআত, অজ্ঞতা ও কুফরীই হচ্ছে এ সকল কাজের মূল। যেখানে কুফরী, ফাসেকী, নাফরমানী ও খোদাদ্রোহীতা বিদ্যমান সেখানে শয়তানের রকমারি তৎপরতার পরিমাণও অনেক বেশি। কিন্তু এর মোকাবিলায় যেখানে ঈমান, তাওহীদ ও সত্যের আলো শক্তিশালী, সেখানে শয়তানী তৎপরতা দুর্বল। যেমন, যে মোশরেকগণ মুসলমান হয়নি তাদের সমাজে শিরক ও নাফরমানী সর্বাধিক। পক্ষান্তরে, ইসলামে প্রবেশকারীদের মধ্যে যদি তাওহীদ ও আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য কম হয় তাহলে, সে পরিমাণ নাফরমানী তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে। মোটকথা, শয়তানের অনুসরণ করা না করা হচ্ছে, ব্যক্তির এখতিয়ার। এই এখতিয়ারের কঠিন হিসেব নেয়া হবে।

হাদীসের আলোকে শয়তানী ওয়াসওয়াসার ধরন ও প্রকৃতি

শয়তানী, গোমরাহীর নমুনা অগণিত। আমরা এখানে কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করব। শয়তান প্রতিটি মুহূর্তে আদম সন্তানকে গোমরাহ করার কাজে ব্যস্ত। ঈমান-আকীদায় বিভ্রান্তসহ আমল-আখলাকে ব্যাপক বিকৃতি ঘটায়। আল্লাহর সাথে শিরক করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে এবং গায়রুল্লাহকে সাজদা করা, বুজুর্গ ব্যক্তির কাছে কোন নিয়ত ও মকসুদ পূরণের জন্য প্রার্থনা করা, আল্লাহর কাছে চাওয়ার জন্য কোন জীবিত কিংবা মৃতকে উসিলা বানানো, কোন মানুষ, প্রাণী, গাছ, পাহাড় ও অন্য কিছুর পুজা করার জন্য উৎসাহিত করে। এগুলো সবই শিরক।

১. কবরভিত্তিক গোমরাহী ঃ কবরকে কেন্দ্র করে শয়তানের তৎপরতা বহুমুখী। কবর থেকে মৃত ব্যক্তির কথা বলা, কবর যেয়ারতকারীদের সাথে মৃতের সাক্ষাত কিংবা অন্য কোন ইশারা-ইঙ্গিত লাভ ইত্যাদি। এগুলো আদৌ

সত্য নয়। শয়তান কবরের মৃত ও বুজুর্গ ব্যক্তিদের রূপ ধারণ করে জীবিতদের সামনে হাজির হয়, তাদের সাথে কথা বলে, তাদেরকে কবরের গায়েবী কথা-বার্তার নামে মিথ্যা কথা শুনায় এবং বিশেষ কোন নসীহত করে। এতে যেয়ারতকারীর আনন্দের শেষ নেই। সে নিজেকে বুজুর্গ এবং আল্লাহর অলী হিসেবে এটাকে বিরাট কারামত ও অলৌকিক কাজ মনে করে। অথচ এগুলো হচ্ছে শিরক।

নজর-মান্নত নাজায়েয নয়, যদি তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ও তাঁর নামে হয়। তবে তা ইসলামের আকাঙ্খিত বিষয়ও নয়। ইসলাম বলে, নজর-মান্নত দ্বারা ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয় না। বরং এর দ্বারা কৃপণের পকেট থেকে কিছু অর্থ বের হয়। কিন্তু সে মান্নত যদি কোন ব্যক্তি, মাজার ও মৃতের জন্য হয়, তাহলে সেটা হারাম। দুঃখের বিষয়, আমাদের সমাজের বেশির ভাগ নজর-মান্নত খানকাহ, মাজার, মৃত ব্যক্তি ও নেক বেশধারী লোকের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। আর সে নজর-মান্নতের সুফলের দায়িত্ব নেয় শয়তান। সন্তানের জন্য, ব্যবসায় উন্নতির জন্য, ফসল বৃদ্ধির জন্য, ফল রক্ষার জন্য ও পশুর বাচ্চা প্রসব এবং মানুষের রোগমুক্তিসহ সকল মকসুদ পূরণের দায়িত্ব শয়তান পালন করে। সে অনুসারীদেরকে এ হারাম কাজের দিকে আকৃষ্ট করে এবং তাদেরকে বুঝায় যে, মকসুদ পূরণের এটাই উপযুক্ত পন্থা। মকসুদ পূরণ হয় বলে মানুষ ঈমান-আকীদার কথা মোটেও চিন্তা করে না। একজনের কাছে শুনে অন্যজন ঐদিকে ঝুঁকে পড়ে। যেমন, ইঁদুর থেকে ফল ও ফসল রক্ষা, মায়ের পেট পাহারা দিয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতির অনুপ্রবেশ রোধ করে সন্তান ধারণ, ব্যবসার ক্ষতিকর স্থানে পাহারা দিয়ে ব্যবসায়ীকে লোকসান থেকে রক্ষা এবং রোগমুক্তির জন্য শুভাকাঙ্খীর বেশে মান্নতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকল্প চিকিৎসার আয়োজন করে। এজন্য শয়তান সাফল্যের গর্ব করে। পক্ষান্তরে, স্বার্থবাদী মানুষ পরকালের বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে দুনিয়ার স্বল্পমেয়াদী সংকীর্ণ স্বার্থের গোলক ধাঁধায় ঘুরপাক খায়। ধ্বংস হয় তার ঈমান-আকীদা।

ঈমান-আকীদার স্থান হচ্ছে অন্তর। শয়তান সে অন্তরেও হানা দেয়। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنْ اِبْنِ اٰدَمَ فِي الْعُرُوْقِ مَجْرَى الدَّمِ حَتّٰى
اِنَّهٗ يَاْتِىْ اَحَدَكُمْ وَهُوَ فِى الصَّلَاةِ فَيَنْفُخُ فِىْ دُبُرِهٖ وَيَبِلُّ اِحْلِيْلَهٗ
ثُمَّ يَقُوْلُ : قَدْ اَحْدَثْتَ فَلَا يَنْصَرِفَنَّ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَجِدَ رِيْحًا
اَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ بَلَلًا ـ

'নিশ্চয়ই শয়তান আদম সন্তানের ধমনী ও শিরা-উপশিরায় দৌড়াদৌড়ি করে। এমনকি তোমাদের কারো নামাজ পড়া অবস্থায় পশ্চাদ্বারে ফুঁ দেয় এবং প্রস্রাব যন্ত্রের মুখ ভিজিয়ে দিয়ে বলে ঃ আমি অজু ভেঙ্গে দিয়েছি। এমতাবস্থায় তোমরা বায়ুর দুর্গন্ধ কিংবা শব্দ পাওয়ার আগ পর্যন্ত অথবা পেশাব যন্ত্রের মুখ বরাবর কাপড় ভেজা না দেখলে নামাজ ছেড়ে দেবে না।[১]

এ হাদীসের বক্তব্য হল, শয়তান নামাজ নষ্ট করার জন্য এ সকল কাজ করে। পক্ষান্তরে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতিকার বাতলিয়ে দিয়েছেন যে, নামাজে এ জাতীয় সন্দেহ সৃষ্টি শয়তানের কাজ। শয়তানকে এ সুযোগ দেয়া যাবে না। তাই নিশ্চত না হয়ে নামাজ ছাড়া যাবে না।

এ হাদীস দ্বারা আরো বুঝা যায় যে, শয়তান হচ্ছে আত্মসর্বস্ব। শারীরিক সত্ত্বা নয়। সে মানবদেহে রক্তের ধমনী ও শিরা-উপশিরায় চলাচল করে। এই পথে সে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে। সে অন্তরে নানারকম কুমন্ত্রণা ও ওয়াসওয়াসা এবং বিভিন্ন প্রকার কল্পনার জন্ম দেয়। আল্লাহ বলেছেন ঃ

اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ـ

"শয়তান মানুষের অন্তরে ওয়াসওয়াসা দেয়।" (সূরা নাস) এটা মারাত্মক বিষয়।

কারো কারো মতে, তা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শয়তানের অধিক কুমন্ত্রণার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যেন সে রক্ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। সর্বদা মানুষের সাথে লেগেই আছে এবং ধমনীতে চলাফেরা করছে। এজন্য হৃদয় ও অন্তরকে বিশুদ্ধ ও পুত-পবিত্র রাখা অত্যন্ত জরুরী। তা অপবিত্র হলে পুরো শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খারাপ কাজের মাধ্যমে অপবিত্র হয়ে যাবে। এজন্য মহানবী (সঃ) বলেছেন ঃ

اَلَا وَاِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ ـ

"সাবধান, শরীরের মধ্যে এক টুকরা গোশ্‌ত এমন আছে যা ঠিক ও সংশোধিত হলে, গোটা শরীর ঠিক ও সংশোধিত থাকে এবং তা খারাপ হলে, গোটা শরীর খারাপ হয়ে যায়। সাবধান, সেটি হচ্ছে হৃদয়।" (বোখারী, মুসলিম)

শয়তানের এ অবাধ বিচরণ থেকে কোন মানুষই মুক্ত নয়। মহানবী (সঃ) বলেছেন, একমাত্র মহান আল্লাহ আমাকে তার হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

১. মোসান্নাফ-আব্দুর রাজ্জাক।

নচেত, সেও আমার ধমনীতে চলাচল করত এবং ওয়াসওয়াসা দিত। আল্লাহর বিশেষ হেফাজতের কারণে শয়তান মহানবী (সঃ)-এর ধমনীতে চলাচল করতে পারে না।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, হৃদযন্ত্রের কাজ হল, ধমনীর মাধ্যমে সারা শরীরে রক্ত সরবরাহ করা এবং সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সচল রাখা। হৃদযন্ত্রের এ কাজ বন্ধ হলে হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে মানুষ মারা যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞান হৃদযন্ত্রের আর কোন ভূমিকা ও তৎপরতার কথা বলে না। অথচ, উল্লেখিত হাদীসে একে নেক ও পাপের উৎস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। শয়তান ঐ দৈহিক প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, হাত-পা ও লজ্জাস্থানের মাধ্যমে গুনাহর কাজ করায়।

যারা কাফের, তাদের মন-মগজ ও চিন্তা-ভাবনা শয়তানের প্ররোচনা দ্বারা প্রভাবিত। তাই তারা কুফরী ও শিরকে লিপ্ত। শয়তান তাদের নিয়ন্ত্রণকারী। সকল বাতিল মত ও পথ এবং সকল মানব রচিত মতাদর্শ ও জীবন ব্যবস্থা আল্লাহর দ্বীনের সাথে সংঘর্ষমুখর। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ يَبْتَغِىْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ـ

"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন মতাদর্শকে দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না।"

তিনি আরো বলেন, اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ـ

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত দ্বীন হচ্ছে ইসলাম।"

শয়তান যদিও হৃদয়ে ওয়াসওয়াসা দেয়, কিন্তু এর মূল মালিক হলেন আল্লাহ। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি সাহায্য করেন। মহানবী (সঃ) বলেছেন, বান্দার অন্তর আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মধ্যে। তিনি যে দিকে ইচ্ছা সে দিকে এটাকে ঘুরিয়ে দিতে পারেন। তাই মহানবী (সঃ) আল্লাহর কাছে দোআ করতেন ঃ

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ قَلِّبْ قُلُوْبَنَا عَلَى دِيْنِكَ، يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ ـ

"হে অন্তরের পরিবর্তনকারী! আমাদের অন্তরকে তোমার দ্বীনের দিকে ঘুরিয়ে দাও ; হে অন্তরের গতি নিয়ন্ত্রণকারী! আমাদের হৃদয়কে তোমার ইবাদত ও আনুগত্যের অনুসারী করে দাও।"

তিনি এ দোআও করেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ قَلْبٍ لَايَخْشَعُ وَمِنْ عَيْنٍ لَاتَدْمَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَايُسْمَعُ۔

"হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে পানাহ চাই সে অন্তর থেকে যে অন্তর বিনয়ী নয়, যে চোখ অশ্রু প্রবাহিত করে না এবং যে দোআ কবুল হয় না।"

আল্লাহ শয়তানের উপর সত্যিকার মুমিনের বিজয়ের নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছেন,

اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ٭ اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ۔

"নিশ্চয়ই শয়তানের আধিপত্য চলে না তাদের উপর যারা ঈমান এনেছে এবং আপন রবের উপর ভরসা করে। তার আধিপত্য তো তাদের উপরই চলে, যারা তাকে বন্ধু মনে করে এবং যারা তাকে অংশীদার মানে।" (সূরা নাহল : ৯৯-১০০)

মজবুত মুমিনকে শয়তান ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না। দুর্বলদের ক্ষতি করতে পারে। তখন আল্লাহ্ বান্দার অন্তরে নেক কাজের আড়াল হয়ে যান। তিনি বলেন–

وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ۔

"জেনে রাখ, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে আড়াল হয়ে যান।"

(সূরা আনফাল-২৪)

শয়তান হিতাকাঙ্খী ও উপদেশদানকারীর বেশে এসে ওয়াসওয়াসা দেয়। শয়তান বেহেশতে হযরত আদম ও হাওয়াকে এই বলে ওয়াসওয়াসা দিয়েছে যে,

وَقَاسَمَهُمَا اِنِّىْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ

"সে তাদের দু'জনকে শপথ করে বলেছে, আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্খী।" (সূরা আরাফ-২১)

সে আরো বলেছে ঃ

هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّايَبْلٰى۔

"আমি কি তোমাকে চিরস্থায়ী জীবন ও রাজত্বের নিশ্চয়তা দানকারী গাছের সন্ধান দেব যা কোন দিন ধ্বংস হবে না?" (সূরা ত্বোহা-১২০)

শয়তান ওয়াসওয়াসা দেয় সত্য, কিন্তু কাউকে পাপকাজে বাধ্য করতে পারে না। বরং মানুষ পাপ কাজ করা– না করার বিষয়ে স্বাধীন। কেয়ামতের দিন উল্টো শয়তান মানুষকে লক্ষ্য করে বলবে ঃ

وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ج فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْا اَنْفُسَكُمْ ط مَا اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ـ

"তোমাদের উপর তো আমার কোন ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছি, তারপর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছ। সুতরাং তোমরা আমাকে তিরস্কার করো না এবং নিজেদেরকেই ভর্ৎসনা কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী নও।' (সূরা ইবরাহীম-২২)

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, শয়তান কাউকে পাপকাজে বাধ্য করার ক্ষমতা রাখে না। সে শুধু কুমন্ত্রণা দেয়।

২. ইবাদতভিত্তিক গোমরাহী ঃ

মানুষ ও জিন সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর ইবাদত করা। আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ ـ

"আমি জিন এবং মানুষকে কেবলমাত্র আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি।"

যদি মানুষ সৃষ্টির মূল লক্ষ্য এ ইবাদতকে নষ্ট করা যায়, তাতেই শয়তানের সাফল্য। এ কারণেই শয়তান মানুষের ইবাদতের পেছনে লাগা থাকে। নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, জিকর, তাসবীহ-তাহলীল ও নফল ইবাদতগুলোকে নস্যাত করার জন্য সে সর্বদা সচেষ্ট।

শয়তান ঈমানদার লোকদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য মৃত ব্যক্তি কিংবা বুজুর্গ ব্যক্তির বেশ ধারণ করে হাজির হয় এবং লোকদেরকে শরীয়ত বিরোধী হুকুম দেয়। লোকেরা মনে করে, তারা শরীয়তের বিশেষ একটি স্তরে পৌঁছে গেছে। তাই কবরের নেক ও বুজুর্গ ব্যক্তিরা তাদের সামনে হাজির হয়েছে। এজন্য সাধারণ মানুষের জন্য যে শরীয়ত, এটা তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। এমন কি, কোন অনুসারীও যদি তাকে অনুসরণ করে তাহলেও সাফল্য লাভে কোন ব্যাঘাত ঘটবে না। ইমাম ইবনে তাইমিয়া তাঁর 'মাজমুউল ফাতাওয়া' গ্রন্থে লিখেছেন,

"শয়তান বহু আবেদ ও নেক মানুষকে কা'বা শরীফ ও তার চারদিকে তওয়াফ করতে দেখায়। বহু ইবাদতকারীকে এও দেখায় যে, বিরাট এক সিংহাসন, তাতে রয়েছে এক বিশাল মহান ছবি। অনেক লোক তাতে উঠানামা করছে। সে এগুলোকে ফেরেশতা, ছবিকে আল্লাহ এবং সিংহাসনকে আল্লাহর আরশ মনে করছে, অথচ, এগুলো সবই শয়তান। বহু লোকের সাথে এরূপ দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। অথচ, আল্লাহ ও ফেরেশতার কোন রূপ বা আকৃতি নেই। তাঁরা নিরাকার।

যারা এ সকল কাজ-কর্মকে শয়তানী কাজ এবং এ জাতীয় নাটকের অভিনেতাদেরকে শয়তান হিসেবে বুঝতে পেরেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্ব হলেন, শেখ আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ)। তিনি ছিলেন বিরাট আলেমে দীন এবং অত্যন্ত নেক ও বুজুর্গ লোক। ঈমানের মজবুতি ও দীনী এলেম-জ্ঞানের কারণে তিনি শয়তান থেকে রক্ষা পেয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে এক প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে। তিনি বলেন, আমি একবার ইবাদতে মশগুল ছিলাম। তখন একটি মহান আরশ বা সিংহাসন দেখি। তাতে রয়েছে নূর। নূরটি আমাকে বলল ঃ 'হে আব্দুল কাদের! আমি তোমার প্রতিপালক। আমি অন্যদের জন্য যা হারাম করেছি, তা তোমার জন্য হালাল করলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ', 'তুমি কি সেই আল্লাহ যিনি ছাড়া আর অন্য কোন মাবুদ নেই? হে আল্লাহর দুশমন! দূর হও।' তখন সে নূর তাসের ঘরের মত খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল এবং অন্ধকার নেমে আসল। অন্ধকার থেকে একটি আওয়াজ আসল, হে আব্দুল কাদের! তুমি তোমার ঈমান, এলেম ও দ্বীন সম্পর্কিত বুঝ-জ্ঞানের কারণে আজকে রক্ষা পেলে। আমি ইতিপূর্বে এ ঘটনার মাধ্যমে ৭০ জন বুজুর্গকে গোমরাহ করেছি। শেখ আব্দুল কাদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি কিভাবে জানলেন, সে শয়তান ছিল? তিনি উত্তরে বলেন ঃ তার একথা দ্বারা বুঝতে পেরিছি 'অন্যদের জন্য যা হারাম করেছি, আপনার জন্য তা হালাল করলাম।' আমি জানি যে, হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর শরীয়ত বাতিল কিংবা পরিবর্তিত হবে না। সে বলেছে, 'আমি তোমার প্রতিপালক। কিন্তু তার একথা বলার শক্তি নেই যে, 'আমি ঐ আল্লাহ যিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই।' আল্লাহ তাকে একথার বলার শক্তি দেন নি।

৩. গায়েব বিষয়ক গোমরাহী ঃ

ইমাম ইবনে তাইমিয়া আরো বলেছেন ঃ 'যারা মনে করে যে জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহকে দেখা সম্ভব তারাও এ দলের অন্তর্ভুক্ত। নিজেদের দেখাটাই তাদের বড় প্রমাণ। এটাকে তারা সত্য মনে করে। অথচ, তারা বুঝে না যে এটা আসলে শয়তান।

বহু মুর্খ ইবাদতকারীর ধারণা, আল্লাহকে দুনিয়ায় দেখা সম্ভব। কেননা, তারা অনেকেই নিজেদের ধারণা অনুযায়ী আল্লাহকে জাগ্রত অবস্থায় দেখেছে। অথচ, তা ছিল শয়তান। কেননা, কোরআনে এসেছে, আল্লাহকে দুনিয়ায় দেখা সম্ভব নয়। এছাড়াও তাদের অনেকেই কোন নবী কিংবা বুজুর্গ অথবা খিযির (আঃ)-কে দেখেছে বলে ধারণা করে। অথচ সেটাও ছিল শয়তানের কারসাজি।

মহানবী (সঃ)-কে স্বপ্নে দেখা সত্য ঘটনা। তবে শর্ত হল, মহানবী (সঃ)-এর আকৃতির সাথে স্বপ্নের সামঞ্জস্য থাকতে হবে। যদি সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তাহলে, তা শয়তানের প্রতারণা। শয়তান মহানবীর বেশ ধরতে পারবে না। কিন্তু অন্য কারো বেশ ধরে বলতে পারে যে, আমিই মহানবী।' যদি তা না হয়, তাহলে মহানবীর আকৃতি কি অগণিত ? অগণিত মানুষ তাঁকে অগণিত আকৃতিতে কিভাবে দেখতে পারে ? হাদীসের কিতাবে মহানবীর আকৃতির বর্ণনা স্বপ্নের আকৃতিকে কিতাবের আকৃতির সাথে মিলালেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

মহানবীকে স্বপ্নে দেখা সত্য হলেও জাগ্রত অবস্থায় দেখা কিছুতেই সত্য হতে পারে না। যারা মৃত্যুবরণ করেছে তারা কখনো আবার জীবিত হতে পারে না।

অনেকে জাগ্রত অবস্থায় বিভিন্ন নেক ও বুজুর্গ লোকের হাত দেখে এবং তাদের সাথে হাত মিলায়। এটাও তেমনি শয়তানী নাটক। মৃত লোক জীবিত হতে পারে না। তাই এদের হাত দেখা ও হাত মিলানোর কোন প্রশ্নই উঠে না। আল্লাহ সকল প্রাণের জন্য মৃত্যু অবধারিত করে রেখেছেন। তিনি বলেন ঃ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ "সকল মানুষ মরণশীল।" তাদেরকে কেবল হাশরের দিন পুনর্জীবিত করা হবে। দুনিয়ায় আর পুনর্জীবনের কোন সম্ভাবনা নেই। তাই এ হাতগুলোও অবশ্যই শয়তানের হাত। এক পর্যায়ে এগুলো থেকেই শরীয়ত বিরোধী বিশেষ নির্দেশ আসবে। আর সে মনে করবে, এটা তার বিশেষত্ব যে, গায়েব থেকে তাকে নির্দেশ দেয়া হয়। এরকম অবস্থার শিকার বহু পীর-ফকীর। যাদের অনুসারীর সংখ্যা মোটেই কম নয়। তাদের ঈমান ধ্বংসের জন্য শয়তানের এ খেলা খুবই চিত্তাকর্ষক ও জমজমাট।

শেখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন ঃ 'অনেক লোক এ সকল শয়তানী নাটকের নায়কদেরকে ফেরেশতা হিসেবে গণ্য করে।' অথচ, কোরআন ও হাদীস পাঠ করলে বুঝা যায় যে, ফেরেশতাদের কাজ তা নয়। আল্লাহ বিভিন্ন ফেরেশতাকে বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করেছেন। তারা প্রতিনিয়ত নিজ নিজ কাজে রত। এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর আদেশ অমান্য করার কোন সুযোগ নেই। তাই তাদের পক্ষে এ সকল অতিরিক্ত কাজ করার সুযোগ কোথায় ?

৪. বেদআতভিত্তিক গোমরাহী ঃ

বেদআতপন্থীরা সবচাইতে বড় গোমরাহ। তারা দ্বীনের মধ্যে এমন সব জিনিস যোগ করে যা এ দ্বীনের অংশ নয়। এ বিষয়ে ভারতবর্ষে হাদীসশাস্ত্র আনয়নকারী ও প্রচলনকারী শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেসে দেহলবীর একটা ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন বড় ধরনের আলেম ও বুজুর্গ। তিনি কোরআন ও হাদীসের যথার্থ অনুসারী ছিলেন। তিনি প্রতি রাতে স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখতেন এবং তিনি সহ তাঁর সাহাবী সমভিব্যাহারে সময় কাটাতেন। একথা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। তখন দিল্লীতে এক বেদআতী দরবেশের আবির্ভাব ঘটে। সে অনৈসলামী কাজ করে ও মদপান করে। সে অনুসারীদেরকে মদপানসহ গুনাহর কাজের আদেশ করে। শেখ আব্দুল হক তাকে দ্বীনের সঠিক দাওয়াত দেন এবং ভণ্ডামী বন্ধের আহ্বান জানান। কিন্তু সে উত্তরে বলে ঃ আব্দুল হক, মদ পান কর, নচেত, যেয়ারত হবে না। তিনি ফকীরের মন্দ আহ্বান ত্যাগ করে ফিরে আসেন। কিন্তু আজ রাতে রাসূলুল্লাহর সাথে স্বপ্নে তাঁর সাক্ষাত হয়নি। কেননা, সে ভণ্ড দরবেশ লাঠি নিয়ে পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং তাঁকে সামনে অগ্রসর হতে দেয় নি। তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং তিনি অত্যন্ত পেরেশান হন। তিনি পরের দিন আবার দরবেশের কাছে যান এবং তাকে গুনাহ ও বেদআতী কাজ বাদ দিয়ে সঠিক দ্বীন গ্রহণের আহ্বান জানান। কিন্তু আজও তার একই প্রস্তাব। আর তাহল, মদ পান না করলে যেয়ারত হবে না। তিনি আজও তাকে দ্বীনের সঠিক দাওয়াত দিয়ে ফিরে আসেন। কিন্তু আজকে রাতও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। সেই দরবেশ লাঠি হাতে রাস্তায় তাঁকে বাধা দিচ্ছে এবং তিনি আজও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাক্ষাত লাভ করতে ব্যর্থ হন। পেরেশান অবস্থায় রাত কাটানোর পর তিনি পরের দিন আবার দরবেশের কাছে গিয়ে তাকে আগের দাওয়াতের পুনরাবৃত্তি করেন। পক্ষান্তরে দরবেশও তার একই আহ্বানের পুনরাবৃত্তি করে। তিনি স্বপ্নে জানতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সাথীদেরকে জিজ্ঞেস করছেন, আব্দুল হকের কি হল ? আজ ২ দিন পর্যন্ত সে আমার দরবারে অনুপস্থিত কেন ? তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সেই বেদআতী দরবেশের সাথে আব্দুল হকের ঘটনা জানানো হয়। তিনি ঘটনা শুনে দরবেশকে লক্ষ্য করে বলেন, হে কুকুর ! রাস্তা ছেড়ে দে। দরবেশ কুকুরের বেশ ধারণ করে রাস্তা থেকে সরে যায়। শেখ আব্দুল হক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-সহ তাঁর সাহাবীদের সাথে সাক্ষাত করেন। রাত শেষ হলে তিনি পরের দিন দরবেশের কাছে যান। কিন্তু দরবেশ ঘরে নেই। তিনি জিজ্ঞেস করেন যে, দরবেশ কোথায়? মুরীদেরা বলে হুজুরতো ঘরেই ছিল। তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, আমি আসার আগে কি ঘর থেকে একটি কুকুর বেরিয়ে গেছে ? তারা বলল, 'হাঁ।' তিনি

বলেন, এটাই ছিল তোমাদের দরবেশ। এ ঘটনা থেকে আমরা শিরক-বিদআতের মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করতে পারি।

আমাদের সমাজে ইবাদতের চাইতে বেদআতের পরিমাণ কম নয়। প্রায় সমান সমান। আব্দুল হক মোহাদ্দেসে দেহলবীর ঘটনা আমাদের চোখ খোলার জন্য যথেষ্ট। বেদআতী পীর-ফকীর ও ভণ্ড লোক কিংবা বেদআতী দল ও গোষ্ঠীর যত অলৌকিকতাই থাকুক, তারা যে শয়তানের চেলা, তাতে কোন সন্দেহ থাকা উচিত না। আপাততঃ দৃষ্টিতে কিংবা বাহ্যিকভাবে, বেদআতীর শৌর্য-বীর্য, শক্তি, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং তার কাছে নগদ লাভের সম্ভাবনা সত্ত্বেও তার কাজকে মন্দ ও ইসলাম বিরোধী ভাবতে হবে। এমনকি তার অনুসারী যত বেশিই হোক না কেন এবং সমাজে তার জয়-জয়াকার যত প্রসারই লাভ করুক না কেন, কোরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে তা বেদআত বিধায় তার থেকে দূরে থাকতে হবে এবং এগুলোর নিন্দা করতে হবে।

অনেক বেদআতীর অলৌকিক কাজ তাৎক্ষণিক প্রকাশ পায়। সে ফুঁ দিলে কিংবা স্পর্শ করলেই হয়তো রোগ দূর হয়ে যাচ্ছে, সান্নিধ্য দেয়ার কারণে হয়তো বিপদ শেষ হয়ে গেছে। কারো জন্য হাত উঠানোর সাথে সাথে তার মকসুদ পূরণ হয়ে যাচ্ছে। কেউ হয়তো বেদআতীর কাছে যাওয়া মাত্রই হারানো জিনিস বা চোরাই ও ছিনতাইকৃত জিনিসের সন্ধান পেয়ে যাচ্ছে অথবা গাছের ফল পঁচা বন্ধ হয়েছে এবং ইঁদুরের উপদ্রব শেষ হয়েছে, ফসলের পোকা দূর হয়ে গেছে, খরা ও অনাবৃষ্টির অবসান হয়েছে, বন্ধ্যা স্ত্রী সন্তান লাভ করছে, ব্যবসায়ীর লাভ বেশি হচ্ছে, বেকার চাকরি লাভ করেছে ইত্যাদি। এগুলো সবই বেদআতীর প্রতি শয়তানের সাহায্য-সহযোগিতার ফলে হচ্ছে। মানুষের ঈমান নষ্ট করার লক্ষ্যে বেদআতীর প্রতি মানুষের ভক্তি সৃষ্টির জন্য শয়তান তা আঞ্জাম দিচ্ছে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন ঃ 'শয়তান শিরক, গুনাহ্ ও অন্যায়কারীদেরকে পসন্দ করে। এজন্য সে তাদেরকে কোন কোন সময় গায়েবী কিছু কথা শুনায়। যাতে করে তারা নিজেকে খুবই বুজুর্গ মনে করতে পারে। কেননা, গায়েবী জানা সাধারণ লোকের ব্যাপার নয়, বরং বিশেষ লোকের বিষয়। কোন সময় অন্যায়কারী ব্যক্তি কারো ক্ষতি কিংবা কাউকে হত্যা করতে চায় অথবা কারো রোগ কামনা করে তখন শয়তান তা বাস্তবায়িত করে দেয়। এতে করে সে নিজেকে ক্ষতি ও কল্যাণের হোতা বলে অহমিকা বোধ করতে থাকে। কোন সময় সে পাপী ব্যক্তির লক্ষ্যবস্তু হাজির করে দেয়। কোন সময় শয়তান অন্য মানুষের অর্থ-সম্পদ-খাদ্য ও কাপড় চুরি করে তার খেদমতে হাজির করে। তখন তারা এটাকে বুজুর্গ ব্যক্তি হিসেবে নিজ কারামাত বা অলৌকিক কাজ বিবেচনা

করে এবং আত্মগর্বে ফুলে উঠে।' কেননা তারা যখন যা ইচ্ছা করে, তাই প্রতিফলিত হয়ে যায়। একথা চিন্তা করে তাদের মাথা ঠিক থাকার কথা নয়।

ইসলামী আদর্শে এ জাতীয় অলৌকিকতার কোন স্থান নেই। কোরআন ও হাদীসে এবং ঈমামগণের পক্ষ থেকে এ জাতীয় গায়েবের সমর্থনে কোন প্রমাণ নেই। এ জাতীয় কাজ করার জন্য আমাদেরকে আদেশ দেয়া হয় নি এবং এগুলোকে ঈমান-ইসলাম কিংবা তাকওয়ার মাপকাঠিও ঘোষণা করা হয় নি। বরং তা শয়তানের গোমরাহীর প্রধান অস্ত্র। এ অস্ত্র দ্বারা যেকোন মুমিনকে কাবু করা শয়তানের জন্য খুব সহজ কাজ। দীনদার লোকদেরকে নতুন নতুন ইবাদত কিংবা বেশি ইবাদতের প্রতি লোভ সৃষ্টির মাধ্যমে শয়তান বেদআতের জন্ম দেয়। ফলে যা নবী (সঃ), সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ ও তাবয়ে' তাবেঈদের সর্বোত্তম যুগের দীন ছিল না, তা দীনের নতুন অংশ হিসেবে সংযোজিত হয়। বেদআতীরা এর মাধ্যমে বেশি বেশি সওয়াব লাভের চিন্তা করলেও এ বেদআত তাদেরকে দোজখের দিকে নিয়ে যায়। বেদআতের বিরুদ্ধে মহানবী (সঃ) আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন ঃ

إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ.

'সাবধান! তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন বিষয় সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। নিশ্চয়ই সকল নতুন বিষয় বেদআত ; সকল বেদআত গোমরাহী এবং সকল গোমরাহী দোজখের দিকে নিয়ে যাবে।' (নাসাঈ)

তিনি আরো বলেছেন ঃ

مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

'যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনের অংশ নয়– এমন কোন নতুন জিনিস তাতে যোগ করে– তা বাতিল।' (বোখারী-মুসলিম)

হাদীস দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণ হয়ে গেল, বেদআত হারাম এবং তা মানুষকে কুফরী ও শিরক পর্যন্ত নিয়ে পৌছায়। আর এর অনিবার্য পরিণতি দোজখ, বেহেশত নয়।

বেদআতের আরো লক্ষ্য হল, জেহাদের মত কঠিন ইবাদত থেকে পালিয়ে বেড়ানো এবং সস্তায় বেহেশত লাভের চেষ্টা। এ চেষ্টার পেছনে হন্যে হয়ে বেড়ানো লোকের সংখ্যা অনেক বেশি।

বেদআতপন্থীদের আরো কিছু বক্তব্য মশহুর। তারা পানির উপর হাঁটে, আগুন স্পর্শ করলে জ্বলে না এবং আরো অনেক অলৌকিক কাজ করে। তারা বাতাসে

ভর করে দূরে কোথাও চলে যায়। শয়তান তাদেরকে এভাবে নিয়ে যায়। এতে করে অনুসারীদের মধ্যে তার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা অনেক গুণ বেড়ে যায়।

কেউ কেউ হজ্জের দিন মক্কা যায় এবং ফিরে আসে। মুসলমানদের সাথে হজ্জ না করে, এহ্‌রাম না পরে, তলবিয়া পাঠ ও তাওয়াফ-সাঈ' না করে ফিরে আসাকে কারামাত বলে জাহির করে। হজ্জের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত এ হতভাগাকে শয়তান এভাবে কানে ধরে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বহন করে নিয়ে যায়। এটা নিঃসন্দেহে বিরাট গোমরাহী।

এ উম্মাহর যে কেউ যদি কোন নবী কিংবা অলীর কবরে সাহায্য চায়, সে সাহায্য পাবে এবং তার মকসুদ পূরণ হবে। এটা যত বড় শিরক ও গোমরাহীই হোক না কেন। অনুরূপভাবে, তাদের অনুপস্থিতিতেও তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে, হয় তাদের রূপধারী ব্যক্তিকে দেখতে পাবে নতুবা লক্ষ্যবস্তুর কাছাকাছি জিনিস পেয়ে যাবে। হয়তো সে অদৃশ্য ব্যক্তি সামনে নতুন বেশে এসে কথা বলবে এবং নিজ পরিচয়ও দেবে। তারপর বেদআতী ব্যক্তির ইচ্ছা-আকাঙ্খাও পূরণ করবে। সেটি যে শয়তান একথা বুঝার শক্তি এ জাতীয় বোকা ঈমানদারের নেই। সে তো এসব দেখে নিজেকে সবার উর্ধ্বে বুজুর্গ ব্যক্তি বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করছে। কিন্তু কোরআন-হাদীসের নিয়ম-নীতি এবং আদেশ-নিষেধের বিরোধীতা সত্ত্বেও এ আত্মতৃপ্তি যে বোকার স্বর্গে বাস করার নামান্তর একথা বুঝার তার শক্তি নেই।

সবচাইতে বড় সমস্যা হল অনুসারীদের। তারা এ লোককে বুজুর্গ মনে করে তার খেদমতকে জীবনের বড় সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করে। যদিও বেদআতী ব্যক্তি ফরজ-ওয়াজিব লঙ্ঘন করে এবং হারাম ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে না। সে বুজুর্গ হওয়াতো দূরের কথা, মুমিন থাকারও প্রশ্ন উঠে না। অলী হওয়ার জন্য ইলম, আমল ও তাকওয়ার প্রয়োজন।

৫. অন্যায় বিচার ঃ

আল্লাহ ন্যায় বিচারককে পছন্দ করেন। তিনি বলেছেন ঃ

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ -

"আল্লাহ কি সর্বোত্তম বিচারক নয় ?" (সূরা ত্বীন-৮)

তিনি আরো বলেছেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন।"

মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

"তোমরা ন্যায়বিচার কর। তা তাকওয়া অর্জনের জন্য নিকটতর বিষয়।"

হাদীসে এসেছে, ৭ ব্যক্তিকে আল্লাহ হাশরের দিন নিজ আরশের নিচে স্থান দেবেন। তার মধ্যে ন্যায়পরায়ণ শাসকও রয়েছেন। আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ সেইদিন নিজ (আরশের) ছায়াদান করবেন যে দিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না।

১. ন্যায়পরায়ণ শাসক, নেতা ও সরকার ২. আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে গড়ে উঠা যুবক-যুবতী ৩. যে ব্যক্তির মন জামাআতে নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে লেগে থাকে ৪. যে দুই ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে পরস্পরকে ভালবাসে, পরস্পর পরস্পরের সাথে মিলিত হয় এবং শেষে আলাদা হয় ৫. যে ব্যক্তি খারাপ উদ্দেশ্যে সম্ভ্রান্ত ও সুন্দরী নারীর ডাকে এ জবাব দেয়, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহকে ভয় করি ৬. যে ব্যক্তি গোপনে দান করে, বাম হাত জানে না ডান হাত কি দান করেছে ৭. যে ব্যক্তি আল্লাহকে নীরবে স্মরণ করে ও দু'চোখ বেয়ে পানি গড়ায়।'

–(বোখারী, মুসলিম)

ন্যায়বিচার না করলে সমাজে অন্যায়-জুলুমের পাহাড় সৃষ্টি হবে এবং অরাজকতা ও নৈরাজ্য দেখা দেবে। মূলতঃ শাসক কিংবা বিচারকের ন্যায় ফয়সালার উপরই সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা নির্ভর করে এবং তখন সমাজে আল্লাহর রহমত বিরাজ করে। পক্ষান্তরে, সে অন্যায় ও জুলুম করলে শয়তান তার সাথী হয় এবং ন্যায়বিচারক হিসেবে সে আল্লাহর পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হয়। এ মর্মে আব্দুল্লাহ বিন আবি আওফা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْقَاضِيْ مَالَمْ يَجُرْ فَإِذَا جَارَ تَخَلّٰى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ ـ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ জুলুম করার আগ পর্যন্ত বিচারকের সাথে থাকেন। যখন সে জুলুম ও অন্যায় করে, তখন আল্লাহ তাকে ছেড়ে দেন এবং শয়তান তার সাথী হয়।' (তিরমিজী)

৬. জন্ম ও মৃত্যুতে শয়তানের ওয়াসওয়াসা ঃ

শয়তান মানব শিশুর জন্মের প্রথম লগ্নেই নিজ তৎপরতা শুরু করে। ১ম মুহূর্তেই সে শয়তানের গোমরাহী ও ক্ষতির টার্গেট হয়। এ মর্মে আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

مَامِنْ بَنِيْ اٰدَمَ مَوْلُوْدٌ اِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِّنْ مَّسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا ـ

'কোন মানব সন্তান এমন নেই, যাকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শয়তান স্পর্শ করেনি এবং সে শয়তানের স্পর্শ দ্বারা চিৎকার করে নি। একমাত্র মরিয়ম ও তাঁর ছেলে ঈসা এর ব্যতিক্রম।' এরপর আবু হোরায়রা বলেন ঃ তুমি ইচ্ছা করলে এ আয়াতটি পড়তে পার ঃ

وَاِنِّیْ اُعِیْذُهَا بِكَ وَذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ ۔

"নিশ্চয়ই আমি তোমার কাছে অভিশপ্ত শয়তান থেকে তার (মরিয়ম) ও তার সন্তানের আশ্রয় প্রার্থনা করি।" এ দোআর কবুল হওয়ার কারণে আল্লাহ মরিয়ম তনয়কে শয়তানের খোঁচা থেকে রক্ষা করেছেন।

আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে আরো বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

كُلُّ بَنِیْ اٰدَمَ یَطْعَنُ الشَّیْطَانُ فِیْ جَنْبَیْهِ بِاِصْبَعِهٖ حِیْنَ یُوْلَدُ غَیْرَ عِیْسٰی بْنَ مَرْیَمَ ذَهَبَ یَطْعَنُ فَطَعَنَ فِی الْحِجَابِ ۔

'শয়তান সকল আদম সন্তানকে জন্মের পর আঙ্গুল দিয়ে তার দুই পাঁজরে খোঁচা মারে। মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ) এর ব্যতিক্রম। শয়তান তাকে খোঁচা মারতে গিয়েছিল। খোঁচাটি পড়েছিল পর্দার মধ্যে।' (বোখারী)

কিন্তু ইমাম নওয়ী মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কাজী আয়াদ বলেছেন, অন্যান্য সকল নবী হযরত ঈসা (আঃ)-এর মত উক্ত বৈশিষ্ট্যের সমান অংশীদার ছিলেন।

এত গেল ভূমিষ্ঠ হবার পর শয়তানের আক্রমণ। এরপর শয়তান ব্যক্তির সারাজীবনে ওয়াসওয়াসা দেয় ও বিভ্রান্তির চেষ্টা চালায়। ব্যক্তিকে আল্লাহর নাফরমানী ও গুনাহর সাগরে নিমজ্জিত করে। মৃত্যু শয্যায় মুমিন ব্যক্তি 'শেষ ফল ভাল যার, সে সফল' এ নীতির উপর আমল করার লক্ষ্যে যখন তওবা-এস্তেগফার করে ও মৃত্যুর জন্য তৈরি হয়, তখন শয়তান সর্বশেষ মারাত্মক আক্রমণ চালায়। ঈমান নষ্ট করার জন্য শয়তানের মারাত্মক চক্রান্ত শুরু হয়। আল্লাহর রহমত পেলে সে চক্রান্ত প্রতিহত করা সম্ভব।

হাদীসে এসেছে, মহানবী (সঃ) বলেছেন ঃ "কোন ব্যক্তির মৃত্যু উপস্থিত হলে শয়তান এসে তার কাছে বসে। ডানদিকের শয়তান রোগির বাপের চেহারায় আবির্ভূত হয়ে বলে ঃ 'হে আমার প্রিয় সন্তান! আমি তোমাকে অনেক ভালবাসতাম। তুমি খ্রিষ্টানধর্মের উপর মৃত্যুবরণ কর। এটা সর্বোত্তম ধর্ম।'

পক্ষান্তরে, বামদিকের শয়তান রোগির মায়ের চেহারায় আবির্ভূত হয়ে বলে ঃ "আমার প্রিয় সন্তান! আমার পেট ছিল তোমার থাকার জায়গা, আমার দুধ ছিল তোমার পানীয় বরং আমার উরু ছিল তোমার বিছানা। তুমি ইহুদী ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ কর। সেটা সর্বোত্তম ধর্ম।"

আব্দুল্লাহ্ বিন আহমদ 'খাওয়ায়েদ আয-যোহদ' কিতাবে আব্দুল আযীয বিন রাফী' থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ মুমিনের রূহ আসমানে নেয়া হলে ফেরেশতারা বলেন ঃ 'আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি যিনি তাঁর এ বান্দাহকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আশ্চর্য যে সে নাজাত পেয়েছে![১]

ওয়াসেলা বিন আসকা' থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'তোমরা তোমাদের মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তির কাছে হাজির থাক, তাদেরকে কালেমা 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' শিক্ষা দাও এবং তাদেরকে বেহেশতের সুসংবাদ দাও। কেননা, অত্যন্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিরাও সে সময় পেরেশান হয়ে যায়। নিশ্চয়ই শয়তান ঐ মুমূর্ষ অবস্থায় আদম সন্তানের সর্বাধিক নিকটে অবস্থান করে।' যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি মৃত্যুর ফেরেশতাকে একবার দেখা হাজার বার তলোয়ারের আঘাত অপেক্ষা অধিক কষ্টকর।'[২]

ইবনু আবু হাতেম জা'ফর বিন মোহাম্মদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি জানতে পেরেছি, নামাজের সময় হলে মৃত্যুর ফেরেশতা মানুষকে সাহায্য করে। তিনি তখন তার মৃত্যুর সময়ের দিকে তাকান এবং যদি দেখেন যে, ঐ ব্যক্তি নিয়মিত নামাজ পড়ে তাহলে, তিনি তার কাছে যান, তার থেকে শয়তানকে তাড়ান এবং তাকে কালেমা উচ্চারণ করতে সাহায্য করেন।

আল্লামা কোরতুবী আবুল হাসান আলকাবেসীসহ অন্যান্যদের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন ; মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। ইবলিশ ঐ ব্যক্তির কাছে নিজ সাথীদেরকে লাগিয়ে রাখে। তারা ঐ সময় তাঁর কাছে আসে এবং দুনিয়ায় তার হিতাকাঙ্ক্ষী মৃত লোক যেমন, মা-বাপ, ভাই-বোন ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুর আকৃতিতে হাজির হয়ে বলে, আমরা আগে মৃত্যুবরণ করেছি। আর তুমি এখন মরতে যাচ্ছ। তুমি ইহুদী ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ কর। সেটা আল্লাহর মনোনীত দীন। যদি সে তা অস্বীকার করে তখন তার কাছে অন্য একদল আসে এবং বলে ঃ তুমি খ্রিস্টান হয়ে মর। কেননা, ঈসা (আঃ)-এর মাধ্যমে

১. হেলইয়া-আবু নাঈম

১. আকামুল মারজান ফি আহকামিল জান-আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী।

মূসা (আঃ)-এর দীনকে রহিত করা হয়েছে। তারা তার কাছে সকল মিল্লাতের আকীদা বিশ্বাস পেশ করবে। এর ফলে অনেক লোক গোমরাহ হবে এবং ঈমানসহকারে মৃত্যুবরণ করতে পারবে না। এটা একজন মুমিনের জন্য বিরাট দুঃখজনক বিষয়। এ অবস্থায় সাফল্যের জন্য আল্লাহর কাছে দোআ চাওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। আল্লাহ নিজেই সে দোআ শিক্ষা দিয়েছেন। দোআটি হচ্ছে ঃ

رَبَّنَا لَاتُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً.

"হে আমাদের রব! আমাদের অন্তরকে হেদায়েত করার পর পুনরায় গোমরাহ করোনা, এবং তোমার পক্ষ থেকে রহমত নাজিল কর।"

–(সূরা আলে-ইমরান-৮)

এ দোআ কবুল হলে মৃত্যুর সে কঠোর পরীক্ষার সময় আল্লাহ রহমত পাঠান এবং মুমিন বান্দাহ সকল কিছু বাদ দিয়ে কালেমা 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পড়ে শয়তানকে ব্যর্থ করে দেন। কারো মতে, আল্লাহ জিবরীল (আঃ)-কে পাঠান। তিনি শয়তানকে তাড়িয়ে দিয়ে মুমিনকে বিপদমুক্ত করেন। শুধু তাই নয়, তিনি মুমূর্ষ ব্যক্তির মুখের কালিমা মুছে দেন। তখন মুর্দারের চোখে-মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠে। তিনি তখন নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন, আমি জিবরীল। তুমি ঈমান ও ইসলামী শরীয়ার উপর মৃত্যুবরণ কর। তখন ঐ ব্যক্তির কাছে জিবরীলের মত এত আনন্দদায়ক আর কোন কিছু হতে পারে না। এরপর তার রূহ হরণ করা হয়।[১]

জিবরীল হচ্ছেন রহমতের ফেরেশতা। আল্লাহর রহমত নাযিলের উদ্দেশ্যে দোআর মধ্যে জিবরীলের আগমন অন্যতম রহমত।

৭. নামাজ নষ্ট করা ঃ

নামাজ ইসলামের অন্যতম খুঁটি এবং আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য তা হচ্ছে মুমিনের মে'রাজ। অপরদিকে, নামাজের সর্বাধিক প্রিয় বিষয় হচ্ছে সাজদা। শয়তান সে সাজদাকে অত্যন্ত ভয় পায়। সেজন্য সে মুমিনের নামাজ নষ্টের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে।

১. আল-এসতেদাদ লিল মাওত, যাইনুদ্দিন আল-মোআব্বারী, মকতাবা আত্-তোরাস আল-ইসলাম। কায়রো, মিসর।

আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

إِذَا قَرَءَ ابْنَ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ إِعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُوْلُ يَاوَيْلَهُ أُمِرَ ابْنَ آدَمَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ.

'যখন আদম সন্তান সাজদার আয়াত তেলাওয়াত করে, সাজদা করে ; তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে আলাদা হয়ে যায় এবং বলে ঃ আমার ধ্বংস! আদম সন্তানকে সেজদার আদেশ দেয়া হয়েছে, সে সেজদা করেছে। তার জন্য রয়েছে বেহেশত। আর আমাকে সাজদার জন্য আদেশ করা হয়েছিল, আমি তা অমান্য করেছি। আমার জন্য রয়েছে দোজখ।' -(মুসলিম, আহমদ, ইবনু মাজাহ)।

আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেন ঃ কোন মুমিন ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে থাকলে শয়তান ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সে নামাজ ছেড়ে দিলে শয়তান তার উপর সওয়ার হয়, তাকে দিয়ে বড় বড় গুনাহর কাজ করা ও এর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে।'[১]

ওবাইদুল্লাহ বিন মোকসেম থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'তুমি শয়তানকে অভিশাপ দিলে সে বলে, তুমি অভিশপ্তকেই অভিশাপ দিয়েছ। আর তুমি শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইলে সে বলে ঃ তুমি আমার পিঠ কেটে দিয়েছ। তুমি যখন সাজদা কর, তখন সে বলে ঃ আমার ধ্বংস! আদম সন্তানকে সাজদার আদেশ দেয়ায় সে হুকুম মান্য করেছে। আর শয়তানকে সাজদার আদেশ দেয়ায় সে তা অমান্য করেছে। আদম সন্তানের জন্য বেহেশত আর শয়তানের জন্য রয়েছে দোজখ।' (ইবনু আবিদ দুনিয়া)

শয়তান নামাজের মত শ্রেষ্ঠ ইবাদতকে বরবাদ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। সেজন্য সে মুসল্লীকে ওয়াসওয়াসা দেয় এবং নামাজ ভুলিয়ে দেয়। প্রায় সময় রাকাত সংখ্যা এবং রুকু-সাজদা ও কেরাতের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করে। এ সংকট থেকে বাঁচতে না পারলে নামাজ সুষ্ঠুভাবে আদায় করা সম্ভব হবে না। এ মর্মে হাদীস রয়েছে।

ওসমান বিন আবুল আ'স (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! শয়তান আমার ও আমার নামাজের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করে এবং আমার কেরাআতে ভুলভ্রান্তি ঘটায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ এটা হচ্ছে শয়তান,

১. জমউল জাওয়ামে'-আল্লামা সুয়ূতী।

এর নাম হচ্ছে খেনযাব। তুমি যখন শয়তানের ওয়াসওয়াসা অনুভব করবে, তখন তিনবার আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে, অর্থাৎ 'আউজু বিল্লাহ' পড়বে এবং বামদিকে তিনবার (হালকা) থুথু নিক্ষেপ করবে। ওসমান বলেন, আমি ঐ রকম করি এবং আল্লাহ আমার কাছ থেকে শয়তানকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন।' (মুসলিম, আহমদ) এভাবেই নামাজকে ঠিক করতে হবে।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নওয়ী বলেছেন, ওয়াসওয়াসার সময় শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়া এবং বামদিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করা মোস্তাহাব। আন-নেহায়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে, এখানে থুথু বলতে 'ফুঁ' বুঝানো হয়েছে, যাতে মাত্র থুথুর বিন্দু থাকবে।

নামাজে শয়তানের অবাধ আচরণ রয়েছে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথেও একবার এরূপ ঘটনা ঘটেছে। আবু দারদা থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) নামাজ পড়ার জন্য দাঁড়ান। আমরা শুনতে পেলাম তিনি 'আউজু বিল্লাহ মিনকা' এবং 'উলয়ে'নুকা বিলা'নাতিল্লাহি' তিনবার বলেন। তারপর যেন কোন কিছু ধরার জন্য হাত বাড়ান। তিনি যখন নামাজ শেষ করেন, তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে আজ এমন কিছু পড়তে শুনলাম যা আগে কখনো শুনিনি। আমরা আপনাকে কোন কিছু ধরতে যাচ্ছেন বলে দেখতে পেলাম। তিনি উত্তরে বলেন, আল্লাহর দুশমন ইবলিশ আমার মুখে আগুন নিক্ষেপের জন্য এসেছিল। তখন আমি ৩ বার 'আউজু বিল্লাহ' বললাম। কিন্তু সে সরে না। তারপর আমি তিনবার বললাম, 'উলয়ে'নুকা বিলা'নাতিল্লাহিত তাম্মাহ।' তাতেও সে সরে না। তারপর আমি তাকে ধরে ফেলতে চেয়েছিলাম। আল্লাহর শপথ, আমার ভাই নবী সোলায়মান (আঃ)-এর বিশেষ দোআ না থাকলে আমি তাকে বেঁধে রাখতাম এবং মদীনার শিশুরা তাকে দিয়ে তামাশা করত।'

–(মুসলিম, নাসাঈ)

আহমদ ও দারু কোতনীর বর্ণনায় এভাবে এসেছে ঃ 'একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরজ নামাজ পড়ার সময় নিজ হাত একসাথে মিলান। তাঁর নামাজ শেষে সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! নামাজে কি কিছু ঘটেছে? তিনি বলেন, না। তবে, শয়তান আমার নামাজের সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে চাচ্ছিল। আমি তার গলা টিপে ধরি এবং হাতে তার জিহ্বার শীতলতা অনুভব করি। আল্লাহর কসম, যদি এ ব্যাপারে আমার ভাই নবী সোলায়মান (আঃ) আমার অগ্রগামী না হতেন, তাহলে আমি তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখতাম এবং মদীনার শিশুরা তাকে দেখার জন্য চক্কর লাগাত। কেউ যদি চায় যে, কেবলা ও তার মাঝে কোন বাধা সৃষ্টি না হোক, তাহলে, সক্ষম হলে সে যেন অনুরূপ বাধাদান করে।'

উভয় হাদীসেই নবী (সঃ)-এর কাছে শয়তানের উপস্থিতি ও নামাজে ব্যাঘাত সৃষ্টির চেষ্টার কথা উল্লেখ আছে। আল্লাহ মহানবীকে হেফাজত করেছেন। মোসনাদে আহমদের এক বর্ণনায় এসেছে, মহানবী (সঃ)-এর ফজরের নামাজে শয়তান কেরাত বিভ্রাট ঘটায়। তিনি শয়তানের গলা টিপে ধরেন। এতে শয়তানের জিহ্বা বেরিয়ে আসে এবং তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তর্জনীর মধ্যে শয়তানের জিহ্বার লালার আর্দ্রতা অনুভূত হয়। দুই ধরনের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, সম্ভবতঃ শয়তানের সাথে এরূপ ঘটনা দু'বার ঘটেছিল। হযরত সোলায়মান (আঃ) আল্লাহর কাছে দোআ করেছিলেন,

رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ مِنْ بَعْدِيْ.

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করুন এবং এমন রাজত্ব দান করুন যা আমার পরে আর কেউ লাভ করতে পারবে না।" (সূরা সোয়াদ-৩৫)

সোলায়মান (আঃ) মানুষ ও জিনসহ সকল সৃষ্টির উপর ক্ষমতাবান ছিলেন। সে কারণে মহানবী (সঃ) শয়তানকে ধরে রাখেন নি। কেননা, তা সোলায়মান (আঃ)-এর কবুল দোআর ভিত্তিতে প্রাপ্য রাজত্বের উপর ভাগ বসানোর নামান্তর।

নামাজের কাতার খালি থাকলে শয়তান তাতে অনুপ্রবেশ করে এবং মুসল্লীদের নামাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। সেজন্য কাতারে কোন শূন্যতা রাখা যাবে না। এ মর্মে মহানবী (সঃ) বলেছেন ঃ 'তোমরা কাতার সোজা কর, ঘেঁষে দাঁড়াও এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সোজা হও। যে সত্তার হাতে মোহাম্মদের প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, আমি শয়তানকে নামাজের কাতারে খালি স্থানে ছোট কাল বকরীর ন্যায় প্রবেশ করতে দেখতে পাই।' (আহমদ)

শয়তানের প্রবেশ পথগুলো বন্ধ করে দিলে তার ওয়াসওয়াসা অবশ্যই কমে আসবে।

সাফওয়ান বিন সোলাইম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মদীনাবাসীরা বলে থাকেন যে, ফেরেশতাগণ কর্তৃক গোসলদানকৃত হানজালা বিন আমেরের ছেলে আব্দুল্লাহ মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর শয়তানের সাক্ষাত পান। শয়তান জিজ্ঞেস করে, হে ইবনে হানজালা! তুমি আমাকে চিনতে পারছ ? আব্দুল্লাহ উত্তরে বলেন, হাঁ, তুমি শয়তান। শয়তান প্রশ্ন করল ঃ তুমি কি করে তা জানতে পারলে ? তিনি জবাবে বলেন, আমি মসজিদ থেকে বের হবার পর আল্লাহর জিকর করছিলাম। তোমার দিকে তাকানোর পর আমি তা থেকে বিরত হই। তখন আমি বুঝতে পারি, তুমি অবশ্যই শয়তান হবে। শয়তান বলে, হে ইবনে হানজালা, তুমি যথার্থই বুঝেছ .....।' (ইবনু আবিদ দুনিয়া)

এ ঘটনা থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, যে জিনিস বা বস্তু আল্লাহর স্মরণ থেকে ফিরিয়ে রাখে, তাতে অবশ্যই শয়তানের হাত রয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমাদেরকে খতিয়ে দেখতে হবে, কোন্ কোন্ জিনিস আমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে ফিরিয়ে রাখে। সেগুলো পরিহার করা হয়তো কষ্ট হবে, কিন্তু অসম্ভব হবে না। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি বিনা কষ্টে আসতে পারে না।

৮. এল্‌ম বা জ্ঞানের অভাবে শয়তানের ওয়াসওয়াসার আধিক্য ঃ

দীনি এল্‌ম থাকলে শয়তানের প্ররোচনার উপর বিজয়ী হওয়া যায়। কিন্তু তা না থাকলে যত বেশি ইবাদতই করুক না কেন, শয়তানের ষড়যন্ত্রের কাছে হার মানতে হয়। জ্ঞান ও এলমবিহীন ইবাদতকারী শয়তান থেকে রক্ষা পাওয়া কষ্টকর। এজন্য সবাইকে দীনি জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এ মর্মে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ ـ

'দীনি জ্ঞান ও বুঝের অধিকারী একজন ব্যক্তি শয়তানের উপর এক হাজার (এল্‌মহীন) ইবাদতকারীর চাইতেও আরো বেশি কঠিন।' (তিরমিজী)

এ মর্মে একটি চমৎকার ঘটনা বর্ণিত আছে। আলী বিন আসেম বসরার জনৈক ব্যক্তির বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন, সেখানে ছিল এক আলেম এবং এক আবেদ। দুই জনের মধ্যে ছিল অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব। শয়তানরা ইবলিশকে গিয়ে বললঃ আমরা এ দু'জনকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে অক্ষম। ইবলিশ বলল, ঠিক আছে আমিই তা করব। সে আবেদের পথে অপেক্ষা করতে থাকল। আবেদ ব্যক্তি যখন ইবলিশের কাছে আসল তখন ইবলিশ এক বিরাট বুজুর্গের বেশে আবির্ভূত হল। তার দুচোখের মাঝে ছিল সাজদার চিহ্ন। ইবলিশ আনন্দে ব্যক্তিকে বলল, আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে। আমি আপনাকে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করতে চাই। আবেদ ব্যক্তিটি বলল ঠিক আছে, বলুন। যদি আমার জানা থাকে তাহলে আমি উত্তর দেব। প্রশ্নটি হল, আল্লাহ কি আসমান-জমীন, পাহাড়-পর্বত এবং পানি রাশিকে একটা ডিমের মধ্যে ঢুকাতে পারবে? শর্ত হল ডিমটাকে বড় কিংবা ছোট করা যাবে না, অর্থাৎ যেভাবে আছে ঠিক সেভাবেই থাকবে। আবেদ ব্যক্তি অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। ইবলশি বলল ঠিক আছে, আপনি যান। তারপর সে নিজ সাথীদেরকে লক্ষ্য করে বলল ঃ আমি আবেদ ব্যক্তিকে শেষ করে দিয়েছি এবং আল্লাহর ব্যাপারে তাকে সন্দিহান করে তুলেছি। তারপর ইবলিশ আলেম ব্যক্তির অপেক্ষা করতে থাকল। আলেম ব্যক্তিটি আসার পর ইবলিশ তাকে একই প্রশ্ন করল। আলেম ব্যক্তিটি বলল, 'হাঁ', আল্লাহ পারবেন, 'ইবলিশ এ উত্তর শুনে তা অস্বীকার করার ভঙ্গীতে পুনরায় বলল, কোন

কিছু বেশ-কম করা ছাড়াই পারবে? আলেম ব্যক্তিটি শেষ পর্যায়ে 'হ্যাঁ' বলে এ আয়াতটি পড়ল ঃ

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

"আল্লাহর শান হচ্ছে, তিনি যখন কোন কিছু করার ইচ্ছা পোষণ করেন তখন বলেন ঃ হয়ে যা ; তখন তা হয়ে যায়।" (সূরা ইয়াসিন-৮২)

ইবলিশ তার সাথীদেরকে বলল ঃ তোমরা তো আগে আলেমের কাছেই এসেছিলে। (ইবনু আবিদ দুনিয়া) আল্লাহর পক্ষে কোন কিছুই অসাধ্য নয়। তিনি বিন্দু থেকে সিন্ধু এবং এর বিপরীত সৃষ্টি করতে সক্ষম।

শয়তানের দল আগে আলেম ব্যক্তির কাছে এসে ব্যর্থ হয়েছে। ইবলিশের পদ্ধতিতে আগে আবেদের কাছে গেলে তাদের দু'জনের মধ্যকার ঈমানী ঐক্য ও সখ্যতা ভাংতে সক্ষম হত।

আলেম ব্যক্তিকে শয়তান ভয় পায়। কেননা, সে ওয়াসওয়াসা দিয়ে কোন কিছু বেঠিক করে দিলেও আলেম ব্যক্তি দীনি এল্‌ম দ্বারা তা পুনরায় সংশোধন করে নেবেন। শয়তান থেকে বাঁচার জন্য দীনি জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ মর্মে আরেকটি 'চিত্তাকর্ষক' ঘটনা বর্ণিত আছে। একদা এক ব্যক্তি মসজিদে নামাজ পড়ছে। শয়তান তার নামাজ ভাঙ্গার জন্য ঘুরাফেরা করছে, কিন্তু নামাজ নষ্ট করছে না। মসজিদের এক পার্শ্বে এক আলেম ব্যক্তি ঘুমিয়েছিল। হঠাৎ করে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি শয়তানকে পেরেশান হয়ে ইতস্ততঃ করতে দেখে জিজ্ঞেস করেন, তোমার কি হল? সে বলল, আমি লোকটির নামাজ ভঙ্গ করতে চাই। কিন্তু পারছি না। আলেম ব্যক্তি বললেন ঃ কেন? শয়তান উত্তরে বলে, আপনি পার্শ্বে শোয়া আছেন সেজন্য আমি পারছি না। আমি নামাজ ভাঙ্গলে আপনি আবার মাসলা বাতলিয়ে ঠিক করে দেবেন। ফলে আমার পণ্ডশ্রম হবে। তখন থেকেই একথার প্রচলন হয় যে, نَوْمُ الْعَالِمِ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ الْجَاهِلِ 'আলেমের ঘুম মূর্খের ইবাদতের চেয়ে উত্তম।' কেউ কেউ এটিকে হাদীস এবং ঘটনাকে রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে সংশ্লিষ্ট করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজেই শয়তানকে ইতস্ততঃ ঘুরতে দেখে প্রশ্ন করেন।

৯. শয়তান খানার বরকত কেড়ে নেয় ঃ

খাবারের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। তিনিই মানুষকে খাওয়ান। খাওয়ার মধ্যে রয়েছে বরকত। তিনি বরকতেরও মালিক। কিন্তু শয়তান মানুষকে আল্লাহর এ মহান নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করতে আগ্রহী। একদিকে সে নেক কাজ করলে অভাব ও দারিদ্র্যের ভয় দেখায়, অন্যদিকে, খাবারের বরকত তুলে নিয়েও এক

ধরনের অভাব সৃষ্টি করে। তাই বিসমিল্লাহ্ বলে খাওয়া শুরু করতে হবে। শুরুতে বিসমিল্লাহ্ বলতে ভুলে গেলে মাঝখানে বা শেষে মনে পড়লে তখন বলতে হবে 'বিসমিল্লাহি আউয়ালাহু ওয়া আখেরাহু।'

বিসমিল্লাহ্ না পড়লে শয়তান খাওয়ায় অংশ নেয় এবং তাতে খাওয়ার বরকত কমে যায়। এ মর্মে হোজায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'আমরা কখনো রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাথে খানায় একত্রিত হলে, তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত খানা শুরু না করতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা খানায় আগে হাত দিতাম না। একবারের ঘটনা। আমরা সবাই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে খানা খেতে বসেছি। এমন সময় একটি মেয়ে এসে হাজির। সে এমনভাবে খানার উপর ঝুঁকে পড়ল (যেন সে ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর) সে খাবারে হাত রাখতে যাচ্ছিল। অমনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার হাত ধরে ফেললেন। তারপর এক বেদুইন আসল। সেও যেন খাবারের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার হাতও ধরে ফেললেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন ঃ যে খাদ্যের উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয় না শয়তান একে (নিজের জন্য) হালাল করে নেয়। শয়তান এ মেয়েটিকে নিয়ে এসেছিল এর দ্বারা তার নিজের জন্য খাদ্যকে হালাল করার জন্য। আমি তার হাত ধরে ফেললাম। তারপর শয়তান এ বেদুইনকে নিয়ে আসে, এর সাহায্যে তার নিজের জন্য খাদ্য হালাল করার উদ্দেশ্যে। আমি তারও হাত ধরে ফেললাম। যে সত্ত্বার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি ঃ এ দু'জনের হাতের সাথে শয়তানের হাত ও আমার হাতের মধ্যে (মুষ্ঠিবদ্ধ) আছে। তারপর তিনি আল্লাহর নাম নিয়ে খানা খেলেন।' -(মুসলিম)

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন ঃ 'শয়তান তোমাদের খাওয়াসহ সকল কাজে হাজির হয়। তোমাদের কারো খাবার নিচে পড়ে গেলে সে যেন ময়লা পরিষ্কার করে তা খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য ফেলে না রাখে। খানা শেষ হলে যেন আঙ্গুল চেটে খায়। সে জানে না কোন্ খাদ্যটুকুতে বরকত রয়েছে।' (মুসলিম, তিরমিজী)

বিসমিল্লাহ শয়তানের বিরুদ্ধে এক মারাত্মক অস্ত্র। তাতে সে কাবু হয়ে যায়। উমাইয়াহ বিন মাখশী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বসা ছিলেন। এক লোক বিসমিল্লাহ না বলেই খানা খাচ্ছিল। তার খানা শেষ হতে তখন মাত্র এক লোকমা বাকি। এ শেষ লোকমাটি মুখে তুলে দেয়ার সময় সে বলল ঃ 'বিসমিল্লাহি আউয়ালাহু ওয়া আখেরাহু'। রাসূলুল্লাহ (সঃ) হেসে দিলেন। তিনি বললেন ঃ শয়তানও তার সাথে খানা খাচ্ছিল। বিসমিল্লাহ বলামাত্র যা কিছু শয়তানের পেটে ছিল, সব বমি করে ফেলে দিল।' (আবু দাউদ, নাসাঈ)

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ 'যখন কোন লোক ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং খানা খেতেও আল্লাহকে স্মরণ করে তখন শয়তান তার সাথীদেরকে বলে ঃ চল, তোমাদের জন্য এ ঘরে রাত কাটানোর অবকাশ এবং খাওয়ার সুযোগ নেই। আর যখন সে আল্লাহর নাম না নিয়েই ঘরে প্রবেশ করে, তখন শয়তান বলে ঃ তোমাদের রাতে থাকার জায়গার ব্যবস্থা হয়ে গেল। খানা খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম না নিলে শয়তান বলে ঃ যাক, তোমাদের থাকার ও খাওয়ার উভয়টারই ব্যবস্থা হয়ে গেল।' (মুসলিম)

এজন্য আমাদের উচিত, ঘরে প্রবেশ ও ঘর থেকে বের হওয়ার দোআ পড়া এবং খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ্ বলে খাওয়া শুরু করা। এতে করে আমরা শয়তানের অকল্যাণ থেকে রক্ষা পেতে পারি।

১০. শয়নে-স্বপনে শয়তানের অবাধ বিচরণ ঃ

শয়তান যেমন মানুষকে জাগ্রত অবস্থায় সর্বদাই বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। তেমনি ঘুমের মধ্যেও মুমিনকে কষ্ট না দিয়ে ছাড়ে না। খারাপ স্বপ্ন দেখলে ঘুমের মধ্যে যে কষ্ট হয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অনেকে কাঁদে, অনেকে চিৎকার দিয়ে উঠে, কারো মানসিক যন্ত্রণা হাজারগুণ বেড়ে যায়। মিথ্যা স্বপ্ন শয়তানের অন্যতম অস্ত্র। মহানবী (সঃ) খারাপ স্বপ্ন থেকে বাঁচার উপায় বাতলিয়ে দিয়েছেন।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সঃ)-কে বলতে শুনেছেন ঃ 'তোমাদের কেউ যখন এমন কোন স্বপ্ন দেখে যা সে ভালবাসে, তখন সেটা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে। এ সময় তার এজন্য আল্লাহর প্রশংসা করা এবং বন্ধুদের কাছে তা বর্ণনা করা উচিত। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ তখন সে যাকে ভালবাসে তাকে ছাড়া আর কাউকে সেটা বলা উচিত নয়।

এছাড়া যদি এমন কোন জিনিসের স্বপ্ন দেখে যা সে অপসন্দ করে, তাহলে, এটা হয় শয়তানের পক্ষ থেকে। এমতাবস্থায় তার ক্ষতি থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া এবং কারো কাছে তা বর্ণনা করা উচিত। তাহলে, এ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।' (বোখারী, মুসলিম)

আরেক হাদীসে এসেছে। আবু কাতাদাহ্ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন ঃ 'ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় আর খারাপ স্বপ্ন হয় শয়তানের পক্ষ থেকে। কাজেই কেউ যদি এমন কিছু স্বপ্নে দেখে যা সে অপসন্দ করে,

তাহলে সে যেন বামদিকে তিনবার ফুঁ দেয় এবং শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চায়। তাহলে, এ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (বোখারী, মুসলিম) মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে 'সে যেন পাশ বদলিয়ে শোয়।'

মুসলমান ঘুমালে শয়তান তার মাথায় গিরা লাগায় যেন ঘুম দীর্ঘ হয় এবং তাহাজ্জুদসহ ফজরের নামাজ পড়তে না পারে। এ মর্মে আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'তোমরা ঘুমালে শয়তান তোমাদের মাথার কাছে তিনটি গিরা লাগায়। শয়তান বলে রাত আরো বাকি আছে, তুমি ঘুমাতে থাক। তারপর সে যদি জেগে আল্লাহকে স্মরণ করে তাহলে, একটি গিরা খুলে যায়। অজু করলে আরেকটি গিরা খুলে যায়। নামাজ পড়লে সর্বশেষ গিরাটিও খুলে যায়। তারপর সে উত্তম মনের অধিকারী ও কর্মমুখর হয়। অন্যথায় সে হবে নিকৃষ্ট মনের অধিকারী ও অলস।' (বোখারী, মুসলিম)

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'নবী করীম (সঃ)-এর কাছে এমন ব্যক্তির উল্লেখ করা হল, যে ফজরের নামাজের সময় শেষ হয়ে গেল, তথাপি ঘুম থেকে জাগে নি। নবী (সঃ) বলেন, শয়তান তার কানে পেশাব করে দিয়েছে।' (বোখারী, মুসলিম)

এ সকল হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, শয়তান কাউকে জোর করে বা শক্তি প্রয়োগ করে পাপকাজে বাধ্য করে না। সে শুধুমাত্র ওয়াসওয়াসা দেয়। মুমিন ব্যক্তির ঈমানী চেতনা, দৃঢ়তা, জোরদার মনোবল ও ভাল কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ শক্তি দ্বারা শয়তানের সকল অপকর্ম নস্যাত করে দেয়া যায়।

শয়তানকে ব্যর্থ করে দেয়ার লক্ষ্যে হযরত ওমার বিন খাত্তাব বলেছেন ঃ 'তোমরা দুপুরে বিশ্রাম নেবে ও ঘুমাবে। শয়তান দুপুরে ঘুমায় না।'[১]

১১. নামাজে হাই তোলা ও হাঁচি দেয়া ঃ

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'নামাজে হাই তোলা, হাঁচি দেয়া শয়তানী ওয়াসওয়াসা।' (ইবনু আবি শাবা ও তাবরানী)

দীনার থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'নামাজে হাঁচি, তন্দ্রা ও হাই তোলা এবং স্ত্রীলোকের মাসিক, বমি ও নাকের রক্তক্ষরণ শয়তান থেকে হয়।' (তিরমিজী)

---

১. আল জামে-আস-সাগীর-আল্লামা সুয়ুতি। নাসেরুদ্দিন আলবাণী একে সহীহ্ হাদীস বলেছেন-হাদীস নং-৪৩০৭।

আব্দুর রহমান বিন ইয়াযীজ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'আমাকে জানানো হয়েছে যে, শয়তানের ১টি বোতল আছে, নামাজে মুসল্লীরা সে বোতলের ঘ্রাণ নেয় যেন তারা হাই তোলে।' (ইবনু আবি শায়েবা)

'যুদ্ধের ময়দানে তন্দ্রা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশান্তি আর নামাজে তন্দ্রা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়।' (তাবরানী)

নামাজে হাই তোলা, হাঁচি দেয়া ও তন্দ্রা সৃষ্টির মাধ্যমে শয়তান মুসল্লীর মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চায়। এতে করে নামাজের বিনয় ও খুশু' নষ্ট করা যায়। এজন্য সে হাই- তোলার বোতল মুসল্লীর নাকে ধরে, যেন এর ঘ্রাণে হাই তুলতে পারে। এ সকল কাজের মাধ্যমে শয়তান নামাজে মনোযোগ নষ্ট করে।

নামাজের বাইরে হাই তোলার একই হুকুম। আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'আল্লাহ হাঁচিকে পছন্দ করেন এবং হাই তোলাকে অপছন্দ করেন। কেউ হাঁচি দিলে সে যেন হামদ বা আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যে মুসলমান তা শুনে, তার দায়িত্ব হল এর জবাব দেয়া। অপরদিকে, হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। তাই যথাসাধ্য তা প্রতিরোধ করা উচিত। যখন সে 'হা' করে, শয়তান তা দেখে হাসে।'

(বোখারী, আবু দাউদ, তিরমিজী)

আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'হাঁচি আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। তোমাদের কেউ হাই তুললে সে যেন নিজ মুখে হাত দেয়। আর যদি (হাত না দিয়ে) আ-আ করে, তখন শয়তান তার পেটের ভেতর থেকে হাসে। আল্লাহ হাঁচিকে পসন্দ করেন এবং হাই তোলাকে অপসন্দ করেন। কোন ব্যক্তি যদি আ-আ করে, শয়তান তার পেটের ভেতর থেকে হাসতে থাকে।' (তিরমিজী)

আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'তোমাদের কেউ যদি হাই তোলে তাহলে সে যেন নিজ মুখে হাত দেয়। কেননা, শয়তান হাই তোলার মধ্য দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে।' (বোখারী, মুসলিম, আহমদ)

আবু দাউদ ইয়াযিদ বিন মোরশেদ থেকে বর্ণনা করেছেন। 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) হাঁচি বড় শব্দসহকারে দিতে নিষেধ করেছেন। কেননা, শয়তান সে বড় আওয়াজকে ভালবাসে।' হাঁচি ও হাই তোলার ইসলামী নীতি না মানলে শয়তান এর মাধ্যমে আমাদের ক্ষতি করবেই।

১২. পেশাবখানা-পায়খানা ও গোসলখানা হচ্ছে শয়তানের বিচরণ ক্ষেত্র ঃ

মানুষ গোসল ও পেশাব-পায়খানার সময় নিজেদের সতর উন্মুক্ত করে। এদিকে উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনা হচ্ছে শয়তানের অন্যতম অস্ত্র। বিশেষ করে খোলা জায়গায় গোসল ও পেশাব-পায়খানা করলে শয়তান তাতে বেশি খুশী হয়। এজন্য খোলা জায়গায় পেশাব-পায়খানা করা ঠিক নয়। বরং গোসলখানা ও পায়খানার চার দেয়াল ও চাল বা ছাদ থাকা উচিত। মহানবী (সঃ) বলেছেন 'তোমরা ঘর বা বাড়ির ভেতর গোসলখানা ও পেশাবখানা-পায়খানা তৈরি কর। অন্যথায়, শয়তান তোমাদের সন্তানদেরকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।'

–(হারব কারমানী)

আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা তোমাদের বাড়ি-ঘরে গোসলখানা এবং পেশাব-পায়খানা তৈরি কর। অন্যথায় জিন শয়তান তোমাদের সন্তানদেরকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।[১] তিনি আরো বলেছেন ঃ 'কেবলমাত্র গোসলের জন্য নির্ধারিত জায়গায় পেশাব করো না। কেননা, তা থেকেই ব্যাপক ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হয়।' (নাসাই, তিরমিজী, আবু দাউদ)

অজু-গোসল এবং পেশাব-পায়খানার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ ও দোআ পড়লে শয়তান আর কোন ক্ষতি করতে পারে না।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) যখন পেশাবখানা ও পায়খানায় যেতেন তখন এ দোআ পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ـ

'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে নর-নারী উভয়রূপ শয়তান হতে আশ্রয় চাই।' (বোখারী, মুসলিম) এ দোআয় পেশাব-পায়খানার সময় সরাসরি শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে।

১৩. সকাল-সন্ধ্যায় শয়তানের বিচরণ ও শিশুদের নিয়ন্ত্রণ ঃ

ভোরে ও সন্ধ্যায় অর্থাৎ সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের পরে শয়তানরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। তখনই তারা মানুষের অনেক ক্ষতি করে। বিশেষ করে শিশু ও নারীদের ক্ষতি করে। সে সময় নারী ও শিশুদের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।

১. আল-আলকাব-শিরাজী ; তারীখে বাগদাদ-খতীব ; মোসনাদ-আল-ফেরদৌস-দাইলামী।

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন ঃ 'ভোরে ও সন্ধ্যায় তোমাদের সন্তানদেরকে আটকে রাখ, তখন শয়তান ছড়িয়ে পড়ে। সন্ধ্যার পর কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলে শিশুদেরকে ছেড়ে দাও, রাত্রে ঘরের দরজা বন্ধ রাখ এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর। শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। যদি পাত্র ও পাতিলে কোন খাবার থাকে, তাহলে তা ঢেকে দাও, আল্লাহর নাম স্মরণ কর এবং রাত্রে বাতি নিভিয়ে রাখবে।' (বোখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ)

এ হাদীসে শয়তানের বিস্তার লাভ ও তার ক্ষতি থেকে বাঁচার নির্দেশিকা দেয়া হয়েছে। উপরোক্ত প্রত্যেকটা কাজে 'বিসমিল্লাহ' পড়লে শয়তান থেকে বাঁচা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) আরো বলেছেন ঃ 'তোমরা ঘরের দরজা বন্ধ রাখ, খাদ্য ও পান পাত্র ঢেকে রাখ এবং রাত্রে বাতি নিভিয়ে রাখ। শয়তানকে তোমাদের ঘর টপকানোর অনুমতি দেয়া হয় নি।'[১]

শুধু তাই নয়, হাদীসে এসেছে, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত এবং সূর্য যখন ঠিক মাথার উপরে থাকে তখন শয়তান বেশি তৎপর হয়। এ মর্মে আব্দুল্লাহ সুনাবাহহী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন ঃ 'নিশ্চয়ই সূর্য যখন উঠে তখন এর সাথে শয়তানের শিং লাগা থাকে। সূর্য উঠলে শয়তান সরে যায়। সূর্য ঠিক মাথার উপর উঠলে শয়তান পুনরায় নিজ শিং এর সাথে লাগায়। যখন সূর্য হেলে যায় তখন সে সরে যায়। সূর্যাস্তের সময় সে আবারো নিজ শিং সূর্যের সাথে লাগায় এবং সূর্য ডুবে গেলে আবার সরে যায়। তোমরা এ তিন ওয়াক্তে নামাজ পড়বে না।'

–(মালেক, আহমদ, ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)

আমর বিন আবাসা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন ঃ 'নিশ্চয়ই সূর্য শয়তানের দুই শিং-এর উপর উঠে এবং দুই শিং-এর উপর অস্ত যায়।'

(আবু দাউদ, নাসাঈ)

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। একজন ফেরেশতা এসে হুকুম দেয়ার আগ পর্যন্ত কখনও সূর্যোদয় হয় না। কিন্তু শয়তান তা প্রতিহত করার জন্য চেষ্টা চালায়। তাই সূর্য তার দুই শিং-এর মাঝখানে উদিত হয়। আল্লাহ শয়তানকে এর নিচে জ্বালিয়ে দেন। আল্লাহকে সাজদা করা ছাড়া সূর্য কখনও অস্ত যায় না। শয়তান এসে সূর্যকে সাজদা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা চালায়। সূর্য শয়তানের দুই শিং-এর মাঝে অস্ত যায়। আল্লাহ্ তাকে সূর্যের নিচে জ্বালিয়ে দেন। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ শয়তানের দুই শিং-এর মাঝে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়।'[২]

---

১. জমউল জাওয়ামে'– আল্লামা সুয়ুতী।

২. লাকতুল মারজান ফি আহকামিল জান্ন-হাফেজ জালালুদ্দিন সুয়ুতি।

১৪. শয়তানের আসন ঃ

'আলো-ছায়ায় বসা শয়তানের অভ্যাস। মহানবী (সঃ) বসার আদব রক্ষার স্বার্থে আলো-ছায়ায় বসতে নিষেধ করে বলেছেন ঃ তাহল শয়তানের মজলিশ।'
(মোসনাদে আহমদ)

আব্দুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্ণিত। 'কিছু ছায়ায় এবং কিছু আলোতে বসা ঠিক নয়। এরকম হচ্ছে শয়তানের আসন।' (ইবনু আবি শায়বা)

১৫. বাজার শয়তানের আড্ডাখানা ঃ

বাজার শয়তানের বড় আড্ডাখানা ও আক্রমণের চৌরাস্তা। এতে বসেই সে মানুষকে ব্যবসা-বাণিজ্যে মিথ্যা বলা, ধোঁকা দেয়া, মিথ্যা কসম করা, ভেজাল মিশানো, ঠকানো, ওজনে কম দেয়া, খারাপ শলা-পরামর্শ করা, নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ ঘটানো, পর্দাহীনতার প্রসার, সুদী কাজ-কারবারের প্রসার, ব্যবসাকে নামাজের পথে বাঁধা সৃষ্টি, চুরি, রোজার দিনে খাবারের দোকান খোলা রাখা, পরনিন্দা, অপবাদ ও গান-বাজনাসহ অগণিত পাপের পথ খুলে দেয়।

সালমান থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'বাজারে সর্বপ্রথম প্রবেশকারী ও সর্বশেষ প্রস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা, বাজার হচ্ছে, শয়তানের রণাঙ্গণ, সে সেখানে যুদ্ধের ঝাণ্ডা দাঁড় করায়।' (জামউল জাওয়ামে)

তাই প্রয়োজন না থাকলে বাজারে যাওয়া ও আড্ডা দেয়া উচিত নয়। প্রয়োজন থাকলে প্রয়োজন সেরে দ্রুত ফিরে আসা উচিত। কোন কাজকর্ম না থাকলে মুসলমানের উচিত, মসজিদে বেশি অবস্থান করা।

১৬. গান-বাজনা শয়তানের অস্ত্র ঃ

গান-বাজনার মাধ্যমে শয়তান মানুষকে সর্বাধিক গোমরাহ করে। এর মাধ্যমে অন্তরে মরিচা পড়ে, ন্যায় ও ভাল কাজের প্রতি অনীহা দেখা দেয় এবং ইবাদতে মন বসে না। গান-বাজনা মানুষকে বাস্তব জগতের সীমনা পেরিয়ে কল্পনার জগতে বিচরণ করায়। তখন ব্যক্তি কাল্পনিক সত্তায় পরিণত হয়। কেননা, গান-বাজনার বিষয়বস্তু হচ্ছে, কাল্পনিক। অবশ্য ইসলামী গান-গজল তার বিপরীত। এর মাধ্যমে শয়তান দূর হয়। জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'সর্বপ্রথম শয়তান গান গেয়েছে।' (ইবনু আবি শায়বা)

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বলেছেন ঃ 'গান ও বাদ্যযন্ত্র শয়তানের হাতিয়ার।'[১]

---

১. তাওজীহাত ইলা আসহাবিল ফিদিউ ওয়াত্তাসজীলাত-শেখ আবদুল্লাহ জারুল্লাহ-সৌদী আরব।

বর্তমান যুগে রেডিও-টেলিভিশন, সিনেমা ও ভিডিওসহ প্রকাশ্য গান-বাজনার সুড়সুড়ি চলছে। এ সকল গান-বাজনা সাধারণত অশ্লীল ও যৌন আবেদনমূলক হয়ে থাকে। শয়তান-এর মাধ্যমে গুনাহর বহু রাজপথ রচনা করে।

১৭. এক জুতায় হাঁটা শয়তানী কাজ ঃ

আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন এক জুতা পরে না হাঁটে। কেননা, শয়তানও এক জুতা পরে হাঁটে।'[১] এক জুতা পরে হাঁটলে পায়ের ব্যালেন্স রক্ষা না হওয়ায় পড়ে আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তদুপরি, তা দেখতেও বেমানান। ইসলাম বেমানান ও অসুন্দর কাজকে সমর্থন করে না। তাই এক পায়ে জুতা পরা ঠিক নয়।

১৮. তাড়াহুড়া শয়তানী ওয়াসওয়াসা ঃ

কোন কাজের ভাল পরিণতি তা ধীরস্থিরভাবে করার উপর নির্ভরশীল। তাড়াহুড়া করে কাজ করার পরিণতি কখনও ভাল হয় না। এর ফলে কাজও ভাল হয় না। তাই ধীরে-সুস্থে কাজ করার জন্য নবী (সঃ) উৎসাহিত করেছেন।

সহল বিন সা'দ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'ধীরে-সুস্থে কাজ করা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে। (তিরমিজী)

১৯. গাধা শয়তান দেখে আওয়াজ দেয় ঃ

আমরা শয়তানকে দেখি না। জিনেরা আমাদেরকে দেখে। গাধাও শয়তান দেখে। সে শয়তান দেখলে আওয়াজ দেয়। সেও শয়তানকে দেখতে অনিচ্ছুক। আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'তোমরা মোরগের আওয়াজ শুনলে আল্লাহর অনুগ্রহ চাইবে। কেননা, সে ফেরেশতাকে দেখে। আর গাধার আওয়াজ শুনলে শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইবে। কেননা, সে শয়তানকে দেখে।' (বোখারী, মুসলিম)

গাধার আওয়াজ শুনলে শয়তানের উপস্থিতির কথা জেনে মুমিনের সতর্ক হওয়া উচিত। পশু-পাখির ডাকের বিশেষ তাৎপর্য আছে। আমরা তা বুঝি না। আল্লাহ তা বুঝেন। তিনি বলেছেন ঃ

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ لِلّٰهِ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ -

'এমন কোন জিনিস নেই, যা আল্লাহর পবিত্রতা ও তাসবীহ বর্ণনা করে না। কিন্তু তোমরা তা বুঝ না।'

---

১. মাসায়েল-হারব আল-কারমানী।

২০. নারী ও শয়তান ঃ

শয়তান নারীকে গোমরাহীর শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। নারীদের মাধ্যমে পুরুষদেরকে বিভ্রান্ত করা তার পক্ষে খুবই সহজ। পুরুষকে বিভ্রান্ত করার আগেই সে নারীকে বিভ্রান্ত করে ফেলে। নারী ঘর থেকে বের হলেই শয়তানের ওয়াসওয়াসার সূচনা হয়। তাই মহানবী (সঃ) নারীদেরকে খুব বেশি সতর্ক করেছেন এবং বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হতে নিরুৎসাহিত করেছেন। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ۔

'নারী হচ্ছে সতর। যখন সে ঘর থেকে বের হয় তখন শয়তান তার দিকে তাকাতে থাকে।' (তিরমিজী)

অর্থাৎ সতর যেমন প্রকাশ করা যায় না, তেমনি নারীও বিনা প্রয়োজনে ঘরের বাইরে নিজেকে প্রকাশ করবে না। বাইরে গেলে, প্রয়োজন সেরে তাড়াতাড়ি চলে আসা উচিত। বিনা প্রয়োজনে বাইরে আড্ডা দেয়া ঠিক নয়।

আবু উমামা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'যখন ইবলিশকে পৃথিবীতে অবতরণ করানো হয়, সে আল্লাহকে জিজ্ঞেস করে, হে আমার রব! তুমি আমাকে জমীনে পাঠিয়েছ এবং অভিশপ্ত করেছ। আমার জন্য জমীনে একটি ঘর তৈরি করে দাও। আল্লাহ বলেন, সেটি হচ্ছে বাথরুম। সে বলল, আমার জন্য একটি মজলিশ চাই। আল্লাহ বলেন, সেটা হল বাজার ও চৌরাস্তা। সে বলল, আমার জন্য খাবার চাই। আল্লাহ বলেন, সেটা হল, যে খাবার বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া হয় না তা। সে বলল, আমার জন্য একটি পড়ার বই চাই যেমন মানুষের জন্য রয়েছে কোরআন। আল্লাহ বলেন, সেটা হচ্ছে, বাজে কবিতা। শয়তান বলে, আমার জন্য লেখার বিষয় চাই। আল্লাহ বলেন, সেটা হচ্ছে, শরীরে রং খোদাই করা। শয়তান বলে, আমার জন্য কথা চাই। আল্লাহ বলেন, সেটা হচ্ছে মিথ্যা। শয়তান বলে, আমার জন্য দূত চাই। আল্লাহ বলেন, সেটা হচ্ছে গণক। শয়তান বলে, আমার জন্য শিকার চাই। আল্লাহ বলেন, সেটা হচ্ছে নারী।' (তাবরানী, ইবনু আবিদ্ দুনিয়া) এ হাদীসে, আমরা মানুষকে গোমরাহ করার বহু শয়তানী উপায়-উপকরণ সম্পর্কে জানতে পারলাম। সেগুলো হচ্ছে বাথরুম, বাজার, বিসমিল্লাহ না বলে খাবার গ্রহণ, বাজে কবিতা, শরীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য রং খোদাই করা, মিথ্যা, গণক ও নারী। এ সকল ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ মেনে না চললে, শয়তান এগুলো থেকে আমাদের বিরুদ্ধে

আক্রমণের পথ রচনা করে। নারীর অশালীনতা, পর্দাহীনতা, নরম-কোমল কথাবার্তা, খারাপ আচরণ ও সৌন্দর্যের প্রকাশকে শয়তান যৌন সুড়সুড়ি সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করে। আজকের সমাজে সিনেমা, ভিডিও, ভিসিআর, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা ও পর্ণ ম্যাগাজিনে নারীদের বেহেল্লাপনা, উগ্রতা, নগ্নতা ও বেহায়াপনা গোটা সমাজকে বিষায়িত করে তুলেছে এবং বহু সমস্যার জন্ম দিয়েছে। তাই নারীদের বিষয়ে অধিক সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে।

এখন আমরা নারী সংক্রান্ত একটি শিক্ষামূলক ঘটনা উল্লেখ করব। ওহাব বিন মোনাব্বেহ তাঁর 'তালবীসে ইবলিশ' কিতাবে উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ অতীত উম্মতের এক আবেদ জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে মন্দিরে উপাসনা করত। বহু বছর যাবত সে এভাবে উপাসনা করে আসছে। সে কারো সাথে মিশত না। একদিন তিন ভাই জেহাদে রওনা হওয়ার আগে সে আবেদের কাছে এসে তার তত্ত্বাবধানে তাদের একমাত্র বোনকে রেখে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। এর আগে তিন ভাই তাদের বোনের যত্নের লক্ষ্যে সর্বাধিক নিরাপদ ব্যক্তি সম্পর্কে গ্রামবাসীকে জিজ্ঞেস করল। সকল লোক মন্দিরের ঐ আবেদকে পরামর্শ দিল। আবেদ ব্যক্তি এ প্রস্তাব সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করল। কিন্তু তিন ভাই নাছোড় বান্দাহ। শেষ পর্যন্ত আবেদ রাজী হল। কিন্তু সে শর্ত দিল, তারা যেন মন্দিরের নিকটে আলাদা একটি ঘরে মেয়েটিকে রাখার ব্যবস্থা করে। তারা এভাবে ব্যবস্থা করে বোনকে রেখে চলে গেল। আবেদ প্রত্যেক দিন মেয়েটির জন্য খাবার তৈরি করে মন্দিরের দরজার বাইরে খাবার রেখে দরজা বন্ধ করে দেয়। মেয়েটি এসে খাবার নিয়ে যায়। একদিন শয়তান এসে অদৃশ্যে আওয়াজ দিয়ে আবেদকে বলল, তুমি ভাল করছ না। কেন মেয়েটি একা ঘর থেকে বের হয়ে তোমার মন্দির থেকে খানা নিয়ে যায় ? এটা মেয়েটির জন্য ফেতনা ও বিপদ ডেকে আনতে পারে। উত্তম হল তুমি তার কক্ষের দরজার কাছে খানা রেখে চলে আসবে। আবেদ এটাকে ভাল ধারণা মনে করে সেভাবে কাজ শুরু করল। ইবলিশ কিছুদিন আবেদকে দিয়ে এভাবে কাজ করাতে থাকল। অন্য একদিন এসে বলল ঃ মেয়েটি দীর্ঘদিন একাকী নিজেকে কারাবন্দী মনে করে ভয় পাচ্ছে। তুমি কেন তার সাথে আলাপ করে তার খোঁজ-খবর নিচ্ছ না ?

এর ফলে মেয়েটির নির্জন একাকীত্বের কষ্ট দূর হবে এবং সে আনন্দ পাবে। আবেদ এটাকে উত্তম প্রস্তাব মনে করল। এখন থেকে সে মন্দিরের উপর দিয়ে মেয়েটির সাথে কথা বলে তার খোঁজ-খবর নিতে থাকে। কিছুদিন পর শয়তান এসে আবার বলল, উত্তম হত যদি তুমি তোমার উপাসনার দরজায় এবং মেয়েটি

নিজ ঘরের দরজায় বসে মুখোমুখি আলোচনা করতে। এতে করে মেয়েটির নির্জনতার কষ্ট ভালভাবে দূর হত। আবেদ কিছুদিন তাই করল। এরপর ইবলিশ আবার তার কাছে এসে বলল, তুমি যদি তোমার দরজায় দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতরে অবস্থিত মেয়েটির সাথে কথা বল, তাহলে তা একদিকে, তার জন্য প্রতিরক্ষা এবং তোমার জন্য বিরাট সওয়াবের কাজ। এভাবে আবেদটি কিছুদিন করতে থাকল। কিছুদিন পর আবার ইবলিশ এসে তাকে বলল ঃ তুমি যদি মেয়েটির সাথে তার ঘরে গিয়ে কথা বল, তাহলে, দরজা থেকে তার মাথা বের করে তোমার সাথে কথা বলার দরকার হবে না। ফলে এখন থেকে সে মেয়েটির ঘরে গিয়ে দিনের অধিকাংশ সময় কথা বলতে থাকল। পরে নিজ উপাসনালয়ে ফিরে আসত। তারপর ইবলিশ এসে তার কাছে মেয়েটির রূপ-গুণ ও সৌন্দর্য স্মরণ করিয়ে দিল। ফলে, একদিন আবেদ মেয়েটির রানের মধ্যে হাত রাখল এবং তাকে চুমু খেল। শয়তান এভাবে আবেদের চোখে মেয়েটিকে সুন্দর করে দেখাতে থাকল যে পর্যন্ত না সে তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হল। ব্যভিচারের ফলে মেয়েটি গর্ভবতী হল। সন্তান প্রসব করার পর শয়তান এসে আবেদকে তার এ কুকাজের জন্য ভয় প্রদর্শন করল এবং বলল ঃ মেয়ের ভাইয়েরা ফিরে আসলে তোমার কি উপায় হবে? ইবলিশ সন্তানটিকে হত্যা করার পরামর্শ দিল, আবেদ শিশুটিকে জবাই করে দাফন করে ফেলল। ইবলিশ পুনরায় এসে মেয়েটির ব্যাপারে ভয় দেখাল যে, সে তার ভাইদের কাছে ঘটনা বলে দিতে পারে। তাই তাকেও হত্যা করা উচিত। তার ভাইয়েরা আসলে তাদেরকে তুমি বলবে যে মেয়েটি মারা গেছে। আবেদ মেয়েটিকে জবাই করে শিশুর গর্তে তাকেও দাফন করল। এরপর সে নিজ মন্দিরে ফিরে আসল। কিছুদিন পর ভাইয়েরা ফিরে আসলে সে তাদের কাছে তাদের বোনের মৃত্যু সংবাদ দিয়ে অনুশোচনা প্রকাশ করল এবং খুব কান্নাকাটি করল। তারপর তাদেরকে মেয়েটির কবর দেখাল। ভাইয়েরা ঘরে ফিরে আসল। ইবলিশ এবার তাদের প্রত্যেককে স্বপ্নে একজন মুসাফিরের আকৃতিতে তাদের বোন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তারা তাকে বোনের মৃত্যু সংবাদ দিল। ইবলিশ তাদের প্রত্যেককে আবেদ ব্যক্তির ব্যভিচার এবং তাদের বোন ও তার সন্তান হত্যার কাহিনী জানাল, দাফনকৃত গর্তের সন্ধান দিল এবং কবর খুঁড়ে তাদের জবাইকৃত বোন ও সন্তানের লাশ বের করার পরামর্শ দিল। তারা ঘুম থেকে জেগে পরস্পরের স্বপ্ন এক ও অভিন্ন হওয়ায় আশ্চর্য হল। তারা কবর খোঁড়ার সিদ্ধান্ত নিল। কবরে জবাইকৃত বোন ও শিশুর লাশ পাওয়া গেল। তারা আবেদকে ধরায় সে সকল অপরাধ স্বীকার করল। সমসাময়িক রাজা

আবেদকে ফাঁসিদানের নির্দেশ দিল। তাকে ফাঁসিকাষ্ঠে বাঁধার পর ইবলিশ এসে বলল ঃ তুমি জান যে, আমিই তোমার সে বন্ধু, যে তোমাকে নারী পরীক্ষায় লিপ্ত করেছি। ফলে তুমি তাকে গর্ভবতী করেছ, তার জারজ সন্তানকে জবাই করেছ, পরে তাকেও জবাই করেছ। যদি তুমি আমার আনুগত্য কর, তাহলে তুমি এখন যে বিপদে আছ, তা থেকে তোমাকে রক্ষা করতে পারি। তুমি আল্লাহকে অস্বীকার করে কুফরী করতে হবে। আবেদ আল্লাহর সাথে কুফরী করল। শয়তান এবার সরে গেল, কোন সাহায্য করল না। লোকেরা তাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে মারল।'

এ হচ্ছে, শয়তানের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। সে সর্বদাই মুমিনের সাথে এরূপ মিথ্যা প্রতিশ্রুতিই করে থাকে।

এ ঘটনা প্রমাণ করে, শয়তান কত ভাবে ও কত ঢংয়ে মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত ধ্বংস করে। যারা দুর্বল মুমিন, তাদেরকে কাবু করতে শয়তানের অল্প সময়ই লাগে। সহজেই তাদেরকে কাবু করে ফেলে। যেমন, অগণিত লোক গুনাহ কি, গুনাহর কাজ কি এবং গুনাহ থেকে দূরে থাকার আদৌ কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। তারা রাত-দিন সারাক্ষণ গুনাহ করেই চলেছে। এজন্য কোন চিন্তা ও পেরেশানী নেই। পক্ষান্তরে, যারা দীনদার-ঈমানদার, তাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য শয়তান কঠিন পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং ধাপে ধাপে তার বাস্তবায়ন করতে থাকে। এ ঘটনা তারই প্রমাণ।

গুনাহর কাজে নারীকে টেনে আনা এবং এর মাধ্যমে গুনাহ সংঘটিত করা সবচাইতে বেশি সহজ ও সহায়ক। আর কোন পদ্ধতি এত বেশি কার্যকর নয়। আলোচ্য ঘটনায় দু'জন নেক পুরুষ ও নারীকে কিভাবে শয়তান ধ্বংস করল, প্রত্যেক নেককার মানুষের তা চিন্তা করে দেখা দরকার। ঈমানদারদের ভয়ই বেশি। শয়তান তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এজন্য সর্বদা আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতে হবে।

হাসান বিন সালেহ বলেন। আমি শুনেছি যে, শয়তান নারীকে বলেছে ঃ তুমি আমার সেনাবাহিনীর অর্ধেক, তুমি আমার এমন তীর যা নিক্ষেপ করলে নির্ভুল লক্ষ্যে আঘাত হানে, তুমি আমার গোপন রহস্য এবং আমার প্রয়োজন পূরণে তুমি আমার দূত।' (ইবনু আবিদ দুনিয়া)

মালেক বিন দীনার বলেছেন ঃ 'দুনিয়া প্রীতি গুনাহর চূড়া এবং নারী হচ্ছে শয়তানের রশি। তিনি আরো বলেন, ইবলিশ শয়তানের কাছে নারী অপেক্ষা অন্য কোন জিনিস এত নির্ভরযোগ্য নয়।' (ইবনু আবিদ দুনিয়া)

তাঁর এ বক্তব্য সে সকল নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা নিজেরা খারাপ এবং যারা পুরুষদেরকে খারাপ করার কাজে সর্বদা নিয়োজিত। কিন্তু নারীদের মধ্যে এমন বহু মহীয়সী নারীও আছেন, যারা পুরুষের চাইতেও উত্তম। হযরত মরিয়ম সম্পর্কে একথাই কুরআনে উল্লেখ আছে। কুরআনে উল্লেখ আছে। وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى 'পুরুষও মহিলার মত নয়।'

ইবনু আবিদ দুনিয়া সাঈদ বিন মোসাইয়ের থেকে বর্ণনা করেছেন, 'আল্লাহ এমন কোন নবী পাঠাননি যাকে নারীর মাধ্যমে ধ্বংস করার বিষয়ে শয়তান কখনও নিরাশ হয় নি।' শয়তান যেখানে নবীদেরকে ধ্বংস করার জন্য নারীকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে হতাশ হয় নি, সে তুলনায় সাধারণ মুসলমানকে গোমরাহ করার লক্ষ্যে শয়তান কর্তৃক নারীর ব্যবহার কত বেশি ও কত মারাত্মক তা সহজেই অনুমান করা যায়। বাস্তবেও তাই দেখা যায়।

ইবনে আবি আব্বাস থেকে বর্ণিত। 'শয়তান পুরুষের তিন স্থানে আশ্রয় নেয়। দুই চোখ, হৃদয় ও লজ্জাস্থান। সে স্ত্রীলোকেরও তিন স্থানে আশ্রয় নেয়। দুই চোখ, হৃদয় ও পশ্চাদ্বারে।[১]

যৌন চাহিদার অসদ্ব্যবহার শয়তানের অন্যতম অস্ত্র। ওবাইদুল্লাহ বিন ওহাব থেকে বর্ণিত। 'এক নবী ইবলিশকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোন্ জিনিস দ্বারা তুমি মানুষের উপর বিজয় লাভ কর ? সে উত্তরে বলে ঃ আমি তার রাগ ও যৌন তাড়নাকে কাজে লাগিয়ে বিজয় লাভ করি।' (ইবনু আবিদ দুনিয়া)

আজকের দুনিয়ায় যত ফেতনা তার অধিকাংশের মূলে রয়েছে যৌন উচ্ছৃঙ্খলা ও পাশবিক চাহিদা। ইসলাম বিয়ের মাধ্যমে যৌন চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করে এর সদ্ব্যবহারের পথ নির্দেশ দেয়। কিন্তু বস্তুবাদী লোকেরা ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে যৌন তাড়নার পেছনে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

২১. মাদকতা শয়তানী ওয়াসওয়াসার বাহন ঃ

মাদকতার মাধ্যমে মানুষের বিবেক লোপ পায়। সে তখন যা ইচ্ছা তাই করে। ভাল-মন্দ ভেদাভেদ করতে পারে না। শয়তান এ সুযোগকে কাজে লাগায়। মাদকদ্রব্য সেবনের পর তাকে দিয়ে নামাজ ত্যাগ, গালি-গালাজ, অশ্লীলতা, যেনা-ব্যভিচার-সমকামিতাসহ বিভিন্ন গর্হিত কাজ আঞ্জাম দেয়। ইসলাম মদসহ নেশা সৃষ্টিকারী অন্যান্য সকল জিনিস হারাম করেছে। যেমন, হিরোইন, কোকাইন, হাশিস ইত্যাদি। মানুষ সৃষ্টির সেরা হয়েছে বিবেকের

---

১. কিতাবুল কালায়েদ-আহমদ বিন আবি শায়বা।

কারণে। মানবদেহের সে শ্রেষ্ঠ জিনিসটিকে ধ্বংসকারী নেশা জাতীয় দ্রব্য কি করে হালাল হতে পারে ?

কাতাদাহ বিন আইয়াস আল-জোরাসী থেকে বর্ণিত। 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ বান্দাহ যে পর্যন্ত মদ পান না করে, সে পর্যন্ত সে দীনের আঙ্গিনায় অবস্থান করে। যখন সে মদ পান করে, তখন আল্লাহ তার থেকে অন্যের দিকে ফিরে যান। তখন শয়তান হয় তার বন্ধু, কান, চোখ ও পা। শয়তান তাকে সকল খারাপ ও মন্দ কাজের দিকে নিয়ে যায় এবং সকল ভাল কাজ থেকে তাকে ফিরিয়ে রাখে।' (তাবরানী, সুয়ুতী)

মদসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য সেবন করা দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর। শয়তান মাদকতার পথ ধরে মানুষকে গোমরাহীর অতল তলে নিয়ে যায়। তাই এগুলো থেকে বাঁচা জরুরী। শুধু মদ পান নয় বরং সাধারণ পানীয়ের বিষয়েও মহানবীর অমূল্য উপদেশ রয়েছে। আমর বিন আবি সুফিয়ান থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'পানপাত্রের সর্বনিম্ন অংশের পানীয়টুকু পান করবে না। কেননা, শয়তান তা পান করে।'[১]

---

১. হেলইয়া-আবু নাঈম : জমউল জাওয়ামে'-সুয়ুতী।

২২. অধিক রক্তস্রাব শয়তানের কাজ ঃ

মহিলাদের রক্তস্রাব হবে স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত। যদি তা অধিক পরিমাণে হয় তাহলে শরীরের ক্ষতি হয়, বেশি দুর্বলতা অনুভব করে, ইবাদতে বিঘ্ন ঘটায়। এটা শয়তানের কাজ। কেননা, তা তার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক।

হামনাহ বিনতে জাহাশ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার অত্যধিক রক্তস্রাব হয়। আমি তা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলি, তিনি উত্তরে বলেন ঃ এটা শয়তানের খোঁচার ফলে হয়। (আবু দাউদ, তিরমিজী)

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ কথার সাথে শয়তান যে, মানুষের রক্তে ও শিরা-উপশিরায় চলাচল করে তার মিল রয়েছে। শয়তান যখন ধমনীতে খোঁচা মারে তখন এ অধিক রক্তস্রাব হয়। ঋতুর রক্ত নাপাক ও হারাম। এ হারামের সাথেই শয়তানের সম্পর্ক বেশি। এ কারণে যাদুর জন্যও এ নাপাক রক্ত দরকার হয়। মোট কথা এ বিষয়ে শয়তানের বিশেষ চর্চা রয়েছে। কোন মহিলার এ জাতীয় সমস্যা হলে সে আল্লাহর কাছে শয়তানের বিরুদ্ধে আশ্রয় চাইবে। অর্থাৎ আউজুবিল্লাহ, সূরা নাস ও ফালাক পড়বে। সাথে চিকিৎসাও অব্যাহত রাখবে।

২৩. তালাক ঘটানোর জন্য সাগরে শয়তানের মজলিশ ঃ

পরিবার হচ্ছে সমাজের প্রথম ও প্রধান ইউনিট। ইসলাম বংশ রক্ষা, যৌন চাহিদা পূরণ, সন্তান-সন্ততি গঠন ও সুষ্ঠু সমাজ গড়ার লক্ষ্যে পরিবার ব্যবস্থার উপর অত্যধিক জোর দেয়। স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমেই পরিবার গঠিত হয়। শয়তান সমাজের এ মৌলিক ভিত্তিতে আঘাত হেনে ইসলামী সমাজকে দুর্বল করে দিতে আগ্রহী। সেজন্য পারিবারিক ভাঙ্গন শয়তানের খুবই প্রিয় কাজ। ইসলামে তালাক হচ্ছে সর্বনিকৃষ্ট হালাল বিষয়। তাই ইসলাম তালাককে নিরুৎসাহিত করে। আপোষে সমস্যার সকল সমাধানের পথ রুদ্ধ হলেই কেবল তালাকের চিন্তা করা যাবে, এর আগে সম্ভাব্য সকল উপায়ে বিয়ে ঠিক রাখার চেষ্টা করতে হবে। পক্ষান্তরে নবী (সঃ) স্ত্রীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, যে স্ত্রী স্বামীর কাছে তালাক চায় তার ঠিকানা হচ্ছে দোজখ।

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, সাগরে ইবলিশের মজলিশ বসে। ইবলিশ তার বাহিনীকে লোকদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য পাঠায়। যে শয়তান সর্বাধিক বড় ফেতনা সৃষ্টি করতে পারে সেই ইবলিশের কাছে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী। তাদের মধ্যে একজন এসে বলে, আমি এ কাজ করেছি। ইবলিশ বলে, তুমি কিছুই করনি। অন্য একজন এসে বলে, আমি অমুক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করেছি। তখন ইবলিশ বলে, তুমি কতইনা উত্তম কাজ করেছ।' (মুসলিম, আহমদ)

এ হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে, তালাকের পেছনে রয়েছে শয়তানের হাত। তাই তালাক থেকে বাঁচা মানে শয়তানের একটি কাজ থেকে বাঁচা।

২৪. খোলা কাপড়ে শয়তান আশ্রয় নেয় ঃ

কাপড় ভাঁজ করে রাখা রুচিসম্মত ব্যাপার। কারো কারো এ রুচিবোধের অভাব রয়েছে। তারা কাপড়-চোপড় ও পোশাক-আশাক ভাঁজ করে না। খোলা রেখে দেয়। জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমরা কাপড় ভাঁজ করে রাখ। শয়তান ভাঁজ করা কাপড় পরে না। খোলা পেলে পরে।' (তাবরানী) তাই কাপড় এলোমেলো রাখা উচিত নয়। সর্বদা কাপড়-চোপড় গুছিয়ে রাখা উচিত।

বায়হাকী তাউস থেকে বর্ণনা করেছেন, 'যে ব্যক্তি শুধু মাথায় পাগড়ী প্যাঁচায়, কিন্তু তাকে থুতনীর নিচে রাখে না সেটা হচ্ছে শয়তানের পাগড়ী।' এভাবে পাগড়ী পরা ঠিক নয়। পাগড়ীর এক মাথা থুতনীর নিচ পর্যন্ত থাকা বাঞ্ছনীয়।

২৫. এক শ্বাসে পানীয় পান করা শয়তানের অভ্যাস ঃ

এক শ্বাসে বা এক টানে কোন পানীয় পান করা উচিত নয়। এতে দম আটকে মানুষ মারা যাওয়ার আশঙ্কা আছে। তাই হাদীসে তিন শ্বাসে বা টানে পান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'তোমাদের তিন শ্বাসে পানি পান করা উচিত। তিনি এক শ্বাসে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ এটা হচ্ছে, শয়তানের পান পদ্ধতি।' (বায়হাকী)

নবী করীম (সঃ) আরো বলেছেন ঃ 'যদি খাওয়ার পাত্র রাত্রে খোলা থাকে এবং ঢাকনা না থাকে, শয়তান তাতে থুথু দেয়।'[১] এমনিতেও তো তাঅস্বাস্থ্যকর। শুধু ইবাদতে নয়, আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম, খানা-পিনা, যান-বাহন, ঘর-বাড়ি, পোশাক, কাপড়-চোপড় পরিধান, পেশাব-পায়খানাসহ সকল বিষয়ে শয়তান হস্তক্ষেপ করে। এগুলোকে ক্ষতিকর করা, বরকত দূর করা, এদের মঙ্গল থেকে মুমিনদেরকে বঞ্চিত করাই তার লক্ষ্য। কোন কোন সময় এগুলোকে ফেতনার উপাদানে পরিণত করে। তাই মহানবী (সঃ) শয়তানের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য তাকিদ দিয়েছেন।

২৬. সুদ শয়তানের উন্মাদনা ঃ

সুদ হচ্ছে, "পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার নিয়ামক এবং ইসলামী অর্থব্যবস্থার জন্য ধ্বংসাত্মক।" সুদ হচ্ছে শোষণের উপায়। সুদী ব্যবস্থা অসহায় মানুষের পকেট থেকে অর্থ শোষণ করে কিছুমাত্র ধনীর পকেটে অর্থ সরবরাহ করে। এর ফলে সমাজে অভাব ও দারিদ্র্য সৃষ্টি হয়। নবী (সঃ) বলেছেন, 'দারিদ্র্য মানুষকে কুফরী

১. মোসান্নাফ-আবদুর রাসেক ও ইবনু আবি শায়বা।

পর্যন্ত নিয়ে যায়।' তাই সুদ ও কুফরীর মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। আর সে কারণেই মুসলিম সমাজ ব্যতীত দুনিয়ার অন্যান্য সকল কুফরী সমাজের সুদ হচ্ছে অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলাম সুদকে হারাম ঘোষণা করে বলেছে, এটা হচ্ছে শয়তানী কাজ ও শয়তানের ব্যধিগ্রস্ততা ও উন্মাদনা। আল্লাহ বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لَايَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ـ

"যারা সুদ খায় তারা হাশরের দিন এমনভাবে দাঁড়াবে যেমন করে শয়তানের মোহাবিষ্ট উন্মাদ লোক দাঁড়ায়। তাদের এ করুণ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছে ঃ বেচা-কেনা তো সুদেরই মত। অথচ, আল্লাহ বেচা-কেনাকে হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।" (সূরা বাকারা-২৭৫)

সুদী কারবারীদের মতে, সুদী কারবার তো ব্যবসা-বাণিজ্যের মতই বৈধ হওয়া উচিত। তা হারাম হবে কেন ? অথচ, তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সুদের সুক্ষ্ম পার্থক্যগুলোকে বুঝেও না বুঝার ভান করে। ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভ-লোকসানের ঝুঁকি রয়েছে। আর সুদী কারবারে সে ঝুঁকি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এতে কেবল লাভ আর লাভ। ফলে, সুদ দাতার অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে গেলেও তাকে যে কোন মূল্যে সুদ দিতেই হবে। মানবতার বিরুদ্ধে এটা কতবড় জুলুম। তাই ইসলামে সুদের ছোট গুনাহ হচ্ছে নিজ মাকে বিয়ে করা আর সর্বাধিক বড় গুনাহ হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করা। নাউজুবিল্লাহ।

২৭. শয়তানের খাওয়ার পদ্ধতি ঃ

আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'এক আঙ্গুলে খাওয়া শয়তানের পদ্ধতি, দুই আঙ্গুলে খাওয়া অহঙ্কারী ও পরাক্রমশালীদের পদ্ধতি এবং তিন আঙ্গুলে খাওয়া নবীদের পদ্ধতি।' (দাইলামী)

অপরদিকে, শয়তান কয়লা খায়। এ মর্মে রাফে' বিন ইয়াযীদ আস্সাকাফী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই শয়তান কয়লা পসন্দ করে। তাই তোমরা কয়লার ব্যাপারে এবং খ্যাতিসম্পন্ন কাপড়ের ব্যাপারে সতর্ক হবে।'

(আবু আহমদ, হাকেম, বায়হাকী)

অন্য আরেক হাদীসে নবী করীম (সঃ) হাড় দিয়ে এস্তেঞ্জা বা পবিত্রতা অর্জন করতে নিষেধ করে বলেছেন, এটা জিনের খাবার।

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন ঃ 'প্লীহা শয়তানের খাবার।' (ইবনু আবি শায়বা)

২৮. মসজিদবাসীর প্রতি শয়তানের ওয়াসওয়াসা ঃ

মসজিদ ও মসজিদের মুসল্লীর প্রতি শয়তানের হামলা অবিরত চলে। আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ মসজিদে অবস্থান করলে শয়তান তার কাছে আসে এবং মুসল্লীর সাথে এমন ভালবাসা সৃষ্টি করে যেমন, কোন লোক নিজ সওয়ারী পশুকে ভালবাসে। যখন শয়তান মুসল্লীর মনে আশ্রয় লাভ করে। তখন তাকে অন্যমনস্ক করে এবং মুখে লাগাম পরিয়ে দেয়।

আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ আপনারা তা নিজেরাও দেখতে পান। অন্যমনস্ক ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়ের কল্পনায় বিভোর থাকে। আল্লাহর জিকর থেকে বিরত থাকে। আর মুখে লাগাম পরানো ব্যক্তি মুখ হা করে থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর জিকর করে না।' (মোসনাদে আহমদ)

এতো গেল মসজিদে প্রবেশকারী মুসল্লীর কথা। যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হয় তার ব্যাপারেও শয়তান সর্বোচ্চ সজাগ থাকে। আবু উমামা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'তোমাদের কেউ মসজিদ থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করলে ইবলিশের বাহিনী এমনভাবে জড় হয় যেমন, মৌমাছিরা রাজা মৌমাছির চারদিকে ঘিরে দাঁড়ায়। তোমাদের কেউ যেন বের হওয়ার সময় মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে এ বলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায় ঃ 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আ'উজুবিকা মিন্ ইবলিশ ওয়া জুনুদিহী' (হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ইবলিশ ও তার বাহিনী থেকে পানাহ চাই) তাহলে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'[১]

এ হাদীস থেকে জানা যায় শয়তান মসজিদে যেতে যেমন বাধা দেয়, ভেতরে ঢুকলে যেমন অন্যমনস্ক করে দেয়, তেমনি বের হলেও তাকে মসজিদের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করা এবং মসজিদের শিক্ষাকে বাইরে বাস্তবায়নের পথে বাধা সৃষ্টির জন্য মোটেই ত্রুটি করে না।

ইয়াযীদ বিন কোসাইত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবীদের নিজেদের এলাকার বাইরে তাদের জন্য মসজিদ থাকে। নবী যখন আল্লাহর কাছে কোন বিষয়ে জানতে চান তখন তিনি সে মসজিদের দিকে রওনা হন এবং ফরজ নামাজ আদায় করেন। তারপর যে বিষয়ে জানতে চান সে বিষয়ে প্রশ্ন করেন। একদিন এক নবী নিজ মসজিদে ছিলেন। তখন ইবলিশ তাঁর ও কেবলার মাঝে বসে পড়ে। তখন নবী তিন বার বলেন 'আউজুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম।' 'আমি আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আশ্রয় চাই।' ইবলিশ বলে, আপনি

১. আমলুল ইয়াওম ওয়াল্ লাইল-ইবনুস সুন্নী।

আমাকে বলুন, আপনি আল্লাহর কাছে আমার কোন্ বিষয় থেকে পানাহ্ চান? নবী বলেন : 'তুই বনি আদমের উপর কিসের মাধ্যমে বিজয়ী হস্? উভয়েই উভয়কে এ বিষয়ে কঠোরভাবে পাকড়াও করেছে। নবী আরও বলেন : আল্লাহ্ বলেন :

إِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِيْنَ۔

"নিশ্চয়ই আমার বান্দাহদের উপর তোর কোন কর্তৃত্ব নেই। তবে যে বিভ্রান্তরা তোর অনুসারী তারা ব্যতীত।" শয়তান উত্তরে বলে, আপনার জন্মের আগেই আমি তা শুনেছি। তখন নবী বলেন : 'আল্লাহ্ আরো বলেছেন :

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ۔

'আর শয়তান যদি আপনাকে উস্কায় তাহলে, আপনি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চান।' আমি যখনই তোর উপস্থিতি অনুভব করি তখনই আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। ইবলিশ বলে, আপনি ঠিকই বলেছেন। এভাবেই আপনি আমার ওয়াসওয়াসা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। নবী বলেন, এখন তুই বল, কি জিনিসের মাধ্যমে তুই বনি আদমের উপর বিজয় লাভ করিস? ইবলিশ জবাবে বলে, আমি তাদেরকে রাগ এবং নফসের (কু-প্রবৃত্তির) গোলামীর মধ্যে পাকড়াও করি।[১] (ইবনে জারীর)

২৯. ফেরেশতার বেশে শয়তান :

শয়তান মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্য কখনও ফেরেশতার ভূমিকা পালন করে। কোন ব্যক্তির কাছে শয়তান আবির্ভূত হয় এবং বিশেষ ধরনের কিছু কাজ করে। ফলে, ব্যক্তি মনে করে, আমি বুজুর্গ হয়ে গেছি। সে কারণে আমার ইবাদতে কিংবা আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ আমার কাছে ফেরেশতা পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ কৃত্রিম বুজুর্গীর মনোভাব সৃষ্টি করার পর শয়তান ঐ ব্যক্তির মনে বিভিন্ন রকম ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে এবং তাকে ইসলামী শরীয়তের বিভিন্ন হুকুম ও বিধান থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। কৃত্রিম বুজুর্গ ব্যক্তি তা অনেক সময় বুঝতেই পারে না। এ প্রসঙ্গে আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ শিরাজী 'হেকায়াতুস সুফিয়াহ' গ্রন্থে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন : আমাদের এক ব্যক্তি নিজ ঘরে রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তেন। তিনি তাকবীর তাহরীমা দ্বারা নামাজ শুরু করলে সাদা কাপড় পরিহিত এক লোক আসে, তার সাথে নামাজে দাঁড়ায় এবং নামাজ পড়ে। সাদা কাপড় পরিহিত ব্যক্তির রুকু ও সাজদা তার রুকু-সাজদা

১. আকামুল মারজান-কাজী বদরুদ্দিন শিবলী

থেকে অধিকতর ভাল ও সুন্দর। সে এ ঘটনা তার এক বন্ধুর কাছে প্রকাশ করে। তার ঐ বন্ধু আমার কাছে আসে এবং বিষয়টি বৈধ কি না এ বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করে। ইবনে আব্বাস বলেন ঃ তাকে বল সাদা কাপড় পরিহিত ব্যক্তি আসার পর যেন সূরা বাকারা পড়ে। যদি সে ব্যক্তি টিকে থাকে ও নামাজ অব্যাহত রাখে, তাহলে সে ফেরেশতা। আর এজন্য তার সুখবর। আর যদি ভেগে যায়, তাহলে, সে শয়তান। তিনি গিয়ে তার কাছে এ পরামর্শ পেশ করেন। পরামর্শ অনুযায়ী তিনি নামাজে দাঁড়ালে সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তিটিও নামাজে দাঁড়ায়। তখন তিনি সূরা বাকারা পড়া শুরু করলে শয়তান হাওয়া ছাড়তে ছাড়তে পালিয়ে যায়।'[১]

সূরা বাকারা পড়লে শয়তান থাকতে পারে না বলে হাদীসে এসেছে। এতো গেল ব্যক্তি পর্যায়ের ঘটনা। সামষ্টিক পর্যায়ে দেখা গেছে, বদরের যুদ্ধের দিন শয়তান কাফেরদের সাথে শুভাকাঙ্খীর বেশে ছিল এবং তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলল। যুদ্ধ যখন তুঙ্গে, তখন নবী (সঃ) আল্লাহর কাছে সাহায্যের জন্য দোআ করেন। আল্লাহ ফেরেশতা পাঠিয়ে মুমিনদেরকে সাহায্য করেন। শয়তান ফেরেশতাদেরকে দেখে পালিয়ে যায়। আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ "আর যখন শয়তান তাদের কাছে তাদের কার্যকলাপকে সুন্দর করে দেখাল এবং বলল যে, আজ কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। আর আমি হলাম তোমাদের সমর্থক। অতঃপর যখন উভয় বাহিনী সামনা সামনি হল, তখন সে দ্রুত পায়ে পেছন দিকে পালিয়ে গেল এবং বলল ঃ আমি তোমাদের সাথে নেই, আমি যা দেখছি তোমরা তা দেখছ না। আমি আল্লাহকে ভয় করি। আর আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠিন।" (সূরা আনফাল-৪৮)

শয়তান এভাবে মানব সমাজকে গোমরাহ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে। একমাত্র কোরআন-হাদীসের সঠিক জ্ঞান ও আল্লাহর রহমত না হলে কারো পক্ষে সত্যের উপর টিকে থাকা সম্ভব নয়।

৩০. আল্লাহ সম্পর্কে বিভ্রান্তি ঃ

শয়তান প্রথমে আল্লাহ সম্পর্কে ওয়াসওয়াসা দেয়। এ মর্মে হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "শয়তান তোমাদের কারো কাছে বসে বলে, তোমার স্রষ্টা কে? ব্যক্তি জবাবে বলে, আল্লাহ। তারপর শয়তান বলে, আল্লাহর স্রষ্টা কে? নবী (সঃ) বলেন, তোমাদের কারো মনে এরকম ওয়াসওয়াসা জাগলে সে যেন বলে, اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছি।' এর ফলে ওয়াসওয়াসা দূর হয়ে যায়। –(ইবনু আবিদ দুনিয়া)

১. লাকতুল মারজান ফি আহকামিল জান-আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী।

'ইবনে ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ) -এর কাছে বসা ছিলাম। তখন খুবই বিশ্রী চেহারা ও পোশাক এবং দুর্গন্ধময় উষ্ক-খুষ্ক একটি লোক মানুষের গর্দান ডিঙ্গিয়ে রাসূলুল্লাহর কাছে গিয়ে বসে। লোকটি নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করে, আপনার স্রষ্টা কে ? তিনি বলেন, আল্লাহ। সে বলে, আসমানের স্রষ্টা কে ? তিনি বলেন, আল্লাহ। সে জিজ্ঞেস করে, জমীনের স্রষ্টা কে ? তিনি বলেন, আল্লাহ। তারপর সে জিজ্ঞেস করে, আল্লাহর স্রষ্টা কে ? তিনি বলেন, 'সুবহানাল্লাহ', তিনি তার কপালে ধরেন এবং নিজ মাথা নিচু করেন। তারপর লোকটি উঠে দাঁড়াল এবং চলে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) মাথা উত্তোলন করেন এবং বলেন, লোকটিকে আমার দরকার। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা লোকটিকে তালাশ করলাম। সে এমন উধাও হল, যেন ঐরকম কোন ব্যক্তিই নেই। তখন নবী (সঃ) বলেন, এ হচ্ছে, ইবলিশ। সে তোমাদের দ্বীনের বিষয়ে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করতে এসেছে।' (বায়হাকী-দালায়েল)

৩১. মহানবীর উপর শয়তানের ক্ষ্যাপার কারণ ঃ

আবু নাঈম ইবনু আব্বাসের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন। শয়তানেরা আগে চুরি করে আসমানী অহী শুনে নিত। হযরত মোহাম্মদ (সঃ) নবী হওয়ার পর তাদের চুরি করে অহী শুনা বন্ধ হয়ে গেল। তারা ইবলিশের কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ করল। তারা বলল, মক্কার আবু কোবাইস পাহাড়ের উপর বিশেষ কোন ঘটনা ঘটেছে। ইবলিশ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে মাকামে ইবরাহীমের পেছনে নামাজ পড়তে দেখে তার বাহিনীকে নির্দেশ দিল, যাও তাঁর ঘাড় মটকিয়ে আস। তখন জিবরীল (আঃ) আসেন এবং শয়তানকে বহুদূরে তাড়িয়ে দেন।[১]

আল্লাহ কোরআন মজীদে বলেছেন ঃ "নিশ্চয়ই আমি নিকটবর্তী আসমানকে তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং তাকে সংরক্ষিত করেছি প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে। তারা উর্ধ্বজগতের কোন কিছু শুনতে পারে না এবং চারদিক থেকে তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষেপ করা হয়– বিতাড়নের উদ্দেশ্যে। তাদের জন্য রয়েছে বিরামহীন শাস্তি। তবে কেউ ছোঁ মেরে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পেছনে ধাবিত হয়।" (সূরা সাফফাত : ৬-১১)

এ আয়াতসমূহে শয়তানের চুরি করে অহী শুনা বন্ধ করার ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ কারণে শয়তান মহানবী (সঃ)-এর উপর ভীষণ ক্ষ্যাপা। কেননা এর ফলে শয়তানের বহু তৎপরতা সীমিত হয়ে এসেছে। সে আগে আসমান থেকে গায়েবী কথাবার্তা শুনে গণকদেরকে এসে বলত। এখন আর আগের মত বলতে পারে না।

---

১. লাকতুল মারজান ফি আহকামিল জান-জালালুদ্দিন সুয়ূতী।

ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) মে'রাজের পথে জিনের এক দৈত্যকে দেখতে পেলেন। সে একটি অগ্নিশিখা হাতে নিয়ে মহানবীর অনুসন্ধানে বেরিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার দিকে তাকানো মাত্র সে তাঁকে দেখে ফেলল। তখন জিবরীল (আঃ) তাঁকে বলেন, আমি কি আপনাকে এমন বাণী শিক্ষা দেবো যা পাঠ করলে তার অগ্নিশিখা নিভে যাবে এবং হাত থেকে তা পড়ে যাবে ? রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, হাঁ, অবশ্যই। জিবরীল বলেন ঃ আপনি এ দোআ পড়বেন ঃ

اَعُوْذُ بِوَجْهِ اللّٰهِ الْكَرِيْمِ وَبِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ اللَّاتِىْ لَايُجَاوِزُ هُنَّ بِرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ مِّنْ شَرِّ مَايَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَشَرِّ مَايَعْرُجُ فِيْهَا وَشَرِّ مَاذَرَءَ فِى الْاَرْضِ وَشَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَارَحْمٰنُ ـ

–(মোআত্তা মালেক)

৩২. শয়তানের কাছে প্রিয়তর কাজ ঃ

আবু মূসা আশআরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সকাল হলে ইবলিশ নিজ বাহিনীকে ছড়িয়ে দেয় এবং ঘোষণা দেয়, যে শয়তান কোন মুসলমানকে গোমরাহ্ করতে পারবে, আমি তাকে মুকুট পরিয়ে দেবো। বর্ণনাকারী বলেন, এক শয়তান এসে বলে, আমি অমুক ব্যক্তির পেছনে লাগা ছিলাম যে পর্যন্ত না সে নিজ স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। ইবলিশ জবাব দেয়, শীঘ্রই সে আরেকটা বিয়ে করে ফেলবে। অন্য এক শয়তান এসে রিপোর্ট দেয় যে, আমি অমুককে তার মাতা-পিতার সাথে অবাধ্য করে ছেড়েছি। ইবলিশ উত্তর দেয়, সহসাই সে পুনরায় মাতা-পিতার বাধ্য ও অনুগত হয়ে যাবে। অন্য আরেক শয়তান এসে রিপোর্ট করে যে, আমি অমুককে মদপান করিয়েছি। ইবলিশ বলে, তুমিই (ঠিক করেছ) আরেক শয়তান এসে রিপোর্ট করে যে, আমি অমুককে দিয়ে যেনা-ব্যভিচার করিয়েছি। ইবলিশ বলে, তুমিই (যথার্থ কাজ করেছ) আরেক শয়তান এসে বলে। অমুককে হত্যা করিয়েছি। ইবলিশ বলে ঃ তুমিই-তুমিই (যথার্থ কাজ করেছ।)[১]

১. আকামুল মারজান ফি গারায়েবিল আখবার ওয়া আহকামিল জান-কাজী বদরুদ্দিন শিবলি।

এ বর্ণনায় দেখা যায়, মাদকতা, যেনা-ব্যভিচার ও হত্যাকাণ্ড শয়তানের প্রিয়তম কাজ। সে এগুলো করানোর জন্য মানুষকে উৎসাহিত করে।

আল্লামা তারতুশী তাঁর 'তাহরীমুল ফাওয়াহেশ' গ্রন্থে শুজা বিন আবি নাসারের বরাত দিয়ে লিখেছেন। শুজা সিরিয়ার জনৈক ব্যক্তির কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর নবী সোলায়মান বিন দাউদ জিনের এক দৈত্যকে জিজ্ঞেস করেন, তোর ধ্বংস হোক, ইবলিশ কোথায়? সে উত্তরে বলে, হে আল্লাহর নবী। চলুন আমি আপনাকে তার কাছে নিয়ে যাবো। দৈত্য সোলায়মান (আঃ)-কে সাথে নিয়ে সাগরে পৌঁছল। তখন ইবলিশ পানির উপর বিছানায় বসা। সোলায়মান (আঃ)-কে দেখে সে আতঙ্কিত ও ভীত হল এবং দাঁড়িয়ে সাক্ষাত করল। সে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর নবী! আমার প্রতি কি আপনার কোন আদেশ আছে? তিনি বলেন, না। কিন্তু আমি তোর কাছে এসেছি একটি বিষয়ে জানার জন্য। তোর কাছে কোন্ জিনিস সর্বাধিক প্রিয় যা আল্লাহর কাছে সর্বাধিক অপ্রিয়? ইবলিশ বলে, আল্লাহর কসম, আপনি আমার কাছে না আসলে আমি আপনাকে তা বলতাম না। আল্লাহর কাছে পুরুষে পুরুষে সমকামিতা এবং নারীতে নারীতে সমকামিতা অপেক্ষা সর্বাধিক অপ্রিয় জিনিস অন্য কিছু নেই।[১]

আসেম আল-আহওয়াল হাসান বসরী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, শয়তানের রয়েছে একটি চামচ ও সুরমাদানী। তার চামচ হচ্ছে মিথ্যা, আর সুরমাদানী হচ্ছে, জিকরের সময় ঘুম।[২]

৩৩. দীনি মজলিশ ভাঙ্গার কৌশল ঃ

ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'শয়তান জিকরের মজলিশের লোকদেরকে ফেতনায় ফেলার জন্য মজলিশে চক্কর লাগিয়ে তাদেরকে পৃথক করতে ব্যর্থ হয়। তারপর সে দুনিয়াবী আলোচনার মজলিশে হাজির হয়ে তাদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া শুরুর পাঁয়তারা চালায়। লড়াই শুরু হওয়ার পর জিকরের মজলিশের লোকেরা উঠে যায় এবং ঐ মজলিশে চলে যায়।' (আহমদ)

ওহাব বিন মোনাব্বেহ বলেছেন, এক ছিল রোজাদার আবেদ। শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করতে ব্যর্থ হয়ে বলে, আমি মানুষকে কিভাবে গোমরাহ করি আপনি কি তা জানবেন না? তিনি বলেন, 'হাঁ'। তুই মানুষকে কিভাবে গোমরাহ করিস তা আমাকে বল্। শয়তান জবাব দেয়। আমি কার্পণ্য ও মাদকতা দ্বারা মানুষকে গোমরাহ করি। মানুষ যখন কৃপণ হয় তখন আমরা তার সম্পদকে তার চোখে কম দেখাই এবং অন্যের সম্পদের প্রতি তার লোভ সৃষ্টি করি। আর যদি মাতাল

১. গারায়েব ওয়া আজায়েবুল জিন-কাজী বদরুদ্দিন শিবলী।
২. ঐ

হয়, তাহলে আমরা তাকে তার নফসের চাহিদা পূরণের জন্য ছাগলকে যেভাবে কানে ধরে টেনে নেয়া হয় সেভাবে টেনে নিয়ে যাই।[১]

খায়সামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বলে ঃ শয়তান বলে, বনি আদম কিভাবে আমার উপর জয়লাভ করবে ? যখন সে রাজী-খুশী অবস্থায় থাকে, তখন আমি তার হৃদয়ে আসন গ্রহণ করি। আর রাগ হলে তার মাথায় আসন গ্রহণ করি।[২] অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই শয়তান আদম সন্তানকে ছাড়ে না। সকল অবস্থার সদ্ব্যবহার করে তাকে গোমরাহ করে।

এ বক্তব্যের সমর্থনে বোখারী শরীফে আবু হোরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করা যায়। এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-এর কাছে উপদেশ প্রার্থনা করেন। তিনি উপদেশ দেন যে, 'রাগ কর না।' তিনি একথা কয়েকবার বলেন।'

হাদীসে আরো এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই ক্রোধ শয়তান থেকে আসে। শয়তানের সৃষ্টি আগুন থেকে। পানি দ্বারা আগুন নিভানো হয়। তোমাদের কেউ রাগান্বিত হলে অজু করে আসবে।' (বোখারী, আহমদ, তিরমিজী, হাকেম)

৩৫. সাহাবায়ে কেরামের কাছে শয়তানের ব্যর্থতা ঃ

সাবেত বানানী বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে রাসূল করে পাঠানো হল, তখন ইবলিশ নিজ শয়তান বাহিনীকে সাহাবায়ে কেরামের নিকট পাঠায়। তারা তাঁদের কাছে থেকে শূন্য রিপোর্ট নিয়ে ইবলিশের কাছে ফিরে যায়। ইবলিশ জিজ্ঞেস করে, তোমাদের কি হল ? তোমরা কেন তাদেরকে ওয়াসওয়াসা দিতে ব্যর্থ হলে ? শয়তানেরা জবাবে বলে ঃ আমরা তাদের মত এমন সম্প্রদায় আর কখনো দেখিনি। তখন ইবলিশ বলে ঃ তাদের সাথে ধীরে চল এবং দেখ, যখন তাদের জন্য দুনিয়া খুলে দেয়া হবে, তখন তোমরা তাদেরকে প্রতারিত করতে পারবে।[৩]

৩৬. ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মৃত্যুর সময় শয়তানের ওয়াস ওয়াসা ঃ

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের ছেলে সালেহ বলেন, আমি আমার পিতাকে মৃত্যুর সময় বারবার একথা বলতে শুনেছি 'না, এখন নয়, পরে।' তখন আমি আমার আব্বাকে জিজ্ঞেস করি, এটা কি ? তিনি উত্তরে বলেন, এতো শয়তান আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে আমাকে বলে, হে আহমদ! আমাকে মাসলা বলুন। আমি উত্তরে বলে যাচ্ছি ঃ 'না, এখন নয়, পরে।'[৪]

১. গারায়েব ওয়া আজায়েবুল জিন– কাজী, বদরুদ্দিন শিবলী।
২. ঐ ৩. ঐ
৪. আকামুল মারজান ফি আহকামিল জান– আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী।

অর্থাৎ শয়তান তাঁকে কালেমা ভুলানোর জন্য ঐ সময় মাসলা জিজ্ঞেস করছিল। আর তিনি তার ফাঁদে পা দেননি ।

৩৭. অপচয় শয়তানী কাজ ঃ

আল্লাহ্ অপচয়কে অপসন্দ করেন। তিনি কুরআনে বলেছেন ঃ "নিশ্চয়ই অপচয়কারী শয়তানের ভাই।" খাওয়া-পরা, চলাফেরা ও সকল কাজে অপচয় নিন্দনীয়। এমনকি ঘরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিছানাও সেই অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'ঘরে একটি বিছানা স্বামীর জন্য, একটি স্ত্রীর জন্য, ৩য়টি মেহমানের জন্য এবং ৪র্থটি শয়তানের জন্য।'

–(মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ)

ধনী ও বড় লোকদের বাড়িতে এ জাতীয় বাহুল্য ও অপচয় লক্ষ্যণীয়। অথচ, পৃথিবীতে বহু অভাবী লোক আছে, যাদেরকে অপচয়ের উদ্বৃত্ত অর্থ দান করলে সমাজের বিরাট কল্যাণ হয় এবং ব্যক্তি অপচয়কারীর মন্দ গুণে ভূষিত হওয়ার পরিবর্তে দাতার গুণে ভূষিত হতে পারে।

৩৮. ইবলিশের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত ৫ সন্তান ঃ

মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইবলিশের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত পাঁচ সন্তান আছে। সে তাদের প্রত্যেককে একটি বিশেষ কাজে নিয়োজিত রেখেছে। সন্তানগুলোর নাম হচ্ছে ঃ ১. সাবার ২. আও'য়ার ৩. মাসউত ৪. দাসেম ৫. যালাবনুর।

সাবার ঃ বিপদ-মুসীবতগ্রস্ত লোকের নিকট যায় এবং তাদেরকে মাতম, হায়-হুতাশ এবং জাহেলিয়ার পদ্ধতি অনুযায়ী বুকের কাপড় ফাঁড়া ও গাল থাপড়ানোর আদেশ দেয়।

আও'য়ার ঃ লোকদেরকে যেনা-ব্যভিচারের নির্দেশ দেয় এবং এ কাজটিকে আকর্ষণীয় করে দেখায়।

মাসউত ঃ মিথ্যা খবর ছড়ায়। সে লোকদেরকে মিথ্যা খবর বলে। শয়তানের এক সন্তান মাসউত মিথ্যা খবর ছড়ায়। ফলে কোন লোক মিথ্যা খবর শুনে তা নিজ সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে এভাবে বলে যে, আমি এক লোককে এরূপ বলতে শুনেছি। আমি তার চেহারা চিনি, কিন্তু নাম জানি না।

দাসেম ঃ ব্যক্তির সাথে তার পরিবারে প্রবেশ করে, তাদের মধ্যে দোষত্রুটি দেখায় এবং তাদের বিরুদ্ধে তাকে অসন্তুষ্ট করে তোলে।

যালাবনুর ঃ বাজারের দায়িত্বে নিয়োজিত। সে বাজারে নিজ ঝাণ্ডা প্রোথিত করে।[১]

---

১. গারায়েব ওয়া আজায়েবুল জিন-কাজী বদরুদ্দিন শিবলী।

৩৯. বদরের যুদ্ধে কাফেরদের পক্ষে শয়তানের তৎপরতা ঃ

শয়তান বদর যুদ্ধের দিন কাফেরদের পক্ষে অংশগ্রহণ করে এবং তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উৎসাহ যোগায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ কোরআন মজীদে বলেছেন ঃ 'আর যখন শয়তান তাদের কার্যকলাপকে তাদের কাছে সুন্দর করে দেখাল এবং বলল যে, আজকের দিনে কোন মানুষই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না, আর আমি হলাম তোমাদের সমর্থক। অতঃপর যখন উভয় বাহিনী সামনা-সামনি হল, তখন সে দ্রুত পায়ে পেছন দিকে পালিয়ে গেল এবং বলল ঃ "আমি তোমাদের সাথে নেই, আমি যা দেখছি, তোমরা তা দেখছ না। আমি আল্লাহকে ভয় করি। আর আল্লাহর আজাব অত্যন্ত কঠিন।" (সূরা আনফাল-৪৮)

শয়তান বদর যুদ্ধে সুরাকা বিন মালেক মোদলেজীর বেশে হাজির হল। সুরাকা বনি কানানা গোত্রের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। ইবলিশ তাদেরকে কানানা গোত্রের সাহায্যসহ বিজয়ের নিশ্চয়তা দেয়। যুদ্ধ শুরু হলে আল্লাহ মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ফেরেশতা পাঠান। শয়তান তা দেখে ভেগে যায়। কাফেরদের পরাজয়ের পর তারা মক্কা ফিরে আসে এবং সোরাকাকে অভিযুক্ত করে বলে, আমাদের পরাজয়ের জন্য তুমিই দায়ী। সোরাকা জবাবে বলেন, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের এ অভিযোগের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট নই, আমি বদর যুদ্ধে মোটেই অংশগ্রহণ করিনি এবং তোমাদের পরাজয়ের জন্য আদৌ দায়ী নই। তারা তার কথা মোটেই বিশ্বাস করল না, যে পর্যন্ত না তারা ইসলাম গ্রহণ করল। মুসলমান হওয়ার পর তারা কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে সোরাকার কথার সত্যতা বুঝতে পারল যে, সে দিন ইবলিশ তাঁর বেশ ধারণ করে ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্য কাফেরদেরকে উৎসাহ যুগিয়েছিল।

এভাবে শয়তান মুসলমানদের কঠিন মুহূর্তে দুশমনী প্রদর্শন করে কাফেরদেরকে মদদ যোগায়।

৪০. দারুন নাদওয়ায় কোরাইশদের সভায় ইবলিশের উপস্থিতি ঃ

মক্কার কোরাইশরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে তাঁর ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মসজিদে হারামের পাশে অবস্থিত কুসাই বিন কেলাবের ঘরে মিলিত হয়। এটাই ছিল তাদের পার্লামেন্ট। এ ঘরে বসেই তারা যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। তখন ইবলিশ নাজদের এক সম্ভ্রান্ত শেখের পরিচয় দিয়ে বলে, আমি মোহাম্মদের ব্যাপারে আপনাদের শলা-পরামর্শে অংশগ্রহণের জন্য এসেছি। আশাকরি আপনারা আমার মতামত শুনবেন। আলোচনা শুরু হল। একজন প্রস্তাব দিল, তাঁকে বন্দী করে রাখা হোক। ইতিপূর্বে মক্কার প্রখ্যাত কবি যোহাইর ও নাবেগাকেও এমনিভাবেই বন্দী করে রাখার পর তারা মৃত্যুবরণ করেছে। আল্লাহর দুশমন নাজদী শেখ বলল ঃ আমি

আপনাদের এ মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করি। কেননা, পরে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে বের করে নেবে, তাঁকে হেফাজত করবে এবং শেষ পর্যন্ত আপনাদেরকে মক্কা থেকে বহিষ্কার করবে। অন্য চিন্তা করুন। একজন বলল ঃ মোহাম্মদকে আমাদের থেকে বহিষ্কার করে দিলেই সকল সংকট মিটে যাবে। তিনি মক্কা থেকে বের হয়ে চলে গেলে আমাদের আর কোন ক্ষতি করতে পারবেন না। তখন তাঁর সংকট অন্যদের সাথে শুরু হবে। নাজদী শেখ বলেন ঃ আমি আপনাদের এ মতের প্রতিও সমর্থন দিতে পারছি না। আপনারা কি তাঁর সুমধুর তেলাওয়াত, ভাষার সাবলীলতা এবং মন মাতানো সূর লক্ষ্য করেন না? আপনারা তাঁকে বের করে দিলে তিনি অন্যান্য আরবদের কাছে তাঁর বাণী প্রচার করে তাদেরকে আকৃষ্ট করবেন। সকল আরব সম্মিলিতভাবে আপনাদেরকে মক্কা থেকে বের করে দেবে এবং সরদারদেরকে হত্যা করবে। উপস্থিত সদস্যরা তার কথাকে সত্য গণ্য করল। এবার আবু জাহল বলল ঃ আমার প্রস্তাব হল, প্রত্যেক গোত্র থেকে একেকজন যুবক সতেজ তলোয়ার নিয়ে মোহাম্মদকে একসাথে আঘাত করে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবে। তাঁকে হত্যা করলে পরে সকল গোত্র তাঁর রক্তপণের টাকা ভাগ করে পরিশোধ করবে। কেননা, আমার মতে, বনি হাশেমের পক্ষে সকল কোরাইশ গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। তখন তারা রক্তপণ গ্রহণ করতে বাধ্য হবে এবং আমরাও দুশ্চিন্তামুক্ত হবো। অভিশপ্ত নাজদী শেখ বলল ঃ এটাই উত্তম প্রস্তাব। এরপর জিবরীল (আঃ) এসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে নিজ ঘরে রাত্রি যাপন করতে নিষেধ করেন এবং হিজরতের নির্দেশ দেন। তিনি হযরত আলীকে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে তাঁর কাছে মানুষের আমানত বুঝিয়ে দেন এবং ঘর ঘেরাওকারী ১২ জন কোরাইশ যুবকের প্রতি একমুষ্ঠি বালু নিক্ষেপ করে বেরিয়ে পড়েন। এভাবে, আল্লাহ ইবলিশ এবং কাফেরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেন।

৪১. ওহুদ যুদ্ধে শয়তানের চিৎকার ঃ

ওহুদ যুদ্ধের প্রথম অংশে মুসলমানরা বিজয়ী হয়েছিল। পরের অংশে মহানবীর আদেশ লংঘন করায় মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশা চরমে পৌছেছিল। মোসআব বিন ওমাইর ছিলেন মহানবীর রক্ষী ও যুদ্ধের পতাকাবাহী। তিনি শহীদ হন। মহানবী (সঃ) হযরত আলীকে যুদ্ধের পতাকা দেন। ইবনে কামিআ লাইসী মোসআব (রাঃ)-কে শহীদ করার পর রটায় যে, সে মহানবীকে হত্যা করেছে। তখন শয়তান অত্যন্ত জোরে চিৎকার দিয়ে বলে, মোহাম্মদ নিহত হয়েছে। এতে মুসলমানরা হতোদ্যোম হয়ে যায়। কিন্তু সর্বপ্রথম কা'ব বিন মালেক মহানবীকে সনাক্ত করেন এবং জোরে বলেন ঃ হে মুসলমানগণ! তিনি জীবিত আছেন। এরপর মুসলমানরা এসে মহানবীর চারপাশে জড় হন।

শয়তান এমন কঠোর বিপদের মুহূর্তে মুসলমানদেরকে হতাশ করার জন্য ঐ মিথ্যা আওয়াজ দিয়েছিল।

৪২. ওমর (রাঃ)-কে দেখে শয়তান ভয় পায় ঃ

সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) ওমর (রাঃ)-কে বলেন ঃ 'হে ইবনুল খাত্তাব! যার হাতে আমার প্রাণ সে সত্ত্বার শপথ করে বলছি ঃ তুমি যে রাস্তায় চল, শয়তান তোমাকে দেখে অন্য রাস্তায় চলে যায়।' (বোখারী-মুসলিম)

অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে হযরত ওমরের কঠোরতা শয়তানের হৃদকম্পন সৃষ্টি করে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরো বলেছেন ঃ 'হে ওমর! শয়তান তোমাকে দেখে ভয় পায়।' (নাসাঈ, তিরমিজী)

হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত। 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ আমি মানুষ ও জিন শয়তানকে দেখি তারা ওমরকে দেখে ভেগে যায়।' (তিরমিজী) হযরত ওমরের মত মজবুত ঈমান দরকার। তাহলে শয়তান ভয় পাবে।

৪৩. আম্মার বিন ইয়াসারের সাথে শয়তানের যুদ্ধ ঃ

আম্মার বিন ইয়াসার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সমভিব্যাহারে জিন ও মানুষের সাথে লড়াই করেছি। প্রশ্ন করা হল, কিভাবে? তিনি বলেন ঃ আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। পথে এক জায়গায় অবতরণ করলাম। আমি বালতি ও মশক নিয়ে পানির জন্য বের হলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ পানির স্থানে এক ব্যক্তি তোমাকে পানি আনতে বাধার সৃষ্টি করবে। আম্মার বলেন, আমি কূপে পৌঁছার পর এক কৃষ্ণাঙ্গকে দেখতে পেলাম, যেন সে ঘোড়ার মত। সে বলল, আল্লাহর কসম। আজ এক বালতি পানিও নিতে পারবে না। আমি তার সাথে লড়াই ও ধস্তাধস্তি শুরু করলাম। তারপর আমি একটি পাথর নিক্ষেপ করে তার নাক-মুখ ভেঙ্গে দিয়েছি এবং পানির মশক ভর্তি করে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে পৌঁছেছি। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমার কাছে কি কেউ এসেছিল? তিনি বলেন, 'হাঁ'। তারপর আমি তাঁর কাছে সকল ঘটনা বর্ণনা করি। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি জান সে কে? আমি জবাব দেই, 'না।' তিনি বলেন ঃ সেটা হচ্ছে, শয়তান। (ইবনু আবিদ দুনিয়া)

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আম্মার বলেন, আমি যদি জানতাম যে, সে শয়তান, তাহলে তাকে হত্যা করতাম। তা না জানার কারণে আমি কেবল তার নাক বাঁকা করে দিয়েছি।[১] এ ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় যে, শয়তান মানুষের সাধারণ কল্যাণেরও বিরোধী।

১. আকামুল মারজান ফি আহকামিল জান– আল্লামা জালালুদ্দিন সূয়ুতী।

৪৪. আজান শুনলে শয়তান ভাগে ঃ

আল্লাহর নাম শুনলে শয়তান থাকতে পারে না। সে পালিয়ে যায়। আজানে যেহেতু আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়, সেজন্য সে আজান শুনে পালিয়ে যায়। আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'যখন নামাজের জন্য আজান দেয়া হয় তখন শয়তান পালিয়ে যায় এবং জোরে বাতাস ছাড়তে থাকে যেন আজানের আওয়াজ শুনতে না পায়। তারপর কেউ হাই তুললে সে তার কাছে আসে এবং তার মনে বিভিন্ন ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে বলে ঃ তুমি এটা-ওটা মনে কর, অথচ সে পূর্বে তা মনে করেনি তারপর ব্যক্তি ভুলে যায় যে, সে কত রাকাত নামাজ পড়েছে।' (বোখারী, মুসলিম) অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আজান শেষ হলে সে পুনরায় ফিরে আসে। শয়তান তাড়ানোর জন্য আজান হচ্ছে মোক্ষম অস্ত্র।

৪৫. জামআতবিহীন লোকের সঙ্গী শয়তান ঃ

হযরত ওমার বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণে বলেন ঃ তোমাদের কেউ যদি জান্নাত লাভ করতে চায়, সে যেন জামাআতের সাথে থাকে। নিশ্চয়ই, শয়তান একজনের সাথে থাকে। দু'জন হলে শয়তান তাদের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে।' (আহমদ, তিরমিজী) এ হাদীসে একাকী জিন্দেগীর পরিবর্তে জামাআতী জিন্দেগী যাপনের তাকিদ দেয়া হয়েছে। দলীয় জিন্দেগীর প্রভাব ও বরকতের কারণে শয়তান সেখানে বেশি সুবিধে করতে পারে না। দল থেকে বিচ্ছিন্ন লোককে সে যে কোন সময় ঘাড় মটকাতে পারে।

উসামা বিন শরীক বলেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ

يَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَاِذَا شَذَّ الشَّاذُّ مِنْهُمْ اِخْتَطَفَتْهُ الشَّيَاطِيْنِ كَمَا يَخْطِفُ الذِّئْبُ الشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ ـ

'জামাআতের উপর আল্লাহর রহমতের হাত রয়েছে। কেউ জামআত থেকে দূরে অবস্থান করলে শয়তান তাকে এমনভাবে ছোঁ মারে যেমন করে পাল থেকে বিচ্ছিন্ন ভেড়া বকরীকে নেকড়ে বাঘ ছোঁ মারে।' (দারু কোতনী)

ওরওয়া থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'জামাআতের উপর আল্লাহর হাত। শয়তান জামআত বিরোধী লোকের সাথে আছে।' (জমউল জাওয়ামে'- আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী) ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজ হাতে একটি রেখা টেনে বললেন ঃ 'এটাই আল্লাহর সহজ সরল পথ,

এরই অনুসরণ কর বিভিন্ন পথ ও মতের অনুসরণ করো না ; তাহলে তোমরা তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে।' –(আহমদ)

মুআ'জ বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের নেকড়ে বাঘ। যেমন করে ভেড়া--বকরীর শত্রু হচ্ছে নেকড়ে বাঘ, যা দলচ্যুত ও দূরে অবস্থানকারী মেষকে ধরে ফেলে। তোমরা বিশেষ করে সংকীর্ণ গিরি পথে চলার ব্যাপার সতর্ক থাকবে। তোমরা অবশ্যই জামআত, দলীয় জীবন ও মসজিদে যাওয়া অব্যাহত রাখবে।' (আহমদ)

উপরোক্ত হাদীসসমূহে মুসলিম মিল্লাতের ঐক্যবদ্ধ সামষ্টিক জীবন বা জামাআতী জিন্দেগী এবং মসজিদে জামআতে নামাজ পড়ার ব্যাপারে তাকিদ রয়েছে। তাই দলীয় ও ঐক্যবদ্ধ জীবন-যাপন ছাড়া মুসলমানের ঈমান সুসংহত হতে পারে না এবং যে কোন ভাল ও ঈমানী কাজও সুসম্পন্ন হতে পারে না। এজন্য মুসলমানদেরক বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপন করলে চলবে না।

৪৬. তিন জিনিস শয়তানের সাফল্যের হাতিয়ার ঃ

'আত্‌তুয়ুরিয়াত' গ্রন্থে আমর বিন কায়েস আল-মালাঈ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'ইবলিশ বলেছে, যার মধ্যে তিনটি বিষয় থাকবে আমি তার উপর বিজয় লাভ করবো। ১. যে নিজ আমলকে বেশি বেশি বলে ধারণা করে ২. যে নিজ গুনাহকে খাট করে দেখে এবং ৩. নিজ মতের শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব পোষণ করে।[১] এ তিনটি কারণের যেকোন একটি থাকলেই যেখানে মানুষ গোমরাহ হতে বাধ্য, সেখানে তিনটি কারণ থাকলে গোমরাহী চরমে পৌছবে তাতে আর কি সন্দেহ থাকতে পারে ? কেননা, মানুষের উচিত, অধিক অধিক আমল করা সত্ত্বেও তার চাইতে উত্তম ব্যক্তিদের আমলের তুলনায় সেটাকে অপর্যাপ্ত মনে করা। যে নিজে গুনাহকে ছোট করে দেখে তার পক্ষে যেকোন গুনাহ্ করাই সম্ভব। আর কেউ অন্যের মতের তোয়াক্কা না করে নিজের মতকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করলে তার পক্ষে ভাল পরামর্শ লাভ করা সম্ভব নয় যেহেতু তাকে খারাপ পরামর্শের উপরই চলতে হবে।

৪৭. শয়তানের তেলেসমাতি ঃ

আবু আবদুর রহমান মোহাম্মদ বিন মোনজের হারাওয়ী ওরফে শাকার তাঁর 'আল-আজায়েব' বইতে লিখেছেন, মোহাম্মদ বিন আসামা বলেছেন, আমি বাগদাদের এক শেখকে বলতে শুনেছি ঃ 'একদিন আব্দুল্লাহ বিন হেলাল কুফার এক গলিতে চলছিলেন। এক ব্যক্তির মধু মাটিতে পড়ে যায় এবং বালকেরা সে মধু চেটে খাওয়া শুরু করে। তারা বলতে থাকে, 'আল্লাহ শয়তানকে অপমান

১. লাকতুল মারজান ফি আহকামিল জান-আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী।

করুন।' আব্দুল্লাহ বিন হেলাল তাদেরকে বলেন ঃ হে বালকেরা! তোমরা শয়তানকে বদদোআ না করে বরং নেক দোআ কর এবং বল ঃ 'আল্লাহ আমাদের পক্ষ থেকে শয়তানকে উত্তম বিনিময় দিন। কেননা, সে আমাদের জন্য মধু মাটিতে ফেলে দিয়েছে।' ইবলিশ আব্দুল্লাহ বিন হেলালের কাছে এসে বলে ঃ আপনি আমাকে গালি না দেয়ার জন্য শিশুদেরকে নিষেধ করায় আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমি আপনাকে এর বিনিময় দিতে চাই। ইবলিশ তাকে একটি আংটি উপহার দিয়ে বলে ঃ এ আংটির মাধ্যমে আপনি আপনার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন।

আমি এবং আমার বাহিনী আপনার কথা শুনতে ও আনুগত্য করতে বাধ্য। দেখা গেল, এরপর আব্দুল্লাহ বিন হেলাল যাই করতে চায় তাই হয়ে যায়। ঐ সময় শাসক হাজ্জাজের কাছে একটি বাঁদী ছিল। হাজ্জাজ তাকে খুব ভালবাসতেন। একদিন হাজ্জাজ নিজ প্রাসাদে এক লোককে কাজে নিয়োগ করেন। লোকটিও বাঁদীটিকে দেখে ভালবেসে ফেলে। এদিকে তার সাথে আব্দুল্লাহ বিন হেলালের বন্ধুত্ব ছিল। সে তাকে বিষয়টি জানাল। আব্দুল্লাহ বলেন, যাও ঘর সাজাও, আমি তাকে তোমার ঘরে নিয়ে আসবো। রাত হলে আব্দুল্লাহ বিন হেলাল বাঁদীকে নিয়ে হাজির হয় এবং ভোর পর্যন্ত বন্ধুর বাড়িতে থাকে। এভাবে অনেকদিন কেটে গেল। ভয়ে ও অনিদ্রায় বাঁদীর শরীরের রং হলুদ হয়ে গেল। হাজ্জাজ বাঁদীকে জিজ্ঞেস করল, তোর কি হল যে, দিনে বেশি বেশি ঘুমাস এবং শরীরের রং-ও হলুদ হয়ে গেছে। সে জবাবে বলে, লোকেরা রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লে এক ব্যক্তি এসে আমাকে এক যুবকের ছোট একটি ঘরে নিয়ে যায় এবং আমি সেখানে তার সাথে ভোর পর্যন্ত কাটাই। আবার ভোরে আমি নিজেকে রাজপ্রাসাদে দেখতে পাই। হাজ্জাজ জিজ্ঞেস করল, এজন্য রাজপ্রাসাদের কেউ কি দায়ী? বাঁদী বলল, 'না'। হাজ্জাজ একটি পিরিচে কিছু সুগন্ধি নিয়ে আসার আদেশ দিল এবং বাঁদীকে বলল ঃ তুই সুগন্ধির মধ্যে হাত ডুবিয়ে নে। যুবকের ঘরে পৌঁছার পর তার দরজায় তা মেখে দেবে। সকাল হওয়ার পর হাজ্জাজ দারোয়ানকে পাঠাল ঘরটি খুঁজে বের করার জন্য। তারা যুবকটির ঘর খুঁজে পেল এবং লোকটিকে হাজ্জাজের কাছে হাজির করল। হাজ্জাজ তাকে বলল ঃ আমি তোমাকে নিরাপত্তা দিলাম। তোমার কাহিনীটি আমাকে বল। যুবকটি ঘটনা খুলে বলল। তারপর আব্দুল্লাহ বিন হেলালকেও হাজির করা হল। হাজ্জাজ বলল, হে আল্লাহর দুশমন! তুই দুনিয়ার অন্যান্য সবাইকে বাদ দিয়ে আমার সাথে এ কাজ করলি? হে দাসেরা! বেত ও তলোয়ার নিয়ে আস। আব্দুল্লাহ একটি সুতার গোল আঁটি বের করে হাজ্জাজকে একপাশ ধরার আহবান জানিয়ে বলল, আমাকে হত্যা করার আগে আমি আপনাকে একটি চমক দেখাই। আব্দুল্লাহ সুতার

আঁটিটিকে বাতাসের প্রতি নিক্ষেপ করে এবং নিজে সুতা ধরে উপরের দিকে উঠে যায়। সে রাজপ্রাসাদের উপরে উঠার পর হাজ্জাজকে বলে, আমাকে কিছু আদেশ করার থাকলে করতে পারেন। তারপর সে অদৃশ্য হয়ে যায়।[১]

বর্ণিত আছে, হাজ্জাজ এ ঘটনারও আগে আরেকবার আব্দুল্লাহকে আটক করেছিল। তখন আব্দুল্লাহ মাটির মধ্যে জাহাজের মত রেখা টেনে হাবসের অধিবাসীদেরকে বলল ঃ কেউ বসরা যেতে চাইলে আমার সাথে চলুন। কেউ কেউ তার একথা শুনে ঠাট্টা করল এবং কেউ কেউ তার সাথে আরোহণ করল। এরপর আর কেউ তাকে হাবসে দেখেনি।[২] অর্থাৎ সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এ দু'ঘটনায় প্রমাণিত হল, শয়তান যে কোন গুনাহর কাজ সংঘটিত করার জন্য যেকোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ করে না।

শাকার তাঁর 'আল-আজায়েব' গ্রন্থে আরো লিখেছেন ঃ ইবলিশের বন্ধু হিসেবে খ্যাত আব্দুল্লাহ বিন হেলালের কাছে এক লোক আসল। আব্দুল্লাহ শয়তানের জন্য আসরের নামাজ ত্যাগ করত। ফলে শয়তানের কাছে তার সকল প্রয়োজন পূরণ হত।

একদিন এক লোক আব্দুল্লাহ বিন হেলালকে বলল ঃ আমার এক ধনী প্রতিবেশী আছে। সে আমার উপর সর্বাধিক দয়া ও আনুকূল্য দেখায়। কিন্তু তার এক সুন্দরী মেয়ে আছে। আমি মেয়েটিকে ভালবাসি। আমি আশা করি যে, আপনি মেয়েটাকে অপহরণ করার লক্ষ্যে ইবলিশের কাছে লিখবেন। সে ইবলিশের কাছে লিখল যে, 'আপনি যদি আমার ও আপনার অপেক্ষা নিকৃষ্টতম কোন ব্যক্তিকে দেখতে চান তাহলে, এ পত্রগ্রাহককে দেখুন এবং তার প্রয়োজন পূরণ করে দিন।' ইবলিশ বলল ঃ অমুক জায়গায় গিয়ে তোমার চারপাশে একটি রেখা টানবে। সেখানে কোন লোক আসলে তাকে এ চিঠিটি দেখাবে। সে তাই করল। একদল লোক তার পাশ দিয়ে চলে গেল। শেষ পর্যন্ত ৪ জন লোক একজন শেখকে খাটে বহন করে নিয়ে আসল। সে দূর থেকে তাকে দেখে তার কাছ থেকে চিঠিটি আনতে নির্দেশ দিল। চিঠির ঠিকানা ও উৎসস্থল দেখে তাতে চুমু দিল, মাথার উপর রাখল ও পরে পড়ল। তারপর এক চিৎকার দিল। ফলে যারা চলে গিয়েছিল তারা ফিরে আসল এবং অবশিষ্টরা তার অনুসরণ করল। তারা জিজ্ঞেস করল, এটা কি? সে উত্তরে বলল ঃ এটা আমার বন্ধুর চিঠি। চিঠিতে লেখা আছে ঃ 'আপনি যদি আমার ও আপনার অপেক্ষা নিকৃষ্টতম কোন ব্যক্তিকে দেখতে চান তাহলে এ পত্রবাহকের প্রতি তাকান এবং তার প্রয়োজন পূরণ করে দিন।' যাও, তোমরা অন্ধ, বধির ও বোবা শয়তানকে ডেকে আন এবং তাকে ঐ

১. আকামুল মারজান ফি আহকামিল জান-আল্লামা সুয়ুতী।
২. ঐ

ব্যক্তির ঘরে পাঠাও। যেন তার মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে আসে।[১] এ ঘটনায় শয়তানের সাহায্য এবং তেলেসমাতি ফুটে উঠেছে।

হাফেজ মুহিব আত-তাবারী তাঁর 'আর-রিয়াদ আন্-নাদেরাহ্ ফি ফাদায়েল আল-আশারা' বইতে লিখেছেন, আ'মাস বলেন, আমি এক রাতে চাঁদের আলোর মধ্যে বের হই। তখন আমার শরীরে একটি জিনিস লাগে। আমি জিজ্ঞেস করি, তুমি মানুষ, না জিন ? সে উত্তরে বলে ঃ 'জিন।' আমি আরো জিজ্ঞেস করি, তুমি মুমিন না কাফের ? সে বলে, 'মুমিন।' আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করি, তোমাদের মধ্যে কি বেদআত এবং নফসের পূজা আছে ? সে বলল ঃ 'আছে', তারপর জিনটি আমাকে বলল ঃ একবার আমার ও এক দৈত্যের মধ্যে হযরত আবু বকর এবং ওমারের বিষয়ে মতবিরোধ হয়। দৈত্য বলে ঃ তারা উভয়ে হযরত আলীর উপর জুলুম-অবিচার করেছে। তখন আমি বললাম, ঠিক আছে, এ মতবিরোধের জন্য কাকে ফয়সালাকারী মানবে ? সে বলল, 'ইবলিশকে'। আমরা উভয়ে ইবলিশের কাছে যাই এবং মতবিরোধের ঘটনাটি ব্যক্ত করি। ইবলিশ তা শুনে হেসে দিল। সে বলল ঃ তোমরা সবাই আমার দলের লোক ও সাহায্যকারী এবং ভালবাসার পাত্র। ইবলিশ বলল ঃ আমি কি তোমাদেরকে একটা ঘটনা বলবো ? আমরা জবাব দিলাম, 'হাঁ।' ইবলিশ বলল, আমি তোমাদেরকে জানাতে চাই যে, আমি দুনিয়ার আসমানে এক হাজার বছর আল্লাহর ইবাদত করেছি। ফলে আমাকে সেখানে 'আবেদ' (ইবাদতকারী) নামকরণ করা হয়েছে। ২য় আসমানে আমি আরও এক হাজার বছর আল্লাহর ইবাদত করেছি। সেখানে আমাকে 'রাগেব' (আগ্রহী) নামকরণ করা হয়েছে। তারপর আমাকে ৪র্থ আসমানে নেয়া হয়েছে। আমি সেখানে ফেরেশতাদের ১ হাজার সারিকে, আবু বকর ও ওমারের প্রতি ভালবাসা পোষণকারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে দেখেছি। তারপর আমাকে ৫ম আসমানে নেয়া হয়েছে। সেখানে আমি ৭০ হাজার ফেরেশতার সারিকে আবু বকর ও ওমারের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীদের প্রতি অভিশাপ ও লানত বর্ষণ করতে দেখেছি।[২]

৪৮. ইসলামের রাজনীতি-অর্থনীতি ও সংস্কৃতি থেকে দূরে থাকা বৃহত্তম শয়তানী ওয়াসওয়াসা ঃ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের রয়েছে ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন ও সাংস্কৃতিক জীবন। ব্যক্তি জীবন থেকে সামষ্টিক জীবনের সর্বত্র ইসলামের আইন ও বিধান মেনে চলা ফরজ।

---

১. ঐ ২. ঐ

আল্লাহ বলেছেন, إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

"নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে দ্বীন ও জীবন ব্যবস্থা হিসেবে একমাত্র ইসলামই মনোনীত।" (সূরা আল ইমরান-১৯)

তাই কোন মুসলমান অন্য কোন মতাদর্শ মানতে পারে না। তিনি বিদায় হজ্জের দিন নাজিলকৃত কুরআনের সর্বশেষ আয়াতে ঘোষণা করেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا ـ

"আজ আমি তোমাদের দীনকে পূর্ণ করে দিলাম, আমার নেয়ামত তোমাদের উপর সম্পন্ন করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পসন্দ করলাম।" (সূরা আল মায়েদা-৩)

দীন পূর্ণাঙ্গ হওয়ায় অন্য কোন মতাদর্শ থেকে কোন কিছু ধার কর্জ করা চলবে না। তিনি আরো বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ـ

"তিনিই সে মহান সত্ত্বা, যিনি তার রাসূলকে হেদায়েত এবং সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন যেন তিনি অন্যান্য সকল জীবন ব্যবস্থার উপর এটাকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন, যদিও মোশরেকরা তা অপসন্দ করে।"

(সূরা সাফ-৯)

এ আয়াতে অন্যান্য জীবনাদর্শ ও মানব রচিত মতবাদের উপর ইসলামী জীবনাদর্শকে বিজয়ী করার কথা বলা হয়েছে।

দীন কায়েম করা ফরজ। আল্লাহর দীন সমাজে কায়েম না থাকলে সে স্থানে মানব রচিত বে-দীনী ব্যবস্থা অবশ্যই এর স্থলাভিষিক্ত হবে। তাই আল্লাহ বলেন ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَاوَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَابِهٖٓ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ـ

"তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারণ করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।" (সূরা শুরা-১৩)

এ আয়াতে, একই কারণে দ্বীন কায়েমের জন্য আল্লাহ মহানবী হযরত মোহাম্মদ (আঃ)-সহ পূর্ববর্তী নবী ইবরাহীম, মূসা, ঈসা ও নূহ (আঃ)-কেও আদেশ দিয়েছেন। আর তা করতে হবে সবাইকে সম্মিলিতভাবে, বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্তভাবে নয়।

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ـ

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত আইন-বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না, তারা কাফের।" (সূরা আল-মায়েদাহ-৪৪)

তিনি আরো বলেন ঃ

مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না সে জালেম।" (আল-মায়েদা-৪৫)

তিনি আরো বলেন ঃ

مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ـ

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না তারা ফাসেক।" (আল মায়েদা-৪৭)

এ তিনটি আয়াতে, আল্লাহর বিধান ও আইন অনুযায়ী বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ও রাষ্ট্রের সকল বিভাগের পরিচালনা না করাকে যথাক্রমে কুফরী, জুলুম ও ফিসক (গুনাহ) বলা হয়েছে। আর এটা শয়তানের সবচাইতে বড় ওয়াসওয়াসা।

আল্লাহ আরো বলেছেন ঃ

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْىٌ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ـ

"তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশের উপর ঈমান আনবে, আর অন্য কিছু অংশের সাথে কুফরী করবে ? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করবে, দুনিয়ায় অপমান ব্যতীত তাদের কোন শাস্তি নেই এবং কেয়ামতের দিন তাদেরকে কঠোরতর আজাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা থেকে বেখবর নন।" (সূরা-বাকারা-৮৫)

যে সকল মুসলমান শুধু নামাজ-রোজা ও হজ্জ-যাকাতসহ ইসলামের কিছু বিধান মানে, আর রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রদত্ত বিধান ও আইনগুলো মানে না, তাদের বিরুদ্ধেই এ আয়াত বিরাট সতর্কবাণী ঘোষণা করেছে। কোরআন ও হাদীসে এবং মহানবীর জীবনে ইসলামের ঐ সকল দিকের কথা উল্লেখ রয়েছে। তাই মহানবী (সঃ)-কে অনুসরণের জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ـ

"তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ, যারা আল্লাহ ও আখেরাতের আশা করে এবং বেশি বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ করি।" (সূরা আহযাব-২১)

মহানবী (সঃ) ইসলামী রাজনীতি ও রাষ্ট্রের কর্ণধার ছিলেন। তিনিই মদীনায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। অপরদিকে তিনি নবুওয়াত এবং রেসালতের দায়িত্বও পালন করেছেন। প্রতিটি মুসলমানকে তাঁর নবী-জীবনের সকল ফরজ-ওয়াজিব এবং সুন্নত পালনের চেষ্টা করতে হবে। রাজনীতি-অর্থনীতির সুন্নতকে বাদ দিয়ে কেবল অন্যান্য সুন্নতের উপর জোর দিলে তাঁর যথার্থ অনুসরণ হবে না।

তাই আল্লাহ বলেছেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ط اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ـ

"হে ঈমানদারগণ, ইসলামে পরিপূর্ণ দাখিল হও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করোনা ; নিঃসন্দেহে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।"(বাকারা-২০৮)

পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে হলে ইসলামে পূর্ণাঙ্গ প্রবেশ করতে হবে। আর পূর্ণাঙ্গ প্রবেশের জন্য রাষ্ট্রে ইসলাম কায়েম থাকতে হবে। তা না হয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে সুদ, রাজনীতির ক্ষেত্রে মানুষের সার্বভৌমত্ব এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বেহায়াপনা ও বেলেল্লাপনার মোকাবিলা কিভাবে সম্ভব হবে ? সরকার ছাড়া ইসলাম বিরোধী তৎপরতা পূর্ণ প্রতিরোধ করা যায় না। আর এগুলো থেকে দূরে থাকার অপর অর্থ হল, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। তাই প্রবাদ আছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَزِعُ بِالسُّلْطَانِ مَالَا يَزِعُ بِالْقُرْاٰنِ ـ

"আল্লাহ সরকার দ্বারা এমন কাজ করান যা শুধু কোরআনের নীতিবাক্য দ্বারা করানো সম্ভব নয়।"

আল্লাহ কোরআন মজীদে বলেছেন ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ، وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِيْنًا ـ

'আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল কোন বিষয়ে হুকুম দিলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন কোন ক্ষমতা ও অধিকার নেই। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য গোমরাহীতে পতিত হয়।' (সূরা আহযাব-৩৬)

রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং জীবনের অন্যান্য সকল বিভাগে আল্লাহর আদেশ অমান্য করার কোন সুযোগ নেই। তাই দেশের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে দিয়ে আল্লাহর সকল আইন বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে হবে। ফলে রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামষ্টিক বিষয়াদি থেকে দূরে থাকা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

مَنْ لَمْ يَهْتَمْ بِاَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَيْسَ مِنَّا ـ

"যে ব্যক্তি মুসলমানদের সামষ্টিক বিষয়াদির উপর গুরুত্ব আরোপ করে না, সে আমাদের মধ্যে শামিল নয়।"

এ হাদীস অনুযায়ী সকল মুসলমানকে ইসলামের রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতিসহ সকল সামাজিক বিষয়ে ভূমিকা পালন করতে হবে। শুধু নিজের ব্যক্তিগত আমল-ইবাদত করলে চলবে না। নবী (সঃ) আরো বলেছেন ঃ

اَلْمُلْكُ وَالدِّيْنُ تَوْأَمَانِ ـ

'রাষ্ট্রীয় বিষয় ও দীন জমজ সন্তানের মত অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত।' কাজেই রাজনীতিসহ সকল সামষ্টিক বিষয় ইসলামেরই অংশ। ইসলামের এক অংশ বাদ দিয়ে অন্য অংশের উপর আমলকে সীমিত করা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী ছাড়া আর কিছুই নয়।

সমাজ ও রাষ্ট্রে আল্লাহর দ্বীন এবং কোরআন ও হাদীসের আইন কায়েম করা সব ফরজের বড় ফরজ। কারণ, এর উপরই অন্যান্য অনেক ফরজের বাস্তবায়ন নির্ভর করে। তাই নবী করীম (সঃ) এই দীন ও ইসলামী রাষ্ট্রকে কায়েম ও হেফাজতের জন্য জেহাদ করেছেন। পরবর্তীতে ৪ জন খোলাফায়ে রাশেদা ও, রাষ্ট্রে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য আমরণ চেষ্টা করে গেছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর মুসলমানদের জন্য সর্বোত্তম যুগ বলে বিবেচিত সাহাবায়ে কেরামের যুগে এবং তাঁদেরই সমর্থনে, খেলাফতে রাশেদা নবুওয়াতের পদ্ধতিতে, ৩০ বছর ইসলামী সরকার পরিচালনা করেছে। তার পরবর্তী যুগে কোন তাবেঈ, তাবয়ে তাবেঈ এবং বড় বড় ওলামায়ে কেরাম এবং ইমামগণ এ প্রয়োজনকে অস্বীকার করেন নি। বরং তাঁরা প্রত্যেকেই এ জিহাদী কাফেলায় শরীক ছিলেন। শয়তান এ বিরাট ফরজ থেকেই মুসলমানদেরকে বিচ্যুত করার কাজে বেশি ব্যস্ত।

৪৯. শয়তানের ওয়াসওয়াসার সার্বক্ষণিক চিত্র ঃ

শয়তানের ওয়াসওয়াসাগুলো পৃথক পৃথক শিরোনামে আলোচনার পর আমরা এখন এক হাদীসে শয়তানের গোমরাহীর যে একটি সার্বক্ষণিক চিত্র ফুটে উঠেছে তা নিয়ে আলোচনা করব।

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'তোমাদের কেউ নিজ কক্ষের দরজার কাছে আসলে সে যেন সালাম দেয়। এ সালাম তার সাথে বিদ্যমান শয়তানকে তাড়িয়ে দেয়। তারপর তোমরা কক্ষে প্রবেশ করে সালাম দেবে। ফলে কক্ষের মধ্যে বিদ্যমান শয়তান বেরিয়ে যাবে। যানবাহনে আরোহণ করলে প্রথমেই 'বিসমিল্লাহ' পড়বে। তাহলে শয়তান তোমাদের সাথে সওয়ারীতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। বিসমিল্লাহ না বললে শয়তান তাতে অংশগ্রহণ করবে। তোমরা বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করবে, যাতে করে শয়তান সে খাওয়ায় অংশগ্রহণ করতে না পারে। বিসমিল্লাহ না বললে শয়তান খাওয়ায় শরীক হবে। তোমরা নিজ কক্ষে পাগড়ীসহ রাত কাটাবে না। কেননা, তা রাত্রে ঐ অবস্থায় শয়তানের আসন। রুমাল সহকারে রাত কাটাবে না। তা ঐ অবস্থায় তার বিছানা হয়। (অর্থাৎ ঘুমের উপযোগী পোশাক ও পরিবেশে ঘুমাবে) সওয়ারীর পিঠে বিছানো চাদর শোয়ার জন্য বিছাবে না, দরজা বন্ধ না করে ঘরে

শুবে না এবং দুর্বল ছাদে রাত যাপন করবে না। কুকুর ও গাধার আওয়াজ শুনলে 'আউজুবিল্লাহ' পড়ে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কেননা, শয়তানকে না দেখে কুকুর ও গাধা আওয়াজ দেয় না।'[১]

এ হাদীস থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, শয়তান সার্বক্ষণিক আদম সন্তানের অকল্যাণ ও ক্ষতিসাধনে ব্যস্ত থাকে। শয়তান থেকে মুক্তি না পেলে মুমিনের দুনিয়া ও আখেরাতের ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নেই।

শয়তানের ওয়াসওয়াসার কেন্দ্রবিন্দু

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ 'বল, আমি মানুষের প্রতিপালকের আশ্রয় চাই।' (সূরা নাস-১) এ পূর্ণ সূরাটি সকল গুনাহ ও পাপের জন্য দায়ী মন্দ থেকে আশ্রয় চাওয়ার উপায় হিসেবে নাজিল হয়েছে। মন্দই দুনিয়া ও আখেরাতের সকল শাস্তির উৎস। অপরদিকে, সূরা ফালাকে যাদু ও হিংসাসহ অন্যের জুলুম ও মন্দ থেকে আশ্রয় চাওয়ার উপায় বাতলানো হয়েছে। এ মন্দ বাইরের। আর সূরা নাসে আভ্যন্তরীণ মন্দ থেকে পানাহ চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। সৃষ্ট মন্দ থেকে পানাহ চাইবে বান্দাহর নিজ জুলুমের কারণে। মোট কথা উভয় ধরনের মন্দ থেকেই আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে।

মূলত ওয়াসওয়াসা হচ্ছে, তৎপরতা ও গোপন আওয়াজ যা অনুভব করা যায় না। ওয়াসওয়াসাদানকারী মনের মধ্যে গোপনে তা সরবরাহ করে। যাকে ওয়াসওয়াসা দেয়া হয় সে তা মনের অজান্তে পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। সূরা নাসের مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ওয়াসওয়াসাদানকারী খান্নাসের ওয়াসাওয়াসা থেকে আশ্রয়ের কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ হল, যে ওয়াসওয়াসা দেয়ার পর সরে যায় এবং আবার ফিরে আসে। 'খানস'-এর আসল অর্থ হল, প্রকাশের পর পুনরায় আত্মগোপন করা। আর এজন্যই কুরআনে তারকারাজিকে খান্নাস বলা হয়েছে। এগুলো অদৃশ্য হয়ে যায় এবং পরে প্রকাশিত হয়। মুমিন আল্লাহর নাম নিলে বা আউজুবিল্লাহ পড়লে শয়তান সরে যায় এবং আবার ফিরে আসে। উপরোক্ত আয়াতে শয়তানের দু'টো গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। শয়তানের ৩য় গুণ হচ্ছে,

اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ -

'যে মানুষের অন্তরে ওয়াসওয়াসা দেয়।' এ আয়াতে প্রথমে ওয়াসওয়াসা ও পরে ওয়াসওয়াসার স্থান অন্তর সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

১. জমউল জাওয়ামে'-আল্লামা সুয়ূতী।

কাজী আবু ই'য়ালী বলেন ঃ ওয়াসওয়াসাদানকারী এমন গোপন কথা অন্তরে প্রবেশ করায় যা অন্তর বুঝতে পারে। অথবা এমনও হতে পারে যে, সে চিন্তা ও কল্পনার মধ্যে বসে সেখান থেকে মানুষের হৃদয়সহ বিভিন্ন অঙ্গে স্পর্শ করে এবং সেগুলোকে দিয়ে মন্দ কাজ সংঘটিত করে। এটা ইমাম আহমদের একটি বক্তব্য। তিনি বলেছেন, ওয়াসওয়াসাদানকারী মুমিনের মুখে কথা বলায়। এক ধরনের দার্শনিকের মতে, তা অসম্ভব। অর্থাৎ এক শরীরে দুই আত্মার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। কেউ প্রশ্ন করতে পারে, জিন শয়তান আগুনের তৈরি। আগুন মানব শরীরে প্রবেশ করলে তাকে জ্বালিয়ে দেবে। জ্বালিয়ে দিলে সে কি করে মানব আচরণে প্রভাব বিস্তার করতে পারে ? এ প্রশ্নের উত্তর হল, প্রকৃতিগতভাবে আগুন কাউকে জ্বালায় না। কেবলমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তার মধ্যে বিশেষ অবস্থায় জ্বালানি শক্তি সৃষ্টি করেন। তাই ওয়াসওয়াসার সময় প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে তাতে দহন শক্তি থাকে না বলে সে কাউকে জ্বালাতে পারে না। জিনকে আগুন থেকে তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে জিন বারুদের মত দাহিকা শক্তির অধিকারী নয়।

কেউ কেউ বলেছেন, শয়তান মানব শরীরে প্রবেশ না করলে সে ওয়াসওয়াসা অনুভব করতে পারে না। কেননা, শরীরে প্রবেশ না করলে শয়তানকে বাইরে থেকে শব্দ করে ওয়াসওয়াসা দিতে হবে। শয়তানের কোন শব্দ নেই। তাই হাদীসে মানব শরীরের রক্তের ধমনীতে শয়তানের বিচরণের কথা উল্লেখ রয়েছে। জিনের শরীর যেহেতু অত্যন্ত সূক্ষ্ম, তাই সে মানবদেহে প্রবেশ করতে পারে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এক শরীরে দুই আত্মার প্রবেশ অসম্ভব নয়। যেমন করে রূহ এবং বাতাস শরীরে প্রবেশ করে তেমনি জিন শয়তানও মানবদেহে প্রবেশ করে।

আল্লাহ্ এরপর বলেন ঃ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

'ওয়াসওয়াসাদানকারী জিন ও মানব শয়তান থেকে পানাহ্ চাই'। এখানে ওয়াসওয়াসাদানকারী হচ্ছে দু'জন। একজন জিন শয়তান। আর অন্যজন মানব শয়তান। উভয়ই মানুষের মনে ওয়াসওয়াসা দেয়। যেহেতু ওয়াসওয়াসা হচ্ছে গোপনে অন্তরে কিছু প্রবেশ করানো। তাই তা মানুষ ও জিন শয়তান উভয়েই করতে পারে। দু'প্রকার শয়তানের ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ ـ

'এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু করেছি শয়তান, মানব ও জিনকে' (সূরা আল-আনআম-১১২)

এ আয়াতে আল্লাহ্ মানব ও জিন-এ দু'প্রকার শয়তানের ওয়াসওয়াসার কথা উল্লেখ করেছেন। শয়তান যে ওয়াসওয়াসা দেয় তার আরেক প্রমাণ হল নবী (সঃ)-এর দোআ। তিনি দোআ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اعْمَرْ قَلْبِىْ مِنْ وَسَاوِسِ ذِكْرِكَ وَاطْرُدْ عَنِّىْ وَسَاوِسَ الشَّيْطَانِ۔

'হে আল্লাহ্! আমার অন্তরকে তোমার জিকর দ্বারা আবাদ কর এবং আমার অন্তর থেকে শয়তানের ওয়াসওয়াসা দূর কর।'

ইবনে আব্বাস (রাঃ) 'ওয়াসওয়াসাদানকারী খান্নাসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, শয়তানের উদাহরণ হল, মোরগের বাচ্চা-খেকো সেই খাট্টাসের মত, যে অন্তর বরাবর নিজ মুখ রাখে এবং তাতে ওয়াসওয়াসা দেয়। তারপর আল্লাহর নাম স্মরণ করলে পিছু সরে যায় এবং চুপ থাকলে পুনরায় ফিরে আসে। মূলত এটাই হচ্ছে, ওয়াসওয়াসাদানকারী খান্নাসের পরিচয়। ওরওয়া বিন রোয়াইম থেকে বর্ণিত। হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর কাছে মানুষের শরীরে শয়তানের স্থান দেখার আবেদন জানান। আল্লাহ্ তাঁকে মানুষের ভেতরে শয়তানের অবস্থানস্থল দেখিয়ে দেন। শয়তান হৃদয়ের উপর সাপের মত মাথা রেখে সেখানে অবস্থান করে।[১]

ওমর বিন আব্দুল আযীয বলেন ঃ এক ব্যক্তি আল্লাহর কাছে মানব শরীরে শয়তানের অবস্থান স্থল দেখিয়ে দেয়ার প্রার্থনা জানায়। আল্লাহ্ তাকে এমন এক সূক্ষ্ম দেহ দেখালেন যার ভেতরের সকল অংশ বাইর থেকে দেখা যায়। শয়তান তখন সে দেহের কাঁধের হাঁড়ের দিক থেকে হৃদয় বরাবর ব্যাঙের মত অবস্থান গ্রহণ করছিল। মাছির মত তার একটি শুঁড় রয়েছে। ঐ শুঁড়টি অন্তরে ঢুকিয়ে দিয়ে সে ওয়াসওয়াসা দেয়। মানুষ যখন আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন শয়তান পিছু হটে যায়।[২]

সোহাইলী বলেছেন, মোহরে নবুওয়াত মহানবীর কাঁধের হাঁড়ের কাছে ছিল। তিনি শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে মুক্ত ছিলেন। আর সে জায়গা দিয়েই শয়তান মানুষকে ওয়াসওয়াসা দেয়।[৩]

আবুল জাওযা বলেছেন, যার হাতে আমার প্রাণ সে সত্ত্বার শপথ করে বলছি, শয়তান মানুষের অন্তরে বসে থাকে। তাই সে ব্যক্তি আল্লাহর জিকর করতে পারে না। তোমরা কি তাদেরকে মজলিশে ও বাজারে দেখতে পাওনা যে, শয়তান তাদের কারো কাছে আসার পর সে সারাদিন আল্লাহর জিকর করে না

১. গারায়েব ওয়া আজায়েবুল জিন-কাজী বদরুদ্দিন শিবলী।
২. ঐ
৩. ঐ

শুধুমাত্র শপথ ছাড়া ? কালেমা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়লে শয়তান অন্তর থেকে সরে যায়। আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ -

'যদি তুমি তোমার প্রতিপালককে কোরআনে একাকী স্মরণ (জিকর) কর, তখন তারা পেছনের দিকে ভেগে যায়।'

প্রখ্যাত মোফাসসেরে কোরআন আল্লামা জামাখশারী বলেছেন ঃ সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বলতেন ঃ 'মাছি যেরূপ কোন কিছুতে জড় হয়, তেমনি শয়তান ও মানুষের হৃদয়ে জড় হয়। তাকে না তাড়ালে সব কিছু নষ্ট হয়ে যাবে।[৩]

আনাস বিন মালেক থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'শয়তান মানুষের হৃদয়ে নিজ নাক প্রবেশ করিয়ে দেয়। মানুষ আল্লাহর জিকর করলে শয়তান সরে যায়। আর জিকরের কথা ভুলে গেলে শয়তান হৃদয়কে মুখে পুরে নেয়।' (ইবনু আবিদ দুনিয়া)

শয়তান মানুষকে কিভাবে ওয়াসওয়াসা দেয় এর যথার্থ স্বরূপ উপরোক্ত বর্ণনায় ফুটে উঠেছে। মানুষের বিবেক ও হৃদয়কে নষ্ট করতে পারলে তাকে গোমরাহ করা সহজ। শয়তান নিজ মুখ ও শুঁড় সেই মানব হৃদয়ে মাছির মত বসিয়ে তাতে কুমন্ত্রণা দেয়। তাই জন্মগতভাবে সত্যের সৈনিক মানব সন্তান শয়তানের সৈনিকে পরিণত হয় এবং আল্লাহর আদেশ নিষেধ অমান্য করতে থাকে। শয়তান থেকে মুক্তির উপায় হল আল্লাহর জিকর বা স্মরণ। জিকর বলতে, কালেমা ও আউজুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ পাঠ, তওবা-এস্তেগফার, কোরআন পাঠ, দোআ-দরুদ, নামাজ-রোজা ইত্যাদিকে বুঝায়। প্রত্যেক কাজে মুসলমানকে দোআ পড়তে হয় এবং এর মাধ্যমে শয়তানকে তাড়াতে হয়। আল্লাহকে স্মরণ করে কাজ শুরু করলে তাতে আল্লাহর রহমত ও বরকত আসবে এবং মানুষ দুনিয়া-আখেরাতে সাফল্য লাভ করবে।

জারীর বিন ওবাইদুল্লাহ নিজ পিতা থেকে বর্ণনা করেন। ওবাইদুল্লাহ বলেন, আমি মনের মধ্যে শয়তানের ওয়াসওয়াসা অনুভব করি। এ বিষয়ে আমি আলা বিন যিয়াদকে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন ঃ হে ভাতিজা! শয়তানের উদাহরণ হচ্ছে চোরের মত। চোর ঘরে ঢুকে ভাল যা পায় তা নিয়ে যায়। আর ভাল কিছু না পেলে সব কিছু এলোমেলো করে দিয়ে চলে যায়।[২] অর্থাৎ নেক কাজগুলোকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। নেক কাজ না পেলে পাপের সাথে অন্য পাপকে যোগ করে একাকার করে দিয়ে যায়।[৩]

১. ঐ
২. ঐ
৩. ঐ

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'অজুর ওয়াসওয়াসা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।' (ইবনু আবিদ দুনিয়া)

উবাই বিন কা'ব থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'অজুর জন্য নির্ধারিত শয়তানের নাম হচ্ছে ওয়ালহান। তোমরা পানি বিষয়ক ওয়াসওয়াসা-দানকারী থেকে বাঁচ।' (তিরমিজী) আল্লামা তাউস বলেছেন, সে হচ্ছে, সবচাইতে কঠোর শয়তান।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'শয়তান তার পূজার ব্যাপারে মুসল্লীদের প্রতি নৈরাশ হয়ে গেছে। কিন্তু সে তাদেরকে উত্তেজিত করার কাজে লেগে আছে।' (মুসলিম)

মোখাল্লাদ বিন হোসাইন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বান্দাহ যখনই কোন নেক কাজের দিকে অগ্রসর হয় তখনই শয়তান এসে তাকে বাধা দেয় এবং দু'টো বিষয়ে চেষ্টা করে। যেকোন একটাতে জয়ী হতে পারলেই হল। হয় নেক কাজে বাড়াবাড়ি করবে অথবা ত্রুটিপূর্ণ উপায়ে তা আদায় করবে।[১]

শয়তান বান্দাহকে নেক কাজে বিরত রাখতে না পারলে কমপক্ষে সে নেক কাজে বাড়াবাড়ি করে তাকে নষ্ট করে দেয়। বেদআত ও লোক দেখানো ইত্যাদি কাজের মধ্যে অন্যতম। আর তাতে বান্দাহকে নরম করতে না পারলে অন্ততঃ সে নেক কাজটি যেন ত্রুটিপূর্ণ হয় সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। শয়তান থেকে মুক্ত থাকা খুবই জটিল কাজ। সে জন্য শয়তানের ব্যাপারে উদাসীন হওয়া যাবে না। বরং খুবই সতর্ক থাকতে হবে।

আবু হাজেমের কাছে এক লোক এসে অভিযোগ করে যে, শয়তান আমার কাছে এসে কঠিন ওয়াসওয়াসা দেয় এবং বলে, তুমি তো তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছ। তখন আবু হাজেম বলেন, তুমি কি আমার কাছে এসে তোমার স্ত্রীকে তালাক দাওনি? সে বলে, আল্লাহর শপথ, আমি তা করিনি। আবু হাজেম বলেন, আমার কাছে যেরূপ শপথ করলে, শয়তানের কাছেও সেরূপ শপথ করে বল।'[২]

শয়তান মানুষের মনের গোপন কথাও ফাঁস করে দেয়। মোত্তালিব বিন আবদুল্লাহ বিন হানতাব বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত ওমর ফারুক মনে মনে এক মহিলার কথা চিন্তা করেন। কিন্তু কারো কাছে এ বিষয়ে আলাপ করেন নি। এক ব্যক্তি এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আপনি নাকি অমুক মহিলার কথা উল্লেখ করেছেন ? সে কিন্তু সুন্দরী ও ভদ্র এবং নেক ঘরের সন্তান। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমাকে এ কথা কে বলেছে ? লোকটি বলে, লোকেরা এ বিষয়ে বলাবলি করছে। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ, আমি এ ব্যাপারে কাউকে কিছু

---
১. ঐ
২. ঐ

বলিনি। তাহলে কোথা থেকে এটা আসল।' হাঁ, আমি জানি যে, একথা শয়তান বের করেছে।[১]

শয়তান কিভাবে মানুষের মনের খবর ফাঁস করে এর আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ আবুল জাওযা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক শুক্রবারে আমার স্ত্রীকে তালাক দেই। পরের শুক্রবারে তাকে 'রুজু' করা বা তালাক প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে কাউকে বলিনি। তখন আমার স্ত্রী আমাকে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি আমাকে পুনরায় ফেরত নেবেন ? তিনি বলেন, আমিতো এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলিনি। অর্থাৎ শয়তান তা প্রকাশ করে দিয়েছে। তিনি তখন ইবনে আব্বাসের এ উক্তিটি স্মরণ করেন ঃ 'কোন ব্যক্তিকে ওয়াসওয়াসাদানকারী অন্য ব্যক্তিকে তা জানিয়ে দেয়।'[২] নিম্নের ঘটনা একথার উজ্জ্বল স্বাক্ষী।

উবাই বলেছেন, হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে যাদুর দায়ে অভিযুক্ত এক ব্যক্তিকে আনা হল। হাজ্জাজ তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি যাদুকর ? সে উত্তরে বলে, 'না।' তারপর হাজ্জাজ এক মুষ্ঠি কঙ্কর হাতে নিয়ে তা গুণেন এবং জিজ্ঞেস করেন, আমার হাতে মোট কয়টি কঙ্কর আছে ? সে উত্তরে বলে মোট এতটা ...। হাজ্জাজ নিজের হাতের কঙ্করগুলো নিক্ষেপ করেন এবং আরেক মুষ্ঠি কঙ্কর হাতে নিয়ে তা না গুণে জিজ্ঞেস করেন এবার বল, আমার হাতে কয়টি কঙ্কর আছে ? সে উত্তরে বলে, 'জানিনা।' হাজ্জাজ বলেন, তুমি প্রথমটিতো বলতে পারলে, কিন্তু ২য়টি বলতে পারলে না কেন ? সে জওয়াব দেয়, ১মটি আপনিই জানিয়েছেন। আপনার ওয়াসওয়াসাদানকারী আমার ওয়াসওয়াসাদানকারীকে তা জানিয়ে দিয়েছে। আর পরেরটা যেহেতু আপনি আপনার ওয়াসওয়াসাদানকারীকে জানান নি, তাই সেও আমার ওয়াসওয়াসাদানকারীকে জানায় নি।[৩]

হযরত মুআওইয়া (রাঃ) নিজ সচিবকে একটি গোপন চিঠি লেখার নির্দেশ দেন। চিঠি লেখার সময় একটি মাছি চিঠিতে বসে। সচিব কলমের সাহায্যে মাছিকে আঘাত করলে মাছির একটি পা ভেঙ্গে যায়। তারপর সচিব চিঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। লোকেরা তাকে প্রাসাদের গেইটে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। তারা বলে, আমীরুল মুমিনীন অমুক অমুক জিনিস লিখেছেন। সচিব জিজ্ঞেস করেন, আপনাদেরকে কে বলেছে ? তারা জওয়াবে বলে ঃ এক কাটা কৃষ্ণাঙ্গ আমাদের কাছে এসে এ খবর দিয়ে গেল। সচিব মুআওইয়ার কাছে ফেরত গেল এবং বলল, হে আমীরুল মুমিনীন। আপনি যে গোপনীয় বিষয় আমাকে লিখতে বলেছেন, সে বিষয় লোকেরা জেনে গেছে এবং আমাকে তারা অভ্যর্থনা

১. ঐ
২. ঐ
৩. ঐ

জানিয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, কে তাদেরকে বলেছে ? সচিব বলেন, তারা জানিয়েছে, এক কাটা কৃষ্ণাঙ্গ তাদেরকে এ খবর দিয়েছে। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম, সেটি হচ্ছে মাছির বেশধারী ঐ শয়তান যাকে আমি কলম দিয়ে আঘাত করেছিলাম।[১]

সুবরাহ বিন আবি ফাকেহা থেকে বর্ণিত। ফাকেহা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, শয়তান মানুষের বিভিন্ন রাস্তায় বসে বাধা সৃষ্টি করে। সে প্রথমে তার ইসলাম গ্রহণের পথে বাধা দেয়। শয়তান বলে, তুমি কি মুসলমান হবে এবং তোমার সন্তান ও মা-বাপের দীনকে বর্জন করবে ? নবী (সঃ) বলেন ঃ তখন সে ব্যক্তি যদি শয়তানের হুকুম অমান্য করে মুসলমান হয়ে যায় তখন শয়তান তার হিজরতের রাস্তায় বাধা প্রদান করে বলে ঃ তুমি কি তোমার নিজ জমীন ও আকাশ ছেড়ে চলে যাবে ? মোহাজেরের উদাহরণ হল ঘোড়ার মত দীর্ঘ রাস্তা অতিক্রম করা। যদি ব্যক্তি তার বাধা অমান্য করে হিজরত করে ফেলে তখন শয়তান তার জেহাদের রাস্তায় বসে বাধা প্রদান করে। শয়তান বলে, তুমি লড়াই করে নিহত হলে তোমার স্ত্রীকে অন্য লোক বিয়ে করবে এবং তোমার সম্পদ উত্তরাধিকারীরা বন্টন করে নেবে। এবারও যদি সে শয়তানের আনুগত্য না করে জেহাদে যায় এবং তোমাদের কেউ এরকম করল, তাকে বেহেশতে প্রবেশ করানো আল্লাহর জিম্মাদারী হয়ে যায়। সে ব্যক্তি নিহত হলে, কিংবা পানি ডুবিতে মারা গেলে অথবা সওয়ারীর পায়ের নিচে পিষ্ট হয়ে ইহকাল ত্যাগ করলে তাকে বেহেশতে প্রবেশ করানো আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায়।[২] আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তোষ লাভ করে বেহেশত পেতে হলে শয়তানের ওয়াসওয়াসার বিরোধীতা করতে হবে।

শয়তানী ওয়াসওয়াসার স্তরসমূহ

১ম স্তরঃ কুফরী ঃ আল্লাহকে অস্বীকার এবং তাঁর হুকুমের বিরোধীতাসহ বিভিন্ন ধরনের কুফরী, শিরক, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষভাব পোষণ করা এ স্তরের কাজ। শয়তান প্রথমে মানুষের মধ্যে এ স্তরের কাজ আঞ্জাম দেয়। এতে ব্যর্থ হলে ২য় স্তরের দিকে অগ্রসর হয়।

২য় স্তরঃ বেদআত ঃ এটি শয়তানের কাছে অন্য গুনাহসমূহ থেকে অধিকতর প্রিয়। কেননা, এর মাধ্যমে দীনের ক্ষতি বেশি করা সম্ভব। সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, এর কারণ হল, গুনাহ করে তওবা করার সুযোগ থাকে। বেদআতীরা সাধারণত তওবার দিকে প্রত্যাবর্তন করে না। শয়তান এ কাজে ব্যর্থ হলে ৩য় স্তরের দিকে অগ্রসর হয়।

১ঐ. ২. ঐ

৩য় স্তরঃ কবীরা গুনাহ ঃ কবীরাহ গুনাহ অনেক। এ বিষয়ে শয়তান ব্যর্থ হলে সে ৪র্থ পর্যায়ের দিকে অগ্রসর হয়।

৪র্থ স্তরঃ সগীরা গুনাহ ঃ ব্যক্তির ধ্বংসের জন্য সগীরা গুনাহকে একত্রিত করাই যথেষ্ট। কেননা, এর সংখ্যা অসীম। তাই নবী করীম (সঃ) উদাহরণ দিয়ে বলেছেন ঃ 'তোমরা সগীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাক। এর উদাহরণ হল, কোন সম্প্রদায় কোন মাঠে অবস্থান করল। প্রত্যেকেই মাঠ থেকে কাঠ কুড়িয়ে এনে বিশাল আগুন প্রজ্জলিত করল। তারপর তারা রান্না করল ও শীতের মধ্যে তাপ গ্রহণ করল।'[১] এ পর্যায়ে ব্যর্থ হলে ৫ম পর্যায়ের দিকে অগ্রসর হয়।

৫ম স্তরঃ যে কাজে সওয়াব বা গুনাহ কোনটিই নেই সে কাজে ব্যস্ত রাখা ঃ এ জাতীয় কাজে ব্যস্ত রাখার মাধ্যমে সওয়াবের কাজ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। এ পর্যায়ে ব্যর্থ হলে পরবর্তী পর্যায়ের দিকে অগ্রসর হয়।

৬ষ্ঠ স্তরঃ উত্তম কাজের পরিবর্তে অনুত্তম কাজে নিয়োজিত করা ঃ এর ফলে, উত্তম কাজের সওয়াব থেকে বঞ্চিত রাখে এবং আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা কমিয়ে দেয়।

এ সকল বর্ণনা ও আলোচনা দ্বারা শয়তানী ওয়াসওয়াসা থেকে বাঁচার উপায় ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। শয়তান থেকে বাঁচার জন্য মুমিনকে কতগুলো কাজ করতে হবে। যেমন, তাকে দীনি এলেম শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে। থুথু নিক্ষেপ করতে হবে। জিকর করতে হবে। ওয়াসওয়াসা আসলে তা মোকাবিলার জন্য উত্তম হাতিয়ার ব্যবহার করার মানসিকতা ও পরিকল্পনা থাকতে হবে। মজবুত মানসিকতা, আল্লাহর উপর নির্ভরতা, আল্লাহর সাহায্য কামনা ইত্যাদি হচ্ছে, শয়তানী ওয়াসওয়াসার উত্তম প্রতিরোধক। নেক কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে অটল থাকলে শয়তান কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তবে দুর্বল ঈমানদাররা ওয়াসওয়াসার মোকাবিলায় টিকে থাকতে পারে না। তাই প্রত্যেক ঈমানদারকে নিজ নিজ ঈমান মজবুত করতে হবে।

বিভিন্ন আম্বিয়ায়ে কেরামের কাছে ইবলিশের আগমন

শয়তানের আক্রমণ থেকে স্বয়ং নবীরাও মুক্ত ছিলেন না। সে তাদের কাছে গিয়েও প্রতারণা এবং ওয়াসওয়াসা দেয়ার চেষ্টা করেছে। হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত প্রায় সকল নবীর কাছেই শয়তানের আগমন ঘটেছে।

১ঐ.

হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর প্রতি শয়তানের ওয়াস- ওয়াসা ঃ

ইবনু জারীর বলেছেন, মূসা বিন হারুন ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদসহ আরো কিছু সংখ্যক সাহাবায়েকেরাম থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ অভিশপ্ত শয়তান যখন বেহেশত থেকে বেরিয়ে গেল এবং আদম (আঃ)-কে বেহেশতে বসবাস করতে দেয়া হল, তখন আদম (আঃ) একাকী অপরিচিত অবস্থায় চলতে লাগলেন। তাঁর কোন সঙ্গিনী ছিল না। তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম থেকে উঠে নিজ মাথার কাছে একজন মহিলাকে বসা দেখতে পান। আল্লাহ্ আদমের পাঁজর থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে ? মহিলাটি বলেন আমি একজন মহিলা। আদম বলেন, তোমাকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে ? মহিলাটি বলেন, আমার সাথে আপনি বাস করবেন, এজন্য আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ফেরেশতারা আদমের জ্ঞানের দৌড় পরীক্ষার জন্য জিজ্ঞেস করলেন, মহিলাটির নাম কি ? আদম বলেন ঃ তার নাম 'হাওয়া'। তাঁরা পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, হাওয়া নামকরণের স্বার্থকতা কি ? আদম জবাব দেন, তাকে حى বা জীবন্ত জিনিস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। حى فى حواء শব্দের মূল একই।

হাওয়াকে যে আদম থেকে তৈরি করা হয়েছে কোরআন একথার প্রমাণ। আল্লাহ্ বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ـ

"তিনিই সে সত্তা, যিনি তোমাদেরকে একটিমাত্র নফস থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার স্ত্রীকে তৈরি করেছেন। যেন তিনি তার সাথে বাস করতে পারেন।" (সূরা আরাফ-১৮৯-১৯০)

যাহোক, তারপর আল্লাহ্ আদম ও হাওয়াকে বেহেশতে বাস করার আদেশ দেন এবং তাদেরকে বলেন ঃ 'হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বাস কর এবং যা ইচ্ছা সেখান থেকে খাও। তবে এই গাছের কাছেও যেয়ো না। তাহলে, তোমরা জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এরপর শয়তান তাদেরকে ওয়াসওয়াসা দিল যেন সে তাদের পরনের পোশাক খুলে দিতে পারে।' (আল- কোরআন)

এ আয়াতে আদম ও হাওয়ার প্রতি শয়তানের ওয়াসওয়াসার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, শয়তান কিভাবে বেহেশতে পৌছল ?

ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদসহ একদল সাহাবী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ পাক যখন আদম ও হাওয়াকে বেহেশতে অবাধ বিচরণের ও পানাহারের আদেশ দিলেন এবং একটিমাত্র গাছের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করলেন, তখন ইবলিশ বেহেশতে তাদের কাছে যেতে চাইল। বেহেশতের রক্ষীরা বাধা দিল। তারপর সে সাপের কাছে আসল। সাপের ছিল ৪টি পা এবং সে উটের মত বড় ছিল। সেটি ছিল অত্যন্ত সুন্দর প্রাণী। ইবলিশ তাকে তার মুখের ভেতর করে বেহেশতে পৌছিয়ে দেয়ার অনুরোধ জানাল। সাপ তাকে মুখে করে বেহেশতের অভ্যন্তরে পৌছিয়ে দিল। বেহেশতের রক্ষীরা আল্লাহর এই ইচ্ছা সম্পর্কে টের পেল না। সে সাপের মুখে থেকেই আদমকে লক্ষ্য করে কথা বলল, কিন্তু তিনি তার কথার প্রতি কান দিলেন না। পরে শয়তান বেরিয়ে তাঁর কাছে গেল এবং বলল ঃ

يَآ اٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى -

"হে আদম! আমি কি তোমাকে চিরস্থায়ী জীবনদানকারী গাছ ও অবিনশ্বর রাজত্বের কথা বলব না– যা কখনও নষ্ট হবে না ?" (সূরা ত্বাহা-১২০)

অর্থাৎ ইবলিশ বলল, আমি কি তোমাকে এমন গাছের সন্ধান দেব যার ফল খেলে তুমি অমর ও চিরস্থায়ী হবে এবং তোমার সাম্রাজ্য চিরদিন অব্যাহত থাকবে। তুমি কখনও মরবে না। সে শপথ করে বলল ঃ

اِنِّىْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ -

"অবশ্যই আমি তোমাদের উভয়ের হিতাকাঙ্খী।" (সূরা আরাফ-২০)

এর দ্বারা তার লক্ষ্য ছিল, আল্লাহর আদেশ অমান্য করার সাথে সাথে তাদের শরীরের বেহেশতী পোশাক খসে পড়বে। আদম-শয়তানের কথা প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু হাওয়া সে কথা গ্রহণ করেন এবং নিষিদ্ধ গাছের ফল খান। তিনি আদমকে বলেন, হে আদম! আমিতো এ গাছটির ফল খেয়েছি, আমার কোন ক্ষতি হয় নি তাই আপনিও ফল খান।' যখন আদম ফল খেয়ে ফেলেন, তখন তাদের পরনে যে বেহেশতী পোশাক ছিল তা খসে পড়ল, তারা উভয়েই বেহেশতের গাছের পাতা দিয়ে শরীর ঢাকার চেষ্টা চালান।[১]

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, এ অপরাধের কারণে আল্লাহ সাপকে উলঙ্গ রেখেছেন এবং তাকে পেটের উপর চলাচলকারী সরীসৃপে রূপান্তরিত করেছেন' ইবনে আব্বাস বলেন ঃ তোমরা সাপকে হত্যা করে আল্লাহর দুশমনের উপর থেকে নিজেদের দায়িত্বের বোঝা কমাও।[২]

১. ঐ
২. ঐ

রাবী থেকে বর্ণিত। একজন মোহাদ্দেস বলেছেন, শয়তান চতুষ্পদ জন্তুর আকৃতিতে বেহেশতে প্রবেশ করেছিল। সেটাকে উটের মত দেখাচ্ছিল। তখন তার উপর লা'নত নাজিল হল। ফলে, তার পা খসে পড়ল এবং সে সাপ হয়ে গেল। শয়তান তাদেরকে বলল ঃ

مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخَالِدِيْنَ ـ

"আল্লাহ তোমাদের দু'জনকে এ গাছের ফল খেতে এজন্য নিষেধ করেছেন, হয় তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে অথবা বেহেশতের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাবে।" (সূরা আরাফ-২০) অর্থাৎ আপনারা ফেরেশতা না হলেও অন্ততঃ বেহেশতে চিরস্থায়ী থাকতে পারবেন।

ইবনে জারীর থেকে বর্ণিত। আবু যায়েদ বলেছেন ঃ ঐ গাছের ফল খাওয়ার পর আদম বেহেশতের মধ্যে ভাগতে থাকলেন। আল্লাহ্ ডাক দিয়ে বলেন, হে আদম! আমার থেকে ভেগে যাচ্ছ ? আদম বলেন, না, তবে লজ্জায় পালাচ্ছি। আল্লাহ্ বলেন ঃ কিভাবে তুমি এ কাজ করলে ? আদম বলেন ঃ হাওয়া আগে তা করেছে। তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি প্রতি মাসে তাকে ১ বার রক্তস্রাব দেব, তাকে কম বুদ্ধিমতী বানাব, তাকে স্নেহশীলা হিসেবে সৃষ্টি করেছি, তাকে গর্ভধারণের কষ্ট এবং প্রসব বেদনা দান করব।" [১] আবু যায়েদ বলেন, হাওয়া যে ভুল করেছে তা যদি না করত, তাহলে, দুনিয়ার মহিলাদের ঋতুস্রাব হত না, তারা ধৈর্যশীলা হত, সহজ গর্ভধারণ ও সহজভাবে সন্তান প্রসব করত। কিন্তু আল্লাহর হুকুম অমান্য করে তারা গাছের ফল খাওয়ায় আল্লাহ্ তাদেরকে বেহেশত থেকে বের করে দিলেন এবং বেহেশতের সকল প্রকার নেয়ামত ও মর্যাদা ছিনিয়ে নিলেন। তাদের সাথে দুই দুশমন সাপ এবং ইবলিশকেও দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন। তিনি বলেন ঃ اِهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

"তোমরা অবতরণ কর, তোমরা একে অপরের শত্রু।' ইবনু মাসউদ ও ইবনে আব্বাস উপরোক্ত আয়াতের এরূপ তাফসীরই করেছেন।"

নৌকায় নূহ (আঃ)-এর কাছে শয়তানের আগমন ঃ

ইবনু আবিদ দুনিয়া তাঁর 'মাকায়েদুশ শয়তান' বইতে ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন নূহ (আঃ) নৌকায় আরোহণ করেন তখন তাতে এক অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখতে পান। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে ? লোকটি

১. ঐ.

বলল, আমি ইবলিশ, নূহ (আঃ) বলেন, কে তোমাকে নৌকায় প্রবেশ করিয়েছে? সে বলল, আমি আপনার লোকদের অন্তর দখল করার জন্য প্রবেশ করেছি, যেন তাদের অন্তর থাকে আমার সাথে, আর শরীর থাকে আপনার সাথে। নূহ (আঃ) বলেন ঃ হে আল্লাহর দুশমন! বের হও। ইবলিশ জবাব দেয় ঃ ৫টি বিষয় দ্বারা আমি মানুষকে ধ্বংস করি। এর মধ্য থেকে তিনটি বিষয়ে আপনাকে জানাব, আর দু'টো বিষয়ে জানাব না। আল্লাহ নূহ (আঃ)-কে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেন, আপনি বলুন, তোমার তিন বিষয় আমার দরকার নেই। দুই বিষয়ে বল। ইবলিশ বলল ঃ আমি এ দু'বিষয় দ্বারা লোকদেরকে বিভ্রান্ত করি যাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। একটি হচ্ছে, হিংসা, হিংসার কারণেই আমি অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হয়েছি এবং শয়তানে পরিণত হয়েছি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, লোভ। লোভের কারণেই আদম (আঃ) গোটা বেহেশতকে মোবাহ মনে করেছিলেন। তাঁর লোভের কারণেই আমি আমার লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছি।[১]

ইবনু আবিদ দুনিয়া আবুল আলিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যখন নূহ (আঃ) নৌকা ভাসালেন। তখন নৌকার পেছনে মাঝিদের থাকার ও সামান রাখার জায়গায় ইবলিশকে দেখেন। তিনি বলেন, তোর ধ্বংস হোক, তোর কারণেই জমীনের অধিবাসীরা ডুবেছে এবং তুই তাদেরকে ধ্বংস করেছিস। ইবলিশ বলে, আমি কি করব? তিনি বলেন, তাওবাহ করবে। ইবলিশ বলে, আপনি আপনার রবের কাছে জিজ্ঞেস করুন, আমার জন্য কি তাওবা আছে? নূহ (আঃ) আল্লাহর কাছে দোআ করেন। আল্লাহ নূহ (আঃ)-এর প্রতি অহী পাঠান যে তার তাওবাহ হল আদমের কবরে গিয়ে সাজদা করা। নূহ (আঃ) ইবলিশকে বলেন, তোর জন্য তাওবার সুযোগ আছে। ইবলিশ বলে, সে সুযোগ কি? নূহ (আঃ) বলেন ঃ আদমের কবরে গিয়ে সাজদা কর। সে বলে, আমি যাকে জীবিত অবস্থায় সাজদা করিনি এখন তাকে মৃত অবস্থায় সাজদা করব?

ইবনে আব্বাস বলেন, সর্বপ্রথম নৌকায় ভুট্টা প্রবেশ করে এবং সর্বশেষ প্রবেশ করে গাধা। ইবলিশ গাধার লেজ ধরে নৌকায় প্রবেশ করে।

আবুশ শেখ নিজ তাফসীরে ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে লিখেছেন, আল্লাহ যখন ইচ্ছা করলেন যে, গাধা নূহ (আঃ)-এর নৌকায় প্রবেশ করুক, তখন নূহ (আঃ) গাধার কান ধরে টানতে থাকেন আর শয়তান তার লেজ ধরে পেছনের দিকে টানতে থাকে। তখন নূহ বলেন, হে শয়তান! প্রবেশ কর। গাধা প্রবেশ করে। সাথে শয়তানও প্রবেশ করে। নৌকা চলা শুরু করলে শয়তান গাধার লেজে বসে গান শুরু করে। নূহ (আঃ) বলেন, তোর ধ্বংস হোক। তোকে কে প্রবেশ করিয়েছে?' ইবলিশ বলে, আপনি। নূহ বলেন, কখন? ইবলিশ বলে ঃ

১. ঐ.

যখন আপনি বলেন, হে শয়তান ! প্রবেশ কর। তখন আমি আপনার অনুমতিসহকারে প্রবেশ করেছি।

ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে শয়তানের আগমন ঃ

ইবনু জারীর কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন।[১] আল্লাহ্ ইবরাহীম (আঃ)-কে তাঁর সন্তান জবেহ্ করার আদেশ দেন। তিনি বলেন, হে সন্তান! ছুরি লও। শয়তান ভাবল, ইবরাহীম পরিবারে আমার প্রয়োজন পূরণের এটাই মোক্ষম সুযোগ। সে ইবরাহীম (আঃ)-এর এক বন্ধুর বেশে তাঁর কাছে গিয়ে বলে ঃ হে ইবরাহীম ! আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? তিনি উত্তর দেন, একটু দরকারে যাচ্ছি। ইবলিশ বলে, আপনি স্বপ্নে আপনার সন্তানকে জবেহ্ করতে দেখেছেন বলে এখন তাকে জবেহ্ করতে নিয়ে যাচ্ছেন। স্বপ্ন তো সঠিক এবং বেঠিক দু'রকমই হতে পারে। আপনি স্বপ্নে যে ইসমাইলকে জবেহ্ করতে দেখেছেন, তা ঠিক নয়। সে ইবরাহীম (আঃ)-কে পদস্খলিত করতে না পেরে হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর কাছে যায় এবং তাঁকে বলে ঃ হে ইসমাইল ! কোথায় যাচ্ছেন ? তিনি উত্তর দেন, আমার পিতা ইবরাহীমের সাথে একটি কাজে যাচ্ছি। সে বলল, ইবরাহীম তো আপনাকে জবেহ্ করবেন। ইসমাইল বলেন ঃ কেন আমাকে জবেহ করবেন ? তুমি কি কোন পিতাকে নিজ সন্তান জবেহ্ করতে দেখেছ ? ইবলিশ উত্তর দেয় ঃ তিনি আপনাকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন। ইসমাইল বলেন ঃ তিনি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে জবেহ্ করলে আমি ধৈর্য ধারণ করব। আল্লাহ্ এ কাজের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ। যখন সে ইসমাইলকে বিচ্যুত করতে পারল না তখন হযরত সারার কাছে এসে বলল ঃ ইসমাইল কোথায় যাচ্ছে ? তিনি বলেন, সে তার পিতার সাথে এক কাজে যাচ্ছে। ইবলিশ বলে, তাকে তো জবেহ্ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সারা বলেন ঃ তুমি কি কোন পিতাকে নিজ সন্তান জবেহ করতে দেখেছ ? ইবলিশ বলে ঃ তিনি আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাকে জবেহ্ করবেন। তিনি উত্তর দেন, যদি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই জবেহ্ করে, তাহলে ইবরাহীম ও ইসমাইল তো আল্লাহর জন্যই। আর আল্লাহ্ এ কাজের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ।

সে যখন সারাকেও হেলাতে পারল না তখন মিনায় জামরার কাছে গেল এবং এমনভাবে নিজেকে ফুলাল, মিনা উপত্যকা ভরে গেল এবং কোন খালি স্থান থাকল না। ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে ছিল ফেরেশতা। ফেরেশতা বলেন ঃ হে ইবরাহীম! আপনি ৭টি কঙ্কর নিক্ষেপ করুন এবং তাকবীর বলুন। প্রত্যেক কঙ্করের সাথে শয়তান রাস্তা ছেড়ে দিতে থাকল। তারপর তিনি ২য় জামরার কাছে যান। ইবলিশ ফুলে সম্প্রসারিত হওয়ায় গোটা উপত্যকা বন্ধ হয়ে গেল।

১. ঐ.

ফেরেশতা এখানেও তাকবীরসহ ৭টি কঙ্কর নিক্ষেপের পরামর্শ দেন। প্রত্যেক কঙ্করের পর ইবলিশ একটু একটু করে রাস্তা ছেড়ে দেয়। তিনি ৩য় জামরায় আসেন। এখানেও শয়তান ফুলে ফেঁপে উপত্যকা ভরে দেয়। ফেরেশতার পরামর্শে তিনি এখানেও ৭টি কঙ্কর নিক্ষেপ করেন। এতে ইবলিশ রাস্তা ছেড়ে দেয়। তখন তিনি জবেহর জায়গায় পৌঁছেন। এভাবে ইবরাহীম (আঃ) শয়তানের ওয়াসওয়াসাকে ব্যর্থ করে দিয়ে তাকে নিরাশ করেন। এতবড় নবী যিনি নবীদের পূর্বপুরুষ তাকেও শয়তান গোমরাহ করার চেষ্টা করেছে। সে তুলনায় মানব সমাজের অন্যান্য সদস্যদের কি উপায় ? আমাদের সবাইকে ও নবীদের পদাঙ্ক অনুসরণে শয়তানকে ব্যর্থ করে দিতে হবে।

হযরত মূসা (আঃ)-এর কাছে শয়তানের আগমন ঃ

ইবনু আবিদ দুনিয়া। ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবলিশ মূসা (আঃ)-কে বলল, হে মূসা! আল্লাহ আপনাকে নিজ রেসালাত দ্বারা মর্যাদাবান করেছেন এবং আপনার সাথে কথা বলেছেন। আর আমি হলাম তাঁর গুনাহগার সৃষ্টি এবং আমি তাওবাহ করতে চাই। আপনি আল্লাহর কাছে আমার তাওবাহ কবুলের জন্য সুপারিশ করুন। মূসা (আঃ) আল্লাহর কাছে দোআ করেন। মূসাকে বলা হল, হে মূসা! আপনি আপনার প্রয়োজন পূরণ করেছেন। তারপর মূসা (আঃ)-এর সাথে ইবলিশের সাক্ষাত হলে তিনি বলেন ঃ তোমাকে আদমের কবরে সাজদার নির্দেশ দেয়া হয়েছে; তাহলে তোমার তাওবাহ কবুল হবে। ইবলিশ একথা শুনে অহঙ্কার ও গোস্সা প্রকাশ করে বলে, যাকে আমি জীবিত অবস্থায় সাজদা করিনি তাকে মৃত অবস্থায় সাজদা করব ? তারপর ইবলিশ বলে ঃ হে মূসা! আল্লাহর কাছে আমার জন্য সুপারিশের কারণে আমার উপর আপনার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিন কাজ করার সময় আমার কথা স্মরণ করে তা থেকে বেঁচে থাকবেন। কেননা, ঐগুলোর মধ্যে রয়েছে ধ্বংস। (১) রাগের সময় আমার ধ্বংসকাণ্ডের কথা স্মরণ করবেন। কেননা তখন আমার মুখ থাকে আপনার হৃদয়ে, আর চোখ থাকে আপনার চোখে। আমি আপনার শিরা-উপশিরায় ও ধমনীতে চলাচল করি। (২) যুদ্ধের সময় আমার ধ্বংসাত্মক তৎপরতা স্মরণ করুন। আমি তখন বনি আদমের কাছে যাই ও তার স্ত্রী, সন্তান ও পরিবার-পরিজনের কথা স্মরণ করাই, যে পর্যন্ত না সে জেহাদ থেকে পশ্চাতমুখী হয়। (৩) অমোহরেম মহিলার কাছে বসবেন না। আমি তার কাছে আপনার দূত এবং আপনার কাছে তার দূত।

ইবনু আবিদ দুনিয়া আবদুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আনউ'ম আফ্রিকান থেকে বর্ণনা করেছেন। একদিন মূসা (আঃ) বসা ছিলেন। সে সময় লম্বা টুপি পরে ইবলিশ আসে। টুপিটি ছিল রং-বেরঙের। মূসা (আঃ)-এর নিকটবর্তী হওয়ার পর

সে টুপিটি খুলে ফেলে। ইবলিশ বলে, হে মূসা! আপনার উপর সালাম বর্ষিত হোক। মূসা (আঃ) বলেন, তুমি কে ? সে বলে ঃ আমি ইবলিশ। মূসা বলেন ঃ তোমার প্রতি স্বাগতম ও শুভেচ্ছা নেই। মূসা জিজ্ঞেস করেন তুমি কেন এসেছ ? ইবলিশ উত্তর দেয়, আল্লাহর কাছে আপনার মর্যাদা ও সম্মানের কারণে আপনাকে সালাম দিতে এসেছি। মূসা জিজ্ঞেস করেন, তুমি কিভাবে মানুষকে ওয়াসওয়াসা দাও ? ইবলিশ বলে, আমি মানুষের অন্তর ছিনিয়ে নেই। মূসা বলেন, আদম সন্তানের কোন্ কাজ তোমাকে তাদের উপর ওয়াসওয়াসা দিতে প্ররোচিত করে ? ইবলিশ বলে ঃ যখন বনি আদম গর্ববোধ করে, বেশি আমল করেছে বলে ভাবে এবং নিজ গুনাহ্ ভুলে যায় তখন আমি সেগুলোকে পুঁজি করে তাদের গোমরাহ করি। আমি আপনাকে তিনটি বিষয়ে সতর্ক করে দিচ্ছি। (১) কোন অমোহরেম মহিলার সাথে নির্জনে থাকবেন না। কেউ এরূপ নির্জনে থাকলে আমি তাকে দিয়ে কলঙ্ক সৃষ্টি করে ক্ষান্ত হই। (২) কেউ আল্লাহর নামে—অঙ্গীকার ও ওয়াদা করলে তা পূরণের পথে আমি এবং আমার সাথীরা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করি (৩) দান-সদকার নিয়ত করলে তা পূরণ করে ছাড়বেন। তা কার্যকর না করলে আমি তা ভঙ্গের জন্য বাধা সৃষ্টি করি।'

হযরত আইউব (আঃ)-এর কাছে শয়তানের আগমন ঃ

ইমাম আহমদ তাঁর 'যোহদ' কিতাবে এবং ইবনু আবি হাতেম তাঁর নিজ তাফসীরে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ শয়তান আকাশে উঠে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলে, হে আল্লাহ! আমাকে হযরত আইউবের উপর নিয়ন্ত্রণ দান করুন। আল্লাহ জবাবে বলেন, আমি তোকে তার সম্পদ ও সন্তানের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দিলাম, কিন্তু তার শরীরের উপর নয়। শয়তান জমীনে নেমে আসে এবং নিজ বাহিনীকে জড় করে বলে ঃ আইউবের উপর আমাকে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এখন তোমরা আমাকে তোমাদের শক্তির দাপট দেখাও। তারা সকলে আগুনের রূপ ধারণ করল। তারপর পানি হয়ে গেল। তারা সাথে সাথে পূর্ব ও পশ্চিমে সম্প্রসারিত হয়ে পড়ল। তাদের একদলকে পাঠানো হল, আইউব (আঃ)-এর কৃষিখামারে, একদলকে তাঁর উটপাল, অন্যদলকে গরুর পাল এবং আরেক দলকে বকরীর পালের কাছে। ইবলিশ মন্তব্য করল, আজ ধৈর্য ছাড়া তাঁর বাঁচার উপায় নেই। শয়তানের দলেরা তাঁর উপর একের পর এক বিপদ নিয়ে আসল। কৃষির উপর বিপদ নাজিলকারী শয়তান বলল ঃ হে আইউব! আপনি কি দেখেন না, আপনার রব আগুন দ্বারা আপনার কৃষিখামার জ্বালিয়ে দিয়েছে ? তারপর উট পাল ধ্বংসকারী শয়তান এসে বলল, আপনি কি দেখেন না, আপনার রব সংক্রামক রোগ দ্বারা আপনার উটগুলোকে ধ্বংস করে দিল ? তারপর গরু ও বকরী পাল ধ্বংসকারী শয়তান এসে বলল ঃ হে আইউব ! আপনি কি দেখেন না,

আপনার রব সংক্রামক রোগের মাধ্যমে আপনার গরু ও বকরীগুলোকে খতম করে দিল ?

আইউব (আঃ) নিজ সন্তানদেরকে বড় ছেলের ঘরে জড় করেন। তারা তখন পানাহারে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ করে ঝড়ে ঘরের খুঁটিগুলো ভেঙ্গে গেল এবং ঘরটি পড়ে গেল। শয়তান একজন শিশুর বেশে দুই কানে দুটো সোনা বা রূপার দুল পরে হযরত আইউবের কাছে হাজির হয়ে বলল ঃ হে আইউব! আপনি কি দেখেন নি, আপনার প্রভু আপনার সন্তানদেরকে বড় ছেলের ঘরে একত্রিত করে ঝড় দিয়ে তা ভেঙ্গে দিল ? আপনি যদি দেখতেন যে তাদের খাদ্য ও পানীয়ের সাথে কিভাবে তাদের রক্তমাংস একাকার হয়ে গেছে ? আইউব (আঃ) প্রশ্ন করেন, তুমি তখন কোথায় ছিলে ? সে বলে, আমি তাদের সাথেই ছিলাম। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, তুমি কিভাবে বেঁচে গেলে ? সে উত্তরে বলে, ব্যস্, সরে গেছি। আইউব (আঃ) বলেন ঃ তুই শয়তান। তারপর আইউব (আঃ) বলেছেন ঃ আমি আজ মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার আকৃতি ধারণ করব। এই বলে, তিনি মাথার চুল মুণ্ডন করলেন এবং নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন শয়তান এত জোরে চিৎকার দিয়ে কাঁদতে লাগল যে, আসমান ও জমীনের সকল অধিবাসী সে কান্না শুনতে পেল। তারপর সে আবার আসমানে গেল এবং প্রার্থনা জানাল, হে আমার রব! আইউব রক্ষা পেয়ে গেছে। আমাকে তার উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দিন। আমি আপনার ক্ষমতা ছাড়া কোন কিছুই করতে সক্ষম নই। আল্লাহ বলেন, ঠিক আছে, আমি তোকে তাঁর শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দিলাম, কিন্তু তাঁর মনের উপর নয়। শয়তান আসমান থেকে জমীনে নেমে আসে এবং আইউব (আঃ)-এর দু'পায়ের নিচে ফুঁ দেয়। ফলে তাঁর আপাদমস্তক কাঁপতে থাকে। তিনি মাটিতে পড়ে যান এবং তাঁর ডাইরিয়া শুরু হয়। তাঁর স্ত্রী সেবা করতে থাকেন। স্ত্রী বলেন ঃ হে আইউব! আপনি তো দেখছেন যে, আমি অত্যন্ত অভাবী ও বিপদগ্রস্ত হয়েছি। আপনি যদি রুটি কেনার জন্য আমার শেষ সম্বল মাথার চুল বিক্রি করে দিতেন, তাহলে, আমি আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা করতাম। আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আপনাকে দ্রুত সুস্থ করেন। আইউব (আঃ) বলেন, আমরা দীর্ঘ ৭০ বছর যাবত আল্লাহর অপার নেয়ামতের মধ্যে ডুবে ছিলাম। আগামী ৭০ বছর পর্যন্ত বিপদ-মুসীবতের মধ্যে টিকে থাকার লক্ষ্যে ধৈর্য্য ধারণ কর। মাত্র ৭ বছর যাবত আমাদের বিপদ চলছে।

তালহা বিন মোসাইরাফ বলেন। ইবলিশ বলে ঃ আমি আইউব (আঃ)-এর এমন ক্ষতি করতে পারিনি যার দ্বারা আমি খুশী হতে পারি। তবে, যখন আমি তার আহাজারি শুনেছি, তখন ভেবেছি যে, আমি তাকে ব্যথিত করেছি।[১]

১. ঐ.

ইবলিশ আইউব (আঃ)-এর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল, আপনাদের উপর বিপদ-মুসীবতের কারণ কি ? স্ত্রী উত্তর দিল, এটা হচ্ছে, আল্লাহর ফয়সালা। ইবলিশ বলল, আমার সাথে আসুন। স্ত্রী তার সাথে গেল এবং উপত্যকায় তাদের হারানো সম্পদ দেখাল। ইবলিশ বলল, আমাকে সাজদা করলে আমি এ সকল কিছু ফেরত দেব। স্ত্রী বললেন, আমার স্বামীর অনুমতি লাগবে। স্ত্রী আইউব (আঃ)-কে ঘটনা বললে তিনি বলেন, জেনে রাখ সে হচ্ছে শয়তান। আমি সুস্থ হলে তোমাকে ১শ বেত্রাঘাত করব।[১]

হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-এর কাছে শয়তানের আগমন ঃ

ইবনু আবিদ দুনিয়া ওহাব বিন ওয়ারদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, খবীস ইবলিশ হযরত ইয়াহ্ইয়া বিন যাকারিয়া (আঃ)-এর কাছে হাজির হয়ে বলে, আমি আপনাকে উপদেশ দিতে চাই। তিনি বলেন, তুই মিথ্যুক, তুই আমাকে উপদেশ দিবি না, তবে আমাকে আদম সন্তানদের বিষয়ে কিছু তথ্য দিয়ে যা। ইবলিশ বলে ঃ আমাদের কাছে মানুষ তিন ধরনের। এক ধরনের মানুষ আমাদের জন্য খুবই জটিল। আমরা তাকে ফেতনায় নিমজ্জিত করে তার উপর বিজয়ী হই। কিন্তু পরক্ষণেই সে তওবা-এস্তেগফার করে আমাদের সকল সাফল্য ব্যর্থ করে দেয়। তারপর আমরা আবার তার কাছে যাই এবং সেও পুনরায় তওবা-এস্তেগফার করে। আমরা তার ব্যাপারে নৈরাশ নই। তবে আমাদের প্রয়োজনও পূরণ হয় না। তাদেরকে নিয়ে আমাদের কষ্ট বেশি। ২য় প্রকারের লোক হল, শিশুদের পায়ের বলের মত। আমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ঘুরপাক খাওয়াই। আমরা তাদের জন্য যথেষ্ট। ৩য় প্রকার হচ্ছে, আপনার মত নিষ্পাপ। আমরা তাদের উপর বিজয়ী হতে পারি না। তখন হযরত ইয়াহ্ইয়া জিজ্ঞেস করেন, আমার উপর কি তুই কোন সময় সফল হয়েছিস ? ইবলিশ বলে, 'না।' তবে একবার আপনি খানা বেশি খেয়ে রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েন। ফলে অন্যান্য রাতের মত সে রাতে আপনি নামাজের জন্য জাগতে পারেন নি। হযরত ইয়াহ্ইয়া বলেন, আমি কখনো তৃপ্ত হয়ে খাই না। এবার ইবলিশ বলে, আমি আপনার পরে আর কোন নবীকে উপদেশ দেব না।

ইমাম আহমদ তাঁর 'যোহদ' কিতাবে এবং বায়হাকী শোআ'বুল ঈমান গ্রন্থে সাবেত বানানী থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবলিশ হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-এর কাছে আগমন করে। ইয়াহ্ইয়া (আঃ) ইবলিশের কাছে সকল কামনা-বাসনার উপাদান দেখে জিজ্ঞেস করেন, হে ইবলিশ! এগুলো কি ? ইবলিশ জবাব দেয়, এগুলো হচ্ছে বনি আদমকে গোমরাহ করার উপায়-উপাদান। ইয়াহ্ইয়া (আঃ) জিজ্ঞেস করেন, এতে আমার বিরুদ্ধে ব্যবহারের কিছু আছে ? ইবলিশ জবাব

১. ঐ.

দেয় 'না।' তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, তুই কি কখনও আমার উপর সফল হয়েছিস? ইবলিশ বলে ঃ আপনি একবার তৃপ্তি করে খেয়েছিলেন। তখন আমরা আপনাকে নামাজ ও জিকর থেকে বিরত রেখেছিলাম। তিনি বলেন, আর কিছু? সে বলল, 'না।' তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ, আমি কখনো পেট পুরে খাইনি। ইবলিশ বলে, আমি আর কখনো কোন মুসলমানকে উপদেশ দেব না।

ইবনু আবিদ দুনিয়া আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক থেকে বর্ণনা করেন। হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ) ইবলিশকে তার আসল চেহারাসহ দেখতে পান। তখন তিনি তাকে প্রশ্ন করেন, কে তোর কাছে প্রিয় এবং কে অপ্রিয়? সে বলে, কৃপণ মুমিন আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় এবং গুনাহগার দাতা আমার কাছে সর্বাধিক ঘৃণিত। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তা কিভাবে? সে বলল, কৃপণের কার্পণ্যই আমার জন্য যথেষ্ট। গুনাহগার দাতার দান হয়তো আল্লাহ্ কবুল করতে পারেন। তারপর সে একথা বলে ভেগে যায় যে, আপনি নবী ইয়াহ্ইয়া না হলে আমি আপনাকে তা বলতাম না।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে ইবলিশের সাক্ষাত

ইবনু আবিদ দুনিয়া সুফিয়ান বিন ওয়াইনা থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবলিশের সাথে হযরত ঈসা বিন মরিয়মের সাক্ষাত হয়। ইবলিশ তাঁকে বলে ঃ আপনি আপনার মহান রুবুবিয়ত (প্রভুত্ব)-এর কারণে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মায়ের কোলে থেকে কথা বলেছেন। আপনার আগে আর কোন ভূমিষ্ঠ শিশুর পক্ষে কথা বলা সম্ভব হয় নি। তিনি জবাবে বলেন ঃ রুবুবিয়ত ও মহত্ব সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে দিয়ে কথা বলিয়েছেন, তারপর আমাকে মৃত্যু দান করবেন এবং আমি যাদেরকে জীবন দান করেছি তাদেরকেও মৃত্যু দান করবেন। তারপর আমাকে আবার জীবিত করবেন। ইবলিশ বলে ঃ আপনি আপনার মহান রুবুবিয়তের মাধ্যমে মৃত্যুকে জীবিত করেন। তিনি জবাব দেন ঃ রুবুবিয়ত আল্লাহর, তিনিই আমাকে মৃত্যু দেন এবং যাদেরকে জীবিত করেছি তাদেরকেও মৃত্যু দেন, তারপর আমাকে আবার জীবিত করবেন। ইবলিশ বলে ঃ নিশ্চয়ই আপনি ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের মা'বুদ। তখন জিবরীল (আঃ) তাকে নিজ ডানা দিয়ে মার লাগান। ফলে সে সূর্যের শিং-এর কাছে গিয়ে পড়ে। তারপর আবার মার লাগান। এবার সে উত্তপ্ত ঝর্ণার কাছে গিয়ে পড়ে। তারপর আবার মার দিয়ে তাকে সপ্তম সাগরের নিচে প্রবেশ করান। সে সেখানে নিকৃষ্ট স্বাদ আস্বাদন করে বেরিয়ে আসে এবং বলে ঃ হে ইবনে মরিয়ম! আমি আপনার কাছে যা পেলাম তা আর কারো কাছ থেকে পাইনি।

তাউস বলেন ঃ ইবলিশের সাথে ঈসা (আঃ)-এর দেখা হলে ইবলিশ বলে ঃ হে ইবনে মরিয়ম! আপনি আপনার নবুওয়াতের বিষয়ে সত্যবাদী হলে এ উঁচু

পাহাড়টির উপর আরোহণ করুন এবং সেখান থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়ুন। ঈসা (আঃ) বলেন ঃ তোর ধ্বংস। আল্লাহ্ কি বলেন নি যে, 'হে বনি আদম! তোমার ধ্বংসের মাধ্যমে আমাকে পরীক্ষা করো না। আমি যা ইচ্ছা তা করি ?'

আবু ওসমান থেকে বর্ণিত। ঈসা (আঃ) পাহাড়ের উপর নামাজ পড়ছিলেন। ইবলিশ এসে তাঁকে বলে ঃ আপনি নাকি বলে থাকেন যে, প্রত্যেক জিনিস তাকদীরের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। তিনি উত্তরে বলেন, হাঁ।' ইবলিশ বলে, তাহলে, আপনি পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়ুন এবং বলুন যে, এটা আমার তাকদীরে লেখা ছিল। তিনি জবাব দেন, হে অভিশপ্ত! আল্লাহ্ই বান্দাকে পরীক্ষা করেন, বান্দাহ আল্লাহকে পরীক্ষা করতে পারে না।

ইবনু আসাকির হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন। একদিন হযরত ঈসার পাশ দিয়ে ইবলিশ যাচ্ছিল। তিনি একটি পাথরের উপর হেলান দেয়া অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েন। ইবলিশ বলে, হে ঈসা! আপনি তো দুনিয়ার কোন কিছু চান না। এ পাথরটিতো দুনিয়ার পাথর। তখন ঈসা (আঃ) উঠে পড়েন এবং ইবলিশের দিকে পাথরটি নিক্ষেপ করে বলেন ঃ এটা দুনিয়ায় তোমার জন্য।[১]

ইমাম আহমদ ওহাব থেকে যোহদ কিতাবে বর্ণনা করেন। ইবলিশ ঈসা (আঃ)-কে বলে ঃ আপনি নাকি মৃতকে জীবিত করেন ? এটা সত্য হলে, আপনি আল্লাহর কাছে এ পাহাড়টিকে রুটি বানানোর জন্য দোআ করুন। ঈসা (আঃ) বলেন, সকল মানুষ কি রুটি খায় ? ইবলিশ বলে ঃ আপনি যদি এরূপই বলেন তাহলে, এ জায়গা থেকে ঝাঁপ দিন। ফেরেশতারা আপনাকে আলিঙ্গন করবে। তিনি উত্তর দেন, আল্লাহ্ আমাকে আমার নিজ নফসের মাধ্যমে পরীক্ষা নিষিদ্ধ করেছেন, তাই আমি জানি না, তিনি আমাকে নিরাপত্তা দান করবেন কিনা।

ইবলিশ নবীদের সাথেও কিভাবে প্রতারণার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে তা আমরা কিছু সংখ্যক আম্বিয়ায়ে কেরামের জীবনী থেকে জানতে পেরেছি। শয়তান অবিরাম সকল মানুষের ক্ষতি করার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু মুমিন ব্যক্তির সর্বদা সজাগ থাকা উচিত।

মানুষের জিন-সঙ্গী

প্রত্যেক মানুষের সাথে রয়েছে একজন জিন-শয়তান। সে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে এবং গুনাহর কাজে ধাবিত করে। এ মর্মে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। একরাতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর কাছ থেকে বেরিয়ে গেলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, এতে আমি অভিমান করলাম। তারপর তিনি ফিরে আসেন এবং আমি কি করি তা দেখতে থাকেন। (অর্থাৎ অভিমান দেখতে থাকেন) তিনি

---
১. ঐ.

বললেন, হে আয়েশা! তুমি কি অভিমান করেছ ? আয়েশা (রাঃ) বললেন, আমার মত একজন মহিলা কেন আপনার উপর অভিমান করবে না ? রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ 'তোমার কাছে কি তোমার শয়তান এসেছিল ? আয়েশা প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সাথে কি শয়তান আছে ? তিনি উত্তরে বলেন, 'হাঁ।' আয়েশা প্রশ্ন করেন, প্রত্যেক মানুষের সাথেই কি শয়তান থাকে ? তিনি উত্তর দেন, 'হাঁ।' আয়েশা বলেন, আমি আবারও প্রশ্ন করলাম, আপনার সাথেও কি শয়তান আছে ? তিনি বলেন, 'হাঁ।' তবে আমার প্রতিপালক আমাকে তার বিষয়ে সাহায্য করেছেন। সে মুসলমান হয়ে গেছে। (মুসলিম, আহমদ)

হাদীসের অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, 'তোমাদের মধ্যে এমন কোন লোক নেই যার সাথে একজন জিন (শয়তানকে) নিযুক্ত করা হয় নি। তারা প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল, আপনার সাথেও নিযুক্ত করা হয়েছে? তিনি বলেন, 'হাঁ', কিন্তু আল্লাহ আমাকে তার বিষয়ে সাহায্য করেছেন। ফলে সে মুসলমান হয়ে গেছে এবং আমাকে ভাল ও কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছুর আদেশ করে না।'

(মুসলিম-কিতাবুল মুনাফেকীন অধ্যায়)

সুফিয়ান বিন উআইনাহ এ হাদীসের অর্থ এভাবে করেছেন যে, তিনি বলেন। 'ফলে আমি শয়তানের ক্ষতি থেকে বেঁচে গেছি।'

আহমদ বিন হাম্বলের বর্ণিত হাদীসে একটু অতিরিক্ত যোগ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে একজন জিন ও একজন ফেরেশতাকে নিযুক্ত করা হয়েছে। তারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কাছেও কি নিযুক্ত করা হয়েছে ? তিনি বলেন, 'হাঁ', আমার কাছেও নিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তার বিষয়ে সাহায্য করেছেন। সে মুসলমান হয়ে গেছে এবং আমাকে ভাল ছাড়া খারাপ আদেশ করে না।'

আবু নাঈম তাঁর 'দালায়েল আন-নবুওয়া'ত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'নবী (সঃ) বলেছেন, আমাকে আদম (আঃ) থেকে অতিরিক্ত দু'টো বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে। ১. আমার কাছে নিযুক্ত শয়তানটি কাফের ছিল। আল্লাহ আমাকে তার ব্যাপারে সাহায্য করায় সে মুসলমান হয়ে যায়। ২. আমার স্ত্রীরা আমার সাহায্যকারিণী। পক্ষান্তরে, আদমের শয়তান ছিল কাফের এবং তাঁর স্ত্রী আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘনের ত্রুটিতে তাঁর সঙ্গীনী ছিল।' (হাদীসটি বিশুদ্ধ-বায়হাকী)

নবী করীম (সঃ)-এর কাছে নিযুক্ত শয়তানের মুসলমান হওয়ার বিষয়টি হাদীস দ্বারা এমন সুস্পষ্ট, যা কোন ব্যাখ্যার দাবী রাখে না। কেননা, তিনি আদম (আঃ)-এর উপর নিজের যে দু'টো বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন, তার একটি হল, আদমের কাছে নিয়োজিত শয়তান মুসলমান হয় নি, কিন্তু তাঁর কাছে নিয়োজিত শয়তান মুসলমান হয়েছে।

আবু জাফর তাহাওয়ী হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (সঃ) আমাদেরকে বলেছেন ঃ

لَاتَدْخُلُوْا عَلَى الْمُغَيَّبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنْ إِبْنِ أدَمَ مَجْرَى الدَّمِ قِيْلَ وَمِنْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ وَمِنِّىْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَعَانَنِىْ فَاَسْلَمَ-

'তোমরা সে সকল স্ত্রীলোকের ঘরে প্রবেশ করো না যাদের স্বামী সফরে বেরিয়েছে। কেননা, নিশ্চয়ই শয়তান আদম সন্তানের রক্তের শিরায়-উপশিরায় দৌড়ে। প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! শয়তান আপনার রক্তেও কি দৌড়ে ? তিনি বলেন, 'হাঁ', আমার রক্তেও দৌড়ে, কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করেছেন, ফলে সে মুসলমান হয়ে গেছে।'

তাহাওয়ী হযরত আয়েশা বা থেকেও একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অথচ, তিনি আমার মাথার সাথে মাথা লাগিয়ে শুয়েছিলেন। তারপর আমি তাঁকে দুই পায়ের আঙ্গুলগুলোকে কেবলামুখী করে সাজদারত অবস্থায় দেখতে পেলাম। আমি তাঁকে এ দোআটি পড়তে শুনলাম ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ سَخَطِكَ وَبِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَبِكَ مِنْكَ لَا اَبْلُغُ كُلَّ مَافِيْكَ-

"হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আপনার ক্রোধ ও রাগ থেকে পানাহ চাই, আপনার শাস্তি থেকে ক্ষমা চাই, আপনার উছিলায় আপনার থেকে আশ্রয় চাই এবং আপনার যত গুণাবলী আছে সে পর্যন্ত আমি পৌঁছতে পারব না।" তিনি সালাম ফিরিয়ে বলেন, হে আয়েশা! তোমাকে কি শয়তানে ধরেছে ? আয়েশা বলেন, আপনার কাছেও কি শয়তান আছে ? নবী (সঃ) বলেন, এমন কোন মানুষ নেই, যার কাছে শয়তান নেই। আয়েশা বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে, আপনার অবস্থা কি ? তিনি বলেন, আমারও একই অবস্থা। কিন্তু আমি আল্লাহর কাছে দোআ করেছি ফলে তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন, এবং সে মুসলমান হয়ে গেছে।'

আবু জাফর তাহাওয়ী বলেন, এ দু'টো হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, এ বিষয়ে নবী (সঃ) নিজেও অন্য মানুষের মতই ছিলেন। কিন্তু আল্লাহর সাহায্যে শয়তানটি মুসলমান হয়ে যাওয়ায় তিনি তার ক্ষতি থেকে নিরাপদ ছিলেন।

কিন্তু এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, শয়তানের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি যদি ঠিক হয় তাহলে, তিনি শোয়ার সময় শয়তান থেকে পানাহ্ চাওয়ার উদ্দেশ্যে দোআ পড়েছেন কেন ? আবু আজহার আনসারী থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সঃ) রাত্রে শোয়ার সময় এ দোআ পড়তেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَضَعْتُ جَنْبِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ مِنْ وَاجِسِ شَيْطَانِىْ وَفَكِّ رَهَانِىْ وَثِقْلِ مِيْزَانِىْ وَاجْعَلْنِىْ فِى النَّدَى الْاَعْلٰى -

'আল্লাহ্র নামে আমি আমার পার্শ্বদেশে শুয়ে পড়লাম। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আমার শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং বন্ধক থেকে মুক্তি চাই, আমার নেক আমলের ওজন বাড়িয়ে দিন এবং আমাকে সর্বোচ্চ স্তরে স্থান দিন।'

(বোখারী ও মুসলিম)

এই প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে যে, তিনি এই দোআ তখন পড়েছেন যখন তাঁর কাছে নিযুক্ত শয়তান মুসলমান হয় নি। নচেত, মুসলমান হওয়ার পর এ দোআ পড়ার প্রশ্নই উঠে না।

প্রত্যেক মানুষের সাথে যে শয়তান রয়েছে তার আরো প্রমাণ রয়েছে। আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মানুষের মধ্যে দু'ধরনের প্রবণতা আছে। একটা ফেরেশতার পক্ষ থেকে, অন্যটা শয়তানের পক্ষ থেকে। শয়তানের পক্ষ থেকে প্রবণতা সৃষ্টি হলে, আদম সন্তান খারাপ ও মন্দ কাজের প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে। পক্ষান্তরে, ফেরেশতার পক্ষ থেকে প্রবণতা সৃষ্টি হলে, মানুষ ভাল কাজ করে এবং সত্যকে গ্রহণ করে। কেউ ভাল কাজের প্রবণতা বোধ করলে, তার জানা উচিত, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে। সেজন্য আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করা উচিত। আর যদি এর বিপরীতটা অনুভব করে তাহলে, সে যেন অভিশপ্ত শয়তান থেকে পানাহ্ চায়। তারপর তিনি সূরা বাকারার ২৬৮ নং আয়াতটি পড়েন ঃ

اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ -

'শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ দেয়।' (তিরমিজী, নাসাঈ)

আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَنْضِىْ شَيْطَانَهُ كَمَا يُنْضِىْ اَحَدُكُمْ بَعِيْرَهُ فِى السَّفَرِ -

'নিশ্চয়ই মুমিন ব্যক্তি নিজ শয়তানকে এমন দুর্বল করে, যেমন করে তোমাদের কেউ সফরে নিজ উটকে দুর্বল করে থাকে।' (আহমদ, ইবনু আবিদ দুনিয়া)

অর্থাৎ প্রতিটি ক্ষেত্রে শয়তানের ওয়াসওয়াসাকে ঠেলে দিয়ে তার বিপরীতে নেক কাজ করতে থাকলে, শয়তানকে ক্লান্ত-শ্রান্ত করে দেয়া যায়।

এ হাদীসেও মানুষের সাথে নিযুক্ত শয়তানকে দীর্ঘ সফরের উটের মত ক্লান্ত করে দেয়ার নির্দেশ রয়েছে।

কায়েস বিন হাজ্জাজ বলেছেন, আমার শয়তান আমাকে বলল, আমি তোমার কাছে উটের মত প্রবেশ করেছি। (ইবনু আবিদ দুনিয়া) অর্থাৎ ক্লান্ত উটের মত প্রবেশ করেছি।

ওহাব বিন মোনাব্বেহ বলেছেন, 'এমন কোন মানুষ নেই, যার কাছে কোন শয়তানকে নিযুক্ত করা হয় নি। কাফের ব্যক্তির সাথে নিয়োজিত শয়তান তার পানাহারে অংশ নেয় এবং তার বিছানায় শোয়। আর মুমিনের সাথে নিয়োজিত শয়তান তার জ্ঞান ও বিবেক লোপ পাওয়ার অপেক্ষায় থাকে। যখন বিবেক লোপ পায়, তখন সে লাফিয়ে পড়ে। শয়তানের কাছে প্রিয়তম ব্যক্তি হচ্ছে পেটুক ও অধিক নিদ্রার লোক।' (আহমদ-যোহদ কিতাব) ওহাব বিন মোনাব্বেহ একজন তাবেঈ ও বড় ঐতিহাসিক ছিলেন। তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আবদুর রাজ্জেক এবং ইবনুল মোনজের সাঈদ আল-জোরাইরী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি কোরআনের এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا ـ

'যে মেহেরবান আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিরত থাকে আমরা তার জন্য একজন শয়তান নিয়োগ করি।' (সূরা যুখরুফ-৩৬)

আমরা জানতে পেরেছি যে, কাফেরকে যখন কেয়ামতের দিন উঠানো হবে, তখন শয়তান তাকে হাত দিয়ে ঠেলা দেবে। কিন্তু সে তা প্রতিহত করতে পারবে না। তখন আল্লাহ্‌ জাহান্নামকে তার ঠিকানা বানাবেন। তখনই কাফের ব্যক্তি আফসোস করে বলবে ঃ

يَالَيْتَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ ـ

'হায়, যদি আমার ও তোমার মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের সমান দূরত্ব হত।' (সূরা যুখরুফ-৩৮) পক্ষান্তরে, মুমিন ব্যক্তির সাথে ফেরেশতাকে নিযুক্ত করা হবে। লোকজনের সামনে তার হিসেব-নিকেশ হবে এবং তার ঠিকানা হবে বেহেশত।'[১]

১. ঐ.

শয়তান যেহেতু প্রতিটি মানুষের সাথে লাগা আছে, তাই মানুষকে এ ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে। সচেতন না থাকলে শয়তান সর্বনাশ করে ছাড়বে। দুশমন সারাক্ষণ দুশমনীই করবে। দুশমনের ব্যাপারে সজাগ থাকা সেটা ঈমানের দাবী। প্রায়ই গুনাহ্ করার প্রবণতা শয়তানের কারণেই হয়ে থাকে।

রমজানে শয়তানকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়

তিরমিজী ও ইবনে মাজাহ্ আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। 'রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন ঃ রমজানের ১ম রাত্রে শয়তান ও জিন সরদারকে শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়।'

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের ছেলে আব্দুল্লাহ্ বলেন। আমি আমার বাপকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, রমজানে তো লোকদের প্রতি শয়তানের ওয়াসওয়াসা অব্যাহত থাকে এবং এ মাসে লোকদেরকে জিন-ভূতেও ধরে। তিনি উত্তরে বলেন ঃ হাদীসের বর্ণনা তো এরূপই।

হাদীসের অর্থের দিকে তাকালে মনে হয় কেবলমাত্র শয়তানের সরদারকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। অন্যান্য ছোট শয়তানরা উন্মুক্ত থাকে। রমজানে তারাই পাপ সংঘটিত করায়। এদিকে, কোরআনে জিন-শয়তানের পাশাপাশি মানব শয়তানের কথাও উল্লেখ আছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ـ

'আমি অন্তরে মানুষ ও জিন-শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাই।' (সূরা নাস-৬) মানুষ-শয়তানও পাপ কাজ করায়।

এছাড়াও শয়তান সারাবছর যে পাপ কাজ করায় তা সামনের দিনগুলোর জন্যও পাপ কাজে সহায়ক হয়। সেজন্য রমজানে শয়তান বাঁধা থাকলেও তার আগে শক্তিশালী ওয়াসওয়াসার প্রভাবে মানুষ রমজানেও পাপ কাজ করে।

৫ম অধ্যায়

জিন-ভূতের আক্রমণ

জিন দু'প্রকার। মুসলমান ও কাফের। মুসলমান জিনও দু'প্রকার। ফাসেক ও নেককার। কাফের ও ফাসেক জিন মানুষের ক্ষতি করে। তারা মানুষের উপর সওয়ার হয়। আমরা এটাকে বলি অমুককে জিনে ধরেছে বা জিনে পেয়েছে। কাউকে জিনে ধরলে সে আর স্বাভাবিক থাকে না। অস্বাভাবিক কথা ও আচরণ করে।

কোরআন ও হাদীসে জিনের এ আক্রমণের প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبَا لَايَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ـ

"যারা সুদ খায় তারা কেয়ামতের দিন এমনভাবে উঠবে যেন তাদের উপর জিন-ভূত সওয়ার হয়েছে।" (সূরা বাকারা-২৭৫)

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

فَذَكِّرْ فَمَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ ـ

"আপনি স্মরণ করাতে থাকুন ; আল্লাহর দয়ায় আপনি গণকও নন আর না পাগল।" (সূরা তুর-২৯)

এ দু'আয়াতে জিন-ভূতে ধরলে মানুষ যে পাগল বা অস্বাভাবিক হয় তার স্বীকৃতি রয়েছে। জিন-ভূতে না ধরলেও পাগল হতে পারে। কিন্তু জিন-ভূতে ধরলেও পাগল হয়। হযরত আইউব (আঃ) বলেছেন ঃ

اَنِّىْ مَسَّنِىَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ـ

'শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট দিয়েছে।' (সূরা সোয়াদ-৪১)

আরবীতে জিনে ধরলে একে صَرْعٌ বলে। এর অর্থ পাগল হওয়া, মূর্চ্ছা যাওয়া, মৃগী রোগে বেঁহুশ হওয়া, মাটিতে পতিত হওয়া ইত্যাদি। যাকে জিনে ধরে তাকে مَصْرُوْعٌ বলে।

মানুষের পাগল হওয়ার কারণ বিভিন্ন। যেমন, মস্তিষ্ক বিকৃতি, শরীরের ভেতর বায়ু চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হওয়া, মৃগী রোগ অথবা জিনের আক্রমণ।

কেউ কেউ মানুষের শরীরে জিন প্রবেশের কথা অস্বীকার করে। তাদের মতে, মানুষ এমনিতেই পাগল হয়। জিন-ভূতের আক্রমণের কারণে নয়। যারা জিনকে অস্বীকার করে তারা এবং মোতাজেলা সম্প্রদায়ের মধ্যে দু'ব্যক্তি আলজাবাঈ ও আবু বকর রাজী মোহাম্মদ বিন যাকারিয়া তাইয়েব সহ অন্যদের মতে, এক শরীরে দু'আত্মার অস্তিত্বের অবস্থান অসম্ভব। অথচ বাস্তবে তা সম্ভব বলে আমরা দেখতে পাই। যেমন, মানব শরীরে যে সকল রোগ জীবাণু কিংবা ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করে, সেগুলো প্রাণী। তাদের প্রাণ আছে, কিন্তু তারা আকৃতিতে ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম। তারা মানব শরীরে একটা বা দু'টো নয়, অগণিত যা মানুষের ক্ষতি কিংবা উপকার করে। এগুলো মানুষের রক্তে প্রবেশ করে তাদের সাথে এক সাথে খাওয়া-দাওয়া করে।

শুধু তাই নয়, ফেরেশতা তো প্রাণী। তারা মায়ের জরায়ুতে প্রবেশ করে বীর্য হাতে নিয়ে বলে, হে আল্লাহ! এটি মাংসপিণ্ডে পরিণত হওয়ার পর কি সৃষ্টি হিসেবে গণ্য হয়? আল্লাহ বলেন ঃ হাঁ, তা সৃষ্টি। তখন ফেরেশতা এর আকৃতি তৈরি করে। একে দু'চোখ, নাক, কান ও হাত দেয় এবং তাতে ফুঁ দিয়ে রূহ দেয়। [৮](মুসলিম)

জিন মানুষের শরীরের ভেতর প্রবেশ করে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় চলাচল করে।" ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, মানুষের শরীরে জিনের প্রবেশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কাছে স্বীকৃত সত্য। তিনি বলেন, কাউকে জিন-ভূতে ধরলে সে ব্যক্তি এমন সুন্দর ও শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে, যা রোগীর পক্ষে আগে বলা সম্ভব হত না। কোন কোন সময় রোগীর মুখে জিন ইংরেজি, আরবী, হিন্দী, উর্দু, ফরাসী ও জার্মানী ভাষায় কথা বলে। অথচ আগে রোগীর এ ভাষাগুলো জানা ছিল না। যারা ঐ সকল ভাষা জানেন, তারা বুঝেন যে, তা কোন গোঁজামিল নয়, সত্য সত্যই যথার্থ ভাষা বলছে। তাছাড়াও কোন কোন সময় রোগী দেশ-বিদেশের এমন সব তথ্য বলে, যা এর আগে তার পক্ষে বলা সম্ভব হয় নি। বালক-বালিকাকে জিনে ধরলে তখন তারা বহু গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যপূর্ণ কথা বলে যা এ বয়সের লোকদের পক্ষে বলা অসম্ভব।

কোন কোন জিনগ্রস্ত রোগীকে খুব সহজে ঘরের চালে কিংবা গাছে আরোহণ করতেও দেখা গেছে। জিনের সাহায্য ছাড়া তা এত সহজে সম্ভব হওয়ার কথা ছিল না।

আবুল হাসান আশআরী তাঁর 'মাকালাতে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতে' লিখেছেন ঃ জিন মানব শরীরে প্রবেশ করে। কাউকে জিনে ধরলে তাদের শরীরে

জিন অবশ্যই প্রবেশ করে থাকে। আব্দুল্লাহ্ তার পিতা আহমদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞেস করেন, লোকেরা বলে, জিন-শয়তান মানুষের শরীরে প্রবেশ করে না। ইমাম আহমদ বলেন, তারা মিথ্যা বলে। জিন-শয়তান মানুষের মুখ দিয়ে কথা বলে। আমরা প্রতিদিনই প্রায় রোগীর শরীর থেকে জিন তাড়াই। তুমি কি দেখ না, জিন মহিলার মুখে আমাকে বলে যে, আমি অমুক, অমুক জায়গা থেকে এসেছি ? তারপর বেরিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করে।[১]

কাজী আব্দুল জাব্বার বলেন, আমরা জানি যে, জিন সূক্ষ্ম দেহের অধিকারী। তাই তা বাতাসের মত মানুষের শরীরে সূক্ষ্মতা ও তীক্ষ্ণতা সহকারে প্রবেশ করতে পারে। আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস বায়ুর মাধ্যমেই নেই। তখন বায়ু শরীরে ঢুকে এবং রূহ তো শরীরে বিদ্যমান আছেই। এ জাতীয় দু'টো প্রাণের একই দেহে সহ অবস্থান সম্ভব। তারা একে অপরের সঙ্গী-সাথী হিসেবে ঢুকে, স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে নয়। এর উদাহরণ হল, গর্তে সাপ ঢুকার মত। কোন সময় গর্তে পুরো ঢুকে বা আংশিক ঢুকে এবং আংশিক বাইরে থাকে। তাতে গর্তের বা সাপের কোন অসুবিধে হয় না। তেমনি মানব শরীরের ফাঁকা অঙ্গ দিয়ে শয়তান ঢুকতে পারে। যেমন, কান, নাক, মুখ, লজ্জাস্থান, গুহ্যদ্বার ইত্যাদি। জিন শরীরের ভেতর কিংবা পেটে ঢুকলে কেউ একথা বলতে পারে না যে, আমরা খাদ্য গ্রহণের সময় তাকে খেয়ে ফেলেছি। আমরা আরো লক্ষ্য করি যে, পেটের মধ্যে এক ধরনের পোকা থাকে। এমন কি সেগুলো পেটের মধ্যেই বংশ বিস্তার করে। মূল কথা, জিন মানুষের ক্ষতি করার জন্য শরীরের উপর সওয়ার হয় এবং শরীরে ও প্রবেশ করে। এত হল তাত্ত্বিক জবাব। এবার আমরা বাস্তব ও প্রমাণিত ঘটনা পেশ করব।

আহমদ, দারেমী, তাবরানী, আবু নাঈম নিজ গ্রন্থে এবং বায়হাকী দালায়েল গ্রন্থে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহর এক সফরে এক মহিলা তার ছেলেকে নিয়ে মহানবী (সঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ছেলেটা পাগল। তাকে আমাদের দুপুর ও রাত্রের খাওয়ার সময় গায়েব করে দেয়া হয়। এতে আমাদের বিরাট ক্ষতি হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ছেলেটির বুকে নিজ হাত মুছলেন এবং তার জন্য আল্লাহর কাছে দোআ করলেন। এতে ছেলেটির কাশি আসলো এবং তার পেট থেকে একটি কুকুর ছানা বা হিংস্র পশুশাবক বেরিয়ে দ্রুত চলে গেল। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, এজন্য মহিলাটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দু'টো বকরী এবং ঘি ও পনির উপহার দিলেন। তিনি সফর

১. দৈনিক আল-বেলাদ, ১৩/৫/১৯৮৯, জেদ্দা, সৌদী আরব।

সঙ্গীদেরকে ঘি, পনীর ও একটি বকরী গ্রহণ করে অপর বকরীটি ফেরত দানের নির্দেশ দিলেন। এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, তার ভেতরে অবস্থানকারী জিন শয়তানটি বেরিয়ে গেল।

আহমদ, আবু দাউদ ও তাবরানী বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে আব্বান বিনতে ওয়াযে' বলেন, তার দাদা নিজের এক পাগল ছেলে কিংবা ভাগ্নিকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গেলেন এবং দোআর আবেদন করলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন ঃ তাকে আমার কাছে নিয়ে আস। দাদা বলেন, সে সওয়ারীর উপর ছিল। তাকে সওয়ারী থেকে নামানো হল। সফরের পোশাক খুলে তাকে দু'টো সুন্দর পোশাক পরানো হল। তাকে আমি নবী করীম (সঃ)-এর কাছে নিয়ে গেলাম। নবী (সঃ) বললেন, তাকে আমার নিকটবর্তী কর এবং আমার দিকে তার পিঠ খুলে দাও। দাদা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার শরীরের কাপড়ের উঁচু ও নিচু অংশ একত্রে ধরে এমনভাবে তার পিঠে মারতে লাগলেন যে, আমি তাঁর দুই বগল মোবারক দেখতে পেলাম। তিনি বললেন ঃ اَخْرُجْ عَدُوَّ اللّٰهِ 'হে আল্লাহর দুশমন, বের হও।' তারপর রোগী সুস্থ্য লোকের মত দেখাতে পারল, আগের মত নয়। তারপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে নিজের সামনে বসালেন এবং পানি আনার জন্য বললেন। তিনি তার মুখে পানি মুছে দিলেন এবং তারজন্য দোআ করলেন। এ দোআর পর প্রতিনিধি দলে তার চাইতে উত্তম বা সুস্থ্য আর কেউ ছিল না।'

আবু ইয়া'লী, আবু নাঈম এবং বায়হাকী উসামা বিন যায়েদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে হজ্জে রওনা হলাম। 'রাওহা' উপত্যকায় এক মহিলা তার একটি ছোট ছেলেকে নিয়ে এসে বলল, হে আল্লাহর নবী! জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত ছেলেটি জ্ঞান ফিরে পায়নি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) সওয়ারী থামিয়ে হাত বাড়িয়ে মহিলাটিকে বললেন, তোমার ছেলেকে আমার হাতে দাও। তিনি তাকে নিজ বুক ও সওয়ারীর আসনের উপর ধরলেন এবং তার মুখে থুথু দিয়ে বললেন ঃ اَخْرُجْ يَا عَدُوَّ اللّٰهِ فَاِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ 'হে আল্লাহর দুশমন, বের হও, আমি আল্লাহর রাসূল।' তিনি ছেলেটিকে মহিলার হাতে দিয়ে বললেন ঃ একে নিয়ে যাও, ইনশাআল্লাহ, এরপর থেকে তার মধ্যে খারাপ কিছু দেখতে পাবে না।

ওসমান বিন আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে তায়েফের কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করেন। তখন আমার নামাজে কি যেন একটা বাধা সৃষ্টি হয়। ফলে আমি কত রাকাত নামাজ পড়ি তা মনে রাখতে পারি

না। এ অবস্থা দেখে আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে যাই। তিনি আমাকে বলেন, হে আবুল আসের পুত্র! আমি জওয়াব দেই যে, 'জ্বি জনাব।' তিনি প্রশ্ন করেন, তোমার কাছে কি এসেছিল ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামাজে এমন কি একটা বাধা সৃষ্টি হয় যে, আমি কত রাকাত নামাজ পড়ি তা বলতে পারি না। তিনি বলেন ঃ এটা শয়তান ; আমার কাছে আস। আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং আমার পায়ের অগ্রভাগের উপর বসলাম। তিনি আমার বুকে হাত মারলেন এবং আমার মুখে থুথু দিলেন। তারপর তিনবার বললেন ঃ 'হে আল্লাহর দুশমন, বের হও।' তারপর বললেন, এখন কাজে যোগদান কর। ওসমান বলেন, আমার বয়সের শপথ, আমি আর কখনো ঐ সমস্যার সম্মুখীন হইনি। -(ইবনে মাজাহ)

মুসলিম শরীফে আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) নামাজে বলেন, 'আউজুবিল্লাহি মিনকা'। তারপর বলেন ঃ আমি তোর উপর তিনবার আল্লাহর অভিশাপ দিচ্ছি। এসব ঘটনা প্রমাণ করে যে, জিন কিভাবে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে।

আবু ই'য়ালী 'তাবকাতে হানাফিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ আমি আহমদ বিন আব্দুল্লাহর কাছে শুনেছি এবং তিনি আবুল হাসান আলী বিন আহমদ বিন আলী আকবারী থেকে শুনেছেন। তিনি বলেন, আমার আব্বা আমার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। দাদা আলী আকবারী বলেন ঃ ৩৫২ হিজরীর জিলকাদা মাসে আমি আহমদ বিন হাম্বল-মসজিদে ছিলাম। ইমাম আহমদকে খলীফা মোতাওয়াক্কেলের এক বন্ধু জানাল যে, তার এক বাঁদীকে জিনে ধরেছে। তাই তিনি ইমাম আহমদের কাছে দোআ প্রার্থী। ইমাম আহমদ নিজের অজুর জন্য তৈরি ফিতা বিশিষ্ট কাঠের স্যাণ্ডেল খলীফার বন্ধুর হাতে দিয়ে বললেন ঃ খলীফার ঘরে যান এবং যুবতীর মাথার কাছে গিয়ে বসুন এবং জিনকে উদ্দেশ্য করে বলুন ঃ ইমাম আহমদ জিজ্ঞেস করেছে, 'তোমার কাছে কোন্ জিনিস উত্তম-যুবতী থেকে বেরিয়ে যাওয়া, না এ স্যাণ্ডেলের ৭০টি ঘা খাওয়া? খলিফার বন্ধু গেলেন এবং ইমাম আহমদের কথার অনুরূপ বললেন। দুষ্ট জিন যুবতীর মুখে বলল ঃ আমি শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম। এমনকি যদি ইমাম আহমদ আমাদেরকে ইরাকে বাস না করার কথা বলে, তাহলে আমরা ইরাক ত্যাগ করব। তিনি আল্লাহর আদেশ পালন করেন। যে আল্লাহর আদেশ পালন করে, সকল কিছু তার প্রতি অনুগত থাকে। তারপর জিনটি যুবতী থেকে বেরিয়ে গেল এবং সে শান্তি ফিরে পেল। তারপর তার সন্তান হল। ইমাম আহমদের মৃত্যুর পর জিনটি পুনরায় যুবতীকে ধরল। খলীফা মোতাওয়াক্কেল তার বন্ধু আবু বকর মারুজীকে

এ ঘটনা বলেন। মারুজী স্যাণ্ডেল নিয়ে যুবতীর কাছে যান। দৈত্য জিনটি যুবতীর মুখ দিয়ে বলে ঃ আমি এ যুবতী থেকে বের হব না এবং তোমার আনুগত্য করব না। আহমদ বিন হাম্বল আল্লাহর আনুগত্য করেছেন সে জন্য আমাদেরকেও তিনি তার আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন।

সৌদী আরবের পরলোকগত জেনারেল মুফতী শেখ আব্দুল আযীয বিন বায (রঃ) ১৪০৭ হিজরীতে এক মহিলার উপর সওয়ার বৌদ্ধ জিনের সাথে কথা বলেন। এরপর তিনি তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। ফলে বৌদ্ধ জিনটি মুসলমান হয়ে যায় এবং মহিলাটিকে ছেড়ে দেয়।[১]

মদীনার মসজিদে নবওয়ীর শিক্ষক শেখ আবু বকর আল জাজায়েরী তাঁর বোনের উপর জিনের আক্রমণের বর্ণনা দিয়ে বলেন ঃ জিন তাঁর বোনের মুখে তাকে বলেছে, তাঁর বোন একদিন তাকে কষ্ট দেয়ায় সে তার উপর সওয়ার হয়েছে। তিনি বলেন, আমি নিজে এ ঘটনা দেখেছি ও শুনেছি। শুনা কথার চাইতে দেখার বর্ণনা শক্তিশালী।[২] তারপর জিনটি তাকে ছেড়ে দেয়।

ইবনে আবিদ দুনিয়া ইবনে ইয়াসমিন থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ বনি সোলাইম গোত্রের এক গ্রামীণ ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে হযরত হাসান বসরী (রঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। আমি প্রশ্ন করলাম, আপনার ঘটনা কি? সে বলল ঃ আমি গ্রামের লোক। আমার এক ভাই আমাদের সম্প্রদায়ের এক শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ছিল। তার উপর এখন বিপদ নেমে এসেছে। আমরা তাকে লোহার সাথে বেঁধে রেখেছি। আমাদের আলাপের সময় এক আওয়াজদানকারী আমাদেরকে সালাম দিল। আমরা কাউকে দেখতে পেলাম না। আমরা সালামের উত্তর দিলাম। সে বলল ঃ আমরা আপনাদের প্রতিবেশী। আপনাদের সাথে বাস করতে আমাদের কোন সমস্যা নেই। আমাদের এক বোকা সাথী আপনাদের সাথীকে আক্রমণ করেছে। আমরা তাকে এ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য চাপ দেই। কিন্তু সে তার থেকে সরে আসতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। আমরা ব্যর্থ হয়ে আপনাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। তবে অমুক দিন আপনার গোত্রের লোকদেরকে একত্রিত করে সবাই মিলে পাগল ভাইটিকে ভাল ও শক্ত করে বাঁধবেন। যদি তাকে বাঁধতে সক্ষম না হন, তাহলে আর কখনও বাঁধতে পারবেন না। বাঁধার পর তাকে উটের উপর সওয়ার করে অমুক উপত্যকায় নিয়ে আসুন। উপত্যকার অমুক গাছের অমুক টুকরা তাকে খাইয়ে দিন। হুঁশিয়ার, সে যেন বাঁধন ছিঁড়ে না যেতে পারে। সে যদি ছুটে চলে যায়, তাহলে আর তার উপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা সম্ভব হবে না। আমি বললাম, আল্লাহ্ আপনার উপর রহম করুন। আমাকে কে সে

১. সাপ্তাহিক দাওয়াহ পত্রিকা-৩রা জিলহজ্জ সংখ্যা-১৪১৭ হিঃ মোতাবেক ১০/৪/১৯৯৭
২. ঐ

উপত্যকার রাস্তা চেনাবে এবং কে সে শাকটি দেখাবে? আওয়াজদানকারী বলল ঃ সেদিন আপনি যখন একটি আওয়াজ শুনবেন, সে আওয়াজের পিছু পিছু চলতে থাকুন। যেমন কথা তেমন কাজ। নির্ধারিত দিনে আমি তাকে বেঁধে উটের পিঠে আরোহণ করালাম। তারপর একটি আওয়াজ শুনলাম– 'আমার দিকে', 'আমার দিকে।' আমি সে আওয়াজের পিছু পিছু চলতে লাগলাম। তারপর সে বলল ঃ এ উপত্যকায় নাম। এখান থেকে শাক লও এবং এরূপ করে করে তাকে খাইয়ে দাও। যখন সবজি তার পেটে পড়ল, তখন সে জিনমুক্ত হল এবং দু'চোখ খুলল। আওয়াজদানকারী বলল ঃ তাকে ছেড়ে দাও এবং লোহার বাঁধন মুক্ত কর। আমি বললাম, আমার ভয় হয় যদি সে এখনই আক্রমণাত্মক হয়ে উঠে। তখন আওয়াজদানকারী বলল ঃ কেয়ামতের আগে আর ঐ দুষ্ট জিন তার মধ্যে ফিরে আসবে না। আমি বললাম, আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন। কিন্তু আরেকটি বিষয় জানার বাকী আছে। সে বলল, সেটা কি? আমি বললাম, আপনি যেদিন ঐ কথা বলেছেন, সেদিন আমি মান্নত করেছি, যদি আল্লাহ আমার ভাইকে সুস্থ করেন তাহলে, আমি পায়ে হেঁটে হজ্জ করব। এখন এ মাসলার বিষয়ে কি করণীয়? আওয়াজদানকারী বলল ঃ এ ব্যাপারে আমার জানা নেই। তবে আমার পরামর্শ হল, আপনি বসরা যান এবং সেখানে হাসান বিন আবুল হাসান বসরীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করুন। তিনি খুবই নেক লোক।

এ বর্ণনায় খারাপ জিনের ক্ষতির মোকাবিলায় ভাল জিনের ভূমিকা ফুটে উঠেছে। 'তাজকেরাহ হামদুনিয়া' গ্রন্থে উল্লেখ আছে। এক নেক ও বিজ্ঞ লোকের স্ত্রীকে জিনে ধরেছে। তিনি স্ত্রীকে দোআ পড়ে ফুঁ দিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি ইহুদী না খ্রিস্টান জিন? জিন স্ত্রীর মুখে জওয়াব দেয়, আমি মুসলমান। তখন তিনি প্রশ্ন করেন, আমিও তোমার মত মুসলমান। তুমি কি করে আমার স্ত্রীর উপর সওয়ার হতে পারলে? সে বলল, আমি তাকে তোমার মতই ভালবাসি। তিনি আবারও প্রশ্ন করেন, তুমি কোথা থেকে এসেছ? সে বলল, জুরজান থেকে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, কেন তুমি তার উপর সওয়ার হয়েছ? সে বলল, কেননা, আপনার স্ত্রী ঘরে খোলা মাথায় চলাফেরা করত। তিনি বলেন, তোমার যদি এতটুকু অভিমানই থেকে থাকে, তাহলে তাকে মাথা খোলা না রাখার জন্য উদ্বুদ্ধ করলে না কেন, যেন তার উপর কোন জিন আক্রমণ করতে না পারে?

'ওকদাতুল মাজানীন' কিতাবের বরাত দিয়ে ইবনে আবিদ দুনিয়া লিখেছেন, হোসাইন বিন আবদুর রহমান বলেন ঃ আমি মিনায় এক জিনে পাওয়া লোকের সাক্ষাত পেলাম। যখনই সে কোন ফরজ আদায় কিংবা জিকর করার ইচ্ছা করে তখনই পাগল হয়ে যায়। লোকেরা যে রকম বলে আমিও সে রকম বললাম যে,

যদি তোমরা ইহুদী হও তাহলে হযরত মূসা (আঃ), খ্রিস্টান হলে হযরত ঈসা (আঃ) এবং মুসলমান হলে হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর দোহাই দিয়ে বলছি, তাকে ছেড়ে দাও। তারা বলল ঃ আমরা না ইহুদী, না খ্রিস্টান। কিন্তু আমরা দেখেছি সে আবু বকর ও ওমরকে খারাপ জানে। আমরা তাকে এ কঠিন কাজ থেকে বিরত রেখেছি মাত্র। ভাল জিন মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্যও আক্রমণ করতে পারে।

জিনে ধরলে চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা

জিনে ধরলে চিকিৎসা জরুরী। এজন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির জন্যও আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। নিম্নের আয়াতে ঐ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ.

"তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য শক্তি সংগ্রহ ও যুদ্ধের ঘোড়া প্রস্তুত কর। এগুলোর মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ ও তোমাদের দুশমনদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলবে ; এছাড়াও অন্যদেরকেও ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলবে যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ্ জানেন।" –(সূরা আনফাল-৬০)

ইবনে কাসীর এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন ঃ সুফিয়ান সাওরী বলেন ঃ 'এছাড়াও অন্যদেরকেও ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলবে যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ্ জানেন' একথা দ্বারা ইবনে ইয়ামান 'ঘরের শয়তানকে' বুঝিয়েছেন, ইয়াজীদ বিন আব্দুল্লাহ বিন গরিব তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 'অন্যদেরকে' বলতে 'জিনকে' বুঝিয়েছেন।

আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, শত্রুর মোকাবিলার জন্য শত্রুকে এবং তার হাতিয়ার কি, তা জানা দরকার। তাহলেই কেবল তার উপর বিজয় লাভের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেয়া যায়। যাদু এবং জিনের প্রেতাত্মার বিরুদ্ধে লড়াইর জন্য সে রকম প্রস্তুতি না থাকলে সাফল্য লাভ করা যাবে না।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, জিন যদি দৈত্য-দানব হয়, আর চিকিৎসক যদি দুর্বল হয়, তাহলে সে চিকিৎসকের ক্ষতি করতে পারে। সেজন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয়ের আয়াত ও দোআ-দরুদ পড়ে ঈমানের মজবুতী আনার মাধ্যমে রক্ষা কবজের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সে সকল গুনাহ্ থেকে দূরে থাকতে হবে

যার কারণে দুষ্ট জিন তার ক্ষতি করতে না পারে। চিকিৎসক আল্লাহর পথের একজন মোজাহিদ এবং এটা বিরাট জেহাদ। তাই সতর্ক হতে হবে শত্রু যেন গুনাহর কারণে যুদ্ধে তার উপর বিজয়ী না হয়। জিনের চিকিৎসা বিষয় এলেম অর্জন ও এর উপর আমল করতে ভয় পাওয়া উচিত নয়। কেননা, এটাও একটা ইবাদাত এবং আল্লাহর পথে জিহাদ। আল্লাহর সীমানা রক্ষী মুমিনরা তাঁর হেফাজত ও যত্ন লাভ করেন। আল্লাহ বলেন ঃ

"নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, তারপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা নাজিল হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করোনা, চিন্তা করোনা এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। আমরা ইহকাল ও পরকালে তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমরা দাবী কর।"
−(সূরা হা-মীম-সাজদাহ-৩০-৩১)

এ আয়াতে ইহকাল ও পরকালে মুমিনদের জন্য আল্লাহর সাহায্য এবং ফেরেশতা পাঠানোর মাধ্যমে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া আছে। তাই জিন-ভূতের চিকিৎসকের ভয় কিংবা দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।

শিরক ও নাফরমানী মুক্ত অবস্থায় কারো সাহায্য করলে জিন তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। জিন জানে যে, চিকিৎসক ন্যায়পরায়ণ। এ কারণে তারা তার ক্ষতি করতে অক্ষম। তবে দৈত্য জিন হলে এবং চিকিৎসক দুর্বল হলে, জিন তার ক্ষতি করতে পারে। তখন চিকিৎসককে আল্লাহর আশ্রয়বাণীগুলোর সাহায্য নিতে হবে, দোআ-দরুদ এবং দোআ পড়তে হবে। এর ফলে, তার ঈমান সবল হবে। তাকে গুনাহর কাজ ত্যাগ করতে হবে। কেননা, সে এখন জিহাদ ফি সাবিলিল্লায় ব্যস্ত। এটাও বিরাট জেহাদ। শত্রু যেন গুনাহর কারণে তার ক্ষতি না করে। আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে এ সকল জটিল পরিস্থিতিতে উদ্ধার পাওয়া যায়।

জিন-ভূত তাড়ানো ফরজে কেফায়া। একজন তাড়াতে পারলে অন্যজনের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। মজলুম মানুষকে সাহায্য করা ফরজ। এটা সর্বোত্তম আমল। এ আমল আম্বিয়ায়ে কেরাম ও নেক লোকদের। তারা আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক বনি আদম থেকে শয়তানকে দূরে সরানোর কাজ করেছেন। হযরত ঈসা (আঃ) এ কাজ করেছেন। স্বয়ং মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-ও তা করেছেন।[১]

পুরুষরা পুরুষের চিকিৎসা আর মহিলারা মহিলাদের চিকিৎসা করবে। এটা হলেই ভাল হয়। মহিলারা মহিলাদের চিকিৎসা করলে পর্দা সম্পর্কিত সমস্যা

১. গারায়েব ও আজায়েবুল জিন-কাজী বদরুদ্দিন শিবলী।

থাকে না। অনেক সময় পুরুষ চিকিৎসকের সামনে জিনগ্রস্ত মহিলা সতর খুলে ফেলে। মহিলারাও পুরুষ চিকিৎসকের মত কোরআনী পন্থায় চিকিৎসা করতে পারেন। এজন্য তাদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

পাশ্চাত্যের চিকিৎসকরাও মানুষের উপর জিনের আক্রমণের স্বীকৃতি দিয়েছেন। আমেরিকার মনস্তাত্বিক গবেষণা সংস্থার সদস্য ক্যারিংটন বলেছেন, মানুষের শরীরে প্রেতাত্মা প্রবেশ করে। ইউরোপীয় ডাক্তার কার্ল উকল্যাণ্ড বলেছেন, প্রেতাত্মা প্রবেশের ফলে মানবিক অশান্তি, অস্থিরতা ও চালচলেন ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়।[১]

পাগলের প্রকারভেদ সম্পর্কে আমরা জানতে পারলাম যে, তা দু'প্রকার। ১. শারীরিক ২. আত্মিক। মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটলে মস্তিষ্কের কোষে বৈদ্যুতিক প্রবাহ ঘটে। ফলে শারীরিক অস্থিরতা, জ্ঞান শূন্যতা এবং শারীরিক ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। আচরণে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এর ফলে হিষ্টেরিয়াসহ বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেয়। আত্মিক পাগলকেই জিনে ধরা রোগী বলা হয়। অর্থাৎ তাদের উপর জিন আক্রমণ করে। শরীরে প্রেতাত্মার প্রবেশের ফলেই তা ঘটে থাকে।

জিনের আক্রমণের প্রকারভেদ

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীস শাস্ত্রের অধ্যাপক আলী বিন মোশরেফ ওমরী জিন-রোগীর একজন সফল চিকিৎসক। তিনি বলেন ঃ আমার অভিজ্ঞতায় আমি জিনে ধরা তিন ধরনের রোগী দেখতে পেয়েছি।[২]

১. রোগি হঠাৎ করে কষ্ট ও সংকীর্ণতা বোধ করে এবং ভয় পায়। সে ঘরের দেয়ালে বিভিন্ন জিনিসের কাল্পনিক ছবি দেখতে পায়, কারো কথা শুনে কিংবা কথা শুনার কল্পনা করে। সে দরজায় বা খাটে আকস্মিক শব্দ শুনে বলে ধারণা করে, অথবা কানে ঢোল-তবলার আওয়াজ পায়। তখন সে দাঁড়িয়ে থাকলে বসে পড়ে কিংবা বসে থাকলে দাঁড়িয়ে যায়। হৃদয়ে কাঁটা বিঁধলে যে রকম কষ্ট পায়, সে রকম অনুভূতি প্রকাশ করে। এ জাতীয় রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করার পর জিন রোগীর মুখে কথা বলেছে, চলে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছে এবং সর্বশেষে বেরিয়ে গেছে। ফলে রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছে।

২. রাগের সময় জিনের আক্রমণ ঘটে। মানুষ রাগ ও গোস্বা করলে জিন এ সুযোগে মানুষের ভেতর প্রবেশ করে তার ক্ষতি করে। এজন্য রাগ করা ঠিক নয়। ইসলামে ধৈর্য্য ধারণের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রাগের মুহূর্তে ধৈর্যই হল উত্তম পদ্ধতি।

---

১. কিতাব আ'লামিল জিন ওয়াল মালায়েকাহ-আবদুর রাজ্জাক নওফল- সৌদী আরব।
২. দৈনিক আল বেলাদ-জেদ্দা, ১৩/৫/১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ।

আল্লাহ বলেন ঃ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যধারণ-কারীদের সাথে আছেন। -(সূরা বাকারা-১৫৪)

এক ব্যক্তি মহানবী (সঃ)-এর কাছে এসে বলল ঃ

اَوْصِنِىْ قَالَ لَاتَغْضَبْ وَرَدَّدَ مِرَارًا۔

'আমাকে উপদেশ দিন। তখন তিনি বললেন ঃ 'রাগ করো না। তিনি কয়েকবার এর পুনরাবৃত্তি করলেন।'-(বোখারী)

অন্য হাদীসে এসেছে, রাগের সময় দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়, আর বসা থাকলে শুয়ে পড়। এতে রাগের তীব্রতা কমে যাবে। তিনি আরো বলেছেন, রাগ হচ্ছে আগুনের দাহিকা শক্তির অন্তর্ভুক্ত। আগুন পানি দ্বারা নিভানো হয়। তাই রাগ দেখা দিলে অজু করবে।

শেখ ওমরী বলেন, এ জাতীয় রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করায় জিন বেরিয়ে গেছে।

৩. নাচ-গান ও ঢোল-বাজনায় অংশ নিলে বা সে অনুষ্ঠানে হাজির হলে ঐ আনন্দের মুহূর্তে জিন মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। এটা রাগের বিপরীত অবস্থা। বিশেষ ধরনের ঢোল ও বাজনা জিনের খুব প্রিয়। জিন সে জাতীয় আওয়াজ ও অনুষ্ঠানের সদ্ব্যবহার করে। এ জাতীয় রোগী কেবলমাত্র ঢোল-বাজনার আওয়াজ পেলেই পাগল হয়, অন্য সময় নয়। ঢোলের বিশেষ আওয়াজে সে প্রথমে নাচে এবং একটু পরে বেহুশ হয়ে যায়।

জিনের আক্রমণ ঃ

জিনের আক্রমণ তিন প্রকার হয়ে থাকে বলে অভিজ্ঞতায় জানা গেছে। সেগুলো হল ঃ

১. **পূর্ণ আক্রমণ ঃ** রোগী সম্পূর্ণ জ্ঞানশুন্য থাকে। বছরের পর বছরও রোগীর এ অবস্থা অব্যাহত থাকতে পারে। তার কোন অনুভূতি নেই। ভেতর থেকে জিনই তাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

২. **আংশিক আক্রমণ ঃ** রোগীর অনুভূতি শক্তি আছে। ভেতর থেকে জিন কথা বলে এবং তাকে কষ্ট দিতে থাকে। তাকে বুকে ও অন্তরে সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে কষ্ট দেয় এবং অন্য কোন রোগেও আক্রান্ত করে।

৩. **আংশিক আক্রমণ ঃ** আংশিক আক্রমণ কখনও পূর্ণ আক্রমণে পরিণত হয়। জিন তাকে জ্ঞানশুন্য করে ফেলে। কিছুক্ষণপর তার জ্ঞান ফিরে আসে যেন সে আরোগ্য লাভ করেছে। আসলে সে পূর্ণ সুস্থ হয়নি। জিন তার শরীরের একটি অঙ্গে আশ্রয় নিয়ে বসে থাকে, পুরো শরীরে নয়। যেমন, যৌনাঙ্গে আক্রমণ হলে

যৌন মিলন বাধাগ্রস্ত হয় অথবা হাত বা পায়ে জিনের আক্রমণ হলে রোগি অচল হয়ে যায়। সে হাত বা পা নাড়াতে পারে না। মনে হয় যেন বাত। রোগের বাহ্যিক কোন কারণ নেই। ডাক্তারের কাছে গেলে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রোগ ধরা পড়ে না। যেমন বাত হলে শরীরে ইউরিক এসিডের পরিমাণ বেশি হবে। কিন্তু তা বেশি নেই। কিন্তু তখন কোরআনের আয়াত পড়ে ফুঁ দিলে দেখা যাবে ব্যথা-বেদনা কিছুই নেই।

জিনের আক্রমণ বুঝার ৪টি উপায় আছে ঃ

১. ঝাড়-ফুঁক করলে রোগীর ব্যথা-বেদনা সামনা সামনি বেড়ে যাবে। ২. রোগ কমে যাবে ৩. শরীরের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ব্যথা সরে যাবে ৪. রোগ অপরিবর্তিত থাকবে।

রোগ বাড়লে বা কমলে কিংবা স্থানান্তর হলে শেখ ওমরীর মতে, এর ব্যখ্যা হল ঃ ব্যথা-বেদনা বাড়লে বুঝতে হবে এটা জিনের আক্রমণ। কোরআন পড়লে জিন তা সহ্য করতে পারে না। তখন চরম ব্যথা অনুভব করে। সপ্তাহ খানেক বা এ পরিমাণ সময়ের পর ব্যথা কমতে থাকে এবং শেষে আর ব্যথা থাকে না। তখন জিন বিদায় নেয়। ব্যথা কঠিন হলে জিন রোগীর মুখে কথা বলে এবং চলে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। তারপর রোগী পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়।

আর যদি ব্যথা কমে তাহলে বুঝতে হবে রোগীর প্রতি কারো চোখ লেগেছে। এর পৃথক চিকিৎসা আছে।

আর যদি ব্যথা-বেদনা এক অঙ্গ থেকে আরেক অঙ্গে স্থানান্তর হয়, তাহলে রোগী যাদুর শিকার। যাদুকর শয়তানকে মানব শরীরের নির্দিষ্ট অঙ্গে কষ্ট দেয়ার জন্য নিয়োজিত করে। চিকিৎসা শুরু হলে তা এক অঙ্গ থেকে আরেক অঙ্গে চলাচল শুরু করে। যাদুর মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যৌন অক্ষমতা সৃষ্টি করা হয়। শেখ ওমরী বলেন, সুস্থ-সবল এবং দৈহিক গঠনে নিখুঁত ব্যক্তি যখন স্ত্রীর সাথে মিশতে যায়, তখন তার অক্ষমতা ও অসহায়তা দেখা দেয়। হাসপাতালে যায় ও ওষুধ সেবন করে। কিন্তু কোন লাভ হয় না। ইসলামের পদ্ধতিতে যাদুর চিকিৎসা করলে সে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

শেখ ওমরী বলেন, যদি জিনের আক্রমণ হয়, তাহলে সরাসরি রোগীকে ঝাড়-ফুঁক কিংবা পরোক্ষভাবে তেল ও পানি পড়া দিলে সাথে সাথে জিন অসহ্য হয়ে রোগীর শরীরে নড়াচড়া করতে থাকে যা স্বাভাবিক নড়াচড়া নয়। ২য়বার এবং ৩য় বারের সময় তার নড়াচড়া এত বৃদ্ধি পায় যে, তখন চিৎকার দিতে থাকে। তারপর আমি জিনকে জিজ্ঞেস করি, সে কি পুরুষ না মহিলা জিন ? সে কোথা থেকে এসেছে এবং কেন এসেছে ? তারপর চিকিৎসা অব্যাহত রাখলে জিন চলে যায়।

কোরআনের মাধ্যমে জিনসহ বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা

শেখ ওমরী বলেন, আমার কাছে এক অসংক্রামক মারাত্মক চর্ম রোগী এসে বলেছে, দীর্ঘ ১১ বছর পর্যন্ত সে এ রোগে আক্রান্ত। চিকিৎসার জন্য আমেরিকা এবং ব্রিটেনে গিয়ে বিফল হয়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু আমি কোরআন পড়ে তার চিকিৎসা করেছি।

তিনি আরো বলেন ঃ আমার কাছে কুয়েত থেকে দু'মহিলা চিকিৎসার জন্য এসেছিল। একজনের ঘাড়ে ক্যান্সার এবং অন্য জনের জরায়ুতে ক্যান্সার। আমি কোরআনের মাধ্যমে উভয় রোগীর চিকিৎসা করেছি। তাদের একজনের অস্ত্রোপচারের কথা ছিল। কিন্তু কোরআনী চিকিৎসা ব্যবস্থায় আরোগ্য লাভ করার পর অস্ত্রোপচার পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। সর্বশেষ মেডিকেল পরীক্ষায় দেখা গেছে, সে ক্যান্সারমুক্ত।

শেখ ওমরী আরো বলেন, আমার কাছে এক ব্লাড ক্যান্সারের রোগীকে আনা হল। মাঝে-মধ্যে হাসপাতালে গিয়ে তাকে শরীরের রক্ত বদল করতে হত। কিন্তু আমি কোরআনের মাধ্যমে চিকিৎসা করায় সে আরোগ্য লাভ করল এবং আর রক্ত পরিবর্তনের দরকার হয়নি।

তিনি বলেন, এ সকল ঘটনা প্রমাণ করে যে কোরআন বহু শারীরিক ও মানসিক রোগের চিকিৎসার উত্তম হাতিয়ার। সেজন্য দরকার দৃঢ় বিশ্বাস ও নেক আমল।[১]

এখন আমরা জিন তাড়ানোর আরো কয়েকটি বাস্তব ঘটনা তুলে ধরব। এর মাধ্যমে আমরা জিন তাড়ানোর পদ্ধতি জানতে পারব।

আরবী ভাষায় ডক্টরেট ডিগ্রীধারী মিসরীয় নাগরিক এবং মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষার শিক্ষক ডঃ মোঃ নাগাস জিন আক্রান্ত রোগীর আরেকজন সফল চিকিৎসক। তিনিও কোরআন পড়ে জিন তাড়ান। তিনি বলেন, কাউকে জিনে ধরার লক্ষণ বিভিন্ন রকম।[২] যেমন, মানসিক রোগ অর্থাৎ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, ভয়-ভীতি, অধিক ভুলে যাওয়া, অলসতা-অবসাদগ্রস্ততা, অর্ধেক মাথা ব্যথা, দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী, ক্লান্তি-শ্রান্তি, কোন অঙ্গে অজ্ঞাত কারণজনিত ব্যথা এবং ভয়াবহ স্বপ্ন দেখা ইত্যাদি। স্বপ্ন দু'প্রকার হতে পারে। ১. দিবা স্বপ্ন বা জাগ্রত অবস্থায় কোন কিছু দেখা, ২. ঘুম বা তন্দ্রার স্বপ্ন। ঘুমে সে কোন প্রেতাত্মা বা প্রতিমূর্তি, আক্রমণকারী মানুষ, মৃত ব্যক্তি, হিংস্র কিংবা গৃহপালিত পশু, যেমন–বিড়াল ও কুকুর দেখে। অথবা সে ঘুমে কোন দুর্ঘটনা, রোগ-শোক, হাসি-কান্না, চিৎকার ইত্যাদি দেখতে পায়।

১. দৈনিক আল-বেলাদ-সংখ্যা-৯১৭৩, ২০শে মে, ১৯৮৯, জেদ্দা, সৌদী আরব।
২. সাপ্তাহিক আল-মোসলেমুন ৮-১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৮৯, জেদ্দা, সৌদী আরব।

তিনি আরো বলেন ঃ জিনের আক্রমণ দু'প্রকার।

১. পূর্ণাঙ্গ আক্রমণ। তখন রোগী সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক বা পাগল হয়ে যায়। ২. আংশিক আক্রমণ। যেমন জিন শরীরের কোন অঙ্গে আক্রমণ করে। যেমন, হাত, পা, জিহ্বা, মুখের অর্ধাংশ, নারী ও পুরুষের যৌনাঙ্গ, হৃদযন্ত্র ও পেট ইত্যাদি। তখন এ সকল অঙ্গগুলোতে ব্যথা-বেদনা অনুভূত হয়। তিনি বলেন, প্রত্যক্ষ কোরআন তেলাওয়াত করে ফুঁ দিলে বা কোরআনের ক্যাসেট বাজিয়ে শুনালে রোগীর মধ্যে নিম্নোক্ত লক্ষণগুলোর যে কোন একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়।

১. চোখ বন্ধ করা, চোখ ছানাবড়া করা, একচোখে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়া কিংবা দুই চোখের উপর হাত রাখা।

২. সমস্ত শরীর অথবা শুধু হাত বা পা, কিংবা মুখমণ্ডলে হাল্কা বা কঠোর কম্পন অনুভূত হবে।

৩. মাথা ব্যথা শুরু হবে, যা কোরআন তেলাওয়াতের আগে ছিল না এবং ক্রমান্বয়ে মাথা ব্যথা বাড়তে থাকবে।

৪. কোন অঙ্গে ব্যথা অনুভব করা। রোগী এমনও মনে করতে পারে যে, সে হাত-পা নাড়াতে পারছে না।

৫. জোরে চিৎকার দেয়া বা স্বাভাবিকভাবে কাঁদা।

৬. যাদুর মাধ্যমে আসা এবং আটকা পড়ার কারণে বের হতে না পারায় এবং কোরআন সহ্য করতে অক্ষম হওয়ায় চিকিৎসকের উদ্দেশ্যে মুখে জিনের হুমকীর বাণী উচ্চারণ করা কিংবা যে যাদুকর তাকে যাদু পাহারার জন্য নিয়োজিত করেছে সে যাদু নষ্ট করার বিরুদ্ধে রোগী বা চিকিৎসকের ক্ষতির হুমকী প্রদান করা

ডঃ নাগাস বলেন ঃ জিনে পাওয়া রোগীকে ডাক্তার কিংবা হাসপাতালে নিলে কোন চিকিৎসা হবে না। কোরআনের পদ্ধতিতেই তাদের চিকিৎসা করতে হবে। তিনি বলেন ঃ কোরআন শুধু জিনের চিকিৎসা নয়, অন্যান্য রোগেরও চিকিৎসা। কেননা, আল্লাহ্ কোরআনকে মানুষের সকল প্রকার দৈহিক ও আত্মিক রোগের চিকিৎসা হিসেবে নাজিল করেছেন।

তিনি বলেছেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ـ

"আমি কোরআনকে মুমিনদের চিকিৎসা ও রহমত হিসেবে পাঠিয়েছি।"

ডঃ নাগাস বলেন ঃ একবার কোরআন পড়ে তিনি এক হৃদরোগীকে সুস্থ করে তোলেন। কোরআনী চিকিৎসা শুরুর আগে তিনি মিসরের একজন হৃদরোগ

বিশেষজ্ঞকে দিয়ে ঐ রোগীর ইসিজি করান। তারপর কোরআনের আয়াত পড়ে ঝাড়-ফুঁক করতে থাকেন। এরপর তিনি ঐ ডাক্তারকে দিয়ে আবার রোগীর ইসিজি করান। ইসিজির ফলাফলে দেখা গেছে রোগীর অবস্থা উন্নতির দিকে। কোরআনী চিকিৎসা অব্যাহত থাকল। রোগী ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দিল। দেখা গেল, তার মানসিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এবং স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয়েছে। ডাক্তার স্বীকার করেছেন যে, রোগী এখন সুস্থ।[১]

ডঃ নাগাস আরো বলেন ঃ কোরআন চর্ম রোগেরও চিকিৎসা। কোরআনে বর্ণিত হযরত আইউব (আঃ)-এর ঘটনা থেকে এ তথ্য পাওয়া যায়। তিনি দীর্ঘদিন যাবত চর্মরোগে ভোগেন। তিনি আল্লাহর কাছে বলেন ঃ أَنِّىْ مَسَّنِىَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ "আমাকে শয়তান যন্ত্রণা ও কষ্ট দিয়েছে।" -(সূরা সোয়াদ-৪১)

আল্লাহ্ আইউব (আঃ)-কে বলেন ঃ "তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত কর। গোসল এবং শীতল পানি পান করার জন্য ঝর্ণা নির্গত হল।" (সূরা সোয়াদ-৪২) পানি জীবনের অন্যতম উপকরণ।

আল্লাহ্ বলেন ঃ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ "আমরা পানির মাধ্যমে সকল জীবকে বাঁচিয়ে রেখেছি।" আল্লাহ্ ঠাণ্ডা পানিকে কোরআনে আইউব (আঃ)-এর রোগের চিকিৎসা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেমন শ্বেতরোগ ও ক্রনিক একজিমাসহ বিভিন্ন চর্মরোগের সাথে মানব মনের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এগুলোর পেছনে অদৃশ্য ভাইরাস কাজ করে। এ সকল রোগ দূরারোগ্য। কেননা, এ ভাইরাসগুলোর কারণ ও প্রকৃতি অজ্ঞাত। তিনি বলেন, আমি শ্বেত রোগীর উপর কোরআন পড়ে ফুঁ দেয়ার পর চামড়ার রংয়ে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে এবং চামড়ার মৃত কোষগুলো সরে গেছে। সে স্থানে নতুন কোষ স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, চর্ম বিশেষজ্ঞদের এ বিষয়ে ব্যাখ্যা কি ? এটা কি আমাদের বিরুদ্ধে শয়তানের ভাইরাস যুদ্ধ ? কিছু আলেম এ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন।[২]

ডঃ নাগাস যৌন রোগের কোরআনী চিকিৎসার কথা বলে চিকিৎসকদেরকে অস্থির করে তুলেছেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি যৌন অক্ষমতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যৌন রোগী ডাক্তারের কাছে গিয়ে অভিযোগ করে যে, সে স্ত্রীর সতীত্বের পর্দা ফাটাতে অক্ষম কিংবা তার দ্রুত বীর্যপাত হয় অথবা পুরুষাঙ্গ শিথিল থাকে। ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাকে ওষুধ দেয়ার পরও কোন লাভ হয়নি। কিন্তু যখনই রোগীর কাছে কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করা হয়, তখন দেখা যায় যে, সে জিন দ্বারা আক্রান্ত। যাদুর ফলে কিংবা স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গী

১. ঐ ২. ঐ

শয়তানের কারণে ঐ অবস্থার সৃষ্টি হয়। সঙ্গী শয়তানের উদ্দেশ্য হল, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর পরিবেশ তৈরি করা। কোরআন এ কথার সমর্থন দিয়েছে। আল্লাহ শয়তানকে বলেছে ঃ وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ "তুমি তাদের সম্পদ ও সন্তান উৎপাদনে শরীক হও।" ঝাড়-ফুঁককারী জিন তাড়াতে পারলে অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসবে এবং কোন ওষুধপত্র ছাড়াই দাম্পত্য জীবন স্থিতিশীল হবে।[১] অর্থাৎ শয়তান যৌনাঙ্গে আক্রমণ করার কারণে তা যৌন রোগের আকৃতি ধারণ করেছিল।

তিনি মহিলাদের মাসিকের সময় অধিক রক্তস্রাবকেও শয়তানের আক্রমণ হিসেবে উল্লেখ করে এর স্বপক্ষে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একটি হাদীস উল্লেখ করেন। নারীদের অনিয়মিত ঋতুস্রাব হয়। কোন সময় তা দেরীতে এবং কোন সময় দীর্ঘায়িত হয়। হামনাহ বিনতে জাহাশ রাসূলুল্লাহকে বলেন, আমার খুব বেশি রক্ত যায়। তিনি উত্তরে বলেন ঃ

اِنَّمَا هِىَ رَكْضَةٌ مِّنْ رَكْضَاتِ الشَّيْطَانِ .

"নিশ্চয়ই এটা শয়তানের খোঁচা ছাড়া আর কিছু নয়।" –(তিরমিজী)

শয়তান মাসিকের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও কিছু রক্ত আটক রেখে মাসিককে দীর্ঘায়িত করে। যেন নারী নামাজ-রোজা করতে না পারে কিংবা কোরআন তেলাওয়াত করতে সক্ষম না হয়। অনেক সময় অনেক মহিলা মাসিক ও রোগের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হয় না। তাই ইবাদাতে মনোনিবেশ করতে পারে না। শয়তানের পক্ষে মানব শরীরের যে কোন অঙ্গে বিভ্রাট ঘটানো সম্ভব। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِىْ مِنْ اِبْنِ اٰدَمَ مَجْرَى الدَّمِ .

'নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় চলাচল করে।' –(বোখারী-মুসলিম)

ডঃ নাগাস বলেন ঃ এক বয়স্কা মহিলাকে আমার ঘরে খুব ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় আনা হল। দীর্ঘ ১৫ বছর ব্যাপী মহিলার ঐ কষ্ট অব্যাহত ছিল। বহু ডাক্তার-কবিরাজের চিকিৎসায় কোন ফলোদয় হয় নি। ডঃ নাগাস জিজ্ঞেস করেন যে, আপনার কি সমস্যা ? মহিলাটি বলল ঃ আমার সারা শরীরে ব্যথা এবং আমি কোন কাজ করতে সক্ষম নই। ডঃ নাগাস কোরআনের ক্যাসেট লাগিয়ে মহিলাকে তা শুনার অনুরোধ জানালেন। মহিলাটির কঠিন কষ্ট ও ব্যথা শুরু হল। সে সারারাত ঘুমুতে পারে নি। জিনেরা তার জন্য সারারাত বিচার বসিয়েছে।

১. ঐ

এক জিন প্রশ্ন করল। তোমরা কেন এ মহিলাকে কষ্ট দিচ্ছ ? অন্য এক জিন জবাব দিল, সে আমাদের অপর এক জিন ভাইকে হত্যা করেছে। ৩য় জিন বলল, 'মহিলাটিকে কষ্টদায়ক শাস্তি দাও।' ৪র্থ জিন বলল ঃ তোমরা তাকে আর কত কষ্ট দেবে ? তোমরা কেন তার মাথা ধরে রেখেছ ? কেন তার শরীর আঁকড়ে আছ ? তার থেকে দূরে সরে যাও। তার শাস্তি যথেষ্ট হয়েছে। সারারাত এ বিচার কাজ চলেছে। মহিলাটি একটাই কথা বলেছে, এ কষ্টদায়ক পশুকে অর্থাৎ জিনকে আমার থেকে দূরে সরাও, আমার শরীর ভক্ষণকারী বহু সংখ্যক বিষাক্ত সাপকে দূর কর।'

ডঃ নাগাস মহিলাটিকে তার এ কষ্টের মূল উৎস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় সে বলল, আমি টয়লেটে গিয়ে একটি সাপ দেখতে পাই। আমি সেটাকে কুড়াল দিয়ে মেরে ফেলি। ডঃ নাগাস বলেন, সেটাতো সাপ ছিল না বরং জিন ছিল। তখন থেকে দীর্ঘ ১৫ বছর পর্যন্ত ঐ মহিলা আর কোন সন্তান ধারন করতে সক্ষম হয় নি।

২য় অধিবেশনে তার সামনে কোরআনের সূরা ইয়াসিন, সূরা জিন, সূরা যিলযাল, সূরা এখলাস, সূরা নাস ও ফালাক এবং সূরা সাফফাতের ক্যাসেট চালানো হল। এ অধিবেশনে তার আর কোন কষ্ট নেই। অর্থাৎ ১ম অধিবেশনের পরই জিনেরা তাকে ছেড়ে চলে গেছে। এভাবে এ মহিলাটি বন্ধাত্য এবং জিনের কষ্ট থেকে মুক্তি পেল।[১]

ডঃ নাগাস আরেক রোগীর চিকিৎসা অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন ঃ প্রতি দু'মাস পর পর তার শরীরের মাথা থেকে পা পর্যন্ত লম্বালম্বি অবশ হয়ে যেত। দীর্ঘ ৪ বছর পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। রাত বা দিনে ঘুমের শুরুতে শরীর অবশ হয়ে আসত। বিরাট শব্দ সহকারে শরীরে কম্পন দিয়ে রোগের সূচনা হত। এরপর ডঃ নাগাস কোরআনের আয়াত পড়তে থাকলেন। দীর্ঘ দু'মাস তাকে শুনানোর জন্য কোরআনের আয়াত ক্যাসেটে রেকর্ড করে দিলেন। সকাল-বিকেল তাকে কোরআন শুনানোর পর পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল।

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের তাফসীর বিভাগের প্রধান এবং মসজিদে নবওয়ীর শিক্ষক অধ্যাপক আবু বকর আল-জাযায়েরী বলেন।[২] আমার কাছে ২৫ বছর বয়স্ক এক সৌদী রোগী এসেছে– যাকে জিনে পেয়েছে। আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুতি এবং গুনাহ্ ও অন্যায় কাজে জড়িত থাকার কারণে জিন তার উপর সওয়ার হয়। তাকে সৌদী আরব, মিসর ও পাশ্চাত্যের বড় বড় ডাক্তারদের কাছে চিকিৎসার জন্য নেয়া হয়। কোন উপকার না হওয়াতে রোগীর অভিভাবকেরা তাকে যাদুকরের কাছেও চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। কিন্তু তাতেও কোন লাভ হয়

১. ঐ ২. ঐ

নি। শেষ পর্যন্ত তারা আমার কাছে আসে। আমি রোগীর কাছে কোরআনের কিছু আয়াত ও কিছু হাদীস পড়ি। তখন খোদাদ্রোহী জিন আত্মপ্রকাশ করে এবং কষ্টের কারণে বিকট শব্দ সহকারে চিৎকার শুরু করে। কিন্তু জিনটি ছিল ফাসেক ও গুনাহগার। সে কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে হুমকী-ধামকী শুরু করে। আমার সময়ের স্বল্পতার কারণে আমি এ রোগীর চিকিৎসার জন্য মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীস বিভাগের অধ্যাপক মোহাদ্দেস শেখ আলী মোশরেফ ওমরীসহ অন্য একজনের সাহায্য নেই। জিন তাড়ানোর ব্যাপারে তাদের রয়েছে ভাল অভিজ্ঞতা। শেখ ওমরী যখন কোরআন পড়া শুরু করেন, তখন জিন চিৎকার করে বলতে থাকে, আপনি কেন আমার উপর কোরআন পড়ছেন ? এতে আমার উপর কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। আপনি জানেন, আমি কে ? শেখ ওমরী জিজ্ঞেস করেন, কে তুমি ? জিন বলে ঃ 'আমি আল্লাহ।'

শেখ ওমরী রোগীর অভিভাবকদের প্রতি রোগীকে বেঁধে তার ঘাড় ও দু'পায়ে মারার আহ্বান জানান। উদ্দেশ্য হল জিনকে শাস্তি দেয়া। এমতাবস্থায় রোগী ব্যক্তির কোন ক্ষতি হবে না। তারপর আল্লাহ দাবীকারী জিন তাকে ক্ষমা করার প্রার্থনা জানায়। সে খোদাদ্রোহীতার দাবী থেকে সরে আসে এবং রোগীর শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং আর কখনও ফিরে না আসার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে এ পর্যায়ে জিন চলে যায় এবং রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে। কিন্তু শেখ ওমরী সেখান থেকে ঘরে ফিরার পরপরই জিন তার ওয়াদা ভঙ্গ করে পুনরায় রোগির উপর সওয়ার হয়। এক পর্যায়ে রোগী চরম উত্তেজনা ও রাগ-গোস্বার শিকার হয়। সে ঘরের বিভিন্ন আসবাবপত্র ভেঙ্গে ফেলে এবং পরিবারের দু'একজনকে মারে। তারপর শেখ ওমরী পুনরায় এসে তার কাছে কোরআন পড়তে থাকেন। জিন শেখ ওমরীর কপালে এমন জোরে থাপড় লাগায় যেন তা হাতুড়ীর আঘাত। এমন সময় ডঃ মোহাম্মদ নাগাসকে ডাকা হয়। তিনি আসেন। ডঃ নাগাস রোগীর ৪টি বৃদ্ধাঙ্গুলী এবং তার দু'হাত-পা বেঁধে ফেলেন যেন সে উপস্থিত কারো ক্ষতি করতে না পারে। তারপর তিনি কোরআন পড়া শুরু করলেন। জিন উপস্থিত হল। তিনি জিনটিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোর স্রষ্টা কে ? সে উত্তর দিল ঃ আল্লাহ। ডঃ নাগাস জিজ্ঞেস করেন, তাহলে তুই কিভাবে নিজেকে আল্লাহ হিসেবে দাবী করেছিস ? তুই কি একই সময়ে স্রষ্টা ও সৃষ্টি ? এবার দুষ্ট জিন বেকুফ হয়ে গেল। আলোচনায় জিনের আকীদাগত ভ্রান্তি ধরা পড়ল। জিনটি ডঃ নাগাসকে বলেন, এখন আমার করণীয় কি বলুন। ডঃ নাগাস বলেন, তুই আল্লাহর একজন মুসলমান বান্দাহ হয়ে যা। জিন বলল ঃ আমি এ ব্যাপারে আমার পরিবার ও সম্প্রদায়ের অত্যাচারের আশঙ্কা বোধ করি। ডঃ নাগাস বলেন ঃ আল্লাহকেই তোর সর্বাধিক ভয় করা উচিত।

জিন আবারও জিজ্ঞেস করল, এখন আমাকে কি করতে বলেন ? ডঃ নাগাস বলেন ঃ তোকে কালেমা শাহাদাত উচ্চারণ করতে হবে। জিন জবাব দিল, এটা খুবই ভারী, আমার জিহ্বায় এর উচ্চারণ কষ্টকর। ডঃ নাগাস বলেন ঃ এক একটি করে শব্দ বলি, তুই আমার সাথে সাথে উচ্চারণ করতে থাকবি। এতে করে উচ্চারণের জটিলতা কেটে যাবে। ডঃ নাগাস এভাবে কালেমা তাইয়েবা ও শাহাদাত উচ্চারণ করতে থাকলেন এবং জিনও বারবার তা উচ্চারণ করতে থাকল। এক পর্যায়ে জিন তা সহজেই উচ্চারণ করতে শিখে ফেলল। এবার জিনটি বলল ঃ আমি চলে যেতে চাই। ডঃ নাগাস জিজ্ঞেস করেন, শরীরের কোন অংশ দিয়ে তুই বের হবি ? জিন বলল ঃ রোগীর বাম হাত দিয়ে। ডঃ নাগাস বললেন ঃ ঠিক আছে, তাই হোক। তবে তোকে আবারো ওয়াদা করতে হবে। ডঃ নাগাস তার কাছ থেকে রোগীর কাছে পুনরায় প্রত্যাবর্তন না করার বিষয়ে তিনবার ওয়াদা করান এবং বলেন ঃ এরপর যদি তুই রোগীকে, তার পরিবারের কাউকে কিংবা বের হবার সময় এ মজলিশের কাউকে কষ্ট দিস, তাহলে আল্লাহর হুকুমে তোকে পুড়িয়ে মারব। ডঃ নাগাস জিন বেরিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে রোগির বামহাতের বৃদ্ধাঙ্গুল খুলে দেন। জিন বেরিয়ে যাওয়ার সময় রোগীর বাম হাতে কয়েকবার ভীষণ নড়াচড়া পরিলক্ষিত হল। তারপর তিনি রোগির অন্যান্য সকল বন্ধন খুলে দেন। রোগী সুস্থ হল। সে অনুভব করল যে, তার শরীরে যেন আগে কিছুই ঘটে নি।[১]

জিনে ধরা রোগীর চিকিৎসার আরো অগণিত বাস্তব ঘটনাবলী রয়েছে। আমরা শুধু নমুনা হিসেবে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করলাম। এতে আমাদেরও বাস্তবধর্মী জ্ঞান অর্জিত হবে।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে আ'তা বিন আবি রেবাহ্ থেকে বর্ণিত। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি কি আপনাকে একজন বেহেশতী মহিলা দেখাব না ? আমি বললাম, অবশ্য দেখাবেন। তিনি বলেন ঃ এ কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাই সেটি। সে নবী করীম (সঃ)-এর কাছে এসে বলল ঃ আমি পাগল এবং উলঙ্গ হয়ে যাই। আমার জন্য দোআ করুন। তিনি বলেন ঃ তুমি যদি ধৈর্য ধারণ কর তাহলে বেহেশত পাবে, আর দোআ চাইলে আমি আল্লাহর কাছে তোমাকে সুস্থ করার জন্য দোআ করতে পারি। মহিলাটি বলল ঃ ঠিক আছে, আমি সবর করব। তবে আমি যেন উলঙ্গ না হই, সেজন্য আল্লাহর কাছে দোআ করুন। তিনি তার জন্য দোআ করলেন।

---

১. ঐ

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, এটা জিনের প্রভাব ছিল না। বরং রোগ ছিল। কিন্তু অন্য এক বর্ণনায় এটা জিনের প্রভাব বলে বর্ণিত হয়েছে। সে বর্ণনায় বলা হয়েছে "তবে আপনি দোআ করুন যেন খবীস জিনটি আমাকে উলঙ্গ করে না ফেলে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) দোআ করলেন। যখনই সে জিনের আশঙ্কা অনুভব করত তখনই কাবার গেলাফ তার শরীরে এসে লেগে যেত।" –(বাজ্জার)

জিন-শয়তান মানুষকে অপহরণ এবং পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে। জিনের আক্রমণ, অপহরণ অহরহ ঘটছে। এরূপ বহু ঘটনা রয়েছে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া এরকম বহু ঘটনার চিকিৎসা করেছেন। ইমাম ইবনুল কাইয়েম বলেছেন, আমি আমার শেখ ইবনে তাইমিয়াকে এরূপ বহু রোগির চিকিৎসা করতে দেখেছি।

ইবনুল কাইয়েম বলেছেন, অনেক সময় জিন ছাড়াও মানুষ পাগল হয়। তখন ওষুধ বা ফিজিওথেরাপী দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

এ আলোচনায় পরিষ্কার হল যে, কোরআনের মাধ্যমে মানুষের দৈহিক ও মানসিক সকল রোগের চিকিৎসা হয়। জিন-ভূত তাড়ানোর ব্যাপারে কোরআনী চিকিৎসার বিকল্প নেই। আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে এর কোন চিকিৎসা নেই।

মানব দেহের বিভিন্ন রোগের কারণ হল– শয়তান। চিকিৎসা বিজ্ঞান এখনও তা আবিষ্কার করতে পারে নি। শয়তান যেহেতু মানুষের রক্তনালীতে চলাচল করে এবং যৌনাঙ্গে বিচরণ করতে পারে তাই এগুলোতে সে কৃত্রিম রোগ তৈরি করতে সক্ষম। অর্থাৎ আদৌ তা শারীরিক রোগ নয়। কিন্তু আপাততঃ তা রোগ মনে হয়। যেমন, পেটের আলসার, গ্যাস্ট্রিকের জ্বালা-পোড়া এবং মলাশয়ের বিভিন্ন রোগের পেছনে রাগ-ক্রোধের ভূমিকা অন্যতম। দুশ্চিন্তা থেকে সৃষ্ট বহুমূত্র রোগের মূল কারণও রাগ। মাথা ব্যথা, রক্তের জমাটবদ্ধতা, মস্তিষ্ক বিকৃতি, আকস্মিক প্যারালাইসিস, হৃদরোগ ইত্যাদির পেছনেও রাগ-ক্রোধের একটা ভূমিকা রয়েছে। রাগ হচ্ছে, সকল মন্দের উৎস। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ اَلْغَضَبُ مِنَ الشَّيْطَانِ 'রাগ-ক্রোধ শয়তান থেকে সৃষ্টি।' –(আহমদ)

এছাড়াও নারী-পুরুষের বন্ধ্যাত্ব, নারীদের মাসিক সংক্রান্ত অনিয়ম, মাসিকে জমাটবদ্ধ রক্ত কিংবা অধিক রক্ত নিঃসরণ অথবা দীর্ঘদিন রক্তস্রাব অব্যাহত থাকা এবং অন্যান্য যৌন রোগ এগুলোর পেছনেও শয়তানের ভূমিকা কার্যকর থাকতে পারে। আবার এসব রোগ শয়তান ছাড়া শারীরিক কারণেও হতে পারে। সেজন্য ডাক্তারের কাছেও যেতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে কোরআনী চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে।

জিন-ভূতের উপর কোরআনের প্রতিক্রিয়া

মানুষ ও জিন আল্লাহর সৃষ্টি। উভয় জাতির জন্যই ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হয়েছে। মহানবী (সঃ) উভয় সম্প্রদায়েরই নবী। তাই জিন ও মানুষকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে হবে। তা না হয় উভয়ের জন্যই শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। কেউ যদি আল্লাহর নাফরমানী করে তাহলে তার বিরুদ্ধে দুনিয়া ও আখেরাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কাফের, মোশরেক ও পাপী জিনেরাও মানুষের মধ্যে যারা পাপী ও অন্যায়কারী তাদের মতই অপরাধী। খারাপ জিনেরা নিজ জাতির ক্ষতি করে, মানবজাতিরও ক্ষতি করে। তারা মানুষের উপর সওয়ার হয়। তাদেরকে তাড়ানোর জন্য কোরআনই একমাত্র হাতিয়ার।

কোরআন তেলাওয়াত করলে দুষ্ট ও ফাসেক এবং কাফের জিনগুলো কষ্ট পায়। কোরআন তাদের জন্য গোলা-বারুদের মত কষ্টকর। তারা যে রোগীর উপর সওয়ার হয় সে রোগীর উপর কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করলে সে রোগীর শরীরে থাকতে পারে না। অবশ্য এজন্য বিশুদ্ধ কোরআন তেলাওয়াতের প্রয়োজন। যিনি কোরআন তেলাওয়াত করবেন তিনি যদি আলেম হন এবং কোরআনের অর্থ বুঝেন, নিজে আমল করেন এবং তাকওয়া-পরহেজগারী অবলম্বন করেন তাহলে, তার তেলাওয়াতের মাধ্যমে জিনের শরীরে আগুন ধরে। তখন তার অবস্থা হয় 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাচি'—এ প্রবাদের মত। তখন সে চলে যেতে বাধ্য হয় এবং রোগী সুস্থ হয়। আলেম না হলেও কোরআন পাঠের মাধ্যমে জিন চলে যেতে বাধ্য।

ইবনু আবিদ দুনিয়া বিভিন্ন বর্ণনাকারীদের বর্ণনা পরম্পরায় কায়েস বিন হাজ্জাজ থেকে বর্ণনা করেছেন। কায়েস বলেন ঃ আমার শয়তান আমাকে বলেছে, আমি যখন তোমার শরীরে প্রবেশ করি তখন উটের মত প্রবেশ করি। আজ আমি তোমার শরীরে একটি ছোট পাখির মত দুর্বল। কায়েস বলেন ঃ এরকম কেন ? সে জবাব দেয় তুমি আমাকে আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে দুর্বল করে দিয়েছ।

ইবনে আবিদ দুনিয়া বর্ণনাকারীদের বর্ণনা পরম্পরায় আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ 'মুমিনের শয়তান দুর্বল।' অর্থাৎ নেক আমল, জিকর ও কোরআন তেলাওয়াতের কারণে শয়তান দুর্বল হতে বাধ্য।

আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'মুমিন শয়তানকে এমনভাবে দুর্বল করে যেমনি তোমরা সফরে উটকে ক্লান্ত-শ্রান্ত করে তোল।' —(আহমদ)

ইবনে আবিদ দুনিয়া খালেদ আল-ওয়ালেবী থেকে বর্ণনা করেছেন। খালেদ বলেন, আমি ওমর বিন আবদুল আযীযের কাছে প্রতিনিধি হিসেবে সপরিবারে রওনা হয়েছি। আমি এক জায়গায় অবতরণ করি। আমার পরিবার আমার পেছনে ছিল। আমি শিশুদের আওয়াজ শুনলাম। তারপর জোরে কোরআন পড়লাম। তখন একটা পুটলী নিচে পড়ল। তাতে কতগুলো শিশু ছিল। আমি তাদেরকে ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করায় তারা বলল ঃ শয়তান আমাদেরকে নিয়ে গিয়েছিল এবং আমাদেরকে নিয়ে খেলা-ধূলা করছিল। আপনি যখন কোরআন পড়লেন তখন সে আমাদেরকে নিক্ষেপ করে চলে গেল।

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা পরিস্কার হয়ে গেল যে, কোরআন শুনলে শয়তান ভেগে যায়।

ইবনে আকীল তাঁর 'আল-ফুনুন' গ্রন্থে লিখেছেন, বাগদাদের জাফরিয়া নামক জায়গায় আমাদের একটি ঘর ছিল। যখনই মানুষ তাতে বাস করেছে, তারা মৃত্যুবরণ করেছে। একবার এক ক্বারী ঘরটি ভাড়া নিল। আমরা তার পরিণতি জানার অপেক্ষায় থাকলাম। সকালবেলায় তাকে সবল-সুস্থ্য দেখে আমাদের প্রতিবেশীরাসহ আমরা আশ্চর্য হলাম। সে ঐ ঘরে অনেক দিন থেকেছে। তারপর সেখান থেকে অন্যত্র চলে গেছে। তাকে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় সে বলল ঃ আমি যখন রাত্রে এশার নামাজ পড়ি এবং কিছু কোরআন তেলাওয়াত করি তখন এক যুবক পার্শ্ববর্তী কূপ থেকে উঠে আসল। আমাকে সালাম দিল। আমি পেরেশান হয়ে গেলাম। যুবকটি বলল ঃ কোন অসুবিধে নেই, আমাকে কিছু কোরআন শিক্ষা দিন। আমি তাকে কোরআন শিখাতে থাকলাম। তারপর আমি তাকে এ ঘরের কাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। যুবকটি জবাব দিল, আমরা মুসলমান জিন, কোরআন পড়ি ও নামাজ আদায় করি। এ ঘরে ফাসেক ও পাপী লোকেরা বাস করত। তারা মদ পান করত। আমরা তাদেরকে গলা টিপে মেরে ফেলতাম। তারপর আমি বললাম, আমি রাত্রে তোমাকে দেখে ভয় পাচ্ছি। তুমি দিনে আস। সে বলল, ঠিক আছে। সে দিনে কূপ থেকে উঠে আসল। তার সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। সে তখন কেরাত পড়ছিল, হঠাৎ করে রাস্তায় এক ঝাড়-ফুঁককারীর আওয়াজ শুনা গেল। সে বলল, আমি সাপ-বিচ্ছু, চোখ লাগা ও জিনে আক্রান্ত রোগীকে ঝাঁড়-ফুঁক করি। যুবকটি জিজ্ঞেস করল সে কে? আমি বললাম, 'ঝাড়-ফুঁককারী'। যুবকটি বলল ঃ তাকে ডাকুন। আমি তাকে ডাকলাম এবং ঘরে প্রবেশ করালাম। তখন দেখি যে, ছাদে জিনটি সাপের আকৃতিতে অবস্থান করছে। লোকটি দোআ পড়তে লাগল। সাপটি ঘরের মেঝে পড়ল। লোকটি সাপটিকে তার ব্যাগে ঢুকানোর উদ্যোগ নিল। আমি নিষেধ করলাম। লোকটি বলল ঃ তুমি আমার শিকার সংগ্রহে বাধা দিচ্ছ? আমি তাকে

এক দীনার দিয়ে বিদায় করলাম। সাপটি নড়াচড়া দিয়ে উঠল। সে খুব দুর্বল হয়ে গেল, রং হলুদ হয়ে গেল এবং খুবই ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে গেল। আমি প্রশ্ন করলাম, তোমার কি হল ? সে উত্তরে বলল, লোকটি দোআ ও কেরাত পড়ে আমাকে শেষ করে দিয়েছে। আমি বাঁচব বলে মনে হয় না। সে বলল ঃ যদি কূপে কোন আওয়াজ শুনতে পান, তাহলে বুঝবেন যে, আমি মৃত্যুবরণ করেছি। লোকটি বলল, আমি রাত্রেই কূপে জিনটির মৃত্যুর সংবাদের আওয়াজ শুনতে পেয়েছি।

ইবনু আকীল বলেন, এরপর ঐ ঘরে আর কেউ বাস করত না। এখানে প্রশ্ন দাঁড়ায়, জিনটি নিজেও কোরআন শিখত। স্বয়ং রাসূলুল্লাহর (সঃ) কাছেও জিনেরা কোরআন শুনেছে। তাহলে, কোরআন দ্বারা কি করে জিনকে কষ্ট দেয়া বা ক্ষতি করা যায় ? এ প্রশ্নের উত্তর হল– মুসলমান জিন কোরআন দ্বারা কষ্ট পায় না, বরং আনন্দ পায়। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে জিনদের কোরআন শুনার ঘটনা তার প্রমাণ। তবে শর্ত হল, তাকে নিজস্ব স্বত্বায় অপরিবর্তিত থাকতে হবে। কোন মুসলমান জিন যদি সাপের বা অন্য কোন আকৃতি ধারণ করে নিজ সত্ত্বার পরিবর্তন ঘটায় তাহলে কোরআন দ্বারা তার কষ্ট ও ক্ষতি করা যাবে। যেমন, উল্লেখিত ঘটনা তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। জিনটি সাপ না হলে তার এ ক্ষতি হত না। তার ভুলের কারণেই এ ক্ষতি হল। কাফের ও ফাসেক জিনকে কোরআন দ্বারা শাস্তি দেয়া যাবে। ক্ষতি করা হারাম। তাই জিন মানুষকে ক্ষতি করলে আল্লাহ তাকে নিজ বাণীর মাধ্যমে শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন।

জিনে ধরা রোগীর চিকিৎসার শর্তাবলী

আল্লাহ কোরআন মজীদে বলেছেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ.

"যারা আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে এমন মোত্তাকীদের উপর শয়তানের আক্রমণ হলে তারা সাথে সাথে সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনা শক্তি ও বিবেক জাগ্রত হয়ে উঠে।"-(সূরা আ'রাফ-২০১)

এ আয়াতে তাকওয়া এবং এর দাবী অনুবায়ী ব্যবস্থা গ্রহণকে জিন-শয়তানের আগ্রাসন ও আক্রমণের চিকিৎসার মৌলিক শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ চিকিৎসার সকল পদক্ষেপ হবে কোরআন ও হাদীস ভিত্তিক। চিকিৎসক ও রোগী এবং চিকৎসার সাথে জড়িত সকলকে তাকওয়ার অনুসারী হতে হবে। তা না হলে কোরআনী চিকিৎসায় আশাপ্রদ ফল লাভ হবে না। তাকওয়ার কাছে শয়তান পরাজিত।

২য় মৌলিক শর্ত হল, এখলাস ও একনিষ্ঠতা অর্থাৎ নির্ভেজাল আকীদা ও আমল। একথা শয়তানের মুখ দিয়ে কোরআনে বর্ণিত হয়েছি। সে বলেছে ঃ

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ -

"শয়তান বলে, হে আল্লাহ! আমি আপনার ইজ্জতের শপথ করে বলছি, আমি আপনার মোখলেস ও একনিষ্ঠ বান্দাহগণ ব্যতীত অন্য সবাইকে গোমরাহ করে ছাড়ব।" আল্লাহ এর জবাবে বলেন ঃ

اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ -

"আমার যারা খাঁটি বান্দাহ তাদের উপর তোর কোন শক্তিসামর্থ্য নেই।" মোখলেস বা একনিষ্ঠ বান্দাহর কাছে শয়তান এসে সফল হতে পারে না।

চিকিৎসা ও প্রতিকারের ৩য় মৌলিক বিষয় হল, আল্লাহর জিকর এবং প্রতিরক্ষা ও প্রতিকার সংক্রান্ত মহানবী (সঃ)-এর কাছ থেকে বর্ণিত দোআ-প্রার্থনাসমূহ। দোআ ও জিকর-আজকার মুমিনের জন্য শয়তানের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য দুর্গ। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, তোমাদের যদি কোন দুর্গ থাকে এবং তাতে কেউ প্রবেশ করে গেট বন্ধ করে দিলে দুশমন কি তাতে প্রবেশ করে তার কোন ক্ষতি করতে পারবে?

ঠিক আল্লাহর জিকর-আজকার এবং দোআ-প্রার্থনাও তেমনি দুর্ভেদ্য দুর্গ যা ভেদ করে শয়তান ক্ষতি করতে পারে না।[১]

শয়তান কেবলমাত্র আল্লাহকেই ভয় পায়। তাই আল্লাহর কালাম বা বাণী এবং আল্লাহর জিকর ও বিভিন্ন দোআ দ্বারাই কেবল তাকে কাবু করা যায়। মুমিনের জন্য অন্য কোন বিকল্প নেই। তাকে শয়তানের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। স্বয়ং নবী করীম (সঃ)-ও একই পদ্ধতিই অবলম্বন করেছিলেন। তিনি জিন ও মানুষ উভয় সম্প্রদায়ের নবী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা ছাড়া আর কোন ভিন্ন ও বিকৃত পন্থা অবলম্বন করেননি।

জিন আক্রান্ত রোগীর সফল চিকিৎসার জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলী পূরণ হওয়া দরকার। চিকিৎসার গোটা প্রক্রিয়ায় গুনাহ ও আল্লাহর নাফরমানী থাকতে পারবে না। শর্তাবলী হচ্ছে ঃ

১. ঘর থেকে ছবি, প্রতিকৃতি, মূর্তি সরিয়ে ফেলতে হবে। ঘরে কুকুর ও শুকর থাকতে পারবে না। এগুলো ঘরে থাকলে রহমতের ফেরেশতা ঢুকে না।

১. দৈনিক আল-বেলাদ-সংখ্যা-৯১৭৩, ২০শে মে, ১৯৮৯।

২. রোগীর হাতে, পায়ে বা গলায় তাবিজ-তুমার, ঝিনুক-শামুক, তাগা থাকলে খুলে ফেলতে হবে।

৩. চিকিৎসার স্থানকে গান-বাজনা ও নাচমুক্ত হতে হবে।

৪. শরীয়তবিরোধী কার্যক্রম মুক্ত থাকতে হবে। যেমন, পর্দাহীনতা, বেহায়াপনা, নগ্নতা, পুরুষের সিল্ক পোশাক ও সোনা-রূপা পরা ইত্যাদি।

৫. মুহরিম আত্মীয় ছাড়া কোন মহিলা রোগীর চিকিৎসা করা যাবে না এবং কোন অমহরম ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না।

৬. উত্তম হল, কোরআনী চিকিৎসক অজু অবস্থায় চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু করবেন এবং কোরআন তেলাওয়াত করবেন। রোগীকেও পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন এবং অজুর আদেশ দেবেন। এভাবে একটা নির্মল ও স্বচ্ছ নৈতিক পরিবেশ তৈরি করে চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

জিন-ভূতের আক্রমণের কারণ

জিন বিভিন্ন কারণে মানুষের ক্ষতি করে এবং তাদের উপর সওয়ার হয়। সে কারণগুলো জানা থাকলে জিনের আক্রমণ থেকে বাঁচা সহজ। কারণগুলো হল ঃ

১. জিনের উপর মানুষের জুলুম এবং জিনকে কষ্ট দেয়া। যেমন, বিসমিল্লাহ না বলে গরম পানি নিক্ষেপ করা। ক্ষতি না করলে কুকুর ও বিড়াল হত্যা না করা। ঘরে সাপ দেখলে তাকে চলে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানানো। এগুলো জিনও হতে পারে।

২. গর্তে পেশাব করা। কেননা, গর্তে জিন থাকে।

৩. বিসমিল্লাহ না বলে উপর থেকে লাফ দেয়া। মানুষ অজান্তেই এগুলো করে থাকে। কিন্তু তাতে জিনেরা কষ্ট পায়। জিনের মধ্যে অনেক অজ্ঞ-মূর্খ আছে, তারা ন্যায্য শাস্তির অধিক প্রতিশোধ নেয়।

৪. বিনা কারণেই দুষ্ট জিনেরা মানুষের ক্ষতি করে। তাদের উদাহরণ হল, দুষ্ট মানুষের মত। তারা বিনা কারণে মানুষকে কষ্ট দেয়।

৫. অশ্লীল কাজ করলে জিনের আক্রমণ হতে পারে।

৬. গান-বাজনা, নাচ, ঢোল-তবলা বাজালে এবং মদপানসহ গুনাহর কাজ করলে জিনের আক্রমণ হতে পারে।

৭. কোরআন তেলাওয়াত ও আল্লাহর জিকর-আযকার এবং সকাল-সন্ধ্যাসহ বিভিন্ন কাজের জন্য নির্দিষ্ট দোআ-দরূদ না পড়লে জিনের আক্রমণ হতে পারে।

৮. সন্ধ্যায় শিশু ও বেপর্দা মহিলাদের ঘরের বাইরে অবস্থান জিনের আক্রমণের অন্যতম কারণ।

৯. নারীর প্রতি পুরুষ জিনের কিংবা পুরুষের প্রতি পরী জিনের আকর্ষণ আক্রমণের অন্যতম কারণ।

১০. সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, বিসমিল্লাহ না পড়ে সতর খুললে এবং জিন সে সতর দেখলে মানুষকে কষ্ট দেয় ও সতর উপভোগ করে। বিসমিল্লাহ্ হল সতর এবং জিনের চোখের মাঝে আড়াল। তাই বিসমিল্লাহ বলে সতর খোলা উচিত।

শেখ আলী বিন মোশরেফ ওমরী বলেন ঃ সতরের কারণে অনেক জিন-আক্রান্ত রোগীর ঘটনা আমার জানা আছে। একটি ঘটনা হল, এক মহিলা গোসলখানায় গোসল করার সময় জিনের আক্রমণের শিকার হয়। আমি মহিলাটিকে বিসমিল্লাহ্ বলে গোসল শুরু করেছে কিনা জিজ্ঞেস করায় সে 'না' সূচক জবাব দেয়। আমি জিনকে আক্রমণের কারণ জিজ্ঞেস করায় সে বলল ঃ মহিলাটি সতর খোলায় আমি তাকে দেখে আশ্চর্যবোধ করেছি এবং সেজন্য তার উপর সওয়ার হয়েছি। সে যদি দোআ পড়ে গোসলখানায় ঢুকত তাহলে আমি তার উপর আক্রমণ করতে পারতাম না।[১]

বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে, তোমাদের যে কেউ যেন স্ত্রী সহবাসের সময় এ দোআ পড়ে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ـ

"আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান থেকে এবং শয়তানকে আমাদেরকে প্রদত্ত রিজক ও নেয়ামত ভোগ থেকে দূরে রাখুন।" তাহলে, ঐ বীর্য দ্বারা কোন সন্তান জন্ম নিলে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

১১. জিনের ঝাড়-ফুঁক করলে জিন ক্ষতি করার চেষ্টা করে। জিনের ঝাড়-ফুঁককারীদেরকে নির্ভিক হতে হবে। ভয় করলে ভয়ের মাধ্যমে শয়তান শরীরে ঢুকে ক্ষতি করতে পারে।

শেখ ওমরী বলেন ঃ আমি আমার ঘরে আলো জ্বলতে এবং নিভতে দেখি। এটাকে জিনের কারবার মনে করে বলি, তোরা যা ইচ্ছা কর, আমি কিন্তু তাতে ভয় পাই না।[২]

---

১. দৈনিক আল-বেলাদ, সংখ্যা-৯১৭২, ২০ মে, ১৯৮৯ জেদ্দা, সৌদী আরব।
২. ঐ

তিনি আরো বলেন ঃ আমি মাঝে-মধ্যে ঘরের দরজা খোলার আগেই দরজা খুলে যায়। আমি জিনদেরকে লক্ষ্য করে বলি ঃ আল্লাহ্ তোমাদেরকে আমার জন্য দরজা খোলার বিনিময় দান করুন।[১] জিনেরা ভয় লাগানোর জন্যই তা করেছিল।

শেখ ওমরী আরো বলেন ঃ একদিন তাঁর ছেলে একটা ছোট পা তাকে মারতে দেখে পাটাকে ধরে বিছানার নিচে রেখে দেয়। তারপর সে আগুন জ্বালাতে গেল। ফিরে এসে দেখে, বিছানার নিচে পা টা নেই। শেখ ওমরী ঘটনা শুনে বলেন ঃ এটা আসলে পা নয়, বরং জিন।[২]

মুমিন আল্লাহকে ছাড়া আর কোন কিছুকে ভয় করবে না। এ জাতীয় পরিস্থিতিতে কেবল আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে ও তাঁর সাহায্য কামনা করতে হবে।

জিনের আক্রমণের সুযোগ

জিন মানুষকে আক্রমণের জন্য যে সকল সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সেগুলো হল ঃ

১. **কঠোর রাগ-গোস্বা ঃ** মানুষ বেশি রাগ করলে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে পারে। যারা রাগী, জিন তাদের রাগের সদ্ব্যবহার করে আক্রমণের পথ রচনা করে। এজন্য মহানবী (সঃ) রাগ না করার এবং তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উপদেশ দিয়েছেন।

২. **কঠোর ভয়-ভীতি ঃ** অনেকে ভীরু প্রকৃতির লোক। তারা বেশি ভয় পায়। যে যত বেশি ভয় পায় জিন তাকে তত দুর্বল মনে করে। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। সাহসী লোকেরা অজেয়কে জয় করতে এবং দুর্গমকে সুগম করতে পারে। দুর্বলের স্থান না আছে মানব জগতে, আর না আছে জিনের জগতে।

৩. যৌন কামনা-বাসনা জিনের আক্রমণের বিশেষ ক্ষেত্র। এ বিষয়ে সতর্কতার প্রয়োজন সর্বাধিক। সুন্দরী নারী কিংবা সুদর্শন পুরুষের প্রতি জিনের আক্রমণের আশংকা থাকে। যে সকল মহিলারা সেন্ট মেখে বাইরে যায় এবং বেপর্দা ঘুরাফিরা করে তারা জিনের অন্যতম শিকার। অশ্লীল ও যৌন ফিল্ম দেখলেও আক্রমণ হয়। যৌন গান-বাজনাও আক্রমণের অন্যতম কারণ।

৪. **কঠোর উদাসীনতা ঃ** বহু নারী-পুরুষ উদাসীন থাকে। কোন কাজেই তারা সিরিয়াস নয়। এ জাতীয় লাগামহীন উদাসীনতা জিনের পাথেয়।

১. দৈনিক আল-বেলাদ-সংখ্যা-৯১৭৩, ২০ শে মে, ১৯৮৯ সৌদি আরব।
২. ঐ

নারীরা কেন জিনের আক্রমণের বেশি শিকার ?

জিন আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে নারীর সংখ্যা সর্বাধিক। এর কারণ হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

১. শারীরিক দিক থেকে নারী পুরুষ অপেক্ষা দুর্বল। দুর্বলের উপর জিনের অত্যাচার বেশি হয়।

২. বেপর্দা নারী জিনের যৌন খোরাক। উগ্রভাবে চলাফেরা করলে, উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনা প্রদর্শন করলে জিন তাদের প্রতি আসক্ত হয়। আওলা কেশী ও খোলা মাথায় চললে জিন তাদের উপর আক্রমণ করে।

৩. অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্নতা ঃ নারীরা ঋতুস্রাবের সময় অপরিষ্কার থাকে। এটা জিনের জন্য খুবই প্রিয় সময়। তখন সতর্ক না হলে বিপদ আছে। জিন থেকে বাঁচার চেষ্টা চালাতে হবে। তাই তাদেরকে মার্জিত ও পরিচ্ছন্নভাবে চলতে হবে।

৪. অশিক্ষা-কুশিক্ষার কারণে অনেকেই বহু কুসংস্কারে জড়িত থাকে। নারীরা সে কুসংস্কারে বেশি অগ্রসর থাকে। শয়তান এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে।

৫. জিন থেকে রক্ষার ব্যাপারে বিভিন্ন দোআ পড়েনা কিংবা অলসতা করে। নারীর প্রতি শয়তানের লোলুপ দৃষ্টি প্রথম থেকেই রয়েছে। সে এ সকল সুযোগের সদ্ব্যবহার করে।

যে নারী পর্দা করে, মাথায় কাপড় রাখে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, নামাজ-রোজা ঠিকমত করে, জিকর-আজকার করে, দোআ পড়ে এবং নিয়মিত কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করে, তাদের কাছে জিন খুব কম আসে। কেননা, আল্লাহ্ তাদেরকে হেফাজত করেন। ফেরেশতারা তাদের হেফাজতে নিয়োজিত থাকেন। অবশ্য শয়তান তাদেরকে অন্যান্য মানুষের মত ওয়াসওয়াসা দান করা থেকে বিরত থাকে না। সাধারণত মুর্খ ও গরীব লোকেরাই জিনের আক্রমণের বেশি শিকার। শিক্ষিত লোকদেরকে জিনে কম ধরে।

৬. নারী সংসারে নির্যাতন ও দুঃখ-কষ্টের অবসানের লক্ষ্যে জিনে ধরার মত নাটকীয় মহড়া প্রদর্শন করে সংশ্লিষ্ট সকলের সহানুভূতি ও স্নেহ-ভালবাসা লাভের কৃত্রিম প্রচেষ্টা চালায়। এটাতে কেউ কেউ সফলও হয়েছে। একবার জিন তাড়ানোর উদ্দেশ্যে আগত এক চিকিৎসক যখন বুঝলেন যে তা আদৌ জিনের রোগী নয়, তখন তিনি রোগীকে গোপনে জিনে ধরার ভান করার কারণ জিজ্ঞেস করেন। বধু তাকে গোপনীয়তা রক্ষার আবদার জানিয়ে বলেন, আমি স্বামীর সংসারে শাশুড়ী, ননদ ও অন্যদের দ্বারা অত্যাচারিত। অনন্যোপায় হয়ে জিনে ধরার ভান করেছি যেন তারা আমার সাথে ভাল ব্যবহার করে। পরে চিকিৎসক

কৌশল ও প্রজ্ঞা সহকারে শ্বশুরবাড়ির সকলকে রোগীর জিন তাড়ানোর শর্ত হিসেবে পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি না করা, পুত্রবধুকে আদর-সোহাগ করা এবং সবাই মিলেমিশে থাকার পরামর্শ দেন। রোগীকে খামাখা কিছু চিকিৎসা দান করেন। তারপরে দেখা গেল, জিনের সমস্যাও নেই, পারিবারিক সমস্যাও শেষ।

এছাড়াও অন্যকোন অজ্ঞাত কারণও থাকতে পারে যা কেবলমাত্র জিনেরাই জানে। কিন্তু বাস্তব সত্য কথা হল, মহিলাদের উপর জিনের আক্রমণ বেশি হয়।

অমুসলমানদের উপর জিনের আক্রমণ কম কেন ?

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কাফের-অমুসলিম দেশে জিনের আক্রমণ কদাচ হয়ে থাকে। তার কারণ আল্লাহ্ সবচেয়ে ভাল জানেন। তবে কাফের-মুশরিকের উপর জিন-শয়তানের সফল অভিযানের কারণেই তো তারা অমুসলমান হয়েছে। এজন্য তাদের ঈমান-বিশ্বাস এবং পরকালের এত বড় ক্ষতি করার পর আর কোন ছোট ক্ষতির প্রয়োজন তেমন একটা থাকে না কিংবা জিনেরা তা চিন্তা করে না।

এমনও হতে পারে যে, জিনেরা গরম ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বেশি বাস করে। সেজন্য এশিয়া, আফ্রিকা এবং আরব ও পাক-ভারত উপমহাদেশে তাদের আক্রমণ বেশি। পক্ষান্তরে শীত প্রধান দেশে তারা কম বাস করে। সেজন্য ইউরোপ-আমেরিকা কিংবা রাশিয়াসহ মধ্য এশিয়ার শীতপ্রধান অঞ্চলে তাদের আক্রমণের খবর তেমন একটা জানা যায় না। সর্বোপরি মুমিন-মুসলমানরাই হচ্ছে জিন শয়তানের বড় শত্রু। ঈমান ও ইসলামের কারণেই তা হয়েছে। তাই মুসলমানরাই জিনের আক্রমণের প্রধান শিকার। আর মুসলমানের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীর উপর আক্রমণ বেশি হয়। সুন্দর কচি-কাঁচা শিশুদের উপরও জিনের আক্রমণ হয়ে থাকে।

মূলকথা, মানুষের ক্ষতি করাই জিন-শয়তানের আক্রমণের মূল লক্ষ্য। কার কতটুকু ক্ষতি করা হবে সেটা নির্ভর করে জিনের নিজের পসন্দের উপর।

জিন আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা প্রক্রিয়া

আমরা আগেই বলেছি, জিন আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা দীনি দৃষ্টিকোণ থেকে বিরাট দায়িত্ব ও কর্তব্য। কেননা, সে জিনের অত্যাচারের কারণে মজলুম। মজলুমের সাহায্য ওয়াজিব। এখন প্রশ্ন হল, কিভাবে জিন তাড়ানো যাবে ? জিন তাড়ানোর কিছু পর্যায় আছে। পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হতে হবে। সেগুলো হল ঃ

১. দোআ-জিকর ও কোরআন পাঠ করা

এর মাধ্যমে জিন চলে গেলে এবং রোগী সুস্থ হলে পরবর্তী পর্যায় অতিক্রমের প্রয়োজন নেই। এজন্য কোরআন পাঠ করা, যেকোন সূরা ও আয়াত

তেলাওয়াত করা, কিংবা বাছাই করা কিছু সূরা ও আয়াত পাঠ করা ইত্যাদি। ক্যাসেটের মাধ্যমেও কোরআন তেলাওয়াত শুনানো যেতে পারে। উত্তম হল, রোগীর সর্বদা নিজে কোরআন ও দোআ পড়া। প্রয়োজনে সুঘ্রাণযুক্ত ধূঁয়া গ্রহণ, যমযমের পানি পান করা, তেল ও পানি পড়া কিংবা কোন ঝাড়-ফুঁককারীর সাহায্য নেয়া যেতে পারে। এছাড়াও আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে দোআ করা জরুরী। যাবতীয় গুনাহর কাজ থেকে দূরে থাকা প্রয়োজন। জিন-শয়তান যে সকল কাজ পসন্দ করে সেগুলো থেকেও দূরে থাকতে হবে। যে সকল আয়াত ও সূরা এজন্য বেশি উপকারী সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. সূরা ফাতেহা।

সুনানে আবু দাউদে খারেজা বিন সালত থেকে, তিনি তার চাচা আল্লাকা বিন সাহ্হার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি নবী করীম (সঃ)-এর কাছে আসেন এবং তাঁর কাছ থেকে ফেরত আসার পথে এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। তিনি তাদের মধ্যে এক পাগল ব্যক্তিকে লোহার মধ্যে বাঁধা দেখতে পান। পাগলের পরিবারের লোকেরা তাকে ঝাড়-ফুঁকের অনুরোধ করেন। তিনি সূরা ফাতেহা পড়ে তাকে ফুঁ দেন। তাতে সে সুস্থ হয়ে উঠে। তারা তাঁকে এজন্য ১শ বকরী দেয়। তিনি বিষয়টি নবী করীম (সঃ)-এর কানে পৌছান। নবী (সঃ) তাঁকে বলেন ঃ এগুলো গ্রহণ কর। আমার বয়সের শপথ, অন্যেরা বাতিল ও নাজায়েয ঝাড়-ফুঁক করে তা খায়। আর তুমি সত্য ও হক ঝাড়-ফুঁক করে তা খাচ্ছ।'

২. সূরা বাকারার ১ম ৫ আয়াত তেলাওয়াত করা।

৩. সূরা বাকারার ১৬৩ ও ১৬৪নং আয়াত পাঠ করা।

৪. আয়াতুল কুরসী (সূরা বাকারা ২৫৫-২৫৬)।

৫. সূরা বাকারার শেষ ৩ আয়াত।

৬. সূরা আল-ইমরানের ১ম পাঁচ আয়াত এবং ১৮ ও ১৯নং আয়াত।

৭. সূরা আরাফের ৫৪-৫৬ আয়াত।

৮. সূরা আল-মুমিনূনের ১১৫-১১৮নং আয়াত।

৯. সূরা সাফ্ফাতের ১ম ১০ আয়াত।

১০. সূরা হাশরের ২১-২৪নং আয়াত।

১১. সূরা আর-রাহমানের ২৩-২৬নং আয়াত।

১২. সূরা জিনের ১ম ৫ আয়াত।

১৩. সূরা ইয়াসিন।

১৪. সূরা কাফেরূন, সূরা এখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) রোগীর কানে নিম্নোক্ত আয়াত পড়ে ফুঁ দিতেনঃ

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ.

"তোমরা কি মনে করেছ যে, আমরা তোমাদেরকে অর্থহীন সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না?" (সূরা মুমেনূন-১১৫)

২. জিনকে ধমক দেয়া

হুমকী-ধামকী, আদেশ-নিষেধ, গালি ও অভিশাপ দিয়ে জিন তাড়ানোর চেষ্টা করা। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, নবী করীম (সঃ) একটি জিনগ্রস্ত শিশু রোগীকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন أُخْرُجْ عَدُوَّ اللّٰهِ فَإِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ 'হে আল্লাহর দুশমন, বের হও। আমি আল্লাহর রাসূল।' অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেছেন ঃ إِخْسَأْ عَدُوَّ اللّٰهِ 'হে আল্লাহর দুশমন, বিতাড়িত হও।'

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ) খলীফার বাঁদী থেকে জিনকে তাড়ানোর জন্য ফিতাযুক্ত কাঠের স্যান্ডেল পাঠিয়ে ছিলেন। এছাড়াও স্বাভাবিকভাবে ঝাড়-ফুঁককারীরা জিনকে চলে যেতে অনুরোধ জানায়। তাতে সাড়া দিয়ে জিন চলে গেলে পরবর্তী পর্যায়ের আর প্রয়োজন হয় না।

৩. জিনকে আঘাত করা

আঘাত করলে জিনের উপরই পড়ে, রোগী তা অনুভব করে না। জিন ছেড়ে গেলে রোগী বলে, আমি আঘাত টের পাইনি এবং তা আমার শরীরে কোন ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে নি।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) জিনগ্রস্ত রোগীর দু'পায়ে শক্ত বেত দিয়ে ৩শ থেকে ৪শ বেত্রাঘাত করেন। এ মার কোন মানুষের উপর পড়লে সে মরে যেত। তা পড়েছে জিনের উপর। তাতে জিন চিৎকার দিয়েছে। ইমাম ইবনুল কাইয়েম বলেছেন, আমরা ইমাম ইবনে তাইমিয়াকে দেখেছি, তিনি বহু জিনগ্রস্ত রোগীকে মেরে জিন তাড়িয়েছেন। একবার তিনি জিনের কানে কোরআন পড়ে ফুঁ দেন। তখন জিন ভেতর থেকে জবাব দেয়। তিনি একটা বেত দিয়ে রোগীর ঘাড়ের রগে মারা শুরু করেন। মারতে মারতে তাঁর হাত ক্লান্ত হয়ে আসে। উপস্থিত লোকেরা নিশ্চিত ছিল যে এ মারের ফলে রোগীটি মারা যাবে। মারের ভেতর জিনটি বলে, আমি তাকে ভালবাসি। ইবনে তাইমিয়া বলেন ঃ সে তোকে ভালবাসে না। জিনটি বলে ঃ আমি তাকে নিয়ে হজ্জ করতে চাই। তিনি বলেন ঃ সে তো তোর সাথে হজ্জ করতে চায় না। জিনটি বলে, আমি আপনার সম্মানে

তাকে ছেড়ে চলে যাব। তিনি বলেন ঃ না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমে ছেড়ে যাবি। জিনটি বলল ঃ ঠিক আছে, আমি তার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। এরপর রোগী ডানে-বামে তাকিয়ে বলল ঃ আমাকে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার কাছে কেন আনা হয়েছে ? তারপর লোকেরা বলল ঃ এত মার কোথায় গেল ? রোগী বলল ঃ শেখ আমাকে কেন মেরেছে ? আমি তো কোন অন্যায় করিনি ? অর্থাৎ সে মার সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ অনুভূতিহীন।

ইতিপূর্বে আমরা মোসনাদে আহমদে উম্মে আব্বান বিনতে ওয়াজে কর্তৃক তার বাপের বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেছি যে, তার দাদা নিজের এক ছেলে কিংবা আপন ভাগিনাকে রাসূলুল্লাহর (সঃ) কাছে নিয়ে বলল ঃ তাকে জিনে ধরেছে, তার জন্য দোআ করুন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে তার কাপড় ধরে খালি পিঠে মারতে লাগলেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহর দুশমন, বের হও। সব রোগীকে মার দেয়া যাবে না। শুধুমাত্র বেহায়া এবং আগের পদ্ধতির প্রতি সাড়া প্রদানে অস্বীকারকারী জিনকেই শাস্তি দিতে হবে।

মারের ক্ষেত্রে আরো সতর্ক হতে হবে যে, রোগীর উপর জিনের আংশিক আক্রমণ হয়েছে যেমন, শরীরের বিশেষ কোন অঙ্গে-তখন তাকে মার দেয়া যাবে না। মার দিলে তা রোগীর উপর পড়বে, জিনের উপর নয়। তখন রোগী তা সহ্য করতে পারবে না। বরং তার ক্ষতি হবে।

পক্ষান্তরে, যে রোগীর উপর জিনের পূর্ণাঙ্গ আক্রমণ হয়েছে তাকেই কেবল মার দিতে হবে। মার দিলে তখন তা জিনের উপর পড়বে, রোগীর উপর নয় এবং তাতে রোগীর কোন ক্ষতি হবে না। মার সহ্য করতে না পেরে জিন রোগীকে ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়।

চিকিৎসককে ধীরে সুস্থে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং নিজের প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে। তা না হয় চিকিৎসা বুমেরাং হয়ে যাবে।

নবী করীম (সঃ) জিনকে অভিশাপ দিয়েছেন। যখন এক দৈত্য জিন তাঁর মুখে আগুন নিক্ষেপ করতে এসেছিল তখন তিনি বলেছিলেন ঃ আমি তোর উপর আল্লাহর অভিশাপ দিচ্ছি। একথা তিনি ৩ বার বলেন। এছাড়াও তিনি শয়তানকে আল্লাহর দুশমন একথা বলে গালি দিয়েছেন। জিন তাড়ানোর ক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীসের সমর্থিত এ সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত।

৪. জিনকে হত্যা করা কিংবা বন্দী করা

উপরোক্ত পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগের পরও যদি জিন না যায় এবং তাকে হত্যা করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন তাই করতে হবে। এছাড়াও জিন যদি কোন

মহিলা কিংবা পুরুষের সাথে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়, তাহলেও তাকে হত্যা করা যাবে। ইসলামে এ সকল অপরাধের শাস্তি হত্যা। হযরত সোলায়মান (আঃ) অবাধ্য জিনকে বন্দী করে সাগরে ফেলে দিয়েছিলেন। আগে আমরা তা উল্লেখ করেছি।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) বলেন ঃ জিনকে হত্যা বা বন্দী করার মত অবস্থা সৃষ্টি না হলে এ চরম পদ্ধতির প্রয়োগ নিষিদ্ধ। কেননা, এর ফলে জিনেরা প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করতে পারে। তখন প্রাণহাণির আশঙ্কা দেখা দেয়। এজন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রদর্শিত ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ পন্থায় অগ্রসর হতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত বান্দাহ কারো উপর জুলুম করে না। বরং ন্যায়সঙ্গত উপায়ে মজলুম ও বিপদগ্রস্ত লোকের বিপদ দূর করার চেষ্টা চালায়।

জিন তাড়ানোর এ সকল প্রক্রিয়া সম্পর্কে ডঃ মোহাম্মদ নাগাস বলেন ঃ[1] জিন যে কারণে শরীরে প্রবেশ করেছে, সে কারণ অনুযায়ী চিকিৎসার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যদি মানুষ বিসমিল্লাহ না বলে উপর থেকে নিচে লাফ দেয়ার কারণে জিনের উপর পড়ে থাকে এবং গরম পানি নিক্ষেপ কিংবা টয়লেটে দোআ না পড়ে পানি ব্যবহার করে থাকে যা জিনের উপর পড়ে তার কষ্টের কারণ হয়েছে। এ জাতীয় কষ্টদান মানুষের ইচ্ছাকৃত নয়। এজন্য জিন তাকে পাল্টা শাস্তি দিতে পারে না।

জিন যদি কোন মানুষের প্রতি আসক্ত হয়, তাহলে তাকে বুঝাতে হবে যে, এটা হারাম কাজ। পরকালে এর শাস্তি সম্পর্কে তাকে ভয় প্রদর্শন করতে হবে এবং আল্লাহর আজাব-গযবের হুমকী দিতে হবে। জিন যদি কাফের হয় এবং সে যদি শান্তিকামী না হয় এবং যাদুর স্থান ও কারা করেছে তা না বলে তাহলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। কালেমা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' দ্বারা তাকে কাবু করতে হবে। এরপরও সাড়া না দিলে তার শরীরে আরবী নূন অক্ষর লিখে তাকে আটক করে ফেলতে হবে। কেউ কেউ বলেছেন كهيعص এ পাঁচটি অক্ষর দ্বারা তাকে বন্দী করতে হবে। একটি অক্ষর কপালে আর বাকি অক্ষরগুলো দু'হাত ও দু'পায়ে লিখতে হবে। এরপর অধিক কোরআন তেলাওয়াত, আল্লাহর নামের জিকর এবং আজান দ্বারা তাকে জ্বালিয়ে দেয়া যাবে।

জিন যদি চলে যাওয়ার অঙ্গীকার করে তাহলে আল্লাহর শুকরিয়া। কিন্তু উত্তম হল বের হওয়ার আগে তার কাছ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার এবং পুনরায় ফিরে না আসার অঙ্গীকার নেয়া। সে চিকিৎসকের সাথে সাথে এ ওয়াদা উচ্চারণ করবে

১. সাপ্তাহিক আল-মোসলেমুন-সংখ্যা-২৫৩, ৮-১৪ ডিসেম্বর-১৯৮৯ জেদ্দা।

'আমি আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি আমি তার শরীর থেকে বেরিয়ে যাব, পুনরায় ফিরে আসব না এবং অন্য কাউকে আর কষ্ট দেব না। আমি ওয়াদা ভঙ্গ করলে আমার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিশাপ। হে আল্লাহ! আমি যদি সত্যবাদী হই, তাহলে আমার বেরিয়ে যাওয়াকে সহজ করে দাও। আর যদি মিথ্যুক হই, তাহলে মুমিনদেরকে আমার উপর নিয়ন্ত্রণকারী বানিয়ে দাও। আমি যা বললাম, আল্লাহকে এর উপর স্বাক্ষী রাখলাম।'

জিন ওয়াদা ভঙ্গ করলে, রোগীর কানে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো পড়তে হবে ঃ

(১) يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لَاتَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطَانٍ۔

(সূরা আর-রাহমান-৩৩)

(২) اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمَانَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلَّا تَعْلُوْا عَلَىَّ وَاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ۔

(সূরা নামল-৩০-৩১)

(৩) সূরা যিলযাল

এগুলো পড়লে জিন নতিস্বীকার করতে বাধ্য হবে। কোন কোন সময় জিন অল্প বয়স কিংবা কম অভিজ্ঞতার কারণে রোগীর শরীর থেকে বের হওয়ার পদ্ধতি নাও জানতে পারে। সে তা স্বীকার করবে এবং বেরিয়ে যাওয়ার উপায় জানতে চাবে। তখন সূরা ইয়াসিন ও সূরা আর-রাহমান পূর্ণ পাঠ করতে হবে এবং রোগীর ডান কানে আজান দিলে জিন বেরিয়ে যাবে।

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) বলেছেন ঃ[১] শরীরে জিন ঢুকলে রোগী অচেতন হয়ে পড়ে। ঢুকার সময় অনেকের বুকে ব্যথাও হয়ে থাকে এবং দাঁতে খিল লাগে, চোখ বন্ধ করে রাখে যা খোলা খুবই কষ্টকর। রোগীর দাঁত ও চোখ খোলার জন্য জোরাজুরি করা উচিত নয়। রোগের চিকিৎসা হলে এগুলো এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে।

তাঁর মতে, জিন তাড়ানোর জন্য জিনকে হাজির করা দরকার। অনেক সময় জিন রোগীর উপর আছর করে চলে যায়। মাঝে মাঝে আসে। চিকিৎসক তাকে তাড়ানোর চেষ্টা করলে সে যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে কিভাবে তাড়াবে? জিন হাজির করার জন্য তিনি কিছু পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। যথা ঃ

১. বেহেশতী জেওর-৯ম খণ্ড।

১. ৭ বার সূরা ফাতেহা পড়ে রোগীকে ফুঁ দিতে হবে
৭ বার আয়াতুল কুরসী পড়ে রোগীকে ফুঁ দিতে হবে
৭ বার সূরা কাফিরূন পড়ে রোগীকে ফুঁ দিতে হবে
৭ বার সূরা এখলাস পড়ে রোগীকে ফুঁ দিতে হবে
৭ বার সূরা ফালাক পড়ে রোগীকে ফুঁ দিতে হবে
৭ বার সূরা নাস পড়ে রোগীকে ফুঁ দিতে হবে

রোগীর উপর জিনের আছর থাকলে এভাবে ফুঁ দিলে রোগি রেগে উঠবে। যাদু হলে আছর একটু কমবে, কিন্তু পুরো নিরাময় হবে না। শারীরিক অসুখ হলে রোগ একইভাবেই থাকবে। তিনদিন পর্যন্ত এর ফলাফল দেখে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে যে এটা জিনের আছর কি না।

২. রোগীর হাতের তালু ও কপালে নিম্নোক্ত জিনিসগুলো লিখতে হবে।

سَلْمَطِيْعٌ > مَهْطَطِيْع > مَيْهُوْب > دَيْهُوْب

اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ

اِصْرَعْ بِحَقِّ بَطَرْ زَهَجْ واح

−(সূরা ইয়াসিন-৫৩)

তারপর উক্ত নাম ও আয়াত পড়ে রোগীকে ১০/১৫ মিনিট ফুঁ দিতে হবে। তখন জিন আসবে।

৩. এরপরও হাজির হতে দেরী হলে উক্ত নামগুলো এবং আয়াতটি কাঠের পবিত্র প্লেটের উপর এবং ডালিমের শক্ত ডালের উপর লিখবে। ডালের উপর নিম্নোক্ত লেখাগুলোও লিখবে ঃ

هذف اصه ١١ح ١١١طر٨

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ . اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ . اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ .

ডালে লেখা শেষে চিকিৎসক সজোরে তা কাঠের প্লেটের লিখিত স্থানে রাগের সাথে আঘাত করতে থাকবে এবং ধারণা করবে যে, আমি জিনের অমুক জায়গায় আঘাত করছি। এরূপ করলে এক ঘণ্টার মধ্যে জিন হাজির হবে।

জিনকে আটক করা

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) জিনকে আটক করার জন্য কিছু পদ্ধতির কথাও উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হল–

১. ৫ হাত সূতাকে পাকিয়ে দ্বিগুণ করতে হবে। তারপর–

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَاَكِيْدُ كَيْدًا : فَمَهِّلِ الْكَافِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ـ

(সূরা তারেক ১৫-১৭)

এ আয়াতটি ২৫ বার পড়বে এবং প্রত্যেকবার রশির একটি গিরায় ফুঁ দেবে। এটা আগেই প্রস্তুত করে রাখতে হবে। জিন হাজির হয়ে রোগীর শরীরে প্রবেশ করলে রোগি চোখ বন্ধ এবং দাঁত খিল মেরে থাকবে। তখন চুপে চুপে তাড়াতাড়ি রোগীর বাম বাহুতে শক্ত করে রশিটি বেঁধে দিতে হবে এবং একবার নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়ে বাঁধা সূতার উপর ফুঁ দিয়ে রুমাল দ্বারা ঢেকে রাখতে হবে যেন রোগী তা স্পর্শ করতে না পারে।

فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُوْنَ ـ اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ـ

২. জিন হাজির হয়ে রোগীর শরীরে প্রবেশ করলে একটা ছুরি বা চাকুর উপর তিনবার নিম্নোক্ত দোআটি পড়ে ফুঁ দিতে হবে এবং তা দিয়ে রোগীর চারদিকে মাটিতে গোল দাগ দিলে জিন পালাতে পারবে না।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ گرد باگرد هزار حصار باد مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ گرد اں حصار بستم قفل ـ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ـ

৩. হঠাৎ জিন হাজির হলে এবং রোগী চোখ বন্ধ করলে সূতা বা ছুরি না পেলে ৬ বার নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়ে রোগীর বাম হাতের বাহু খুব জোরে চেপে ধরে নিয়ত করতে হবে। আমি তাকে ধরেছি, সে ছুটতে পারবে না।

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَاتُرْجَعُوْنَ ـ

(সূরা আল-মুমেনূন-১১৫)

৪. অবাধ্য জিনকে শাস্তি দেয়ার সময় রোগী ক্ষিপ্ত হলে বা জোর-জবরদস্তি করলে সূরা জিনের প্রথম ৪ আয়াত তিনবার পড়ে রোগীর দু'হাতে কব্জি চেপে ধরে নিজের ডান হাতের তর্জনী ঘুরিয়ে কব্জিতে গোলক রেখা টানবে। রোগীর দু'পায়ের ছোট গিরাতেও অনুরূপ করবে। এর ফলে জিন জোরপূর্বক চিকিৎসকের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

জিনের শাস্তি

চিকিৎসক কামেল-বুজুর্গ হলে তিনি কখনও প্রথমে জিনকে শাস্তি দেবেন না। কেননা, কোন কোন সময় এর পরিণাম খুবই খারাপ হয়ে থাকে। কাজেই প্রথমাবস্থায় তিনি সহজভাবে নিজস্ব প্রভাব দ্বারা জিনকে রোগী থেকে সরানোর চেষ্টা করবেন। এতে যদি কাজ না হয়, তাহলে ঐ জিনের দ্বারা তার আত্মীয়-স্বজন কেউ থাকলে তাদেরকে হাজির করতে বাধ্য করবেন এবং জিনটিকে তাদের হাতে অর্পণ করে দেবেন। তাদের কাছ থেকে লিখিত ওয়াদা রাখবেন যেন পুনরায় সে আক্রমণ করলে তাকে মেরে ফেললে বা অন্য কোন শাস্তি দিলে তারা কেউ যেন কোন আপত্তি না করে। এ চুক্তিটি খুব মজবুত হওয়া দরকার। কেননা, শেষ পর্যন্ত যদি তাকে মেরেই ফেলতে হয় তবে যেন তাকে কেউ আক্রমণ না করে। এরূপ না করে প্রথমাবস্থায় কঠোর শাস্তি দিলে বা মেরে ফেললে শেষে হাজার হাজার জিনের আক্রমণ হলে তখন বিপদের আর সীমা থাকবে না। এজন্য খুব সতর্কতার সাথে কাজ করতে হবে।

জিনকে শাস্তি দানের প্রক্রিয়াগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. বিনা পরীক্ষা বা পরীক্ষার মাধ্যমে জিনের আক্রমণ প্রমাণিত হলে প্রথমে তাকে অঙ্গীকার করে চলে যাওয়ার জন্য বলতে হবে। এতে সে চলে গেলে এটা খুবই নিরাপদ।

২. সহজে না গেলে ১ বোতল পানিতে ১ বার সূরা জিন প্রথম ৫ আয়াত পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে ঐ পানি খুব জোরে ৭/৮ বার রোগীর মুখে নিক্ষেপ করবে। এতে রোগী স্বেচ্ছায় চোখ বন্ধ করে আঙ্গুল দ্বারা কোন একদিকে ইশারা করবে। যদি ইশারা না করে চুপ করে থাকে, তাহলে আরো কয়েকবার জোরে মারলে রোগী চোখ বন্ধ করে মুখেই বলবে, ঐদিকে গেল। তখন ইশারাকৃত দিকে বাকি পানিটুকু ছিটিয়ে দিলে জিন পালিয়ে যাবে এবং অপেক্ষাকৃত একটু সৎ জিন হলে আর আক্রমণ করবে না।

৩. বিসমিল্লাহসহ আয়াতুল কুরসী ৭ বার এবং يَاقَهَّارُ ১০১ বার পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে ঐ পানি রোগীকে খাওয়াতে হবে।

৪. রোগীর বাম কানে নিম্নোক্ত আয়াত ৭ বার পড়ে ফুঁ দিতে হবে ঃ

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ۔

–(সূরা সোয়াদ-৩৪)

৫. রোগীর কানে ৭ বার আযান এবং সূরা ফাতেহা, সূরা ফালাক, সূরা নাস, আয়াতুল কুরসী, সূরা তারেক, সূরা হাশরের ২১-২৪নং আয়াত এবং সূরা সাফ্ফাত পড়ে ফুঁ দিলে জিন চলে যাবে।

৬. রোগীর কানে সূরা আল-মুমিনূনের ১১৫-১১৮নং আয়াত জোরে জোরে পড়ে ফুঁ দিলে জিন খুব কষ্ট পেতে থাকে। রোগীর কাছে বসে ঐ আয়াতগুলো জোরে পড়তে থাকলে জিনের গায়ে জ্বালা-যন্ত্রণা সৃষ্টি হয়। জিনেরা এ আয়াতগুলোকে খুব ভয় পায়।

৭. রোগীর দু'পাশে দু'জন হাফেজ বসে সূরা সাফ্ফাত দু'বার পড়লে জিন জ্বলে যায়।

৮. মাটিতে কৃত্রিম ও কুৎসিত শয়তানের মূর্তি এঁকে সূরা সাফ্ফাতের প্রথম হতে طِيْنٍ لَازِبٍ পর্যন্ত একবার পড়ে ডালিমের ডাল দ্বারা ঐ মূর্তির উপর সজোরে এক নিঃশ্বাসে ১৫/১৬টি আঘাত করলে এবং রাগান্বিত অবস্থায় এ ধারণা করলে যে, আমি উক্ত জিনের হাড় ভেঙ্গে ফেলে দিচ্ছি, তাহলে নিশ্চয়ই জিন পলায়ন করবে এবং যা ইচ্ছা তাই তাকে দিয়ে বলানো যাবে। যখন অসংখ্য জিনের আক্রমণ হয়, তখনও এর দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

৯. সূরা জিন ৭ বার পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে ঐ পানি রোগীর মুখে ছিঁটিয়ে দিলে জিন কথা মানতে বাধ্য হবে।

১০. নিম্নোক্ত ৩৩ আয়াত সম্পূর্ণ পড়ে রোগীকে ফুঁ দিলে জিন পালিয়ে যায়। গভীর নিদ্রা হয়ে রোগী সুস্থ হয়ে যাবে। পানিতে ফুঁ দিয়ে যেখানে ছিঁটিয়ে দেবে সেখানে জিন-শয়তান থাকতে পারে না। এর আরো বহু গুণাগুণ রয়েছে। চিকিৎসক ক্রমান্বয়ে তা লক্ষ্য করতে পারবেন। আয়াতগুলো হল– সূরা ফাতেহা, সূরা বাকারার ১ম ৫ আয়াত, ১৬৩নং আয়াত, আয়াতুল কুরসী (অর্থাৎ সূরা বাকারার ২৫৫ ও ২৫৬ নং আয়াত) সূরা বাকারার শেষ তিন আয়াত, সূরা আলে ইমরানের ১৮ নং আয়াত, সূরা আরাফের ৫৪ নং আয়াত, সূরা মুমেনূন-এর ১১৬-১১৮নং আয়াত, সূরা সাফ্ফাতের ১ম ১১ আয়াত, সূরা হাশরের ২২-২৪নং আয়াত, তারপর وَّأَنَّهٗ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا এরপর সূরা এখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস এবং সবশেষে এ দোআটি ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمُ ـ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

১১. একাধিক কিংবা শত শত জিনের আক্রমণ হলে রোগীর কাছে বসে একজন সূরা ইউনুস এবং আরেকজন সূরা ইয়াসিন জোরে জোরে পড়বে। একজন সূরা সাফফাত পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে ঐ ঘরে ছিঁটাবে। রোগীর মুখেও কিছু ছিঁটাবে। তখন ৪ জন হাফেজে কোরআন রোগীর ২ হাত ও ২ পায়ের কাছে বসে প্রত্যেকেই সূরা জিন শেষ করে রোগীর হাত পায়ের আঙ্গুল একটু জোরে টানবে এবং নিয়ত করবে যে সে জিনকে ছিঁড়ে ফেলছে। এরূপ করলে জিন আহত হবে ও শাস্তি পাবে। কিন্তু রোগী মেয়েলোক হলে এরূপ করা যাবে না। তখন ৮নং তদবীর করতে হবে। অসংখ্য জিনের আক্রমণ হলে ৮নং এবং ১১নং তদবীরের বিশেষ উপকারিতা পাওয়া যাবে। তবে এর সাথে সূরা মুমিনূনের اَفَحَسِبْتُمْ আয়াতটিও জোরে পড়তে হবে।

১২. জিনেরা দলে দলে আক্রমণ করলে তখন কয়েকজন হাফেজে কোরআনকে রোগীর নিকট রাখা চাই। তারা নাবালেগ হলে ভাল। তারা জোরে সূরা সাফ্ফাত-এর প্রথম ৫ আয়াত, সূরা মুমিনূনের اَفَحَسِبْتُمْ এই আয়াতটি এবং সূরা জিনের ১ম চার আয়াত পড়বে।

১৩. পরিস্থিতি এরূপ ভয়াবহ রূপ ধারণ করলে ৮ বার সূরা সাফ্ফাত পুরো পড়ে প্রত্যেকবার পানিতে ফুঁ দিতে হবে। অনুরূপভাবে ৮ বার সূরা জিন পড়ে প্রত্যেক বার পানিতে ফুঁ দিয়ে ঐ পানি রোগীর কামরার বাইরে চারদিকে খুব জোরে ছিঁটাতে হবে এবং ধারণা করতে হবে যে, কামরায় একটা জিনও ঢুকতে পারবে না। ফলে জিনেরা সবাই একত্রিত হয়ে কামরায় ঢুকতে পারবে না। দু'একটা করে ঢুকবে। তখন ৮নং তদবীর দ্বারা শাস্তি দিতে হবে। তবে কামরার ভেতরের লোকেরা যেন ভয় না পায়। বরং উল্টা তর্জন-গর্জন করে জিনদেরকে ভয় দেখাবে।

১৪. এ সময় যদি কোন দৈত্য জিন রোগীকে তুলে নেয়ার চেষ্টা করে তখনই বাচ্চা হাফেজদেরকে রোগীর বুকের উপর বসিয়ে দেবে যেন ঐ হাফেজেরা اَفَحَسِبْتُمْ এ আয়াতটি তিনবার পড়ে নিজ শরীরের ওজন রোগীর উপর রাখে। ফলে জিন রোগীকে নিয়ে যেতে পারবে না। সাথে সাথে জিনকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। তাতেও যদি জিন দমন না হয়, তাহলে তাকে পুড়িয়ে মারতে হবে।

১৫. উপরোক্ত তদবীরগুলো শেষ হয়ে গেলে এবং দুর্দান্ত জিন পলায়ন না করলে শেষ পর্যায়ে নিম্নের কথাগুলো একটি কাগজে লিখে ভাঁজ করতে হবে।

فِرْعَوْنُ هَامَانُ قَارُوْنُ نَمْرُوْدُ اِبْلِيْسُ كُلُّهُمْ فِى النَّارِ وَاِخْوَانُهُمْ وَاَحْبَابُهُمْ۔

এরপর তাতে বাদাম তেল মাখিয়ে লোহা দ্বারা আগুনে ধরবে, হাতে ধরা যাবে না। রোগীর নাক সোজা আধা হাত নিচে কাগজটি পুড়িয়ে দেবে। একটি কাগজ পোড়া হলে একটি জিন পুড়ে যাবে। এ তদবীরে যাদু ও জিন পুড়ে মরবে। জিনের প্রবল আক্রমণের সময় এটাই একমাত্র মারণাস্ত্র। জিন জ্বলে গেলে রোগী চেতনা লাভ করবে এবং তার জিহ্বা বেরিয়ে আসবে। খুব পানি পান করতে চাইবে। তখন বেশি পানি পান করতে দিতে হবে। মাওলানা থানবী (রঃ) বলেন ঃ এটা আমার বহু পরীক্ষিত এবং এক জিন থেকে তা শিক্ষাপ্রাপ্ত। এ সময় জিনকে খুব কষ্ট দিয়ে মারতে হলে اَفَحَسِبْتُمْ আয়াতটিও পড়তে হবে।

অন্য পদ্ধতিতে জিনকে শাস্তি কিংবা পোড়াবার সময় যাদু দ্বারা প্রবিষ্ট জিন আগুন দ্বারাও পুড়তে চায় না। এমন হলে, রোগীর মুখে একবার থুথু দিলে যাদু নষ্ট হয়ে যায়। দূর থেকে তাকিয়ে থাকলেও ঐ লেখাযুক্ত কাগজের মাধ্যমে জিন পুড়ে যাবে।

উল্লেখিত সকল চিকিৎসা প্রক্রিয়ার মূল উৎস হল কোরআন এবং আল্লাহর সাহায্য ও আশ্রয় গ্রহণ। প্রত্যেক চিকিৎসকের তাকওয়া-পরহেজগারী, অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা জিন আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসার মৌলিক বিষয়। আল্লাহর রহমতের কাছে শয়তানের কলাকৌশল অত্যন্ত দুর্বল।

জিন আক্রান্ত রোগীসহ বিভিন্ন রোগীর চিকিৎসার উদ্দেশ্যে কালি দিয়ে কোরআনের আয়াত লেখা এবং তা ধুয়ে পান করা জায়েয। ইমাম আহমদসহ অন্যদের মত তাই। তারা প্রমাণ হিসেবে বলেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বিপদগ্রস্ত লোকদেরকে বিপদের দোআ এবং কোরআনের নিম্নোক্ত দু'টো আয়াত লিখে দিয়েছেন ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ ۔ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۔

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ـ

-(সূরা নাযিআত-৪৬)

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ط

بلاغ ج فهل يهلك الا القوم الظالمون ـ

-(সূরা আহকাফ-৩৫)

ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, দুর্বোধ্য শব্দ ও বাক্য দ্বারা কোন রোগের চিকিৎসা করা যাবে না। তাতে শিরক ও বেদআতের শব্দাবলী থাকতে পারে। নবী করীম (সঃ) শিরক না হলে যেকোন বাক্য দিয়ে ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন এবং বলেছেন, কেউ যদি তার মুসলিম ভাইয়ের উপকার করতে পারে সে যেন তা করে। আল্লাহর কোরআনই জিন-ভূতের আক্রমণের চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট। অন্যান্য রোগেরও চিকিৎসা করা যায়। আল্লাহ এ কোরআনকে মানুষের শরীর ও মনের চিকিৎসা, রহমত ও আশীর্বাদ হিসেবে নাজিল করেছেন। কোরআনের আয়াতের যে ফজীলত, আল্লাহর নাম ও জিকরের যে বরকত– তা অন্য কিছুতে নেই। এর ফলে রোগ নিরাময় খুবই সহজসাধ্য ব্যাপার।

যেসব কারণে জিন বশীভূত হয়

কাফের ও জিন শয়তান কুফর, শিরক এবং আল্লাহর নাফরমানীকে পসন্দ করে। এজন্য তারা মন্দ কাজ, কামনা-বাসনা, গোমরাহী, ধোঁকাবাজি ইত্যাদিতে জড়িত থাকে এবং আল্লাহর শাস্তির যোগ্যতা অর্জন করে।

মানুষের মন-মানসিকতা ও মেজাজ-মর্জী নষ্ট হলে ক্ষতিকর ও লোভনীয় জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তখন তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি, দীনদারী, চরিত্র, শরীর ও সম্পদ নষ্ট হয়। শয়তান নিজেই খবীস। তাই সে তাবিজ-তুমার, যাদু-মন্ত্র ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট হয়। কুফর-শিরক জাতীয় তন্ত্রমন্ত্র তার কাছে খুব লোভনীয়। বরং এটা শয়তানের প্রতি তাদের ঘুষ। এ ঘুষের কারণে শয়তান তাদের এমন কিছু প্রয়োজন পূরণ করে দেয় যা নাজায়েয। যেমন, কেউ কাউকে হত্যার জন্য কিংবা অশ্লীল কাজ করার জন্য টাকা-পয়সা দেয়। তাবিজ-তুমার ও মন্ত্রকারীরা নাপাক জিনিস দিয়ে আল্লাহর বাণী লেখে, কোন সময় সূরা এখলাসের আয়াতগুলোকে নাপাক জিনিস, রক্ত ও ময়লা-আবর্জনা দিয়ে উল্টা করে লেখে। শয়তান তাতে খুব সন্তুষ্ট হয়। তারা শয়তানকে সন্তুষ্টকারী কথা-বার্তা বলে কিংবা লেখা লিখে, পানি ঘোলা করে, বিসমিল্লাহ না বলে কোন কিছু খায় বা জবেহ করে। তাতে শয়তান সন্তুষ্ট হয়ে তাদের কিছু ইচ্ছা ও কামনা-বাসনা পূরণে সাহায্য করে।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক নাদীম তাঁর 'ফেহরেস্ত' কিতাবে লিখেছেন, কোরআন ও হাদীসের অনুসারী চিকিৎসকরা মনে করেন, তারা আল্লাহর আনুগত্য করার কারণে, আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি, শয়তান ও প্রেতাত্মা থেকে পানাহ, খারাপ কামনা-বাসনা থেকে দূরে অবস্থান এবং ইবাদাতের কারণে জিন-ভূত তাদের কথা শুনে। আল্লাহর দোহাই বা কসম অথবা আল্লাহর ভয়ে জিনেরা তাদের আনুগত্য করে। কেননা, আল্লাহর নামের মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা তাদেরকে পরাভূত ও অপমানিত করতে সক্ষম।

পক্ষান্তরে, পাপী ও অনিষ্টকারী যাদুকর ও মন্ত্রকারীরা মনে করে, শয়তান, জিন ও প্রেতাত্মা তাদের আনুগত্য ও আদেশ-নিষেধ মেনে চলে। তারা তাদেরকে দাস হিসেবে ব্যবহার করে এবং গুনাহ, হারাম ও নিষিদ্ধ কাজের নজরানা পেশ করে। তারা আল্লাহর ঐ সমস্ত আদেশ-নিষেধ অমান্য করে যার দ্বারা শয়তান সন্তুষ্ট হয়। যেমন, নামাজ-রোজা ত্যাগ করা, খুন-খারাবী করা, মুহরিম নারীকে বিয়ে-শাদী করা ইত্যাদি।

যাদুসহ খারাপ পদ্ধতি অনুসরণের ব্যাপারে মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক নাদীম বলেছেন, ইবলিশ কন্যা মাদাখ তাদেরকে ঐ কাজের অনুমতি দিয়েছে। বলা হয় যে, মাদাখ হল ইবলিশের ছেলের কন্যা। সাগরে মাদাখের সিংহাসন আছে। কেউ যখন তার সন্তুষ্টি কামনা ও অবৈধ কাজের সাহায্য চায় তখন সে এ সকল খারাপ কাজে সাহায্য করে থাকে।

কেউ কেউ বলেছেন, ইবলিশ নিজেই মাদাখ। অন্যদের মতে, মাদাখ তার আসনে বসা থাকে। তার অনুগতরা তাকে সাজদা করে। এরপর সে তার নৈকট্য অর্জনকারীদের ইচ্ছা পূরণের নির্দেশ দেয়।

ইবনে তাইমিয়া (রঃ) বলেছেন। যারা জিনদেরকে খারাপ কাজে ব্যবহার করে তাদের অনেকের ধারণা, হযরত সোলায়মান (আঃ) জিনদেরকে ঐ সকল মন্ত্রতন্ত্র ও খারাপ পদ্ধতি প্রয়োগ করে ব্যবহার করেছেন। একাধিক অতীত বুজুর্গানে বলেছেন, সোলায়মান (আঃ)-এর ইন্তেকালের পর শয়তান কুফরী ও যাদুবিদ্যা লিখে তাঁর সিংহাসনের নিচে রেখে দেয় এবং প্রচার করে বেড়ায় যে, সোলায়মান (আঃ) জিনদেরকে ব্যবহার করার জন্য এ বিদ্যা প্রয়োগ করতেন। ফলে আহলে কিতাবের একটি দল সোলায়মান (আঃ)-এর সমালোচনা করে। পক্ষান্তরে, আরেক দল মনে করে, এটা যদি সত্য ও জায়েয না হত, তাহলে সোলায়মান (আঃ) তা কিভাবে প্রয়োগ করেছেন? সোলায়মান (আঃ)-এর প্রতি ত্রুটির কারণে উভয় দলই গোমরাহ হয়েছে।

ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, শয়তানের অনুসারী মন্ত্রকারীরা অনেক সময় তাদের মন্ত্রতন্ত্র কিংবা তাবিজ-তুমার দিয়ে জিনকে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়। তারা মানুষের উপর আক্রমণকারী জিনকে আটক কিংবা হত্যা করতে সক্ষম হয় না। তা সত্ত্বেও তাদের ধারণা যে, তারা জিনকে আটক কিংবা হত্যা করতে পেরেছে। শয়তান আওয়াজ বিকৃত করে তাদেরকে ভুল ধারণা দেয়ার চেষ্টা করে। মূলকথা, এ সকল মন্ত্রবাজ ও যাদুকরদের কাছে যাওয়া হারাম।

জিনগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসা পদ্ধতির সমালোচনা

পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থিত উম্মুল কোরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ হোসনী মোআজ্জিন বলেছেন, জিনগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসায় কোরআন ও হাদীসের যথার্থ পদ্ধতির অনুশীলন করা উচিত। তাতে বেশ-কম করা কিংবা বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়। মহানবী (সঃ) যে পদ্ধতিতে চিকিৎসা করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, আমাদেরও তাই করা দরকার। তিনি জিনগ্রস্ত রোগীর প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতির নিম্নোক্ত কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেছেন ঃ[১] প্রচলিত পদ্ধতিতে চিকিৎসকরা রোগীর শরীরের জিনকে দিয়ে কথা বলায়, কিভাবে সে শরীরে ঢুকেছে এবং বের হবে কিনা, হলে কিভাবে হবে-ইত্যাদি বিষয়ে জিজ্ঞেস করে। জিন সেগুলোর উত্তর দেয়। নবী করীম (সঃ) জিনদেরকে দিয়ে কথা বলান নি। তিনি সরাসরি আদেশ দিয়েছেন, 'হে আল্লাহর দুশমন, বের হও, আমি আল্লাহর রাসূল। তিনি জিনকে কোন কথা বলার সুযোগ দেননি। কাফের কিংবা ফাসেক জিনই মানুষের ক্ষতি করে। তারা সত্য কথা কমই বলে। বেশির ভাগ মিথ্যা কথা বলে। শয়তানের অস্ত্রই হল মিথ্যা বলা। তাই তার কথার কোন বিশ্বাস নেই। আর এজন্য তাকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করারও প্রয়োজন নেই। সে যদি কিছু বলেও তাহলে তা যে মিথ্যা নয় তার কি প্রমাণ ? তিনি প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেন, চিকিৎসক জিনকে রোগীর শরীর থেকে বের করার জন্য রাজী করার পর জিজ্ঞেস করে, তুই এখন রোগীর শরীরের কোন্ জায়গায় ? জিন বলে ঃ 'মাথায়'। একটু পরে জিজ্ঞেস করে, এখন কোথায় ? জিন বলে, 'পায়ে।' এখন প্রশ্ন হল, পায়ে এসে সে রোগীর মুখ দিয়ে কিভাবে কথা বলে ? এটা কি জিনের মিথ্যা কথা নয় ? জিনকে কথা বলার সুযোগ দেয়ায় এক ব্যক্তি তার মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছে। পরে মাকে সম্পূর্ণ বয়কট করেছে। কারণ হল, জিন বলেছে, মা তার স্ত্রীর জন্য যাদু করে ঐ

১. সাপ্তাহিক আল-মোসলেমুন-সংখ্যা-৬৪২, ২৩ শে মে, ১৯৯৭, জেদ্দা, সৌদি আরব।

জিন এনেছে। কথা বলতে না দিলে এ অন্যায়টি সংঘটিত হত না। জিন কথা বলে, হাসে-কাঁদে, খায় ও পান করে এগুলো সত্য। জিনগ্রস্ত রোগিকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দেয়ার পর সে রোগির মুখ দিয়ে কথা বলে না কেন? তাহলে কি জিনের উপরও ঘুমের ওষুধের প্রভাব পড়ে? এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, মানুষের চেতনা থাকলেই কেবল জিন আছর করতে পারে, অচেতন অবস্থায় পারে না। শয়তান চেতনা থাকা অবস্থায় মানুষের বিবেককে দিয়ে কথা বলায়, জিহ্বাকে দিয়ে নয়। অর্থাৎ সে বিবেকের উপরই আছর করে।

তিনি আরো বলেন, তিন কারণে জিনের আক্রমণ হয় বলে প্রচলিত আছে।

১. যাদু। জিন বলে, আমি যাদুর মাধ্যমে আটকা পড়েছি। আমি বের হলে অন্যান্য জিনেরা আমাকে মেরে ফেলবে। অথচ আমরা কোরআনী পদ্ধতি জানি যে, যাদু অহীর মাধ্যমে নবীদের কাছে প্রকাশ পায় আর স্বপ্নের মাধ্যমে প্রকাশ পায় নেক লোকদের মাঝে। তারপর সে যাদু তুলে নষ্ট করে দিলে যাদুর প্রভাব খতম হয়ে যায়। নবী (সঃ)-এর বিরুদ্ধে লবীদ বিন আসেম যাদু করায় তিনি অহী দ্বারা তা জানতে পারেন, এরপর যাদু তুলে নষ্ট করে দেয়ার পর তিনি যাদুর ক্ষতি থেকে মুক্ত হন। স্বয়ং জিন যাদুর সংবাদ দেয়ার কথা নয়।

২. জিনের আছরের ২য় কারণ হল, ঐ ব্যক্তি উপর থেকে বিসমিল্লাহ বলে লাফ না দেয়ায় জিনের উপর পড়েছে, কিংবা দোআ না পড়ে পেশাব করায় তাও জিনের উপর পড়েছে কিংবা ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করায় জিন কষ্ট পেয়েছে। সে কারণে জিন প্রতিশোধ নেয়। ডঃ হোসনী মোআজ্জিন বলেন, এ সকল বক্তব্যের স্বপক্ষে হাদীসে কোন প্রমাণ নেই। হাদীসে যা এসেছে তাহল– ঘরের সাপকে চলে যাওয়ার অনুরোধ না জানিয়ে হত্যা করলে জিন প্রতিশোধ নেয়। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, পেশাবখানা-পায়খানায় জিনেরা বাস করে। তাই তোমরা টয়লেটে গেলে এ দোআ পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ ـ

এ দোআটি পড়লে জিনেরা আর সতর দেখতে পারে না। দোআটি সতর ও তাদের চোখের মধ্যে আড়াল হয়ে যায়। এখানে প্রতিশোধ নেয়ার পক্ষে কিছু বলা হয় নি।

৩. ৩য় যে কারণ উল্লেখ করা হয় সেটা হল, মানুষের প্রতি জিনের আসক্তি ও ভালবাসা। এর প্রমাণ হিসেবে কোরআনে সূরা আর-রাহমানে বর্ণিত আয়াতটি

উল্লেখ করা হয়। لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ "ইতিপূর্বে বেহেশতের হুর-বালার সাথে কোন মানুষ ও জিন সহবাস করেনি।" তিনি বলেন– এর অর্থ হল, মানুষ ও জিনের জন্য হুর থাকবে। জিনের জন্য নির্ধারিত হুরের সাথে ইতিপূর্বে কোন জিন এবং মানুষের জন্য নির্ধারিত হুরের সাথে কোন মানুষ সহবাস করেনি। এর দ্বারা মানুষের প্রতি জিনের ভালবাসা প্রমাণ হয় না।

তাঁর মতে, জিন-শয়তানের আক্রমণের জন্য এগুলো কোন কারণ নয়। শয়তানের কাজই হল মানুষের ক্ষতি করা। তাই সে ক্ষতি করবেই। কারণটা বড় কথা নয়।

ডঃ হোসনী মোআজ্জিন জিনগ্রস্ত রোগীকে মেরে জিন তাড়ানোর বিরোধীতা করেন। মার রোগীর উপর নয়, জিনের উপর পড়ে– তিনি একথারও বিরোধীতা করেন। কেননা, নবী করীম (সঃ) থেকে বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা রোগী মেরে জিন তাড়ানোর কথা প্রমাণিত নয়। নবী (সঃ) এক রোগীর পিঠে মারতে গিয়ে অন্য একজন তাঁর বগলের নিচের শুভ্রতা দেখেছেন মর্মে বর্ণিত হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ নয়। একথা কি করে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? কেননা, জিন আক্রান্ত রোগী হল একজন অচেতন ব্যক্তি। জিন তার বিবেক শক্তির উপর আছর করায় সে অচেতন। এমতাবস্থায় তার শরীরে মার দিলে, চেতনা ফিরে আসার পর সে তা অনুভব করতে পারবে না এ কথা বোধগম্য নয়। তাই মার দিয়ে জিন তাড়ানো ঠিক নয়। কেননা, খারেজা বিন সলতের বাবা যখন একজন পাগলকে লোহার সাথে বাঁধা দেখে চিকিৎসা শুরু করেন, তখন তিনি শুধু সূরা ফাতেহা পাঠ করেন বলে বর্ণিত আছে, মারের কোন কথা তাতে নেই। ডঃ মোআজ্জিন বলেন, যারা মার দিয়ে জিন তাড়ায়, পরে দেখা যায়, জিন আবার ফিরে আসে এবং আক্রমণ করে। এর কারণ একটাই। আর তা হল, নবী করীম (সঃ)-এর পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয় নি।

নবী করীম (সঃ) শয়তানকে গলা টিপে ধরায় তাঁর হাত মোবারকে শয়তানের জিহ্বার শীতলতা অনুভব হওয়ার উপর ভিত্তি করে অনেকে রোগীকে গলা টিপে ধরেন যেন জিন চলে যায়। ডঃ মোআজ্জিনের মতে, এর উপর কেয়াস বা তুলনা করে জিনগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসা করা উচিত নয়। কেননা, হাদীসে এসেছে, হাই তোলার সময় মুখে হাত না দিলে শরীরের ভেতর জিন ঢুকে। রাত্রে ঘুমালে নাসিকারন্ধ্রে শয়তান ঢুকে মর্মে হাদীস রয়েছে। তাছাড়া শয়তান এমনিতেই তো মানুষের শিরা-উপশিরায় চলাচল করে। শয়তান শরীরের ভেতর

ঢুকলেই মানুষ অচেতন হয় না, যে পর্যন্ত না বিবেকের উপর আছর করে। তাই মার দিয়ে তাকে কতক্ষণ পর্যন্ত তাড়ানো যাবে ? সে তো সব সময় শরীরের মধ্যে প্রবেশ করছেই, কিন্তু সব সময় মানুষকে পাগল বানাচ্ছে না।

ডঃ হোসনী মোআজ্জিনের সমালোচনাকে সামনে রেখে বলতে হয়, এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু জিনগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসার ব্যাপারে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) সহ অন্যান্যদের অভিজ্ঞতারও মূল্য রয়েছে। জিনকে মারলে সে যদি কষ্ট না পায়, তাহলে সে মারের চোটে চিৎকার করে কেন ? রোগীতো অচেতন। মারের চোটে চলেও যায় কেন ? আসলে উভয় বক্তব্যের মধ্যে সমন্বয় দরকার। কোন সময় মারও দরকার হতে পারে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মারের প্রয়োজন নেই। কোরআন পাঠ ও হাদীসে বর্ণিত দোআই হল মৌলিক চিকিৎসা।

তাছাড়া শয়তান যেসব তথ্য দেয় তা সব সময় মিথ্যা নাও হতে পারে। যেমন, বোখারী শরীফে ফিতরার মাল পাহারার জন্য নবী করীম (সঃ) হযরত আবু হোরায়রাকে নিযুক্ত করেন। প্রথম দু'বার শয়তান মিথ্যা বলে মুক্তি পায়। ৩য় বার সে আবু হোরায়রার কাছে কঠোরভাবে ধরা খাওয়ায় মুক্তির জন্য একটি সত্য বাণী বলে। সেটি হল, শোয়ার সময় আয়াতুল কুরসী পড়লে শয়তান ভোর হওয়া পর্যন্ত আর কোন ক্ষতি করতে পারে না। নবী করীম (সঃ) শুনে বলেন ঃ আগের দু'রাত সে মিথ্যা বলেছে। কিন্তু আজকে সত্য বলেছে। এ হাদীসটি পরে আমরা বিস্তারিত উল্লেখ করব। শয়তান কদাচিত সত্য বলে। অধিকাংশ সময়ই মিথ্যা বলে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

জিন-শয়তান থেকে বাঁচার উপায়

জিন-শয়তানের ক্ষতি থেকে বাঁচতে না পারলে মোমেনের সর্বনাশ। আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ـ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

"হে নবী! আপনি যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণার সুড়সুড়ি অনুভব করেন তাহলে আল্লাহর কাছে পানাহ চান। নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যধিক শ্রোতা ও জ্ঞানী।' –(সূরা-হামিম-সাজদাহ ৩৬)

এ আয়াতে জিন-শয়তানের ওয়াসওয়াসা, কুমন্ত্রণা কিংবা মনের মধ্যে খারাপ কাজের সুড়সুড়ি অনুভব করলে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পানাহ চাইলে আল্লাহ পানাহ দেবেন। কেননা, তিনি শয়তানী ওয়াসওয়াসা ও মানবিক দুর্বলতা সম্পর্কে সর্বাধিক ওয়াকিফহাল।

জিনের আছরে মানুষ পাগল হলে তার চিকিৎসা দরকার সেটা হল প্রতিকার বা Cure। তেমনি জিন যেন আছর করতে না পারে সেজন্য পূর্বাহ্নেই সতর্কতাও দরকার। আর সেটাই হল প্রতিরক্ষা বা Prevention। এখন আমরা এ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কেই আলোচনা করবো। ইতিপূর্বে প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

১. প্রতিরক্ষার জন্য শয়তানের বাতলানো ফর্মুলা ঃ কোরআন ও হাদীসে শয়তানের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার ফর্মুলা ও পদ্ধতি বাতলানো আছে। তবে জিন-শয়তানও কিছু ফর্মুলা বাতলিয়েছে– যার সত্যায়ন করেছেন মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ)। সেগুলো হল–

১. রাত্রে শোয়ার সময় আয়াতুল কুরসী পাঠ করা

আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাত রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে যাকাতুল ফেতর বা ফিতরার মাল পাহারায় নিযুক্ত করেন। এ সময় আমার কাছে এক ব্যক্তি আসে এবং দু'হাত ভরে খাদ্য-শস্য নিতে থাকে। আমি

তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে নিয়ে যাবো। সে বলল, আমি একজন অভাবগ্রস্ত লোক। আমার বহু পোষ্য রয়েছে এবং আমার অভাবও কঠিন। আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। আমি ভোরে যখন নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে গেলাম তিনি আমাকে বললেন, আবু হোরায়রা! তোমার গত রাতের বন্দীর খবর কি? আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! সে আমাকে কঠিন অভাব ও বহু পোষ্যের অভিযোগ করল। তাই আমি তার প্রতি দয়াপরবশ হলাম এবং তাকে ছেড়ে দিলাম। নবী (সঃ) বললেন, শুন, সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে। সে আবার আসবে। আবু হোরায়রা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলার কারণে আমি নিশ্চিত যে সে আবার আসবে। সুতরাং আমি তার প্রতীক্ষায় রইলাম। সে আবার আসল এবং দু'হাত ভরে খাদ্যশস্য নিতে লাগল। এসময় আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে নিয়ে যাব। সে বলল, এবারও আমাকে ছেড়ে দাও। আমি বড়ই অভাবগ্রস্ত এবং আমার বহু পোষ্য রয়েছে। আমি আর আসবোনা। আবু হোরায়রা বলেন, এবারও আমি তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করলাম এবং তাকে ছেড়ে দিলাম। যখন আমি ভোর উঠলাম রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আবু হোরায়রা তোমার বন্দীর কি হল? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে দারুন অভাব ও বহু পোষ্যের অভিযোগ করল। আমি তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করে তাকে ছেড়ে দিলাম। নবী (সঃ) বললেন, শুন, সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে। সে আবারও আসবে। আবু হোরায়রা বলেন, আমি তার অপেক্ষায় রইলাম। সে আবার আসল এবং দু'হাত ভরে খাদ্যশষ্য নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহর কাছে নিয়ে যাবো। এটা ৩য় বারের শেষ বার। তুমি ওয়াদা করেছিলে, তুমি আর আসবেনা। অথচ, তুমি এসেছ। সে বলল, এবারও আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে এমন একটি বাক্য শিখাব যার দ্বারা আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন। আর তাহলো, যখন তুমি রাত্রে শুতে যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী পড়বে। তাহলে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য একজন ফেরেশতা পাহারাদার থাকবে এবং শয়তান তোমার নিকট আসতে পারবেনা যে পর্যন্ত না তুমি ভোরে ঘুম থেকে উঠ। আবু হোরায়রা বলেন, এবারও আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। যখন ভোরে উঠলাম, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বন্দীর খবর কি? আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর নবী! সে বলল, সে আমাকে এমন একটা বাক্য শিখাবে যা দ্বারা আল্লাহ আমাকে উপকৃত করবেন। নবী (সঃ) বলেন, শুন, এবার

সে তোমাকে সত্য বলেছে। অথচ, সে তাহা মিথ্যুক। তুমি কি জান, তুমি গত তিন রাত কার সাথে কথা বলেছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, সে ছিল শয়তান। -(বোখারী শরীফ)

আবু ইয়া'লী ইবনু হিব্বান আবুশ শেখ (আজামা গ্রন্থে) আবু নাঈম ও বায়হাকী 'দালায়েলুন নবুয়াহ' গ্রন্থে উবাই বিন কা'ব থেকে বর্ণনা করেছেন। কা'ব উবাইকে বলেছেন, তার খেজুরের একটি পাত্র আছে। তিনি উবাইকে তা পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দেন। তিনি দেখতে পান যে, পাত্রের খেজুর কমে যাচ্ছে। একরাত তিনি পাহারা দেন। হঠাৎ করে প্রাপ্ত বয়স্ক এক বালকের মত একটি প্রাণীর উপস্থিতি বুঝতে পারেন। তিনি প্রাণীটিকে সালাম দেন। সে সালামের জওয়াব দেয়। উবাই জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে মানুষ না জিন? সে বলে, জিন। উবাই বলেন, তোমার হাত বাড়াও। সে হাত বাড়াল। তার হাত কুকুরের মত এবং তাতে কুকুরের মত পশম ছিল। উবাই বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, জিনের সৃষ্টি কি এরূপ? সে বলল, আমার চাইতেও আরো কঠোর জিন আছে। উবাই প্রশ্ন করেন, তুমি কেন খেজুর চুরি কর? সে জওয়াব দেয় আমরা জানতে পেরেছি আপনি দান-সদকা পছন্দ করেন।তাই আমি আপনার খাদ্যের একটি অংশ পেতে আগ্রহী। উবাই বলেন, কোন্ জিনিস দ্বারা আমরা তোমাদের ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারি? সে বলল, আয়াতুল কুরসী। উবাই তাকে ছেড়ে দেন। তিনি পরের দিন সকালে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে যান এবং তাঁকে ঘটনাটি বলেন। নবী করীম (সঃ) বলেন ঃ সে খবীস সত্য কথা বলেছে।

ইবনু আবিদ দুনিয়া, তাবরানী, হাকেম, আবু নাঈম এবং বায়হাকী আবুল আসওয়াদ আদ্-দুইলী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি মুআ'জ বিন জাবালকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি যে শয়তানকে পাকড়াও করেছিলেন সে ঘটনাটি বলুন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে মুসলমানদের কাছ থেকে সংগৃহীত সদকার মাল পাহারার কাজে নিয়োজিত করেন। আমি সংগৃহীত খেজুরগুলোকে একটি কামরায় রাখি। কিন্তু তা কমে যেতে দেখি। আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বিষয়টি জানাই। তিনি বলেন, শয়তান তা নিয়ে যায়। এবার আমি কামরায় ঢুকে তা বন্ধ করে দেই এবং পাহারা দিতে থাকি। দেখি দরজার মধ্যে ভীষণ অন্ধকারের ছায়া। তারপর ছায়াটি একটি হাতীর আকৃতি এবং পরে অন্য আকৃতি ধারণ করে। দরজার ফাঁক দিয়ে সে ভেতরে প্রবেশ করে। আমি শক্ত করে আমার লুঙ্গি (ইজার) পরি। সে ঢুকেই খেজুর খাওয়া শুরু করে। আমি লাফ দিয়ে গিয়ে তাকে দু'হাত দিয়ে ধরে ফেলি। আমি বললাম, হে আল্লাহর

দুশমন! সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন, আমার অনেক পোষ্য আছে, আমি গরীব ও নাসীবীন এলাকার জিন। আমরা ঐ এলাকার বাসিন্দা ছিলাম। কিন্তু যখন আপনাদের সাথীকে নবুওয়াত দেয়া হল, তখন আমাদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আর আসবোনা। মু'আজ বলেন, আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। জিবরাইল (আঃ) এসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ঘটনাটি জানিয়ে দেন। তিনি সকালে ফজরের নামাজ শেষ করেন। তাঁর পক্ষ থেকে একজন আহ্বানকারী বলেন ঃ মুআজ কোথায়? তখন আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে যাই। তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে মু'আজ! তোমার বন্দীর খবর কি? আমি তাঁকে ঘটনাটি খুলে বলি। তিনি বলেন ঃ সে আবারও আসবে। তুমি যাও। মু'আজ বলেন, এবার আমি কামরায় ঢুকে আবারও দরজা বন্ধ করলাম। সে দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকল এবং খেজুর খাওয়া শুরু করল। আমি আগের বারের মতই তাকে ধরে ফেলি। সে বলল ঃ আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আর আসবোনা। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর দুশমন। তুই না বলেছিলি যে, আর আসবিনা? সে বলল, আমি আর আসবোনা। এর প্রমাণ হিসেবে বলছি, যে ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষ আয়াত পড়ে সে রাতে আমরা সে ঘরে প্রবেশ করতে পারিনা।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, জিনটি বলল ঃ আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে দু'টো জিনিস শিক্ষা দেবো। সে বলল ঃ সেগুলো হল, আয়াতুল কুরসী ও সূরা বাকারার শেষ দু'আয়াত। তারপরের দিন ভোরে আমি নবী করীম (সঃ)-এর কাছে গিয়ে ঘটনাটি বলি। তিনি বলেন ঃ 'খবীস সত্য বলেছে, যদিও সে মিথ্যুক। মু'আজ বলেন ঃ এরপর থেকে আমি এদু'টো অংশ পড়া শুরু করি। আর খেজুর কমেনি।

আহমদ, তিরমিজী, ইবনে আবু শায়বা, আবুশ শেখ (আজামা গ্রন্থে) হাকেম ও আবু নাঈম আবু আইউব আনসারী থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু আইউব আনসারীর একটি ছোট খেজুর গুদাম ছিল। জিন এসে তা থেকে খেজুর নিয়ে যেত। তিনি এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জানান। তিনি বলেন, যাও তাকে দেখলে বলো বিসমিল্লাহ, রাসূলুল্লাহর কাছে চল। আবু আইউব তাকে ধরে ফেলেন। সে শপথ করে বলল, আর আসবেনা। তিনি তাকে ছেড়ে দেন। তিনি রাসূলুল্লাহর কাছে আসেন। রাসূলুল্লাহ তাকে তার বন্দীর খবর জিজ্ঞেস করেন। আবু আইউব বলেন ঃ সে শপথ করে বলেছে, আর আসবেনা। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ সে মিথ্যাবাদী সে আবারও আসবে। ২য়বার আসায় তিনি তাকে ধরে

ফেলেন। এবারও সে আর আসবেনা বলে শপথ করল। ফলে তিনি তাকে ছেড়ে দেন। তারপর নবী (সঃ)-এর কাছে আসেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমার বন্দীর খবর কি? আবু আইউব বলেন ঃ সে আবারও শপথ করে বলেছে, আর আসবেনা। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ সে মিথ্যুক, সে আবারও আসবে। এবার সে আসায় তিনি তাকে ধরে ফেলেন এবং বলেন ঃ তোকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে নেয়ার আগে আর ছাড়বোনা। শয়তানটি বলল ঃ আমি আপনাকে আয়াতুল কুরসী সম্পর্কে বলছি, এটা ঘরে পড়বেন, তাহলে শয়তান আপনার কাছে আসতে পারবে না। তিনি নবী করীম (সঃ)-কে বিষয়টি বলেন। নবী (সঃ) বলেন ঃ সে সত্য বলেছে, যদিও সে মিথ্যুক।

ইবনু আবিদ দুনিয়া, তাবরানী ও আবু নাঈম, উসাইদ সায়েদী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি নিজ বাগানের খেজুরের ফসল তুলে একটা কামরায় রেখে দেন। জিন তা এসে চুরি করে নিয়ে যায়। তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে বিষয়টি পেশ করেন। তিনি বলেন ঃ খেয়াল রাখবে, যখনই জিনটি কক্ষে হামলা চালাবে তাকে বলবে ঃ 'আল্লাহর নামে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে চল'। তিনি তাই করেন। জিনটি বলল ঃ হে আবু উসাঈদ! আমাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে নিবেন না। আমি আপনাকে মজবুত ওয়াদা দিচ্ছি যে, আমি আর আপনার ঘরে আসবোনা, খেজুর চুরি করবো না এবং আপনাকে কোরআনের একটি আয়াত বলবো, আপনি সেটা ঘরে পড়লে আর আপনার পরিবারের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা থাকবেনা, আপনার পাত্রে পড়লে এর ঢাকনা আর খোলা হবে না। জিন তাকে মজবুত প্রতিশ্রুতি দিল এবং বলল ঃ ঐ আয়াতটি হচ্ছে, আয়াতুল কুরসী।

–(সূরা বাকারার ২৫৫নং আয়াত)

শয়তান চলে যাওয়ার পর তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে কাহিনী বর্ণনা করেন। তখন তিনি বলেন ঃ 'সে সত্য বলেছে, যদিও সে মিথ্যুক।'

ইবনু আবিদ দুনিয়া এবং আবুশ শেখ (আজামা গ্রন্থে) আবু ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ যায়েদ বিন সাবেত রাত্রে তাঁর বাগানে বের হন এবং সেখানে কিছু কথাবার্তা শুনতে পান। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কি হয়েছে? এক জিন বলল ঃ আমাদেরকে দুর্ভিক্ষে পেয়েছে। তাই আমরা আপনাদের কিছু ফল-পাকড়া পেতে চাই। আমাদেরকে কিছু দিন। তিনি বলেন ঃ ঠিক আছে। তারপর যায়েদ বিন সাবেত জিজ্ঞেস করেন। আমরা কোন্ জিনিস দ্বারা তোমাদের ক্ষতি থেকে পানাহ চাইতে পারি? সে উত্তর দিল ঃ আয়াতুল কুরসী দ্বারা।

ইবনু আবিদ দুনিয়া ওয়ালিদ বিন মুসলিম থেকে বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি একটি গাছের শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি কথা বললেন কিন্তু কোন উত্তর পেলেন না। তারপর আয়াতুল কুরসী পড়েন। তখন শয়তান গাছ থেকে নীচে নেমে আসে। তিনি শয়তানকে জিজ্ঞেস করেন আমাদের একজন রোগী আছে। আমরা কি দিয়ে তার চিকিৎসা করবো? জিন বলল ঃ যে জিনিস দিয়ে আপনি আমাকে গাছ থেকে নামিয়েছেন সে জিনিস দিয়েই তার চিকিৎসা করবেন।

এখন আমরা আয়াতুল কুরসী সম্পর্কে আরো দু'টো বর্ণনা পেশ করবো। ইবনু আবিদ দুনিয়া তাঁর 'মাকায়েদুশ শয়তান' গ্রন্থে এবং দাইনুরী তাঁর 'মোজালাসা' গ্রন্থে হাসান বসরী থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, জিবরাইল এসে আমাকে বলল ঃ একটি দৈত্য জিন আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। আপনি শু'তে গেলে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবেন।

বায়হাকী 'শোআবুল ঈমান' গ্রন্থে আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ সূরা বাকারার মধ্যে একটি আয়াত আছে যা কোরআনের সেরা আয়াত। কোন ঘরে শয়তান থাকলে তা পড়লে শয়তান বেরিয়ে যায়। সেটি হল, আয়াতুল কুরসী।

আবদুর রহমান বিন মোনজের তাঁর 'আজায়েব' গ্রন্থে লিখেছেন। হামজাহ বিন হাবীব যাইয়াত বলেছেন ঃ আমি হালওয়ানের খান নামক জায়গায় একাকী ছিলাম। তখন দু'শয়তান এগিয়ে আসল। একজন অপরজনকে বলল ঃ এই সে ব্যক্তি যে লোকদের কাছে কোরআন পড়ে। আস, আমরা তার এটা সেটা করি। সাথী বলল ঃ তোর ধ্বংস হোক, চল। হাবীব যাইয়াত বলেন ঃ তারা যখন আমার কাছে আসল আমি নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়লাম–

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۙ وَالْمَلٰۤئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

–(সূরা আলে-ইমরান-১৮)

তখন এক শয়তান অপর শয়তানকে বলল ঃ আমি তোমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও সকাল পর্যন্ত তার হেফাজতের দায়িত্বে থাকবো।

ইবনু আবিদ দুনিয়া তাঁর হাওয়াতেফ' বইতে লিখেছেন ঃ ওরওয়াহ বিন যায়েদ আবুল আশম আবদীর সাথে ইরাকের মোসেল শহরে সাক্ষাত করেন। আবুল আশম আবদী বলেন ঃ এক লোক রাত্রে কুফার উদ্দেশ্যে বের হন। তিনি

একটি আসন দেখতে পান। আসনের চারদিকে লোকজন গিজগিজ করছে। লোকটি লুকিয়ে দৃশ্য দেখল। একটি জিনিস এসে আসনটিতে বসল। তখন সে জিজ্ঞেস করল, ওরওয়াহ বিন মুগীরার খবর কি? উপস্থিত লোকদের একজন বলল, আমি আপনাকে বলছি, আমি তার কাছে যাব। ঐ ব্যক্তি সাথে সাথে মদীনা রওনা হল। লোকটি বলল ঃ আমি সামান্য অপেক্ষা করলাম। ঐ ব্যক্তি এসে আবার তার সামনে দাঁড়াল এবং বলল ঃ ওরওয়াকে ওয়াসওয়াসা দেয়ার কোন উপায় নেই। আসনের ব্যক্তিটি বলল ঃ কেন? ব্যক্তিটি বলল ঃ ওরওয়াবিন মুগীরা সকাল ও সন্ধ্যায় এমন কিছু বাক্য পাঠ করে যার ফলে তার ক্ষতি করা সম্ভব নয়। সমাবেশ শেষ। লোকটি ঘরে ফিরে আসল। পরের দিন সকালে একটা সওয়ারী কিনে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হল। মদীনা পৌছে সে ওরওয়াকে গোটা ঘটনা খুলে বলল। ওরওয়া বলেন ঃ আমি সকাল সন্ধ্যায় ৩বার নিম্নোক্ত দোআটি পড়ি–

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ، وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ
وَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَاانْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ۔

ইবনু আবিদ দুনিয়া তাঁর 'মাকায়েদুশ শয়তান' বইতে লিখেছেন ঃ আবদুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম বলল ঃ সাহসী দু'ব্যক্তি তাদের এক কণের কাছে আসল। তারা যখন অমুক জায়গায় পৌছল, এক মহিলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কি চাও ? তারা বলল ঃ আমরা আমাদের এক কনেকে সাজাতে এসেছি। মহিলাটি বলল তার ব্যাপারে আমি সবজানি। তোমরা কাজ শেষ করে আমার কাছে আসবে। তারা কাজ শেষে তার কাছে আসল। সে বলল ঃ আমাকে তোমাদের সাথে নিয়ে চল। তারা তাকে তাদের একজনের উটের উপর সওয়ার করে রওনা হল। তারা পালা বদল করে চলতে লাগল। একটি বালুস্তুপের কাছে পৌছলে মহিলাটি বলল ঃ এখানে আমার কিছু কাজ আছে। তারা দু'জন মহিলাটির জন্য বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। কিন্তু মহিলাটি দেরী করল। একজন তার সন্ধানে গেল। সেও ফিরতে দেরী করল। ২য় ব্যক্তি ১ম ব্যক্তির সন্ধানে বের হল। তখন দেখল যে, মহিলাটি ঐ ব্যক্তির কলিজা খাচ্ছে। সে এ দৃশ্য দেখে ফিরে আসল এবং সওয়ারীর উপর আরোহণ করে দ্রুতগতিতে রওনা হল। মহিলাটি বাধ সাধল। সে বলল ঃ তুমি কেন দ্রুত চলছ? সে বলল ঃ আমি আপনার দেরী দেখে চলছি। যাক, এখন আপনি সওয়ারীতে উঠুন। মহিলাটি তাকে দীর্ঘ শ্বাস নিতে দেখে জিজ্ঞেস করল, তোমার কি হয়েছে? সে বলল ঃ আমাদের একজন জালেম শাসক আছে। মহিলাটি বলল ঃ আমি কি তোমাকে

এমন একটি দোআ শিক্ষা দেবো যা পড়লে তুমি তাকে ধ্বংস করতে এবং তার কাছ থেকে তোমার অধিকার আদায় করে নিতে সক্ষম হবে? লোকটি বললঃ সেটি কি? মহিলাটি বললঃ তুমি এ দোআ পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ وَمَا اَظَلَّتْ وَرَبَّ الْاَرْضِيْنَ وَمَا اَقَلَّتْ ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا اَذْرَتْ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضَلَّتْ، اَنْتَ الْمَنَّانُ، بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ، تَأْخُذُ لِلْمَظْلُوْمِ مِنَ الظَّالِمِ حَقَّهُ، فَخُذْ لِيْ حَقِّيْ مِنْ فُلَانٍ فَاِنَّهُ ظَلَمَنِيْ -

লোকটি বলল ঃ তুমি আবার তা বল। যখন সে তা শিখে ফেলল, তখন মহিলাটির জন্য বদ দোআ করল। সে বলল ঃ হে আল্লাহ! এ মহিলাটি আমার উপর জুলুম করেছে এবং আমার ভাইকে ভক্ষণ করেছে, তখনই আকাশ থেকে আগুন নেমে আসল। মহিলাটিকে দ্বিখন্ডিত করে এক টুকরা এখানে এবং আরেক টুকরা অন্যত্র ফেলে দিল। সে হচ্ছে রাক্ষুসে জিন, যে মানুষ খায়।

ইবনু আবিদ দুনিয়া ও আবু নাঈম ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এক সাহাবী শয়তানের সাক্ষাত পেয়ে তার সাথে লড়াইতে লিপ্ত হয়। সাহাবী শয়তানকে ধরাশায়ী করে ফেলে। শয়তান বলে আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আপনাকে একটি আশ্চর্যজনক বাণী শুনাবো। সাহাবী তাকে ছেড়ে দেন এবং বলেন ঃ বাণী শোনাও। শয়তান বলল ঃ না শুনাবনা। তিনি পুনরায় শয়তানের সাথে লড়াইতে লিপ্ত হন এবং শয়তানকে ধরাশায়ী করে ফেলেন। তিনি শয়তানের বুকের উপর বসেন এবং তার বৃদ্ধাঙ্গুলী তার মুখের ভেতর ঢুকান। শয়তান বলল ঃ আমাকে ছেড়ে দিন। তিনি বলেন ঃ বাণী শুনানোর আগে ছাড়বোনা। শয়তান বলল ঃ সে বাণী হচ্ছে, সূরা বাকারা। সূরা বাকারার এমন কোন আয়াত নেই যা শয়তানের মাঝে পাঠ করলে শয়তান বিচ্ছিন্ন না হয়ে পারে এবং কোন ঘরে পাঠ করলে সেখানে শয়তান প্রবেশ করতে পারে না। তারা জিজ্ঞেস করল হে আবু আবদুর রহমান! সে সাহাবীটি কে? ইবনে মাসউদ বলেন ঃ তিনি হযরত ওমার বিন খাত্তাব ছাড়া আর কে হতে পারে?

এতো হল জিন থেকে বাঁচার জন্য জিনের বাতলানো রক্ষা কবচ। এখন আমরা হাদীসের আলোকে জিনের ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায় নিয়ে আলোচনা করবো।

•

১. আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতনির রাজিম পড়া ঃ বোখারী শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়, দু'ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে ঝগড়া করতে গিয়ে তাদের একজনের চেহারা রাগে লাল হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ আমি এমন এক কালেমা বা বাক্য জানি যা পড়লে রাগ চলে যায়। সেটি হল ঃ 'আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতনির রাজীম।'

২. আয়াতুল কুরসী পড়া ঃ আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে শয়তান কাছে আসতে পারে না।

৩. সূরা বাকারা পাঠ করা ঃ সূরা বাকারা পাঠ করলেও শয়তান ভেগে যায়। এ দু'টোর ব্যাপারে ইতিপূর্বে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. সূরা নাস ও ফালাক ঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিন ও বদ নজর থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন। তারপর সূরা নাস ও ফালাক নাজিল হওয়ার পর তিনি এগুলোর মাধ্যমে আশ্রয় চান এবং অন্যগুলো দ্বারা আশ্রয় চাওয়া ত্যাগ করেন।

–(তিরমিজী)

৫. সূরা বাকারার শেষ দু'আয়াত পাঠ করা ঃ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রাত্রে সূরা বাকারার শেষ দু'আয়াত পাঠ করবে ঐ রাত্রের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য তাই যথেষ্ট।

–(আবু দাউদ, তিরমিজী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

নোমান বিন বশীর থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ সৃষ্টি জগত সৃষ্টির দু'হাজার বছর আগে কিছু জিনিস লিখে রেখেছেন। তার মধ্যে সূরা বাকারার শেষ দু'আয়াত উল্লেখযোগ্য। কোন ঘরে তিনরাত পর্যন্ত ঐ দুটো আয়াত পড়লে শয়তান সে ঘরের কাছেও আসে না। –(তিরমিজী)

৬. সূরা মোমেনের ১ম তিন আয়াত ও আয়াতুল কুরসী ঃ আবদুর রহমান বিন আবু বকর বিন আবু মোলাইকা যেরারাহ বিন মোসআব থেকে, তিনি সালামা থেকে এবং তিনি আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে সূরা মোমেনের প্রথম তিন আয়াত ও আয়াতুল কুরসী পড়বে, সন্ধ্যা পর্যন্ত তার হেফাজত করা হবে। আর যে সন্ধ্যায় তা পাঠ করবে সকাল পর্যন্ত সে হেফাজতে থাকবে। –(তিরমিজী)

৭. দোআ পড়া ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ দোআ ১শ বার পড়বে ঃ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

তা ১০টি গোলাম মুক্ত করার সওয়াবের সমান হবে, তার জন্য ১শটি নেক লেখা হবে, ১শটি গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান থেকে নিরাপদ থাকবে। এর চাইতে কেউ বেশি আমল না করলে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা আর কারো কাজ উত্তম নয়। -(বোখারী, বাজ্জার, বায়হাকী)

৮. অধিক মাত্রায় আল্লাহর জিকর করা ঃ হারেস আল আশআরী বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ হযরত ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়াকে ৫টি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। (হাদীসটি লম্বা। হাদীসের শেষাংশে আছে) আমি তোমাদেরকে আল্লাহর জিকর করার আদেশ দিচ্ছি। যে জিকর করে তার উদাহরণ হল সে ব্যক্তির মত, যাকে শত্রু পেছন দিক থেকে দ্রুত অনুসরণ করছে কিন্তু সে সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে এবং নিজেকে নিরাপদ করেছে। বান্দাহও ঠিক তেমনি আল্লাহর জিকরের মাধ্যমে নিজেকে শয়তান থেকে সুরক্ষিত করতে পারে। (তিরমিজী)

৯. অজু ও নামাজ ঃ এদু'টো জিনিস শয়তানের ক্ষতি থেকে বাঁচার সর্বোত্তম হাতিয়ার। রাগ চরমে উঠলে এবং মানুষ কামনা-বাসনার শিকার হলে তা বনি আদমের অন্তরে অগ্নিশিখার মত প্রচন্ড উষ্ণতা সৃষ্টি করে। আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, রাগ আদম সন্তানের অন্তরে জ্বলন্ত কয়লা স্বরূপ। তোমরা কি কারো দু'চোখ রক্তিম এবং ঘাড়ের রগ ফুলে যেতে দেখনা? কেউ এরূপ অনুভব করলে সে যেন মাটিতে থুথু নিক্ষেপ করে।
-(তিরমিজী)

সাহাবীদের এক বর্ণনায় এসেছে, শয়তানকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আগুনকে পানি দিয়ে নিভাতে হয়।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাগ শয়তান থেকে এবং শয়তান আগুন থেকে সৃষ্টি। কেউ রাগ করলে সে যেন অজু করে।
-(আহমদ, আবু দাউদ)

১০. চারটি কাজ থেকে বিরত থাকা ঃ ১. খারাপ জিনিসের প্রতি না তাকানো, ২. বেহুদা কথা না বলা, ৩. অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ না করা এবং ৪. লোকদের সাথে অযথা না মিশা। শয়তান এ চারটি প্রবেশ পথে মানব শরীরে প্রবেশ করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ দৃষ্টি দান শয়তানের অন্যতম বিষাক্ত তীর। যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিজ চোখ অবনত রাখে, আল্লাহ তার অন্তরে স্বাদ সৃষ্টি করে দেন যা সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত দিবসে লাভ করবে। -(আহমদ)

১১. কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করা ঃ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, সূরা বাকারার প্রথম চার আয়াত, আয়াতুল কুরসী

আয়াতুল কুরসীর পরের দু'আয়াত এবং সূরা বাকারার শেষ তিন আয়াত পড়বে, তার পরিবারের কাছে শয়তান আসতে পারবেনা, পরিবার ও সম্পদের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা এবং জিনগ্রস্ত রোগীর কাছে তা পাঠ করলে সে হুঁশ ফিরে পাবে। –(দারেমী)

১২. সূরা ফাতেহা ও আয়াতুল কুরসী পাঠ করা ঃ এমরান বিন হোসাইন থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি ঘরে সূরা ফাতেহা ও আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে ঐ দিন সে ঘরে কোন মানুষ ও জিনের বদ নজর লাগবেনা। –(দাইলামী)

১৩. সূরা বাকারার ১৬৩ ও ১৬৪ নং আয়াত পাঠ করা ঃ আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, সূরা বাকারার ১৬৩ ও ১৬৪ নং আয়াত অপেক্ষা বড় শয়তানের জন্য কঠোরতর আর কিছু নেই।

১৪. বিশটি আয়াত পাঠ করা ঃ হোসাইন বিন আলী বলেছেন, যে নিম্নোক্ত ২০টি আয়াত প্রত্যেক রাত্রে পড়ে, আমি তার জন্য ৩ বিষয়ের নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, আল্লাহ তাকে দুষ্ট শয়তান থেকে হেফাজত করবেন, সাত প্রকার ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন এবং স্বাভাবিক চোর থেকে বাঁচাবেন। ২০টি আয়াত হল ঃ আয়াতুল কুরসী, সূরা আরাফের তিনটি আয়াত (৫৪, ৫৫, ৫৬) সূরা সাফফাতের ১ম দশ আয়াত, সূরা আররাহমানের তিনটি আয়াত-(৩৩, ৩৪, ৩৫) এবং সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত। (ইবনু আবিদ দুনিয়া তাঁর দোআ বইতে এবং খতীব বাগদাদী তাঁর 'তারীখ' বইতে তা উল্লেখ করেছেন।

১৫. সূরা আরাফের ৫৪ নং আয়াত পাঠ করা ঃ সা'দ বিন ইসহাক বিন কা'ব বলেন ঃ যখন এ আয়াতটি নাজিল হল–

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ـ

–(সূরা আরাফ-৫৪)

তখন এক আরব কাফেলাকে দেখে লোকেরা তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করল। কাফেলার পক্ষ থেকে জওয়াব দেয়া হল, আমরা মদীনার জিন। এ আয়াতটি আমাদেরকে মদীনা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। –(ইবনে আবু হাতেম)

১৬. আবু উমামা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে তিনবার পানাহ চায় অর্থাৎ 'আউজু বিল্লাহ' পড়ে এবং সূরা হাশরের তিন আয়াত পড়ে, দিনে পড়লে, আল্লাহ তার থেকে মানুষ ও জিন শয়তান তাড়ানোর জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত ৭০ হাজার ফেরেশতা পাঠান, আর রাত্রে পড়লে সকাল পর্যন্ত ঐ পরিমাণ ফেরেশতা পাঠান। –(ইবনে মারদুইয়া)

১৭. ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে রাতে জিনেরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসেছিল সে রাত আমি তাঁর সাথে ছিলাম। এক জিন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে অগ্নিশিখা নিয়ে আসল। জিবরাঈল বলেন ঃ হে মোহাম্মদ! আমি আপনাকে এমন কিছু বাক্য বলবো আপনি তা পাঠ করলে অগ্নিশিখা নিভে যাবে এবং সে উপুড় হয়ে নীচে পড়ে যাবে। আপনি বলুন ঃ

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْكَرِيْمِ ، وَكَلِمَاتِهِ التَّامَّةِ الَّتِىْ لَايُجَاوِزُهُنَّ بِرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ ، مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَمِنْ شَرِّ مَاذَرَأَ فِى الْاَرْضِ، وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِلَّا طَارِقٌ يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَّارَحْمٰنُ -

–(আবু নাঈম-দালায়েল গ্রন্থ)

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, একথাগুলো পড়ার পর শয়তানের অগ্নিশিখাটি নিভে গেছে এবং আল্লাহ্ শয়তানকে পরাজিত করেছেন। –(বায়হাকী)

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ তিন ব্যক্তি শয়তানের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ।

১. রাত-দিন অধিকহারে আল্লাহর জিকরকারী, ২. ভোর রাত্রে আল্লাহর কাছে গুনাহ্ ক্ষমাপ্রার্থী এবং ৩. আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারী। –(দাইলামী)

বায়হাকী খালেদ বিন আবু দাজানা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি বিছানায় শোয়া অবস্থায় ঘরে চাকতির আওয়াজ, মৌমাছির ধ্বনি শুনি এবং বিদ্যুতের চমক দেখতে পাই। আমি আতংকিত হয়ে মাথা তুলে বসি। আমি ঘরের বাইরের আঙ্গিনায় কাল ও লম্বা ছায়া দেখতে পাই। আমি এর কাছে যাই এবং তার চামড়ায় হাত দিয়ে দেখি এটা একটা প্রাণী। সে আমার মুখে জ্বলন্ত কয়লা নিক্ষেপ করল। আমার ধারণা হল সে আমাকে এবং আমার ঘরকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন ঃ হে আবু দাজানাহ। এটা তোমার বাড়ীর খারাপ অধিবাসী। তার মত জিন তোমাকে কষ্ট দেয়। তারপর তিনি বলেন, দোয়াত-কলম আন। আমি তা এনে হযরত আলী বিন আবু তালেবের হাতে দেই। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ হে আবুল হাসান, লিখুন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, কি লিখবো? তিনি বলেন, লিখুন ঃ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রাসূল মোহাম্মদ (সঃ)-এর পক্ষ থেকে এ চিঠি-ঘরের রাস্তা আবাদকারী, পরিদর্শনকারী নেক

লোকদের প্রতি, তবে ভাল পথিকেরা এর ব্যতিক্রম। ইয়া রাহমান। তোমাদের ও আমাদের অধিকার প্রশস্ত। যদি তোমরা অবৈধ প্রেমিক হও, ফাসেক আক্রমণকারী হও, সত্য আগ্রহী হও বা অন্যায় আগ্রহকারী হও, এচিঠি আমাদের ও তোমাদের জন্য সত্যের পয়গাম। তোমরা যা কর আমরা তা লিখে রাখি এবং আমাদের দূতেরা তোমাদের সকল ষড়যন্ত্র নোট করে। তোমরা এ চিঠির বাহককে ছেড়ে মূর্তি পূজারী ও আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপনকারীদের কাছে চলে যাও। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তাঁর সত্ত্বা ছাড়া সকল কিছু ধ্বংসশীল, শাসন ও বিচার তাঁরই এবং তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। সবাই পরাজিত (حم) ও সাহায্য থেকে বঞ্চিত। (حم عسق) আল্লাহর শত্রুরা বিচ্ছিন্ন হবে, আল্লাহর দলীল প্রমাণ বিজয়ী হয়েছে। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কোন শক্তি সামর্থ নেই।

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -(সূরা বাকারা-১৩৭) চিঠির ভাষা এ পর্যন্ত শেষ।

আবু দাজানা বলেন ঃ 'আমি চিঠিটি যত্ন করে ঘরে নিয়ে আসলাম এবং আমার বালিশের নীচে রেখে রাত কাটালাম। আমি একজন চীৎকারকারীর চীৎকার শুনে ঘুম থেকে সজাগ হলাম। সে বললঃ হে আবু দাজানা, তোমার বন্ধুর এ চিঠি আমাদেরকে এবং আমাদের দেবতা লাত ও উজ্জাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। সে বলল ঃ এ চিঠিটি আমাদের কাছ থেকে প্রত্যাহার কর, আমরা আর তোমার ঘরে আসবোনা। (অন্য বর্ণনায় এসেছে, আর তোমাকে কষ্ট দেবোনা।) আর তোমার প্রতিবেশী থাকবোনা এবং এ চিঠি যেখানে থাকবে সেখানেও আসবোনা। আবু দাজানা বলেন ঃ না, আমি চিঠি আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে পরামর্শ ছাড়া প্রত্যাহার করবোনা। আবু দাজানা বলেন ঃ জিনের করুন কান্নাকাটি চীৎকার ও মৃদু কান্নার ফলে আমার কাছে রাতটি দীর্ঘায়িত হয়েছে বলে মনে হল। আমি সকালে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে নামাজ পড়লাম এবং তাঁকে রাত্রে জিনদের কাছ থেকে যা শুনলাম এবং আমি যা বললাম তা জানালাম। তিনি বললেন ঃ হে আবু দাজানা, চিঠিটি প্রত্যাহার কর। সে সত্ত্বার শপথ, যিনি আমাকে সত্য নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন, তারা কেয়ামত পর্যন্ত আজাবের ব্যথা অনুভব করবে।'

এঘটনা প্রমাণ করে আল্লাহর রাসূলের এ চিঠি জিনের জন্য কত মারাত্মক অস্ত্র। আল্লাহর শক্তির কাছে জিনের শক্তি অর্থহীন। সত্যের কাছে অসত্যের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ধমকে দু'জিন দু'টো রোগীকে ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে বলে আমরা ইতিপূর্বে প্রামাণ্য আলোচনা করেছি।

অনুরূপভাবে আয়াতুল কুরসী ও সূরা বাকারার আশ্চর্যজনক প্রভাবের কথাও আমরা উল্লেখ করেছি। সর্বোপরি আল্লাহর বাণী কোরআন জিনের অন্যায় অত্যাচার এবং আক্রমনের বিরুদ্ধে মোমেনের রক্ষাকবচ। তাই আমাদেরকে শিরক– বিদআত থেকে মুক্ত হয়ে খালেস তওহীদের অনুসারী হতে হবে এবং কোরআনের মাধ্যমে জিনগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসা করতে হবে।

ঘরকে শয়তানমুক্ত রাখার উপায়

শয়তান মানুষের দুশমন। তাই শয়তানের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা মোমেনের জন্য ফরজ। আল্লাহ বলেছেন ঃ

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ـ

“নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের দুশমন। তাই তোমরা তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ কর।”

এই আয়াতে শয়তানের সাথে দুশমনী পোষণ করাকে আমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে। আফসোসের বিষয়! আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক শয়তানকে পথের সঙ্গী গল্পের সাথী, বৈঠকের অংশীদার, ঘরের বন্ধু এবং কাজের অন্তরঙ্গ দোশ্ত হিসেবে গ্রহণ করেছে। আমাদের মনের দরজার সাথে সাথে তার জন্য ঘরের দরজাও খোলা রেখেছি। তাই আমাদের দেহ-মন থেকে শুরু করে ঘর-বিছানা, খাওয়া-পরা, উঠা-বসা এবং পেশাব-পায়খানায় পর্যন্ত সর্বত্র তার অবাধ বিচরণ রয়েছে। শুধু তাই নয়, সে মানুষের রক্তে এবং শিরা-উপশিরায় চলার জন্য আল্লাহর কাছে শক্তি ও অনুমতিপ্রাপ্ত।

আল্লাহ মানুষকে শয়তানের হুকুম না মানা ও আনুগত্য না করার আদেশ দিয়েছেন। যারা শয়তানের আনুগত্য করবে তারা দোজখে যাবে এবং দুনিয়াতেও তারা বহু কষ্ট ও গযব ভোগ করবে। শয়তানকে ঘরে ঢুকতে না দিলে বহু ক্ষতি থেকে বাঁচা যায়। শয়তানের অসীম ক্ষমতা প্রতিরোধ করা যায় এবং তাকে ঘরে ঢুকা থেকেও বিরত রাখা যায়। সে জন্য নিম্নের পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

যে সকল পথে শয়তানের অনুপ্রবেশ ঘটে সে সকল পথে বাধা সৃষ্টি করলে তার আনাগোনা কমে আসবে এবং মোমেনের ঘর সুরক্ষিত থাকবে।

১ম পদ্ধতি ঃ ঘরে প্রবেশের সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশিত পন্থায় আল্লাহর জিকর তথা দোআ পাঠ করলে শয়তানের প্রবেশে বাধা সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে আবু মালেক আশআ'রী থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ‘কোন ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করলে সে যেন বলে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلٰى رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ـ

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে উত্তম প্রবেশ ও উত্তম প্রস্থান কামনা করি। আল্লাহর নামেই আমরা প্রবেশ করি, আল্লাহর নামেই বের হই এবং আমাদের রবের উপরই নির্ভর করি।"

তারপর নিজ পরিবার পরিজনকে সালাম দেবে।' -(আবু দাউদ)

২য় পদ্ধতি ঃ পরিবারের সদস্যদেরকে সালাম দেয়া। ইমাম নাওয়ী বলেছেন। বিসমিল্লাহ বলা, বেশী বেশী আল্লাহর জিকর করা এবং ঘরে মানুষ থাক বা না থাক, সালাম দেয়া মোস্তাহাব। কেননা, আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ـ

"তোমরা যখন ঘরে প্রবেশ কর তখন নিজেদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত বরকতময় ও পবিত্র সালাম দাও।"

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'হে বৎস! যখন তুমি তোমার পরিবারে প্রবেশ করবে তখন তাদেরকে সালাম দেবে। এটা তোমার এবং তোমার পরিবারের সদস্যদের জন্য বরকতময় হবে। -(তিরমিজী)

আবু উমামা আল-বাহেলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি আল্লাহর জিম্মায়। ১. যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে বের হয়, সে আল্লাহর জিম্মায় থাকে, হয় সে মৃত্যুবরণ করে জান্নাতে যাবে কিংবা আল্লাহ তাকে সওয়াব ও যুদ্ধলব্ধ গনিমতের মাল সহ ফেরত পাঠান। ২. যে ব্যক্তি মসজিদে যায়, সে আল্লাহর জিম্মায় থাকে। যে পর্যন্তনা সে মৃত্যুবরণ করে বেহেশতে প্রবেশ করে কিংবা আল্লাহ তাকে সওয়াব ও সম্পদ সহকারে ফেরত পাঠান। ৩.যে ব্যক্তি সালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে, সে আল্লাহর জিম্মায় থাকে।'

-(আবু দাউদ)

৩য় পদ্ধতি ঃ খানা-পিনায় আল্লাহকে স্মরণ করা। জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি।

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللّٰهُ عِنْدَ دُخُوْلِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَامَبِيْتَ لَكُمْ وَلَاعَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ تَعَالٰى عِنْدَ دُخُوْلِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ۔

'ব্যক্তি যখন ঘরে প্রবেশ করে এবং প্রবেশের সময় ও খাওয়ার সময় আল্লাহকে স্মরণ করে তখন শয়তান (অন্যান্য শয়তানকে) বলে, আজ তোমাদের রাত্রি যাপন ও রাতের খাবারের সুযোগ নেই। আর ব্যক্তি যখন ঘরে প্রবেশ করে এবং আল্লাহকে স্মরণ না করে তখন শয়তান বলে, তোমরা রাত্রি-যাপনের সুযোগ পেয়েছ আর যখন ব্যক্তি রাত্রের খাওয়ার সময় আল্লাহকে স্মরণ করে না তখন শয়তান বলে, তোমরা রাত্রি যাপন ও রাতের খাবারের সুযোগ পেয়েছ।' -(মুসলিম)

এই হাদীস অনুযায়ী দেখা যায়। দোআর মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করা হলে শয়তান কারোর খাদ্য, পানীয় ও ঘুমে অংশগ্রহণ করতে পারে না। আর দোআ ও আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত থাকলে শয়তান খাবার, পানীয় ও ঘুমে অংশগ্রহণের বিরাট সুযোগ পেয়ে যায়।

৪র্থ পদ্ধতি ঃ ঘরে অধিক কোরআন তেলাওয়াত করা ঃ কোরআন পাঠ করলে ঘর মোহিত হয়ে যায় এবং এর ফলে শয়তান বিতাড়িত হয় এবং ফেরেশতার আগমন ঘটে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একরাত ওসাইদ বিন হোদাইর ঘোড়ার আস্তাবলে কোরআন পড়েন। তখন ঘোড়া লাফাতে থাকে। তারপর আবার কোরআন পড়েন। পুনরায় ঘোড়া লাফাতে থাকে। তারপর আবার কোরআন পড়লে আবারও ঘোড়া লাফিয়ে উঠে। উসাইদ বলেন, আমার আশংকা হল, ঘোড়াগুলো (আমার ছেলে) ইয়াহ্ইয়াকে পদদলিত করতে পারে। তখন আমি ঘোড়ার দিকে এগিয়ে যাই। হঠাৎ দেখি আমার মাথার উপর একখন্ড মেঘের মত দেখা যায়। তাতে অনেক বাতি ছিল। তারপর তা আকাশে উঠে গেল। আমি আর কিছুই দেখতে পেলাম না। তিনি বলেন, আমি সকালে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে ঘটনাটি খুলে বলি। তিনি বলেন, তা ছিল ফেরেশতার দল, তারা তোমার কাছে কোরআন শুনছিল। তুমি সকাল পর্যন্ত কোরআন পড়লে লোকেরা তাদেরকে দেখতে পেত এবং তারা লোকচক্ষুর আড়ালে যেতনা। -(বোখারী)

৫ম পদ্ধতি ঃ ঘরে সূরা বাকারা পড়া ঃ ঘরে সমস্যা বেড়ে গেলে এবং ঝগড়া-ঝাটি দেখা দিলে মনে করতে হবে যে, ঘরে শয়তান আছে। শয়তানকে বিতাড়িত করা দরকার। ঘর থেকে শয়তান তাড়ানোর কৌশল স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) বাতলিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ 'সকল জিনিসের চূড়া আছে। কোরআনের চূড়া হচ্ছে, সূরা বাকারাহ। শয়তান সূরা বাকারাহ পড়তে শুনলে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।' –(হাকেম, আল্লামা জাহাবী একে সহীহ হাদীস বলেছেন এবং আলবানী একে হাসান বলেছেন)

আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। 'তোমাদের ঘরকে কবর বানিওনা। যে ঘরে সূরা বাকারা পড়া হয় সে ঘরে শয়তান প্রবেশ করে না।'

৬ষ্ঠ পদ্ধতি ঃ শয়তানের আওয়াজ থেকে ঘরকে পবিত্র রাখা। প্রখ্যাত মোফাসসের মোজাহিদ বলেছেন, 'গান হচ্ছে, শয়তানের আওয়াজ।'

আবু মালেক আশআরী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক মদ পান করবে এবং এর বিভিন্ন নামকরণ করবে। তাদের মাথার উপর বাদ্যযন্ত্র বাজানো হবে এবং গায়িকারা গান গাবে। আল্লাহ তাদেরকে মাটি চাপা দেবেন এবং তাদেরকে বানর ও শূকরে পরিণত করবেন।

–(ইবনে মাজাহ)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি হবে– যারা যেনা, সিল্ক, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল করে নেবে।' –(বোখারী)

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ গান অন্তরে মুনাফেকী সৃষ্টি করে যেমন করে পানি তরি-তরকারি উৎপন্ন করে।

ইয়াজিদ বিন ওয়ালিদ বলেছেন, তোমরা গান থেকে দূরে থাক। গান লজ্জা কমায়, যৌনভাব বাড়ায় এবং মনুষ্যত্ব ধ্বংস করে। গান মাদকতার স্থলাভিষিক্ত এবং মাদকতা যে ধরনের নেশা সৃষ্টি করে গানও তেমনি নেশা সৃষ্টি করে।

আবু হানিফা (রঃ) বলেছেন, গান শুনা ফাসেকী। ইমাম মালেক (রঃ) বলেন, ফাসেকরাই গান গায়। ইমাম শাফেঈর মতে, গান হচ্ছে, অপসন্দনীয় খেল-তামাশা। যে বেশী বেশী গান করে সে এমন বেকুফ যার স্বাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল(রঃ) বলেন ঃ গান যে অন্তরে মুনাফেকী সৃষ্টি করে এ বিষয়টি আমার কাছে আশ্চর্যজনক নয়।

যে ঘরে, গান তথা শয়তানের আওয়াজ শুনা যায়। সে ঘরে শয়তানের সকল চেলা-চামুন্ডা হাজির হয় এবং সে ঘরের ক্ষতি সাধন করে। তারা ঘরের লোকজনের মধ্যে শত্রুতা-বিভেদ ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। যে ঘরে প্রায়ই গানের আসর বসে সে ঘরে শয়তান স্থায়ী বাসা বাঁধে। তাই ঘরকে রেডিও, টেলিভিশন এবং ভি.সি.আর.-এর গান সহ বিভিন্ন গান ও বাদ্যযন্ত্র থেকে মুক্ত রাখা প্রয়োজন।

৭ম পদ্ধতি ঃ ঘরকে ঘন্টা ধ্বনি থেকে পবিত্র রাখা। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, اَلْجَرَسُ مَزَامِيْرُ الشَّيْطَانِ 'ঘন্টাধ্বনি শয়তানের হাতিয়ার'।

-(মুসলিম, আবূ দুউদ)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরও বলেছেন ফেরেশতারা কুকুর ও ঘন্টাধ্বনির মধ্যে সাহচর্য দান করে না। -(মুসলিম, আবু দাউদ তিরমিজী)

ফেরেশতারা হচ্ছে,আল্লাহর বাহিনী। তারা সর্বদা শয়তানের বাহিনীর সাথে যুদ্ধরত। গান, বাদ্য ও ঘন্টাধ্বনির কারণে যদি আল্লাহর বাহিনী ফেরেশতারা কোন ঘর বা ব্যক্তিকে ত্যাগ করে তখন শয়তান তাকে দখল করে বসে

এখানে ঘন্টাধ্বনি বলতে গীর্জার ঘন্টাধ্বনির আওয়াজের মত যে কোন আওয়াজকে বুঝানো হয়েছে। তাই আওয়াজের বৈশিষ্ট্য হল. এতে বাদ্যযন্ত্রের সুর ও ঝংকার আছে। দেয়াল ঘড়ি সহ টেলিফোনে যে মিউজিক বা বাজনা দেয়া হয় তা জায়েয নেই এবং তাও উক্ত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। মোমেনের ঘরকে ঐ সকল আওয়াজ থেকে অবশ্যই মুক্ত রাখতে হবে।

৮ম পদ্ধতি ঃ ক্রুশ থেকে ঘরকে মুক্তরাখা। খ্রিস্টান বিশ্ব থেকে আমদানী করা কাপড়-চোপড়সহ বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে ক্রুশের চিহ্ন বিদ্যমান থাকে। বিশেষ করে মুসলিম দেশের ডাক্তারের পোশাক, হাসপাতালে এবং হাসপাতালের গাড়ীতে ক্রুশ চিহ্ন দেয়া হয়। এটা খুবই আপত্তিকর। এই চিহ্ন ঈসা (আঃ)-কে শুলবিদ্ধ করার বিষয়ে খৃস্টানদের ধর্মীয় প্রতীক যা মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাসের বিপরীত। কেননা, মুসলমানদের বিশ্বাস, ঈসা (আঃ)-কে শুলবিদ্ধ করা হয়নি বরং আল্লাহ তাঁকে আসমানে তুলে নিয়েছেন। মুসলমানরা এই বিপরীত আকীদা বিশ্বাস পোষণ করে কি করে ক্রুশ চিহ্ন ব্যবহার করতে পারে?

এ সমস্যা থেকে বাঁচার জন্য মুসলমানগণ 'ক্রিসেন্ট বা নতুন চাঁদ এর প্রতীক ব্যবহার করেন। খ্রিস্টানদের উক্ত বাতিল আকীদা বিশ্বাসের উপর শয়তান জর করে বসে থাকে। সেই ঘর তার বসার উত্তম আসন। এরপর সে ঐ ঘরের ক্ষতি সাধন

করে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঘরে ক্রুশ চিহ্ন বিশিষ্ট কিছু পেলে তা নষ্ট করে দিতেন। -(বোখারী, আবু দাউদ)

৯ম পদ্ধতি ঃ ঘরকে ছবি ও প্রতিকৃতি থেকে মুক্ত রাখা ঃ ঘরকে প্রতিকৃতি থেকে মুক্ত রাখা জরুরী। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হচ্ছে, মেয়েদের খেলনা। অনুরূপভাবে, ঘরে ছবি রাখা যাবে না। পাসপোর্ট, পরিচয় পত্র এবং সরকারী অফিসের কাগজপত্রের জন্য প্রয়োজনীয় ছবি এর ব্যতিক্রম।

যে ঘরে ছবি ও প্রতিকৃতি আছে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। আর কোন ঘর থেকে ফেরেশতা বেরিয়ে গেলে সেখানে শয়তান আস্তানা গাঁড়ে।

একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) একটি পর্দা কিনেন, তাতে ছবি ছিল। দরজায় তা দেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ভেতরে প্রবেশ করলেন না। হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব লক্ষ্য করে বলেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে ক্ষমা চাই। আমি কি গুনাহ করেছি, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, এই পর্দার কারণ কি? আয়েশা (রাঃ) বলেন আমি তা কিনেছি তাতে বসা ও ঠেস দেয়ার জন্য। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, এই সকল ছবি অংকনকারীদেরকে হাশরের দিন শাস্তি দেয়া হবে এবং বলা হবে তোমরা যা সৃষ্টি করেছ তাতে রূহ দাও। তারপর তিনি বলেন, যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।' -(বোখারী, মুসলিম)

আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ঘরে প্রতিকৃতি ও ছবি আছে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। -(মুসলিম)

যে কোন জীবের ছবিই হারাম। চাই তা যান্ত্রিক বা হাতের অংকন হোক না কেন। যে সকল জিনিসের প্রাণ নেই সেগুলোর ছবি জায়েয। যেমন গাছ-পালা, নদী-নালা, ক্ষেত-বিল, পাথর ইত্যাদি।

১০ম পদ্ধতি ঃ ঘরে কুকুর না রাখা ঃ আবু তালহা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

لَاتَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَاصُوْرَةٌ .

'যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।'

-(বোখারী, মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। জিবরীল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এক সুনির্দিষ্ট সময়ে আসার ওয়াদা দিয়েছিলেন। সে সুনির্দিষ্ট সময় হওয়া সত্ত্বেও

তিনি আসলেননা। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে ছিল একটি লাঠি। তিনি হাত থেকে তা ফেলে দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর দূতেরা কখনও ওয়াদা খেলাফ করেন না। তারপর তিনি ঘরে নিজ খাটের নীচে ছোট একটি কুকুর দেখতে পেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, হে আয়েশা। এই কুকুরটি কখন প্রবেশ করেছে? আয়েশা উত্তরে বলেন, আল্লাহর শপথ, আমি জানিনা। তারপর তিনি কুকুরটিকে বের করে দেয়ার আদেশ দিলেন। কুকুরটিকে বের করে দেয়া হল। তারপর জিবরীল প্রবেশ করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, আপনি আমাকে ওয়াদা দিয়েছেন, সে অনুযায়ী আমি অপেক্ষা করেছি। কিন্তু আপনি আসেননি। তখন জিবরাইল (আঃ) বলেন ঃ আপনার ঘরে যে কুকুরটি ছিল তাই আমার প্রবেশের পথে অন্তরায় ছিল। যে ঘরে কুকুর কিংবা ছবি থাকে সে ঘরে আমরা প্রবেশ করি না।' –(মুসলিম, বোখারী)

শিকারী ও পাহারাদার কুকুর এর ব্যতিক্রম। তবে শর্ত হল, তা কাল হতে পারবেনা। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন 'কাল কুকুর শয়তান।' –(মুসলিম)

রাসূল (সঃ) কাল কুকুর হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দুই ফোঁটা বিশিষ্ট কাল কুকুর থেকে তোমরা দূরে থাক। তা শয়তান।' –(মুসলিম)

আবদুল্লাহ বিন ওমার (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি শিকারী ও পাহারাদার কুকুর ছাড়া অন্য কোন কুকুর পালন করে, প্রতিদিন তার নেক আমল থেকে ২ কীরাত পরিমাণ সওয়াব কমে যায়।

–(বোখারী, মুসলিম)

দুই ধরনের কুকুর ছাড়া বাকী কুকুর শয়তানের আগমনের বাহন। তাই এব্যাপারে সতর্ক হওয়া দরকার। অথচ, পাশ্চাত্যে ঘরে ঘরে কুকুর পালন করা হচ্ছে। আল্লাহ আমাদেরকে শয়তান থেকে হেফাজত করুন।

১১শ পদ্ধতি ঃ ঘরে অধিক নফল নামাজ পড়া ঃ আবদুল্লাহ বিন ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমরা কিছু নামাজ (সুন্নাত, নফল) ঘরে পড় এবং তাকে কবরের মত (অনাবাদী) রেখোনা। –(বোখারী, মুসলিম)

উল্লেখ্য যে, কবর খালি ময়দান ও অনাবাদী বাড়ী-ঘর শয়তানের আড্ডা। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে ঘর থেকে শয়তান দূর করার জন্য সুন্নাত ও নফল নামাজ ঘরে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইমাম নওয়ী বলেছেন, ঘরে নফল ও সুন্নত পড়ার জন্য উৎসাহিত করার কারণ হল, তা লোক দেখানোর মনোভাব থেকে নিরাপদ থাকে। তাছাড়াও এর

মাধ্যমে ঘরে রহমত ও বরকত নাজিল হয়, রহমতের ফেরেশতার আগমন ঘটে এবং শয়তান ভেগে যায়। -(শরহে নওয়ী লিল মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে ঘরে নামাজ পড়ার বিষয়ে উৎসাহিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ তোমরা ঘরে নামাজ পড়। ফরজ নামাজ ছাড়া ঘরে অন্যান্য নামাজ পড়া উত্তম। (নাসাঈ)

আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ যে ঘরে আল্লাহর জিকর করা হয় এবং যে ঘরে জিকর করা হয় না সেগুলোর উদাহরণ হচ্ছে, জীবিত ও মৃতের মত। -(মুসলিম) নামাজ সর্বোত্তম জিকর। তাই ঘরে কোরআন তেলাওয়াত সহ ইসলামী বিধি-বিধানের বিষয়ে আলোচনা হওয়া দরকার।

১২শ পদ্ধতি ঃ সুন্দর পারিবারিক আচার-ব্যবহার ঃ শয়তান মুসলিম সমাজকে ধ্বংস করতে চায়। সে জন্য সে বিভিন্ন রকম ষড়যন্ত্র ও কুমন্ত্রণার জাল বিস্তার করে। তাই সে পারিবারিক ভাঙ্গনের মাধ্যমে সমাজের ভিত্তিমূলে আঘাত হানতে চায়। হযরত জাবের থেকে বর্ণিত হাদীসে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ 'শয়তান সাগরের মধ্যে নিজ সিংহাসন বসায়। তারপর সকল চেলা-চামুন্ডাকে বিভিন্ন দিকে পাঠায়। তাদের মধ্যে তাকেই সর্বাধিক মর্যাদা দেয়া হয়, যে এসে বলে, আমি অমুক ব্যক্তির সাথে তার স্ত্রীর তালাক সংঘটিত করে দিয়ে এসেছি। তারপর তাকে নিকটতর করা হয় এবং বলা হয়, হ্যাঁ, তুমিই (সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী)। -(মুসলিম)

মূলতঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তালাক সংঘটিত করা সমাজের ভিত্তিমূলকে ধ্বংস করা। আর অভিশপ্ত শয়তানের এটাই বড় লক্ষ্য। স্বামীর উচিত স্ত্রীর সাথে ভাল ব্যবহার করা এবং সুন্দর কথা বলা যাতে করে শয়তানের খোঁচা মারার কোন সুযোগ না থাকে। আল্লাহ কোরআনে বলেন,

"আপনি আমার বান্দাদেরকে উত্তম ও সুন্দরতম কথা বলার নির্দেশ দেন। কেননা, শয়তান তাদের মধ্যে খোঁচা মারে।" (সূরা বনি ইসরাইল-৫৩)

সুন্দর কথা দ্বারা অন্তর প্রশস্ত হয়। দাম্পত্য জীবন সুখের হয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুখ-শান্তি বাড়ে। স্ত্রীর সৃষ্টির মূল লক্ষ্য প্রশান্তি লাভ করা যায়, ভালবাসা মজবুত হয় এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দয়া-মায়া ও স্নেহ-ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ কোরআন মজীদে বলেছেন ঃ

وَمِنْ اٰيَاتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ـ

'আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে করে তোমরা তাদের সাথে শান্তির সাথে বাস করতে পার এবং তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য তাতে রয়েছে নিদর্শন।' –(সূরা রূম-২১)

১৩শ পদ্ধতি ঃ স্ত্রীর হেফাজতের জন্য দোআ করা ঃ আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ স্ত্রীকে বিয়ে করলে কিংবা দাস কিনলে সে যেন বলে;

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ـ

'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তার কল্যাণ ও তার মধ্যে তোমার সৃষ্ট কল্যাণ কামনা করি এবং তোমার কাছে তার ক্ষতি এবং তার মধ্যে তোমার ক্ষতি থেকে পানাহ চাই।'

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তারপর স্ত্রী ও দাসের কপালের চুল ধরে তাদের জন্য বরকতের দোআ করবে। কেউ উট কিনলে সে যেন তার কুঁজের উপর ধরে অনুরূপ দোআ করে। –(আবু দাউদ)

নববধূ বাসর রাতে স্বামীর পেছনে এক সাথে ২ রাকাত নামাজ পড়বে এটা হবে তাদের দাম্পত্য জীবনে যে কোন ক্ষতি থেকে হেফাজতের ব্যবস্থা।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, তোমার কাছে বাসর রাতে তোমার স্ত্রী আসলে তাকে তোমার পেছনে ২ রাকাত নামাজ পড়তে বল। তারপর তুমি এ দোআ কর ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِىْ فِىْ اَهْلِىْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِىَّ اَللّٰهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَاجَمَعْتَ بِخَيْرٍ وَفَرِّقْ بَيْنَنَا اِذَا فَرَّقْتَ اِلَى الْخَيْرِ ـ

'হে আল্লাহ! আমার স্ত্রীর মধ্যে আমার জন্য বরকত দাও এবং আমার মধ্যে তাদের জন্য বরকত দাও। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে সে ধরনের মিলন ঘটাও

যাতে তুমি কল্যাণ দিয়েছ এবং যখন বিচ্ছেদ ঘটাও তখন কেবলমাত্র কল্যাণের লক্ষ্যেই বিচ্ছেদ ঘটাও।'

১৪শ পদ্ধতি ঃ শয়তান থেকে সন্তানের হেফাজত করা ঃ মুসলমান ব্যক্তির উচিত, সহবাসের দোআ পড়া। কেননা, এর মাধ্যমে সন্তানরা শয়তান থেকে রক্ষিত থাকে। এ মর্মে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ স্ত্রী সহবাস করলে সে যেন বলে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ـ

'আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান থেকে এবং শয়তানকে আমাদের থেকে, আমাদেরকে প্রদত্ত নেয়ামত থেকে দূরে রাখ।' যদি এর মাধ্যমে সন্তান হয় তাহলে শয়তান কখনও তার ক্ষতি করতে পারবেনা।

–(বোখারী-মুসলিম)

আজান শয়তান তাড়ানোর মোক্ষম অস্ত্র। তাই নবজাত শিশুর কানে আজান দেয়া মুসলমানের জন্য মোস্তাহাব। আবু রাফে' (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখেছি ফাতেমা যখন হোসাইন বিন আলীকে প্রসব করেন তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার কানে আজান দিয়েছেন।

–(আবু দাউদ, তিরমিজী)

১৫শ পদ্ধতি ঃ সকাল-সন্ধ্যায় নিজ সন্তানদেরকে জড় করে নিম্নোক্ত দোআ পড়ে তাদের মাথায় হাত বুলানো দরকার।

اُعِيْذُكُمْ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ ـ

'আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমা দ্বারা শয়তান, বিষধর প্রাণী ও চোখের বদ নজর থেকে তোমাদের জন্য পানাহ চাই।'

বর্ণিত আছে, নবী করীম (সঃ) এ দোআর মাধ্যমে হাসান ও হোসাইনের পানাহ চেয়েছেন এবং বলেছেন ঃ 'তোমাদের বাপ এ দোআর মাধ্যমে ইসমাইল ও ইসহাক (আঃ)-এর জন্য পানাহ্ চেয়েছেন। –(বোখারী, তিরমিজী)

এখানে বাপ দ্বারা ইবরাহীম (আঃ)-এর কথা বুঝানো হয়েছে।

১৬শ পদ্ধতি ঃ সাদা মোরগ পালন করা ঃ ইবনে ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ সাদা মোরগ নামাজের আহবান জানায়। যে ব্যক্তি সাদা মোরগ পালন করে, তিনটি জিনিস থেকে সে নিরাপদ থাকে। ১. শয়তানের আগমন ২. যাদু ও ৩. গণক। -(বায়হাকী শোআবুল ঈমান)

১৭শ পদ্ধতি ঃ ঘরকে মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্য থেকে মুক্ত রাখা। ধূমপান ও অন্যান্য দুর্গন্ধ থেকে ঘরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

১৮শ পদ্ধতি ঃ ঘর থেকে গুনাহ্ ও অন্যায় কাজ দূর করতে হবে। পরনিন্দা, অপবাদ ও পরচর্চা বন্ধ করতে হবে। এগুলো শয়তানের প্রবেশ পথ।

১৯শ পদ্ধতি ঃ ঘরে গণক, ঠাকুর, যাদুকর ইত্যাদিকে আনা এবং তাদের সাহায্য নেয়া যাবে না। তারা ঘরে ঢুকলে বিপদের আশংকা আছে। ঘরে যাদুর বই পুস্তক, ছবি ইত্যাদি রাখা যাবে না।

২০শ পদ্ধতি ঃ ঘরে ইসলামী পরিবেশ রাখতে হবে। নেক লোকদের আনা-গোণা এবং পর্দানশীন মহিলাদের ছাড়া বেপর্দা মহিলাদের আনাগোনা ও মেলামেশা কমাতে হবে।

মোট কথা, নির্মল ও সুন্দর এবং দীনি পরিবেশ বজায় রাখলে ঘরে সর্বদা রহমতের ফেরেশতা আসবে এবং সকল কিছুতে কল্যাণ ও বরকত হবে। আর পাপ-তাপ এবং গোনাহ্ ও অপরাধ করলে সেখানে শয়তান আসবে। শয়তানের আসার উপায়-উপাদান ও ব্যবস্থা অব্যাহত রেখে শয়তান থেকে মুক্তির চিন্তা কিভাবে করা যায়?

জিনকে মোমেনের ভয় করার কথা নয়। বরং জিনই মোমেনকে ভয় করবে। দুনিয়ায় এ পর্যন্ত কোন ভাল মোমেন-মোত্তাকী এবং বুজুর্গ-পরহেজগারের কোন ক্ষতি জিন করতে পেরেছে বলে প্রমাণ পাওয়া দুষ্কর।

আমরা সঠিক পথে চললে আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করবেন। আমরা তাঁর সাহায্যপ্রার্থী।

সমাপ্ত

লেখকের অন্যান্য বই পড়ুন